হজ্জ ও মাসায়েল

হজ্জ ও মাসায়েল

[মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ]

লেখক

হযরত মাওলানা আলহাজ্জ, আল্-ক্বারী সাঈদ আহমদ

মুফ্তী-ই-আযম

মাদ্রাসা-ই-মাযাহিরুল্ উলুম, সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদক

মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী

মুহাদ্দিস

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

প্রকাশকের আরজ

হজ্জের গুরুত্ব এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। কেননা, হজ্জ ইসলাম ধর্মের পঞ্চভিত্তির একটি—যাহার উপর ইসলামের ছাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হজ্জ ইসলামের নিদর্শনসমূহের একটি বড় নিদর্শন। হজ্জের একটি বৈশিষ্ট্য—যাহা ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে, উহা এই যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ এবং উহার বিশেষ আহ্‌কাম ও কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং বান্দার মধ্যকার ঐ সমস্ত বিশেষ সম্পর্কের প্রদর্শনী প্রকাশ পায়, যাহা প্রীতি ও ভালবাসার অবস্থায় একজন অনুগত দাসের স্বীয় অনুগ্রাহী দয়াশীল মনিবের সহিত হওয়া চাই।

সেই মহান মনিবের দরবারে পৌঁছার এবং হজ্জ অনুষ্ঠান পালনের জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম-আহ্‌কাম ও আদব রহিয়াছে। সে সমস্ত নিয়ম-আহ্‌কাম ও আদব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা হজ্জযাত্রীগণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

যেহেতু হজ্জ উদ্‌যাপনের সুযোগ অধিকাংশের জীবনে একবারই হইয়া থাকে, এই অপরিচিতির কারণে, আবার কখনো অজ্ঞানতাবশতঃ না-জায়েয ও হজ্জের মর্যাদার পরিপন্থী কার্যাবলী সংঘটিত হইয়া যায়। ফলে কখনো ইহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এমনকি কোন কোন সময় হজ্জই নষ্ট হইয়া যায়।

এইজন্য বহুদিন হইতে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম যে, এমন একখানা গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করা যাহাতে হজ্জ-সফরের যাবতীয় মাসায়েল ও আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হয় এবং সরল ও সহজ হয়।

এই অভিপ্রায়ে বিশেষ আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত আলহাজ্জ মাওলানা সায়ীদ আহমদ সাহেবের উর্দূভাষায় রচিত **মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ**—যাহা হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)-এর নামানুসারে আশ্‌রাফুল মানাসেক নামে আখ্যায়িত—গ্রন্থখানি সরল ও প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। উক্ত গ্রন্থের যে সকল বিষয় বর্তমানে এতদ্দেশীয় হজ্জযাত্রীগণের প্রয়োজন হয় না এবং যে সমস্ত আরবী এবারত উলামাদের পর্যালোচনা ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে টীকায় সংযোজিত আছে, তাহা অনুবাদ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বর্জন করা হইয়াছে। আশা করি, গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইবে।

বিনীত—

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

হজ্জ ইসলামের একটি বিশিষ্ট রুক্ন। ইহার মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়া থাকে। বিশ্বের সকল মুসলমানই যে একটি অখণ্ড উম্মত, হজ্জ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উহার বাস্তব প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র মক্কার কা'বাগৃহ ইসলামের সকল প্রেরণা এবং ঐক্যের প্রাণ-কেন্দ্র। প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশের অগণিত মুসলমান ইসলামের এই অনুপম ঐক্য ও সংহতির প্রাণ-কেন্দ্রে মিলিত হইয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করে এবং এই প্রেরণা লইয়া আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। তাই, ইসলামী প্রাণ-চাঞ্চল্য বজায় রাখার ব্যাপারে হজ্জের একটি বিরাট ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান নির্ভুল ও সুষ্ঠুভাবে সমাপন করার জন্য হাজী সাহেবগণকে প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় খুব কম বই-পুস্তকই লিখিত হইয়াছে। এই অভাব পূরণের জন্য পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাদ্রাসা-ই-মাযাহিরুল উলুম, সাহারানপুর, ভারত-এর মুফতী-ই-আযম হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আল্-ক্বারী সাঈদ আহমদ সাহেব কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত **মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ** গ্রন্থখানা ভাষান্তরিত করিয়া বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনদের খেদমতে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। হজ্জ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত এই পুস্তকখানা হাজী সাহেবগণের জন্য হজ্জের সকল ব্যাপারে গাইড হিসাবে কাজ করিবে বলিয়া আশা করি। আল্লাহ্ পাক এই পুস্তকখানাকে কবূল করুন এবং ইহার অছীলায় আমাকে হজ্জে মাবরুর নসীব করুন—আমীন!

বিনীত—

আবুল কালাম মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
মুহাদ্দিস
মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
২৪/৩/১৯৮৯ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্জের ফরযিয়ত	১-৫
কোরআনের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণ, হাদীসের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণ, ইজ্মার মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণ, যুক্তির মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণ	
হজ্জের তাকীদ এবং হজ্জ তরককারীর প্রতি ভর্ৎসনা	৫-৬
হজ্জের ফযীলত হজ্জে মাবরুর, হজ্জের কল্যাণ ও তাৎপর্য	৬-১২
হজ্জের সফরের আদব	১২-২১
নিয়ত, তওবা, তওবার মুস্তাহাব পদ্ধতি, মাতা-পিতার অনুমতি, আমানত ও ওসিয়ত, ইস্তিখারা ও পরামর্শ, ইস্তিখারা করার নিয়ম, হজ্জের খরচের টাকা, সফর-সঙ্গী, হজ্জের মাসআলা শিক্ষা করা, সফরের সূচনা, সওয়ারীর জন্তু, অপব্যয় ও কার্পণ্য, গৃহ হইতে নির্গমন, কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করা, কাফেলার আমীর	
সফরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অভিজ্ঞতা জাহাজের সফর	২১-২৩
জরুরী মাসআলা	২৩-২৬
সফরে নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, মুসাফিরের জন্য কসর নামায, হুঁশিয়ারী	
কাম্রান ও ইয়ালাম্লাম্	২৬
জিদ্দা	২৬-৩০
মুয়াল্লিমীন, মক্কা মুয়ায্যামা, হুঁশিয়ারী, হরম, পবিত্র মক্কায় প্রবেশ	
হিজাযী মুদ্রা, ডাক, তার এবং গজ ইত্যাদি	৩০-৩১
হুঁশিয়ারী, ডাক, হিজাযী ওজন ও মাপ, ওজন, পরিমাপ	
হজ্জের মাসায়েল	৩১-৩২
পারিভাষিক শব্দ এবং কতিপয় বিশেষ স্থানের ব্যাখ্যা	৩২-৩৭
ইহ্রাম, ইস্তিলাম, ইযতিবা'অ, আফাকী, আইয়্যামে তাশ্রীক, আইয়্যামে নহ্র, এফ্রাদ, ইশ্আর, বায়তুল্লাহ্, বাত্নে আরানাহ্, তাজ্লীল, তাস্বীহ, তাক্লীদ, তাক্বীর, তামাত্তো', তাল্বিয়াহ্, তাহ্লীল, জিমার বা জামারাত, জাহ্ফাহ্, জান্নাতুল্ মা'লা, জাবালে সবীর, জাবালে রহমত, জাবালে কুযাহ্, হজ্জ, হাজারে আস্ওয়াদ, হরম, হরমী, হিল্ল, হিল্লী, হাতীম, দম্, যুল্-হোলায়ফা, যাতে ইর্ক, রুক্নে ইয়ামানী, রুক্নে ইরাকী, রুক্নে শামী, রমল, রামি, যমযম, সাঈ, শাওত, সাফা, যাব, তাওয়াফ, উমরাহ্, আরাফা বা আরাফাত, ক্বেরান, কারেন, করন, কসর, মুহ্রিম, মুফ্রিদ, মাতাফ্, মাকামে ইবরাহীম, মুল্তাযাম, মিনা, মসজিদে খায়েফ, মসজিদে নামিরাহ্, মাদ্আ, মুযদালিফাহ্, মুহাস্সার, মারওয়াহ্, মায়লাইনে আখযারাইন, মক্কী, মাওকাফ্, মীকাতী, অকুফ, হাদ্য়ি, ইয়াওমে আরাফাহ্, ইয়াওমুত্ তারভিয়াহ্, ইয়ালাম্লাম্	

বিষয় পৃষ্ঠা

ফরয ও ওয়াজিব হজ্জের মাসায়েল ৩৮-৩৯
ওযর ও প্রতিবন্ধকতার বিবরণ
হজ্জের শর্তসমূহ ৪০-৫৬
হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ, আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, হুঁশিয়ারী, আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, ফরয হইতে অব্যাহতি লাভের শর্ত, হজ্জের ফরয, হজ্জের রুকন, হজ্জের ওয়াজিব, হুঁশিয়ারী, হজ্জের সুন্নত, মীকাতের বর্ণনা, মীকাতে যামানী, মীকাতে মাকানী
ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করা ৫৬-৫৯
মীকাতে যামানীর তাৎপর্য, মীকাতে মাকানীর তাৎপর্য
ইহ্‌রামের বর্ণনা ৫৯-৬৩
ইহ্‌রামের প্রকারভেদ, ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম, হজ্জের প্রকারভেদ, ইহ্‌রাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, ইহ্‌রামের ওয়াজিবসমূহ, ইহ্‌রামের সুন্নতসমূহ, ইহ্‌রামের মুস্তাহাব-সমূহ, ইহ্‌রামের হুকুম
ইহ্‌রামের মাসআলাসমূহ ৬৩-৭০
নিয়তের মাসআলাসমূহ, তাল্‌বিয়ার মাসআলাসমূহ, গোসলের মাসআলাসমূহ, লেবাসের মাসআলাসমূহ, ইহ্‌রামের নামায, সংজ্ঞাহীন ও পীড়িত ব্যক্তির ইহ্‌রাম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের ইহ্‌রাম
মহিলাদের ইহ্‌রাম ৭০-৭৬
খোজা ব্যক্তির ইহ্‌রাম, ইহ্‌রামের হেকমত বা তাৎপর্য, ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ, ইহ্‌রামের মাক্‌রূহ্‌ বিষয়সমূহ, ইহ্‌রামের মুবাহ বিষয়সমূহ
পবিত্র মক্কায় প্রবেশের বিবরণ ৭৬-৭৭
মসজিদে হারামে প্রবেশ করার আদব ৭৭-৭৯
মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াবের বর্ণনা ৭৯-৮০
মসজিদে হারামের সে সকল বিশেষ স্থান যেখানে নবী করীম (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন ৮১-৮২
তাওয়াফের বর্ণনা ৮২-৮৯
তাওয়াফের সংজ্ঞা, তাওয়াফের ফযীলত, তাওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি, হুঁশিয়ারী, তাওয়াফের আরকান, তাওয়াফের শর্তসমূহ, হজ্জের তাওয়াফের শর্ত, সকল তাওয়াফের শর্ত, তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ, ওয়াজিবের হুকুম, তাওয়াফের সুন্নতসমূহ, তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ, তাওয়াফের মুবাহ্‌ কাজসমূহ, তাওয়াফের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, তাওয়াফের মাক্‌রূহ্‌ বিষয়সমূহ
তাওয়াফের প্রকারভেদ ৮৯-৯০
তাওয়াফের মাসআলাসমূহ [ইস্তিলামের মাসআলা] ৯০-৯১
নামায ও তাওয়াফের মাসআলাসমূহ ৯১-৯২

বিষয় পৃষ্ঠা

রমলের মাসআলাসমূহ ৯২
তাওয়াফের প্রদক্ষিণে কম-বেশী করার মাসায়েল ৯৩
যমযম কূপ হইতে পানি পান করার পদ্ধতি
বিবিধ মাসআলা ৯৪-৯৬
তাওয়াফের দো'আসমূহ
তাওয়াফে কুদুমের আহ্‌কাম ৯৭
সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ-এর বর্ণনা ৯৮-১০৫
সাঈর পদ্ধতি, সাঈ-এর রুকন, সাঈ-এর শর্তসমূহ, সাঈ-এর ওয়াজিবসমূহ, সাঈ-এর সুন্নতসমূহ, সাঈ-এর মুস্তাহাবসমূহ, সাঈ-এর মুবাহ কাজসমূহ, সাঈ-এর মাক্‌রূহ কাজসমূহ
সাঈ সমাপ্ত করার পর মক্কায় অবস্থানকালে যেসব কাজ করা উচিত ১০৫-১০৬
বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করা ১০৬-১০৮
হজ্জের খুৎবাসমূহ, মক্কা হইতে মিনায় গমন হুঁশিয়ারী
মিনা হইতে আরাফাত অভিমুখে গমন ১০৮
হুঁশিয়ারী
আরাফাতের আহ্‌কাম ১০৮-১১১
যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা
যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তসমূহ ১১১-১২০
আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা, অকুফের শর্তসমূহ, অকুফের রুকন, অকুফের সুন্নতসমূহ, অকুফের মুস্তাহাবসমূহ, অকুফের মাকরূহ কাজসমূহ, আরাফাতের ময়দান হইতে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন, মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামায একত্রিত করা, মুযদালিফায় অবস্থানের বর্ণনা, মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন এবং কংকর সংগ্রহ
১০ই হইতে ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয় ও তাহার আহ্‌কাম ১২০-১৩৪
কংকর নিক্ষেপ, তাল্‌বিয়াহ্‌ মুল্‌তবী হওয়ার সময়, যবেহর আহ্‌কাম, হুঁশিয়ারি, চুল ছাঁটানো ও মাথা মুণ্ডানো, তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে যিয়ারতের শর্তসমূহ, তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিবসমূহ, তাওয়াফে যিয়ারতের পরে মিনায় প্রত্যাবর্তন, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে, কংকর নিক্ষেপের শর্তসমূহ, বিবিধ মাসআলা, মিনা হইতে মক্কা অভিমুখে যাত্রা, হুঁশিয়ারী, তাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ
তাওয়াফে বিদা'-এর মাসায়েল ১৩৪-১৩৫
তাওয়াফে বিদা' না করিয়া মীকাত অতিক্রম করা ১৩৫-১৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা

হজ্জের প্রকার ১৩৬

এফ্‌রাদ তথা একক হজ্জ সম্পাদনের সংক্ষিপ্ত ও সুন্নতসম্মত নিয়মাবলী ১৩৬-১৪৫

উমরা ১৪৫

উমরা পালন করার নিয়ম

উমরা এবং হজ্জের পার্থক্য ১৪৬-১৪৮

উমরার ফরয, উমরার ওয়াজিব, উমরার মাসায়েল

উমরার ফযীলত ১৪৮

ক্বেরান ১৪৯-১৫৪

ক্বেরানের নিয়ম, ক্বেরানের শর্তসমূহ, পরিশিষ্ট, ক্বেরানের মাসায়েল, ক্বেরান ও তামাত্তো'-এর বদল

হজ্জে তামাত্তো' ১৫৪-১৫৮

তামাত্তো' পালনের নিয়ম, তামাত্তো'-এর শর্তসমূহ, পরিশিষ্ট

তামাত্তো' পালনকারীর প্রকারভেদ ১৫৮

তামাত্তো'-এর মাসআলা ১৫৮-১৫৯

আহকামে হজ্জ ও উমরার সংক্ষিপ্ত তালিকা ১৫৯-১৬১

উমরার কার্যাবলী, হজ্জে এফ্‌রাদের কার্যাবলী, হজ্জে ক্বেরানের কার্যাবলী, হজ্জে তামাত্তো'-এর কার্যাবলী, হুঁশিয়ারী

ইহ্‌রাম ও হরমের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ও তার ক্ষতিপূরণ ১৬২-১৭৮

সাধারণ নীতিমালা, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ, সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা, চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা, নখ কর্তন করা, হুঁশিয়ারী, সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ হইতে কোন ওয়াজিব তরক করা ১৭৮-১৮২

স্থলজ প্রাণী শিকার করা এবং উহাকে কষ্ট দেওয়া ১৮২-১৮৭

শিকারের ক্ষতিপূরণ

পশুকে আহত করার পর মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সংঘটিত হওয়া ১৮৭-১৯৮

উকুন এবং টিড্ডি বধ করা, শিকার বিক্রয় বা যবেহ করা ইত্যাদি, হরমে শিকার, শিকার ধরা এবং ছাড়িয়া দেওয়া, হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ কর্তন, কাফ্‌ফারার শর্তসমূহ, দম জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, সদ্‌কা জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ, পরিশিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, রোযার শর্তসমূহ, পরিশিষ্ট

বিষয় পৃষ্ঠা

দুই হজ্জ অথবা দুই উমরাকে একত্রিত করা ১৯৮-২০০

দুই হজ্জের ইহ্‌রাম, দুই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা

হজ্জ এবং উমরার একত্রীকরণ ২০০-২১০

উমরার ইহ্‌রামের উপরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা, হজ্জের ইহ্‌রামের উপরে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা, হজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম ভঙ্গ করা, ইহ্‌সার অর্থাৎ, শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী অথবা পীড়ার কারণে হজ্জ পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়া, মুহ্‌সার-এর হুকুম, বাধা বা অবরোধ অপসারিত হওয়ার পর হজ্জ অথবা উমরার ক্বাযা ওয়াজিব হওয়া, দমে ইহ্‌সার প্রেরণ করার পর ইহ্‌সার দূরীভূত হইয়া যাওয়া, এক ইহ্‌সারের পর দ্বিতীয় ইহ্‌সার, দমে ইহ্‌সার প্রেরণে সক্ষম না হওয়া, হজ্জ ছুটিয়া যাওয়া, ক্বাযা হজ্জের কারণসমূহ

বদলী হজ্জ [অর্থাৎ অন্যকে দিয়া হজ্জ করানো] ২১০-২১১

বদলী হজ্জের শর্তসমূহ ২১১-২২৭

বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য সফরের খরচ, হজ্জের ওসিয়ত, হজ্জ এবং উমরার মান্নত করা, হুঁশিয়ারি, হাদ্‌য়ি বা কুরবানীর পশুর আহ্‌কাম, হাদ্‌য়ি-এর পশু, হাদ্‌য়ি এবং উহার কোন কিছুকে কাজে লাগানো, হাদ্‌য়িকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন, যবেহ এবং নহর করা, হাদ্‌য়ির গোশ্‌ত বন্টন এবং নিজে ভক্ষণ, যেসব ত্রুটি থাকিলে হাদ্‌য়ি জায়েয হইবে না, যবেহ জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ, হাদ্‌য়িকে নষ্ট এবং হালাক করা, হাদ্‌য়ি মান্নত করা

বিবিধ ২২৭-২৩০

তাবাররুকসমূহ, যমযমের পানির ফযীলত, যমযমের পানির মাসআলাসমূহ

মসজিদে হারামের ভিতরে যমযমের পানি ক্রয়-বিক্রয় করা ২৩০-২৩২

দো'আ কবূল হওয়ার স্থান

মক্কা মুকাররামার দর্শনীয় স্থান এবং কবরসমূহ ২৩২-২৩৩

গৃহসমূহ, জান্নাতুল মা'লার যিয়ারত, কবর যিয়ারতের নিয়ম

মক্কা মুকাররামা ও মিনার মসজিদসমূহ ২৩৪

মক্কার পবিত্র পাহাড়সমূহ ২৩৫

মদীনা মুনাওয়ারার সফর ২৩৫-২৩৬

মক্কা মুকাররামা উত্তম, না মদীনা মুনাওয়ারা, হরমে মদীনা

সাইয়্যেদুল মুরসালীন (দঃ)-এর যিয়ারত ২৩৬-২৪২

মাসায়েল ও আদব, মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী পথের মসজিদসমূহ, পথের কূপসমূহ, মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী হওয়া

রওযা মোবারকে সালাম পাঠ করার নিয়ম ২৪২-২৪৫

রওযায়ে জান্নাতে রহ্‌মতের স্তম্ভসমূহ ২৪৫-২৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

মসজিদে নববীতে নামাযের সওয়াব ২৪৬-২৫৫
বিবিধ মাসায়েল, মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতযোগ্য পবিত্র স্থানসমূহ, আহ্‌লে বাকী'-এর যিয়ারত, মসজিদসমূহের যিয়ারত, মদীনার কূপসমূহ

বাড়ী প্রত্যাবর্তনের আদব ২৫৫-২৫৯
মদীনা মুনাওয়ারা হইতে জিদ্দা অভিমুখে, বাড়ীর নিকটে পৌঁছা, হাজীগণকে অভ্যর্থনা করা, হজ্জের ব্যাপারে গর্ব এবং প্রচারণা না করা উচিত, হজ্জের পর ভাল কাজের উত্তরোত্তর চেষ্টা, সমাপ্তি এবং দো'আ

পরিশিষ্ট

হাজীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ২৬০-১৬৯
রাস্তা এবং সফরের ত্রুটিসমূহ, ইহ্‌রামের ত্রুটিসমূহ, তাওয়াফের ত্রুটিসমূহ, অকুফে আরাফার ত্রুটিসমূহ, অকুফে মুযদালিফার ত্রুটিসমূহ, বদলী হজ্জ সমাপনকারীদের ত্রুটিসমূহ, বিবিধ, রওযা মোবারকে সালাম পাঠকারীদের ত্রুটিসমূহ

একনজরে হজ্জ ও যেয়ারতের দো'আসমূহ ২৬৯-২৮৮

—■—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ط

হজ্জ ও মাসায়েল

■

হজ্জের ফরযিয়ত

হজ্জ নামায, রোযা ও যাকাতের ন্যায় ইসলামের একটি বিশিষ্ট রুকন এবং ফরযে আইন এবাদত। উহা সারা জীবনে একবার প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর ফরয, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিমাণ সম্পদ দান করিয়াছেন যে, নিজ দেশ হইতে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত যাতায়াত করিতে সক্ষম এবং হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আপন পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করিতে সমর্থ; আর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রহিয়াছে উহা তাহার মধ্যে বর্তমান আছে। (যাহা পরে বর্ণিত হইবে।) হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি কোরআন, হাদীস, ইজমা এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত।

কোরআনের মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ

হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে[১] বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াতটি সবচাইতে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "মানুষের উপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহারা তাঁহার ঘর (বায়তুল্লাহ্ শরীফ) পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্য রাখে তাহারা যেন উহার হজ্জ সমাপন করে। বস্তুতঃ যাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে, (তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে,) নিশ্চিতই আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্ট জগতের কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।"

পবিত্র এই আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে নিয়তের পবিত্রতা আর ফরয হওয়ার শর্ত অর্থাৎ সক্ষমতার কথাও বলা হইয়াছে। সেই সঙ্গে এই বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করিবে সে কাফের অথবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ সমাপন না করিয়া মৃত্যুবরণ করে সে

টীকা

১০ قوله تعالى واذن فى الناس بالحج الاية ـ وفيها اليوم اكملت لكم الأية

কাফের সদৃশ। যেমন হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (দঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন সওয়ারী ও পাথেয়ের অধিকারী যাহাতে সে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে এবং তাহা সত্ত্বেও সে হজ্জ সমাপন করে না, তাহা হইলে তাহার ইহুদী অথবা খৃষ্টান হইয়া মৃত্যুবরণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই কঠোরতা এই জন্যই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

"মানুষের উপর আল্লাহ্র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহারা তাঁহার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্য রাখে, তাহারা যেন উহার হজ্জ পালন করে।"

হাদীসের মাধ্যমে হজ্জ
ফরয হওয়ার প্রমাণঃ

বহু হাদীসে হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে শুধু তিনটি রেওয়ায়তকেই যথেষ্ট মনে করিতেছিঃ

(১) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ﴿رض﴾ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا ـ ﴿رواه مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে গিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা অবশ্যই হজ্জ পালন করিবে।" —মুসলিম

(২) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿رض﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ـ ﴿رواه البخاری و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।" যথাঃ

(১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল—এই সাক্ষ্য প্রদান। (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা পালন করা।" —বোখারী ও মুসলিম

এই রেওয়ায়তের মধ্যে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামের পাঁচটি রুকন রহিয়াছে। কাজেই যে কেহ উহার একটি রুকন তরক করে, সে ইসলামরূপ প্রাসাদকে বিধ্বস্ত করিতে চায়।

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿رض﴾ قَالَ اِنَّ امْرَاَةً مِّنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ـ ﴿بخاری و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, খাসআম গোত্রের এক মহিলা নবী করীম (দঃ)-এর নিকট নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি যে হজ্জ ফরয করিয়াছেন, তাহা আমার পিতার উপর তাঁহার বার্ধক্যাবস্থায় ফরয হইয়াছে। তিনি (বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে) সওয়ারীর উপর উপবেশন করিতে পারেন না, এমতাবস্থায় কি আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ সমাপন করিতে পারি? উত্তরে নবী করীম (দঃ) বলিলেন, হাঁ, পার। ইহা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।" —বোখারী ও মুসলিম

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হজ্জ ফরয এবং যাহার উপর ফরয হয় তিনি কোন ওযরবশতঃ নিজে তাহা আদায় করিতে সক্ষম না হইলে অপর কোন লোক দ্বারা নিজের পক্ষ হইতে হজ্জ করাইবেন।

ইজ্মার মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ

মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী 'বাদায়ে' গ্রন্থে এবং হযরত শায়খ রহমতুল্লাহ্ সিন্ধী (রহঃ) 'লুবাবুল্ মানাসিক' গ্রন্থে হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়ে ইজ্মার উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاَمَّا الْاِجْمَاعُ فَلِاَنَّ الْاُمَّةَ اَجْمَعَتْ عَلٰى فَرْضِيَّتِهٖ ـ ﴿بدائع ٢/١١٨﴾

অর্থাৎ, "উম্মতে মুহাম্মদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইজ্মা বা ঐকমত্য পোষণ করিয়াছে।"

اَلْحَجُّ فَرْضٌ مَرَّةً بِالْاِجْمَاعِ عَلٰى كُلِّ مَنِ اسْتَجْمَعَتْ فِيْهِ الشَّرَائِطُ ﴿لباب صفحه ٦﴾

অর্থাৎ, "যাহার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বর্তমান রহিয়াছে, তাহার উপর ইজ্মা বা সর্বসম্মত মতানুযায়ী সারা জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।"

যুক্তির মাধ্যমে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ

আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্বের প্রকাশ এবং তাঁহার নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনই হইতেছে সর্বপ্রকার এবাদত-বন্দেগীর আসল উদ্দেশ্য। হজ্জের মধ্যে এই দুইটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে বর্তমান রহিয়াছে। কেননা, দাসত্ব প্রকাশের অর্থ হইতেছে স্বীয় অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং হাজীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ করিয়া ইহরামের সময়কার অবস্থার কথা যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার এক করুণ চিত্র

ভাসিয়া উঠে। তাহার প্রতিটি গতিবিধিতে বিনয় ফুটিয়া উঠে। বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-পরিজন, বিত্ত-বৈভব সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া, জল ও স্থল পথের ভ্রমণের কষ্ট, ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা এবং মাথা ঘোরা ও বমি কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া একান্ত বিক্ষিপ্ত, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় প্রিয় নবী (দঃ)-এর পুণ্য ভূমির উদ্দেশে পাগলের বেশে ধাবিত হয়। আরাম ও বিলাসের সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শুধু একটি লুঙ্গি এবং একখানা চাদর জড়াইয়া রাখে যেন কাফন পরিধান করিয়াছে এবং প্রিয় নবী (দঃ)-এর উদ্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

چو رسی بکوے دلبر بسپار جان مضطر که مبادا بار دیگر نه رسی بدیں تمنا

"প্রেমাষ্পদের গলিতে তোমার
নসীব হইলে গমন,
সযতনে রেখে দিও এরপরে
ব্যাকুল পরান-মন।
খোদা না করুক, যদি নাহি পাও
এমন সুযোগ আর
পৌঁছিতে এই পরম লক্ষ্যে
জীবনে পুর্নবার।"

বর্ধিত নখ চুল, ধুলা মলিন দেহাবয়ব আর মুখে 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' ধ্বনি। মনে হয় যেন অপর দিক হইতে প্রিয়তম ডাকিতেছেন আর সে এই দিক হইতে অত্যন্ত মোহ-ময়তা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত ভাব ও ভাষার মাধ্যমে সাড়া দিয়া যাইতেছে।

অতঃপর মাহবুব (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে, কখনও উহার দেওয়াল ও দরজায় চুম্বন করে (অর্থাৎ, হাজারে আস্‌ওয়াদে চুম্বন করে), কখনও উহার চার পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাওয়াফ করে আর বলে,

أَمُـرُّ عَلَى الـدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أُقَبِّـلُ ذَاالْجِـدَارِ وَذَاالْجِـدَارَا

وَمَـا حُبُّ الـدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِىْ وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الـدِّيَارَا

"লায়লার বাড়ী-ঘর দরজার
পাশ দিয়া আমি যাই যতবার,
এই দেওয়ালে চুম্বন আঁকি
ঐ দেওয়ালে ফের-আবার।
মনে করিও না দেওয়ালের প্রেম
হরিয়াছে মোর হৃদয়-মন,
ঐ ঘরে যে বাস করে সে-ই,
হৃদয় আমার করিছে হরণ।"

যখন সে দেখিতে পায়—তাহার মত অধমের ভাগ্যেও এই পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সজ্‌দায় নত হইয়া পড়ে (অর্থাৎ, তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় করে এবং আপন দাসত্বের প্রকাশ ও আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে)। অতএব, হজ্জ যেহেতু উবুদিয়ত বা দাসত্ব প্রকাশের সবচাইতে উত্তম উপায় এবং উবুদিয়ত প্রকাশ করা ওয়াজিব, সুতরাং হজ্জও ওয়াজিব।

তদুপরি হজ্জের মধ্যে নিয়ামতের শোকর গোজারীরও বিরাট অবকাশ রহিয়াছে। কেননা, এবাদত দুই প্রকারেরঃ এবাদতে মালী—যাহাতে সম্পদ ব্যয় করিতে হয়, যথাঃ যাকাত। এবং এবাদতে বদনী—যাহাতে দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়—যথাঃ নামায, রোযা। কিন্তু হজ্জের মধ্যে উভয় বিষয়েরই সমন্বয় ঘটিয়াছে, সম্পদও ব্যয় করিতে হয় এবং নানা প্রকার বিপদ-আপদও সহ্য করিতে হয়। এই কারণেই হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদ ও সুস্থতা উভয়টিই পূর্বশর্ত। কেননা, হজ্জের মধ্যে উভয় নিয়ামতেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কারণ, নিয়ামতের শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন হইল এইভাবে যে, উহা মহান নেয়ামতদাতার আনুগত্যে ব্যয় করা হইবে। বস্তুতঃ নিয়ামতের শোক্‌রিয়া আদায় করা বুদ্ধি, শরীয়ত, সামাজিক প্রচলন ইত্যাদি প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হইতেই ফরয। সুতরাং হজ্জও ফরয।

হজ্জের তাকীদ এবং হজ্জ তরককারীর প্রতি ভর্ৎসনা

হজ্জ ফরয হওয়ার পর যথাশীঘ্র তাহা সম্পন্ন করা কর্তব্য; আদৌ বিলম্ব করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি আর্থিক সামর্থ্য, দৈহিক সক্ষমতা ও হজ্জ ফরয হওয়ার যাবতীয় শর্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, তাহার বিরুদ্ধে হাদীস শরীফে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা কর্তব্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ﴿ابو داؤد﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন উহা যথা-শীঘ্র আদায় করিয়া নেয়।" —আবু দাঊদ

এই হাদীসে যেসব লোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে, তাহাদিগকে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাশীঘ্র উহা সমাপন করার নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, অনেক সময় বিলম্ব করার কারণে অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হয় এবং মানুষ এই পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ ﴿رضى﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا

﴿رواه الدارمى﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন পীড়া হজ্জব্রত পালন হইতে বিরত রাখিবে না এবং সে হজ্জ সমাপন না করিয়াই মৃত্যুবরণ করিবে, তাহা হইলে সে যেমন খুশী মরিতে পারে, ইচ্ছা হয় ইহুদী অবস্থায় মরুক অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মরুক।" —দারেমী

আল্লাহ্ রক্ষা করুন! কতই না কঠিন ভর্ৎসনা! যে সকল লোক হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তসম্মত অপারগতা ব্যতীত পার্থিব স্বার্থ ও অলসতাবশতঃ হজ্জ সমাপন করে না, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের সম্পর্কে অত্যন্ত মন্দ পরিণতির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতেছেন। কেননা, শর্তাবলী উপস্থিত সত্ত্বেও হজ্জ সমাপন না করা যদি হজ্জকে ফরয বলিয়া অস্বীকার করার কারণে হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে কাফের। আর যদি ফরয হওয়ায় বিশ্বাস থাকা সত্বে কোন শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত শুধু অলসতা অথবা পার্থিব প্রয়োজনের কারণে হজ্জ করিতে না যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরই অনুরূপ এবং হজ্জ না করার দিক দিয়া তাহাদেরই মত।

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ سُوْءِ الْخَاتِمَةِ وَ وَفِّقْنَا لِاَدَاءِ فَرَائِضِكَ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে মন্দ পরিণতি হইতে রক্ষা কর এবং তুমি যেভাবে পছন্দ কর ও সন্তুষ্ট থাক, সেভাবে তোমার ফরযসমূহ সম্পাদন করার তাওফীক দান কর।

হজ্জের ফযীলত

হজ্জের অসংখ্য সৌন্দর্য ও ফযীলত রহিয়াছে। এখানে (হজ্জের ফযীলত সম্বলিত) কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা যাইতেছে, যাহাতে হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে অবগতি হাসিল হইতে পারে, এই ফযীলতের প্রেক্ষিতে অন্তরে হজ্জ পালন করার তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি এবং ফরয পালনে সহায়ক হইতে পারে। কারণ, কোন বিষয়ের ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগতি অর্জিত না হইলে সেই কাজে পরিপূর্ণ আগ্রহ সৃষ্টি হয় না এবং কাজ সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন কাজের উপকারিতা সম্পর্কে অবগতি অর্জিত হয়, তখন উহার গুরুত্ব বাড়িয়া যায় এবং কঠিন হইতে কঠিনতর কাজও সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿رضى﴾ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ

﴿بخارى و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) -কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন্ আমল সবচাইতে উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন। আবার জিজ্ঞাসা করা হইলঃ ইহার পর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইলঃ ইহার পর আর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? জবাবে তিনি বলিলেন, 'হজ্জে মাবরুর' অর্থাৎ মকবুল হজ্জ।" —বোখারী ও মুসলিম

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ﴿بخارى و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একটি উমরা হজ্জ অপর উমরা হজ্জ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমুদয় গুনাহর জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর হজ্জে মাবরুর বা মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নহে।" —বোখারী ও মুসলিম

উপরোক্ত হাদীস দুইটির দ্বারা হজ্জের ফযীলত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্জ সম্পাদনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছেন।

হজ্জে মাবরুরঃ

হজ্জে মাবরুর হইতেছে সেই হজ্জ, যাহাতে কোন গুনাহ্ সংঘটিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে মকবুল হজ্জকেই হজ্জে মাবরুর বলা হয়। কোন কোন আলেমের মতে যে হজ্জ লোক দেখানো, আত্মপ্রচারণা হইতে মুক্ত তাহাই মাবরুর হজ্জ। কেহ কেহ বলেন, যে হজ্জের পর কোন গুনাহ হয় না, সেই হজ্জকেই মাবরুর হজ্জ বলা হয়। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, যে হজ্জের পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহাই হজ্জে মাবরুর।

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ ﴿بخارى و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতেই বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হজ্জ পালন করিবে এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনা এবং

কোন প্রকার গুনাহর কাজে লিপ্ত হইবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে।" —বোখারী ও মুসলিম

এই রেওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেহ খালেস নিয়তে হজ্জ পালন করে এবং ইহ্রাম বাঁধার সময় হইতে হজ্জের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিয়া চলে; আর কোন প্রকার গুনাহর কাজে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহাতে তাহার সমস্ত পাপ মোচন হইয়া যায়। তবে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।[১]

হজ্জ একটি ফরয এবাদত। উহা পালন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ যে, হজ্জ পালনের কল্যাণে শুধু যে আমাদিগকে দায় মুক্তই করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাই নহে; বরং সাথে সাথে আমাদের সকল পাপও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখ দ্বারা পুরস্কৃত করা হইতেছে। আর পরম সত্যবাদী পুরুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পবিত্র যবানী জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হইতেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্[২] ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে হাজী বাহনের পিঠে আরোহণ করিয়া হজ্জ পালন করে, তাহার বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে ৭০টি নেকী লেখা হয়। আর যে হাজী পদব্রজে হজ্জ সমাপন করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে হরমের নেকীসমূহ হইতে ৭ শত নেকী লিপিবদ্ধ হয়। নবী করীম (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "হরমের নেকীর পরিমাণ কত?" তিনি বলিলেন, হরমের এক নেকী সাধারণ এক লক্ষ নেকীর সমান।

আল্লাহু আকবর! আল্লাহ্ তা'আলার কত বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ যে, এত বিপুল নেকী ও সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেয়ীগণ অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় হজ্জ সমাপন করিতেন। কেহ কেহ তো প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ পালন করিতেন। ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা[৩] (রহঃ) পঞ্চান্নবার হজ্জ করিয়াছিলেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তিকে আমি দৈহিক সুস্থতা আর আর্থিক প্রাচুর্য দান করিয়াছি অথচ সে প্রতি চার বৎসর অন্তর অন্তর আমার দরবারে হাযিরা প্রদান করে নাই, সে বঞ্চিত। (জাম্‌উল্ ফাওয়াইদ) ইহাতে বুঝা যায় যে, বিত্তশালীদের জন্য অধিক সংখ্যায় নফল হজ্জও করা উচিত। তবে শর্ত এই যে, অন্যান্য ফরয পালনে যেন ত্রুটি না ঘটে।

টীকা

১· গুনিয়া ও লুবাব

২ - جمع الفوائد بحواله بزار و كبير و اوسط

৩· দুররে মুখ্‌তার।

হজ্জের কল্যাণ ও তাৎপর্যঃ

বর্তমান যুগে সীমাহীন অজ্ঞতা সত্ত্বেও জ্ঞানের দাবী করা হয়। প্রতিটি লোকই নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য গর্বিত। যাহা বুদ্ধিতে আসে না তাহা অশুদ্ধ। যেসব বিষয়ের কল্যাণ সম্পর্কে আমরা জানি না, তাহা মিথ্যা ও অর্থহীন বলিয়া মনে করি। এমনকি শরীয়তের অকাট্য আহকাম সম্পর্কেও মতামত প্রকাশ করা হয়। শুধু উহার অন্তর্নিহিত কল্যাণ সম্পর্কেই নয় বরং তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এই ব্যাধিটি এতই ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতিটি লোকই শরীয়তের বিধানসমূহের কারণ অনুসন্ধান করিতে চায় এবং উহা ব্যতীত সন্তুষ্টই হয় না। এইসব কিছুই ধর্মহীনতা এবং আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মহত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হইয়া থাকে। নতুবা আমাদের এমন কোন্ যোগ্যতা রহিয়াছে যে, সেই মহাপরাক্রমশালী খালিক ও মালিকের বিধানসমূহের কারণ অনুসন্ধান করার ধৃষ্টতা দেখাইব! তিনি মালিক, প্রভু। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হুকুম করিবেন। আমাদের 'কেন' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার কোন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাইবে না। পক্ষান্তরে মানুষ যাহা কিছু করিবে তদ্‌সম্পর্কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" আমাদের তো কাজ এই হওয়া উচিত যে,

زبـان تازه کردن بـاقـرار تـو نينگيختن علت از كار تو

"তোমাকে স্বীকার করিয়া মুখে
সতেজ করিব এই যবান।
শুধাব না তব বিজ্ঞ কর্মে
কোন্ সে কারণ বর্তমান।"

এতদ্ব্যতীত এই প্রশ্ন করা যে, ঐ আদেশের মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং উহার কারণই বা কি—তাহা স্বয়ং বিধাতা তথা আইন প্রণেতাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; আলেমগণকে নহে। কারণ, আলেমগণ হইতেছেন কানুন বা বিধানসমূহের বর্ণনাকারী, বিধাতা বা স্রষ্টা নহেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইরূপ বলার অবকাশ নাই যে, শরীয়তের বিধানসমূহ তাৎপর্য ও কল্যাণ বিবর্জিত। তবে সকলেই যে তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন তাহা অবধারিত নহে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ সকল বিধানেরই অন্তর্নিহিত কল্যাণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেইসব বিষয়ের স্বতন্ত্র পুস্তকাদিও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটি খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, শরীয়তের আহকাম কল্যাণের উপরই নির্ভরশীল নহে। যদি এইসব কল্যাণ নাও থাকে তবুও আল্লাহ্ পাকের আদেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণের মস্তক অবনত করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ফরয। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হইতেছেন মহাপ্রজ্ঞাময়।

আর فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ অর্থাৎ, "প্রজ্ঞাময়ের কোন কাজই প্রজ্ঞাবিহীন নহে।" আমরা যে উহার নিগূঢ়তা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারি না, তাহা আমাদেরই জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি।

আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়টিই যেহেতু অসম্পূর্ণ এবং সঠিক পথ নির্দেশনার পক্ষে মোটেও যথেষ্ট নহে, এই জন্যই নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হইয়াছেন। বান্দারা যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান সম্যক অবগত হইতে পারে তজ্জন্য আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ হজ্জের বেশ কিছু তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি কাজের তাৎপর্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা স্ব স্ব স্থানে বর্ণিত রহিয়াছে। আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে হজ্জের কয়েকটি মাত্র হিকমত[১] বা তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করার প্রয়াস পাইব। যাহারা যাবতীয় কাজেরই দর্শন অন্বেষণ করেন, আশা করি ইহা তাহাদের জন্য খানিকটা সান্ত্বনার কারণ হইবে।

(১) প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং রহিয়াছে যে, উহার অনুসারীরা বিশেষ কোন পবিত্র স্থানে সমবেত হইয়া মতবিনিময় করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দ্বারা কোন না কোনভাবে উপকৃত হয়, নিজেদের শক্তি ও জাঁকজমক প্রদর্শন করে এবং নিজেদের ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি সম্মান দেখায়। এই কারণে উম্মতে মুহাম্মদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও বায়তুল্লাহ্ শরীফকে (যাহা অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী নিদর্শন) ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক বৎসর পৃথিবীর সকল দিক হইতে মুসলমানগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয় এবং পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও উপকারিতা অর্জনের সাথে সাথে ইসলামী শান-শওকত ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদার প্রদর্শনী করা যায়।

(২) হজ্জ পারস্পরিক পরিচিতি এবং একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অত্যন্ত উত্তম উপায়। কেননা, হজ্জ উপলক্ষে মুসলিম জাতির এক অনন্য মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সর্বত্র হইতে লোকজন এখানে আগমন করেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসা আর পরিচিতি অর্জন করেন, যাহাকে আধুনিক পরিভাষায় বিশ্ব ইসলামী কনফারেন্স বলিয়া অভিহিত করা উচিত। ইহা এমন একটি মহা-সম্মেলন যে, পৃথিবীর কোথাও উহার নযীর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৩) হজ্জ কোন নূতন জিনিস নহে। সুপ্রাচীন কাল হইতে লোকজন হজ্জ পালন করিয়া আসিতেছে। সর্বপ্রথম যখন হযরত আদম (আঃ) ভারত (উপমহাদেশ) হইতে গমন করিয়া হজ্জ সমাপন করেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিয়াছিলেন, আপনার

টীকা

১. হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্।

৭ (সাত) হাজার বৎসর পূর্ব হইতে ফেরেশ্তারা এই বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করিয়া আসিতেছে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতই এই অনুপম গৌরব বহন করিতেছে যে, প্রথম হজ্জ ভারত হইতে সমাপন করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস্সালাম ভারত হইতে পদব্রজে ৪০টি হজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত নবী-রাসূলগণও হজ্জ পালন করিয়াছেন। জাহেলিয়াত যুগেও লোকেরা হজ্জ পালন করিত, কিন্তু তাহা করিত নিজেদের স্ব-কপোলকল্পিত বাতিল পন্থায়। তাহারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার আলোকে অহংকার ও মূর্খতাজনিত বিষয় হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছিল। শরীয়তে মুহাম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-তে উহাদের সংস্কার ও সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে প্রকৃত এবাদতকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, যেন এই প্রাচীন এবাদতটি স্থায়িত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পাইতে থাকে।

(৪) যে সকল জায়গায় হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলি হইতেছে ঐ সকল বিশেষ বিশেষ পবিত্র স্থান, যেখানে নবী-রাসূলগণের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত আর অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হইয়াছিল। যখন হাজী সাহেব-গণ ঐসব জায়গায় গমন করিবেন, তখন ঐ সকল অবস্থা মনে পড়িবে এবং তাঁহাদের ঘটনাসমূহের স্মৃতি নূতন করিয়া হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিবে, অন্তরে তাঁহাদের অনুসরণ-অনুকরণের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হইবে। যখন তাহারা নবীগণের অনুসরণ ও অনুকরণ করিবেন এবং ঐ কাজসমূহ সম্পাদন করিবেন, তখন তাহাদের উপরেও আল্লাহ্ পাকের রহমত নামিয়া আসিবে।

(৫) যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটিবে এবং তাঁহা-দের চরিত্র, গুণাবলী, ধৈর্য ও সন্তুষ্টির চিত্র সামনে ভাসিয়া উঠিবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহাদের অনুসরণ ও অনুকরণের উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে। সুতরাং হজ্জ হইতেছে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়।

(৬) আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার প্রিয় নবী হযরত (দঃ)-এর প্রতি যাহাদের সত্যিকার ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাদের জন্য হজ্জ একটি উৎকৃষ্ট পরীক্ষা। খাঁটি খোদা-প্রেমিকগণ সবকিছুর মায়া পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত বাহির হইয়া পড়েন এবং সফরের কষ্ট ও বিপদসঙ্কুলতার আদৌ পরোয়া করেন না। পক্ষান্তরে যাহারা শুধু নামেই মুসলমান; কিন্তু বাস্তবে রিপুর স্বার্থের দাস, তাহারা অসংখ্য অজুহাত খাড়া করিয়া হজ্জের ন্যায় পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

(৭) দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেশ ভ্রমণ একটি উত্তম বিষয়। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ অর্জিত হয়। বর্তমান এবং প্রাচীন জাতিসমূহের অবস্থা ও বাসস্থানসমূহ দর্শন করিয়া বিশেষ শিক্ষা ও নসীহত লাভ হয়। হজ্জ পালনকারীরা

জানেন যে, এই সফরের চাইতে উত্তম দ্বিতীয় আর কোন সফরই নাই। ইহা সফল কল্যাণের ধারকবাহক।

(৮) মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতের জন্য ঐ পবিত্র স্থানসমূহের যিয়ারত এই কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় যে, উহা হইতেছে সরদারে দো-আলম (দঃ)-এর পবিত্র জন্মভূমি ও বাসস্থান। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ঐ স্থানটির এক কেন্দ্রীয় মর্যাদা রহিয়াছে। তদুপরি বায়তুল্লাহ্ হইল মুসলমানদের কেব্লা। উহার যিয়ারত ও তাওয়াফ এবং সেখানে নামায আদায় করা আল্লাহ্ তা'আলার পাক দরবারে সরাসরি উপস্থিতিরই অনুরূপ।

(৯) হজ্জের সফর হইতেছে আখেরাতের সফর সদৃশ। হাজী সাহেবরা যখন ঘর হইতে রওয়ানা হন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন জানাযার দৃশ্য তাহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। মনে হয় যে, একদিন এমনিভাবে এই পৃথিবী হইতে সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া পরকালের সফর করিতে হইবে। যখন ইহ্রামের পোশাক পরিধান করেন, তখন কাফনের কথা স্মরণ হয়। হজ্জের মীকাত যেন কিয়ামতের মীকাতেরই অনুরূপ মনে হয়; আর আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ও তাপাধিক্যকে হাশরের মাঠের নমুনা বলিয়া বোধ হয়। এমনিভাবে যদি হজ্জের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে পরকালের সফরের দৃষ্টান্তই পরিদৃষ্ট হইবে।

(১০) হজ্জের মধ্যে তাওহীদ এবং এক আল্লাহ্র আনুগত্যের চরম ও পরম প্রদর্শনী হইয়া থাকে। কেননা, হজ্জের সকল কাজ-কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে রাব্বুল বাইত অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রদর্শন, মক্কা ও মদীনার ঘর-দুয়ার কিংবা আরাফাত প্রান্তর (আসল অভীষ্ট লক্ষ্য) নহে। আমাদিগকে যখন ঐ সকল জায়গায় উপস্থিত হওয়ার আদেশ করা হইয়াছে তখন শুধুমাত্র দাসত্বের প্রকাশ ও আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যই আপন মালিক ও খালিকের নির্দেশে 'লাব্বায়কা' বলিতে বলিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছি।

হজ্জের সফরের আদব

হজ্জ ফরয হওয়ার পর মোটেও দেরী করা উচিত হইবে না। আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করা কর্তব্য। সফরের যেসব আদব ও নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা যাইতেছে, উহার প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করা উচিত।

১ নিয়ত ঃ

শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও ফরয আদায় করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করিবেন। এ সফর খ্যাতি অর্জন অথবা চিত্ত বিনোদন,

দেশ-ভ্রমণ কিংবা আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যেন না হয়। অনেক লোকই শুধু দেশ ভ্রমণ এবং হাজী উপাধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করিয়া থাকে। আল্লাহ্ মুসলমানগণকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴿رواه البخارى و مسلم﴾

অর্থাৎ, "আমলের সওয়াব শুধু নিয়তের উপরই নির্ভশীল।"

يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّ اَغْنِيَاءُ النَّاسِ لِلنَّزَاهَةِ وَ اَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَفُقَرَائُهُمْ لِلْمَسْئَلَةِ وَقُرَّاءُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَ الرِّيَاءِ ﴿الديلمى عن انس ـ كنزالعمال جلد ٢ صفحه ٢٦﴾

অর্থাৎ, "মানুষের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন তাহাদের উচ্চবিত্তরা শুধু দেশ ভ্রমণ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে, মধ্যবিত্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আলেম ও ক্বারী সাহেবরা খ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর জন্য হজ্জ করিবে।"

এই সফরে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়তও না করা উত্তম।

২ তওবা ঃ

সফর শুরু করার পূর্বে সরল মনে তওবা করিবেন। যদি কাহারও কোন আর্থিক অথবা দৈহিক হক থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা যথাসম্ভব আদায় করার চেষ্টা করিবেন অথবা মাফ করাইয়া নিবেন। লেনদেন পরিষ্কার করিবেন এবং ভুল-ত্রুটির জন্য মানুষের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া নিবেন। যদি হকদাররা মারা গিয়া থাকে এবং তাহাদের মাল-সম্পদ হাতে বিদ্যমান থাকে তবে তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে বুঝাইয়া দিবেন। আর যদি হাতে না থাকে, তাহা হইলে উহার বিনিময় মূল্য আদায় করিয়া দিবেন। যদি হকদার অথবা তাহার উত্তরাধিকারীদের ঠিকানা জানা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঐ মাল আসল মালিকের পক্ষ হইতে সদ্কা করিয়া দিবেন এবং নিজে উহা দ্বারা কোন প্রকার সওয়াবের নিয়ত করিবেন না। এবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে যে সব ত্রুটি গাফ্লতী হইয়াছিল, উহার কাযা ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে আর অনুরূপ না করার লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।

তওবার মুস্তাহাব পদ্ধতি ঃ

তওবার মুস্তাহাব পদ্ধতি এই যে, প্রথমে গোসল করিবেন। যদি গোসল করিতে না পারেন, তবে অযূ করিবেন এবং তওবার নিয়তে দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন এবং ইস্তিগ্ফার করিবেন। অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত দো'আ করিবেন। মিনতি সহকারে কান্নাকাটি করা যতটা সম্ভব করিবেন এবং নিজের গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে তওবা করিবেন; আর বার বার এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِیْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰی عِنْدِیْ مِنْ عَمَلِیْ

অর্থাৎ, "ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার সকল প্রকার গুনাহ্ হইতে তওবা করিতেছি এবং পুনরায় আর গুনাহে লিপ্ত হইব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতেছি। ইয়া আল্লাহ্! তোমার ক্ষমা আমার গুনাহ্র চাইতে অধিক প্রশস্ত এবং আমার আমল অপেক্ষা তোমার রহমতের উপরই আমার অধিকতর আস্থা ও বিশ্বাস রহিয়াছে।"

মাতা-পিতার অনুমতি ঃ

মাতা-পিতা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন থাকে, তবে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত হজ্জে গমন করা মাক্রূহ। আর যদি তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে গমন করা মাক্রূহ নহে। তবে শর্ত হইল এই যে, রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হইতে হইবে এবং নিরাপত্তার দিক প্রবল থাকিতে হইবে। যদি রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত গমন করা মাক্রূহ, যদিও তাহাদের সেবার প্রয়োজন না থাকুক। এইসব বিষয় শুধু ফরয হজ্জের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কিন্তু নফল হজ্জের ব্যাপারে মাতা-পিতার সেবাই সর্বাবস্থায় অধিক উত্তম। চাই তাঁহারা খেদমতের মুখাপেক্ষী হউন বা না হউন এবং রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হউক বা না হউক। যদি ছেলে সুন্দর হয় এবং বালেগ হইয়া গিয়া থাকে; কিন্তু এখনও দাড়ি না গজাইয়া থাকে এবং সফরে ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তাহার দাড়ি না গজানো পর্যন্ত মাতা-পিতা তাহাকে হজ্জ পালন হইতে বিরত রাখিতে পারেন। দাদা-দাদী, নানা-নানী, মাতা-পিতার অবর্তমানে মাতা-পিতারই মত।

স্ত্রী-সন্তানাদি এবং যাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে হজ্জযাত্রীর উপর ন্যস্ত, যদি তাহাদিগকে হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত সময়ের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং তাহার অবর্তমানে তাহাদের বিনাশাশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে উহাদের অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই। অন্যথায় উহাদের অনুমতি ব্যতীত গমন করাও মাক্রূহ। এমনিভাবে যদি কাহারও ঋণ এই মুহূর্তেই পরিশোধ করার কথা থাকিয়া থাকে, তবে তাহার অনুমতি ব্যতীত গমন করাও মাক্রূহ। তবে যদি কাহাকেও জামিন বানাইয়া দেন অথবা ঐ ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করে, অথবা ঋণ এই মুহূর্তেই পরিশোধ করা যদি জরুরী না হয়, যেমনঃ কিছু নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশ থাকে এবং তিনি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফিরিয়া আসিতে পারেন তাহা হইলে অনুমতি ব্যতীত গমন করাতেও কোন ক্ষতি হইবে না।

আমানত ও ওসিয়ত ঃ

যদি হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট কাহারও কোন আমানত গচ্ছিত থাকে অথবা কাহারও নিকট হইতে কোন চাহিয়া আনা বস্তু তাহার নিকটে রক্ষিত থাকে, তবে উহা অবশ্যই মালিককে ফেরৎ দিয়া দিবেন এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন সম্পর্কে একটি ওসিয়তনামা লিখিয়া রাখিবেন। যদি কেহ তাহার কাছে পাওনা থাকে অথবা তিনি কাহারও কাছে পাওনা থাকেন, তাহা হইলে উহা সুস্পষ্টভাবে উহাতে লিখিয়া রাখিবেন এবং কোন দ্বীনদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ওছী নির্ধারণ করিবেন।

ইস্তিখারা ও পরামর্শ ঃ

সফরের পূর্বে কোন বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার ব্যক্তির সহিত সফরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে পরামর্শও করিবেন এবং ইস্তিখারাও করিবেন। কিন্তু যদি হজ্জ ফরয হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুধুমাত্র হজ্জের জন্য ইস্তিখারা করার কোন প্রয়োজন নাই; বরং রাস্তা-ঘাট, সময়, বিমান-স্টীমার প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাপারে ইস্তিখারা করা যাইতে পারে। অবশ্য যদি নফল হজ্জ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু হজ্জের জন্যও ইস্তিখারা করিবেন। কোরআন শরীফ অথবা অন্য কোন কিছু দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিবেন না।

ইস্তিখারা করার নিয়ম ঃ

ইস্তিখারা করার নিয়ম এই যে, প্রথমে দুই রাকাআত নামায পড়িবেন। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখ্লাস অর্থাৎ, 'কুল হুআল্লা' সূরা পাঠ করিবেন। সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা এবং দরূদ শরীফ পড়িবেন। অতঃপর একান্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত এই দোয়া পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایَ وَ مَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایَ وَ مَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اَصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ

যখন هٰذَا الْاَمْرَ (উপরে রেখা চিহ্নিত) স্থানে পৌঁছিবেন, তখন যে বিষয়ে ইস্তিখারা করা হইতেছে মনে মনে উহার খেয়াল করিবেন। অতঃপর যেই দিকে মনের ঝোঁক হইবে, উহাকেই উত্তম মনে করিবেন এবং সেই মতে কাজ করিবেন। একবারে স্থিরতা না আসিলে আবার করিবেন। সাত বার পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ্ মনের ঝোঁক ও স্থিরতা হাসিল হইয়া যাইবে। ইস্তিখারার মধ্যে মূল বিষয়টি হইতেছে এই যে, মনের সন্দেহ দূর

হইয়া যায় এবং বিশেষ একটি দিক প্রাধান্য লাভ করে। এ ব্যাপারে স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি অপরিহার্য নহে।

হজ্জের খরচের টাকা ঃ

হজ্জের জন্য টাকা-পয়সা হালাল হইতে হইবে। হারাম মাল দ্বারা হজ্জ কবুল হয় না, যদিও ফরয আদায় হইয়া যায়। যদি কাহারও মাল সন্দেহপূর্ণ হয়, তাহা হইলে কোন অমুসলিম ব্যক্তির নিকট হইতে বিনা সুদে প্রয়োজনীয় টাকা ঋণ লইবেন এবং পরে এই সন্দেহযুক্ত টাকার দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

সফরসঙ্গী ঃ

এমন একজন ভাল সফরসঙ্গী খুঁজিয়া লইবেন, যিনি প্রয়োজনে কাজে আসিবেন, বিপদে সাহায্য করিবেন এবং মনে সাহস জোগাইবেন। যদি একজন বা-আমল আলেম পাইয়া যান, তাহা হইলে সবচাইতে উত্তম। যাবতীয় মাসআলা মাসায়েল, বিশেষ করিয়া হজ্জের আহ্‌কামের ব্যাপারে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

সফরসঙ্গী অপরিচিত হইলে ভালই হয়। কারণ, সফর অবস্থায় অনেক সময় মনো-মালিন্য সৃষ্টি হইয়া যায় এবং সম্পর্কচ্ছেদের পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সফরসঙ্গী আত্মীয় হইলে তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্কও নষ্ট হইয়া যাইবে, যাহা কঠিন গুনাহ্‌র কাজ। পক্ষান্তরে অপরিচিত হইলে সহজেই তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

হজ্জের মাসআলা শিক্ষা করা ঃ

হজ্জ পালনেচ্ছুক ব্যক্তির জন্য পূর্ব হইতেই হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল শিখিয়া নেওয়া ওয়াজিব। কাজেই যখন হইতে হজ্জের নিয়ত করিবেন অথবা সফর শুরু করিবেন তখন হইতেই মাসআলা শিখিতে আরম্ভ করিবেন। অথবা কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবেন। কখনও সাধারণ লোকদের অনুসরণ করিবেন না এবং সামান্য লেখাপড়া জানা লোকের কথার উপরে ভরসা করিবেন না। এমন কি যে সকল মুয়াল্লিম মক্কা মুকার্‌রামায় হজ্জ করাইয়া থাকে, তাহাদের কথার উপরও আস্থা পোষণ করিবেন না। উহাদের অধিকাংশই মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। যদি তাহা-দের মাসআলা জানাও থাকে, তথাপি সেদিকে তাহাদের মনোযোগ থাকে না। কাজেই যতটা সম্ভব একজন অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হইতেই মাসআলার ব্যাখ্যা জানিয়া লইবেন এবং এমনি একজন লোকের সফরসঙ্গী হইবার চেষ্টা করিবেন।

সফরের সূচনা ঃ

মাসের প্রথম দিকে বৃহস্পতিবারে সফর আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (দঃ) বৃহস্পতিবারে হজ্জের সফর শুরু করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায়শঃই বৃহস্পতিবার দিন সফর আরম্ভ করিতেন। যদি বৃহস্পতিবার সম্ভব না হয়, তবে সোমবার ভোর হইতে সফর শুরু করা যাইতে পারে। অথবা শুক্রবার দিন জুমু'আর নামাযের পরে যাত্রা আরম্ভ করা

যায়। কিন্তু বর্তমানে হজ্জের সফর আর নিজের ক্ষমতাধীন নাই, সরকার যখন ও যেই দিন ইচ্ছা পাঠাইতে পারে।

সওয়ারীর জন্তু ঃ

কোন কোন ফেকাহ্‌বিদের মতে পদব্রজে সফর করা অপেক্ষা কোন বাহনের উপর সফর করা উত্তম। কারণ, পদব্রজে সফর করিলে কষ্ট ও ক্লান্তিজনিত কারণে সর্বদা পেরে-শান থাকিতে হয় এবং মন-মেযাজ ও আচার-আচরণের উপর উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। ফলে অনেক সময় সফরসঙ্গীদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ হইয়া যায়। তবে শুধু আনন্দ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সওয়ার হওয়া উচিত নহে; প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং নিয়ত ভাল থাকা কর্তব্য। গাধার পিঠে চড়িয়া হজ্জ করা মাকরূহ এবং উটের পিঠে সর্বাপেক্ষা উত্তম। বর্তমানে সউদী আরবে উটের রীতি শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কখনও কোন প্রাণীর পিঠে চড়িয়া হজ্জ সমাপন করার মওকা হয়, তাহা হইলে উহার আরামের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

অপব্যয় ও কার্পণ্য ঃ

হজ্জের সাজ-সরঞ্জাম ও পথের পাথেয় সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেও কার্পণ্য করিবেন না। হজ্জ করিতে যে টাকা-পয়সা ব্যয় হয়, উহার সওয়াব সাত গুণ অথবা তদপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য যদি টাকা-পয়সা কম থাকে, তাহা হইলে সাবধানতার সহিত ব্যয় করা উচিত; অপব্যয় হইতে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে যাহারা সচ্ছল, তাহাদের পক্ষে সংকীর্ণ হওয়া উচিত নহে। খুব পেট পুরিয়া খাইবেন না। নানা প্রকার খাদ্যও বেশী রান্না করিবেন না এবং সাজসজ্জাও করিবেন না। নিজের খাবার-দাবারে অন্যকে শরীক করিবেন না। এই কারণে প্রায়শঃই ঝগড়া বাধিয়া যায়; সুতরাং কাহাকেও শরীক না করাই মুস্তাহাব। কেননা, উহার দরুন সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। শরীকদের অনুমতি ব্যতীত দান-খয়রাত পর্যন্ত করা যায় না। তবে যদি সঙ্গীরা ভদ্র হন এবং পরস্পর একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা হইলে শরীক গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নাই। শরীকীর মধ্যে মুস্তাহাব এই যে, নিজের অংশের চাইতেও কমের উপরে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

একই দস্তরখানে একত্রিত হইয়া খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয বরং উত্তম। যদি সঙ্গীদের মধ্যে কেহ অপরজনের পরিমাণে বেশী খাওয়াকে পছন্দ না করেন, তাহা হইলে নিজের অংশের চাইতে বেশী খাইবেন না। তবে যদি কেহ অপর শরীকের বেশী খাওয়াতে কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে নিজের অংশের চাইতে বেশী খাওয়া দূষণীয় নহে।

গৃহ হইতে নির্গমন ঃ

যাত্রার সময় গৃহ হইতে অতিশয় আনন্দিত চিত্তে বাহির হইবেন; চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বাহির হইবেন না। গৃহ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে ও পরে কিছু দান-খয়রাত করিবেন এবং ঘরে দুই রাকাআত নামায পড়িবেন। মহল্লার মসজিদেও দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা

এখলাস পাঠ করিবেন। সালাম ফিরাইয়া আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পড়িবেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট সফরে সাহায্য ও সুবিধাদির জন্য প্রার্থনা করিবেন। যদি মুখস্থ থাকে, তবে এই দো'আ পড়িবেন:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوٰى لَنَا الْاَرْضَ وَ تُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ تَرْزُقَنَا فِى سَفَرِنَا هٰذَا السَّلَامَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَ الْبَدَنِ وَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَتُبَلِّغَنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَقَضَاءً لِّفَرْضِكَ وَاِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ ذَالِكَ وَ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ ـ

যখন সেখান হইতে উঠিবেন তখন এই দো'আ পড়িবেন:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ مَا اَهَمَّنِىْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِى التَّقْوٰى وَ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ

ঘরের দরজার নিকটে সূরা ইন্না-আনযালনা পাঠ করিবেন।

ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দো'আ পড়িবেন:

بِسْمِ اللهِ اٰمَنْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতির নিকট হইতে যাত্রার প্রাক্কালে ক্ষমা চাহিয়া লইবেন, দো'আর প্রার্থনা করিবেন এবং বিদায়ী মুসাফাহা[১] করিবেন। বিদায় হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করিবেন:

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ

টীকা: ১. তিরমিযি, আবুদাউদ ও ইব্‌নে মাযা

এবং যাহারা বিদায় জানাইতে আসিবে তাহারা উহার সহিত এই শব্দ কয়টিও যোগ করিবেন:

اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

যাত্রাকালে হজ্জযাত্রীকে উপরোক্ত লোকজনদের সহিত দেখা করিয়া যাওয়া উচিত এবং ফিরিয়া আসার পর উপরোক্ত লোকজনদের তাহার সহিত দেখা করিতে আসা উচিত।

যখন সওয়ারীর উপরে আরোহণ করিবেন, তখন বিসমিল্লাহ্ বলিয়া প্রথমে ডান পা রাখিবেন এবং ডান পাশে বসিবেন, অতঃপর সওয়ার হইয়া এই দো'আ পাঠ করিবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

যদি কোন উঁচু জায়গায় অথবা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন, তাহা হইলে বলিবেন, 'আল্লাহু আকবার'। নিম্নভূমিতে অবতরণ করিলে বলিবেন, 'সুব্‌হানাল্লাহ্'। বন-জঙ্গলের উপর দিয়া অতিক্রম করিবার সময় বলিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।" যখন কোন শহর দৃষ্টিগোচর হইবে তখন এই দো'আ পাঠ করিবেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ

যখন কোন নগরীতে প্রবেশ করিবেন, তখন "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা" তিনবার পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িবেন:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করা:

যখন ভ্রমণ পথের কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করিবেন, তখন পড়িবেন:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

ইনশাআল্লাহ্ ঐ স্থানে কোন কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যখন রাত হইবে, তখন এই দো'আ পড়িবেন:

يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللهُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ مِنْ شَرِّ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَ مِنْ وَّالِدٍ وَّمَاوَلَدَ ـ

ভোর বেলা পড়িবেন ঃ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَ اَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

যদি কোন জায়গায় ভয়-ভীতি অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে সূরা কুরাইশ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিন তিনবার করিয়া পাঠ করিবেন। রাস্তায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করিয়া চলিবেন এবং অধিক পরিমাণে যিক্‌র ও তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকিবেন। মাতা-পিতা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য দো'আ করিবেন। মুসাফিরের দো'আ বিশেষ করিয়া হাজীদের দো'আ কবূল হইয়া থাকে।

যখন কোন বিরতি স্থলে অবতরণ করিবেন অথবা সেখান হইতে যাত্রা করিবেন, তখন দুই রাকাআত নফল পড়িবেন। সফরসঙ্গী, খাদেম এবং ভাড়াওয়ালার সহিত দুর্ব্যবহার ও ঝগড়া-বিবাদ করিবেন না। যদি কোন ভিক্ষুক ভিক্ষা চায় অথবা বিনা রাহা খরচে সফরকারী ব্যক্তি কিছু চায়, তাহা হইলে তাহাকে মন্দ বলিবেন না। সম্ভব হইলে সাহায্য করিবেন নতুবা উত্তম কথাবার্তা বলিয়া বিদায় করিবেন এবং তাহার জন্য দো'আ করিবেন। রাস্তায় একান্ত গাম্ভীর্য ও শান্তি বজায় রাখিবেন এবং বাজে কথাবার্তা বর্জন করিবেন। বাজে কথাবার্তা সর্বদিক দিয়াই অনিষ্টকর। একাকী সফর করা মাকরূহ। কাজেই একাকী সফর করিবেন না, সকলের সহিত মিলিয়া চলিবেন।

কাফেলার আমীর ঃ

কাফেলার মধ্যে যে ব্যক্তি সবচাইতে বিচক্ষণ, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, দ্বীনদার, অভিজ্ঞ ও ধৈর্যশীল—তাহাকে আমীর বা দল নেতা বানানো উচিত এবং সকলের পক্ষে তাহার অনুসরণ করা কর্তব্য।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ ﴿رضى﴾ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ﴿رواه ابوداود﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তিন জন লোক একত্রে সফর করিবে, তখন তাহারা যেন নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বা দল নেতা মানোনীত করিয়া নেয়।"

যাবতীয় ব্যাপারে শরীয়তের বিধানের অনুসরণ করাকে জরুরী মনে করিবেন এবং প্রতিটি কাজ সম্পাদন করার পূর্বে উহা জায়েয কি না-জায়েয, তাহা অত্যন্ত সতর্কতার

সহিত জানিয়া লইবেন। সঙ্গী-সাথীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবেন। প্রত্যেক কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। অন্যান্য লোকজনদেরও যথাসম্ভব আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খেদমত করিবেন। ইহার সওয়াব অত্যন্ত বিরাট। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,

سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ

অর্থাৎ, "কাওমের সরদার সফরের অবস্থায় কাওমের খেদমত করিয়া থাকেন।"

সফরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অভিজ্ঞতা

(১) পাক-ভারত--বাংলাদেশের যে সকল হজ্জযাত্রী জাহাজযোগে হজ্জে গমন করেন, তাহাদিগকে যথাক্রমে করাচী, বোম্বাই ও চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে আরোহণ করিতে হয়। কাজেই যে হজ্জযাত্রী যেখান হইতে জাহাজে আরোহণ করিবেন, সেখান হইতে জাহাজ ছাড়ার তারিখ সংশ্লিষ্ট হজ্জ বুকিং অফিসের মাধ্যমে জানিয়া নিবেন। হজ্জযাত্রীগণ স্ব স্ব দেশের বুকিং অফিস হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারিবেন। হজ্জ বুকিং অফিস জাহাজ বা বিমান ছাড়ার তারিখ পত্রযোগে আপনাদিগকে জানাইয়া দিবেন।

(২) জাহাজ বা বিমান ছাড়ার তারিখ অবহিত হইবার পর স্বীয় বাসস্থান হইতে হাজী ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থা ভালভাবে জানিয়া লইবেন। তাহা হইলে রাস্তায় কোন ঝামেলা পোহাইতে হইবে না।

(৩) যথাসম্ভব শুধু প্রয়োজনীয় মাল-সামানই সঙ্গে নিবেন। অধিক সামান অধিক পেরেশানীর কারণ। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে মধ্যম শ্রেণীর টিকিট সংগ্রহ করিবেন। তাহাতে অনেকটা আরাম হইবে। কেননা, হাজী ক্যাম্প পর্যন্ত যাওয়া বেশ দূরের পাড়ি। তৃতীয় শ্রেণীতে ভিড়ের কারণে কষ্টের আশঙ্কা থাকে। এমনকি সেখানে নামাযেরও ত্রুটি হইয়া থাকে। টিকিটের নম্বর নোট করিয়া রাখিবেন।

(৪) টাকা-পয়সা খুব সাবধানে রাখিবেন। সব টাকা এক জায়গায় রাখিবেন না; বিভিন্ন জায়গায় রাখিবেন। খুব সাবধানে সফর করিবেন। চোর, পকেটমার হইতে সতর্ক থাকিবেন।

(৫) সফর অবস্থায় নিজের কোন খাদ্যদ্রব্য অপরিচিত কাহাকেও খাইতে দিবেন না এবং অপরিচিত কাহারও কোন কিছু নিজেও খাইবেন না। আজকাল এই ধরনের বিপদজনক লোকদের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, যাহারা নেশা-জাতীয় দ্রব্য খাওয়াইয়া অজ্ঞান করতঃ সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নেয়।

(৬) কোরআন শরীফ, অযীফার কিতাব, হজ্জের আহকাম-সম্বলিত পুস্তক, সুই-সূতা, সাবান, ঘড়ি, দিক নির্দেশক যন্ত্র, সাদা কাগজ, বদনা, গ্লাস, পেয়ালা, বরতন, পানির জগ অথবা বালতি, সুরাহী, কলম, পেনসিল, ছাতা, জায়নামায, মশারী, (মশার ভীষণ উপদ্রব। মশারী ছাড়া ঘুমানো যায় না।) রঙিন চশমা, টর্চ-ব্যাটারী, ইস্তেনজার জন্য পুরাতন কাপড়, সুতলী, দড়ি ও অন্যান্য জরুরী সামান যাহা ভাল মনে হয়, সঙ্গে নিবেন। তালা চাবিসহ একটি ছোট্ট মজবুত বাক্সও সঙ্গে নিবেন, অনেক সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি নখ কাটার যন্ত্রও সঙ্গে লওয়া ভাল। আরবের শিলেরা নখ কাটে না।

(৭) ইহ্‌রামের জন্য একটি চাদর ও একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গির প্রয়োজন হয়। কাজেই একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর সঙ্গে রাখিবেন। একটি বড় পশমী তোয়ালে সঙ্গে নিলে ভাল হইবে। ঠাণ্ডা বা গরমে কাজে লাগিবে। বরং যদি দুই প্রস্থ ইহ্‌রামের কাপড় সঙ্গে নেওয়া যায়, তাহা হইলে খুবই উত্তম। কখন কি পরিস্থিতি দেখা দিবে, কিছুই বলা যায় না। যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে অন্যের প্রয়োজনে কাজে লাগিবে। বরং পনের বিশ গজ অতিরিক্ত কাপড়ও সঙ্গে রাখা উচিত। তাহা হইলে কখনও প্রয়োজনের মুহূর্তে কাফনেরও কাজে লাগিতে পারে।

(৮) মহিলাদের বোরকা অবশ্যই রঙ্গিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাদা রঙের বোরকা খুব তাড়াতাড়ি ময়লা ও নষ্ট হইয়া যায়।

(৯) একে তো অলঙ্কার সফর অবস্থায় রাখাই উচিত নহে। যদি কিছু রাখিতেই হয়, তাহা হইলে সাবধানে বাক্স প্রভৃতিতে রাখিবেন। সফরের অবস্থায় সাজসজ্জা করা এবং অলঙ্কার পরিধান করা বিপজ্জনক।

(১০) সফরের জরুরী কথাবার্তা মহিলাদেরকেও বুঝাইয়া দিবেন। যে জায়গায় অবতরণ করিতে হইবে উহার নাম-ঠিকানা প্রভৃতি তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। তাহা হইলে তাহারাও পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকিবেন। তাহাদিগকে নিজ নিজ জন্মভূমির পূর্ণ ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিবেন এবং জরুরী কথাবার্তা ভালভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

(১১) হাজীদের জন্য বসন্তের টিকা এবং কলেরার ইনজেকশন গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইহাছাড়া টিকিট পাওয়া যায় না। কাজেই নিজ নিজ শহরের সরকারী হাসপাতাল হইতে তাহা নিয়া নিবেন এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট খুব সাবধানে রাখিবেন। টিকা-ইনজেকশনের নিয়ম পরিবর্তনশীল, তাহা জানিয়া নিবেন।

(১২) অন্য দেশে যাওয়ার জন্য নিজ দেশের সরকারের নিকট হইতে পাসপোর্ট করা জরুরী। উহা ব্যতীত টিকিটই পাওয়া যায় না এবং সহজে অন্য দেশে প্রবেশ করাও সম্ভব হয় না। হাজীদের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পাসপোর্টের বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(১৩) বাক্স এবং মাল-সামানের গায়ে নিজের নাম-ঠিকানা ও মুয়াল্লিমের নাম লিখিয়া রাখিবেন। ইহাতে জাহাজ, বিমান হইতে কিংবা অন্যান্য স্থানে নিজের আসবাব-পত্র চিহ্নিত করা সহজ হইবে।

(১৪) হাজীদের অবস্থানের জন্য হাজী ক্যাম্প রহিয়াছে। যথাসময়ে নিজ নিজ দেশের হাজী ক্যাম্পে পৌঁছিয়া যাইবেন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিবেন। ইনশাআল্লাহ্ সকল কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া যাইবে।

জাহাজের সফর ঃ

(১) জাহাজ যদি সরাসরি জিদ্দা গমন করে এবং আদন প্রভৃতি বন্দরে না থামে, তাহা হইলে মধ্যম গতিতে চলিয়া চট্টগ্রাম হইতে ১৩/১৪ দিনে জিদ্দায় পৌঁছিয়া যায়। কোন কোন দ্রুতগামী জাহাজ ইহার চাইতেও কম সময়ে পৌঁছিয়া থাকে।

(২) জাহাজের সফরে প্রায়শঃ মাথাঘোরা, বমি, আমাশয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। কাজেই কিছু ঔষধপত্র, লেবুর আচার প্রভৃতি সঙ্গে রাখা জরুরী। জাহাজে খালি পেটে থাকা ক্ষতিকর, অল্প-বিস্তর খাদ্য অবশ্যই খাইয়া লওয়া উচিত।

(৩) জাহাজ, বিমান ছাড়ার তারিখ চূড়ান্তভাবে ঠিক হওয়ার পর যাত্রীগণকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, অমুক সময় জাহাজ ছাড়িয়া যাইবে। জাহাজে মালপত্র উঠানোর জন্য কুলী নির্ধারিত রহিয়াছে। উহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া ঠিক করিয়া লইবেন। কুলীরা আগেই জাহাজে পৌঁছিয়া যায়। সুতরাং কুলীর নাম ও নম্বর জানিয়া লইবেন এবং মাল-পত্র উঠানোর সময় নিজেও খুব সতর্ক থাকিবেন। অন্যথায় অন্ততঃ ১০/১২ দিন যথেষ্ট কষ্ট পোহাইতে হইবে। শুধু কুলীর উপর ভরসা করিবেন না। যেই জায়গায় কুলী মালপত্র রাখিবে উহা দেখিয়া লইবেন যে, কোন কিছু তো বাদ পড়িয়া যায় নাই। আজকাল দেশে এই নিয়ম কার্যকর হইয়াছে যে, সউদী আরবে খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পূর্বেই আদায় করিয়া লওয়া হয় এবং উহা জিদ্দায় সউদী রিয়াল আকারে প্রদান করা হয়। ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সুতরাং রিয়ালের কাগজপত্র বিশেষ হেফাযতে রাখিবেন যেন যথাসময়ে সেগুলি দেখাইয়া রিয়াল লাভ করিতে অসুবিধা না হয়।

(৪) জাহাজে আরোহণ করার সময় ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয় এবং টিকিট ও পাস-পোর্ট যাচাই করা হয়। এইজন্য টিকিট ও পাসপোর্ট নিজের সঙ্গে রাখিবেন, যত্রতত্র অথবা বাক্সে বন্ধ করিবেন না।

(৫) যখন জাহাজ বা বিমান ছাড়ে তখন এই দো'আ পড়িবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَّ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ
جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

জরুরী মাসআলা

সফরে নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ঃ

সফরের অবস্থায় নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সাধারণতঃ হজ্জযাত্রীগণ সৎসাহসের অভাব ও অলসতার দরুন নামায ক্বাযা করিয়া

বসেন। একটি ফরয (অর্থাৎ, হজ্জ) সমাপন করার ইচ্ছা করিয়া প্রত্যহ পাঁচটি ফরয তরক করেন। বিশেষ ওযর ব্যতীত নামায ক্বাযা করা কঠিন গুনাহ্। হাকীম শায়খ আবুল কাসেম (যিনি খুব বড় মর্তবার বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন) বলেন, যদি কেহ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে এবং জিহাদের অবস্থায় একটি নামায ক্বাযা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ এক ক্বাযা নামাযের ক্ষতি পূরণের জন্য তাহার একশত জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে। আল্লাহু আকবর! জিহাদ অতি বড় এবাদত। কিন্তু নামাযের ফরযিয়ত এবং ফযীলত ও তাকীদ উহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

অধিকাংশ লোকেই সফর অবস্থায় নামায পুরাপুরি তরক করিয়া বসিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ মাসআলা না জানার কারণে কিংবা কেহ কেহ ড্রাইভারদের ভয়ে মোটর থামাইতে সাহস করেন না বলিয়া নামায ক্বাযা করেন। এইরূপ লোকদের সাহসের উপর ভরসা করিতে হইবে। প্রথমতঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাড়ায় খাটা গাড়ীওয়ালাদের নামাযের সময় গাড়ী থামানো উচিত। তবে যদি গাড়ী থামানোর ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে ভাড়া ঠিক করার সময়ই নামাযের জন্য গাড়ী থামাইবার শর্ত করিয়া লইতে হইবে এবং এই বিষয়ে খুব সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। যদি সময়মত না থামায় তাহা হইলে সামান্য সাহস করিয়া সকল হাজী সাহেব এক জোট হইয়া তাহাকে গাড়ী থামাইতে বলিবেন। উহার পরেও যদি না থামায় অথবা কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে যেভাবে সম্ভব মোটরেই নামায পড়িয়া লইবেন।

মুসাফিরের জন্য কসর নামাযঃ

মাসআলাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে যে মুসলমান ৪৮ মাইল দূরের সফরের নিয়ত করিয়া নিজ বাড়ী হইতে বাহির হইবেন তাহাকে মুসাফির বলা হয়। তাহার জন্য যোহর, আসর ও এশার ফরয নামায চার রাকাআতের পরিবর্তে দুই রাকাআত পড়া ফরয। ফজর, মাগরেব ও বিতর নামাযের কোন কসর নাই। বাড়ীর মত সফরের অবস্থায়ও উহা পূর্ণ পড়িতে হইবে।

হুঁশিয়ারিঃ অনেক হাজী অজ্ঞতার কারণে ইমামের পিছনেও চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাআতের মাথায় সালাম ফিরাইয়া নেয়। ইহা ঠিক নহে। মনে রাখিবেন, যে ইমাম সাহেব চার রাকাআত পড়াইবেন, তাহার পিছনে চার রাকাআতই পড়িতে হইবে।

মাসআলাঃ যোহর, আসর ও এশার নামায পুরা চার রাকাআত পড়া গুনাহ্, তবে যদি ভুলক্রমে পুরা পড়িয়া ফেলেন এবং প্রথম দুই রাকাআতের পর প্রথম বৈঠক করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুই রাকাআত ফরয এবং দুই রাকাআত নফল হইয়া যাইবে; কিন্তু সজ্দায়ে সাহো করিতে হইবে।

মাসআলাঃ নিজ শহর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় কোন স্থানে যে পর্যন্ত পনের দিন অথবা উহা অপেক্ষা বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত না করিবেন, ততদিন কসর পড়িবেন। যদি কোন স্থানে পনের দিন অথবা উহা অপেক্ষা বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত করেন, তবে মুকীম হইয়া যাইবেন এবং তখন নামায পূর্ণ পড়িবেন। কিন্তু যদি কোন স্থানে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করেন অথচ অদ্য কি কল্য চলিয়া যাইব করিতে করিতে পনের দিন অথবা তদপেক্ষা বেশী সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি মুসাফিরই থাকিবেন এবং কসর পড়িতে হইবে।

মাসআলাঃ সফরের অবস্থায় সুন্নত নামাযের হুকুম এই যে, যদি খুব তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা থাকে, তাহা হইলে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত ছাড়িয়া দিলে কোন দোষ হইবে না। এমতাবস্থায় ঐ সুন্নতসমূহের কোন তাকীদও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোন তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততা না থাকে, তাহা হইলে কোন সুন্নতই বাদ দিবেন না। সুন্নত নামাযে কসর নাই।

মাসআলাঃ যদি মজুরী নির্ধারিত না করিয়া কোন কুলী বা মজুরের মাথায় মাল-সামান উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ জায়গায় যে মজুরী প্রচলিত রহিয়াছে উহাই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু মজুরী পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া নেওয়া উত্তম, তাহাতে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা থাকে না। মজুরী ঠিক করার পর কখনো উহা হইতে কম দিবেন না। বেশী দেওয়াতে কোন দোষ নাই বরং সওয়াব হইবে।

মাসআলাঃ স্টীমার এবং নৌকায় চলন্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয, কিন্তু বিনা ওযরে বসিয়া নামায পড়া জায়েয নহে। তবে যদি মাথা ঘোরায় অথবা দাঁড়াইতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে বসিয়া পড়াও জায়েয।

মাসআলাঃ স্টীমারে কেহ কেহ মাথা-ঘোরা, বমি প্রভৃতি অসুবিধায় লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং নামায ছাড়িয়া দেন। কখনো এমন কাজ করিবেন না। যেভাবেই হউক অবশ্যই নামায আদায় করিবেন। যদি দাঁড়াইতে না পারেন তাহা হইলে বসিয়া পড়িবেন। যদি বসিয়াও পড়িতে না পারেন তাহা হইলে শুইয়া পড়িবেন।

মাসআলাঃ স্টীমার যদি বাঁধা অবস্থায় থাকে, তবে নামিয়া নামায পড়িতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উহাতে ফরয নামায পড়া জায়েয। নৌকা স্টীমারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে।

মাসআলাঃ যদি স্টীমারে মাল-সামান রাখা থাকে এবং যাত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্টীমার ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে নামায ভঙ্গ করিয়া স্টীমারে বসিয়া পড়া জায়েয।

মাসআলাঃ মক্কা মুকার্‌রামায় অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় ফজরের নামায অন্ধকারের মধ্যে এবং আসরের নামায এক মিস্‌ল-এর পরে পড়া হয়। যদিও এত শীঘ্র পড়া আমাদের মাযহাবের খেলাফ, কিন্তু যেহেতু হানাফীদের নিকটও উহার মধ্যে প্রশস্ততা বর্তমান রহিয়াছে, তাই সেখানকার জমা'আত তরক করা উচিত হইবে না। ঐ সময়ই নামায পড়িয়া লইবেন। মক্কা মুকার্‌রামা ও জিদ্দা প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ ইমামই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। হানাফীদের জন্য তাহাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয। তবে এই শর্তে যে, যদি তাহারা ফরয ও ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বিবেচনা করেন। আর যদি হানাফী মাযহাবের বিবেচনা না করেন, যেমনঃ রক্ত প্রবাহিত

হইলে এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি কারণে ওযু না করেন, তাহা হইলে তাহাদের পিছনে নামায শুদ্ধ হইবে না। ফজরের নামাযে যেহেতু শাফেয়ীগণ কুনূত পাঠ করে, তাই হানাফীরা কুনূত পাঠ করিবেন না বরং হাত ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।

কামরান ও ইয়ালাম্লাম্

রাস্তায় ইয়ালাম্লাম্ পর্যন্ত হাজী সাহেবদের জন্য হজ্জের কোন জরুরী হুকুম নাই। অবশ্য ইয়ালাম্লাম্ হইতেই হজ্জের আহ্কাম শুরু হইয়া যায়। ইয়ালাম্লাম্ মক্কা হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। ইদানীং সা'দিয়া নামে অভিহিত করা হয়। পাক-ভারত-বাংলা উপ মহাদেশসহ দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যে সব লোক পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে উহার উপর দিয়া অথবা উহার সমরেখা দিয়া অতিক্রম করেন, তাহাদের জন্য উহা হইতে অথবা উহার সমরেখা হইতে ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। উহা এতদ্দেশীয় লোকজনদের মীকাত। যাহার বিস্তারিত বর্ণনা ইন্শাআল্লাহ্ পরে আসিতেছে।

জিদ্দা

হিজরী ৩৬ সনে ইস্লামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওস্মান (রাঃ) জিদ্দাকে মক্কা মুকার্রামার সমুদ্র বন্দরে পরিণত করেন। স্টীমার ইয়ালাম্লাম্ হইতে আনুমানিক ২৪ ঘণ্টা পর জিদ্দা পৌঁছায়। কামরান হইতে জিদ্দা আনুমানিক সাড়ে পাঁচ শত মাইল দূরে অবস্থিত। জিদ্দায় প্রথম প্রথম স্টীমার জেটি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে থামিত। এখন স্টীমারের জন্য জেটি নির্মিত হইয়া গিয়াছে, অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই যাত্রীগণ নামিতে শুরু করেন। নিজের যাবতীয় মাল-সামান স্টীমার থামার পূর্বেই গুছাইয়া নিবেন। কোন কোন সময় মালপত্র অন্য লোকের মালপত্রের সহিত মিশিয়া পরে হারাইয়াই যায়। সুতরাং সর্বদা পাসপোর্ট নিজের সঙ্গে রাখিবেন। প্রথমে নিজের বিশ্রামের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া পরে মাল-সামানের খোঁজ করিবেন। ইন্শাআল্লাহ্ সেখানে যাবতীয় মালপত্র পাইয়া যাইবেন।

মুয়াল্লিমীন ঃ

সউদী সরকারের আইনানুযায়ী প্রত্যেক হাজীর জন্য মুয়াল্লিম নির্বাচন করা জরুরী। সরকারীভাবে অনেক লোক মুয়াল্লিম হিসাবে নিয়োজিত রহিয়াছে। তাহাদের কল্যাণে হাজী সাহেবগণ থাকা-খাওয়া ও সফরের ব্যবস্থা এবং হজ্জের করণীয় বিষয়াদি আদায় করার ব্যাপারে আরাম, শান্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করিয়া থাকেন। যদি প্রথম হইতেই কোন ব্যক্তির সহিত পরিচয় থাকে, তবে তাহাকেই মুয়াল্লিম নির্বাচিত করিয়া নিবেন বা জিদ্দার প্লাটফর্মে যখন আপনার নিকট হইতে পাস্পোর্ট লইয়া যওয়া হইবে,

তখন আপনাকে মুয়াল্লিমের নাম জিজ্ঞাসা করা হইবে। তখন যাহার নাম উল্লেখ করিবেন, তিনিই আপনার মুয়াল্লিম বলিয়া গণ্য হইবেন।

আজকাল সউদী সরকার মুয়াল্লিম নির্দিষ্ট করিয়া থাকে। সেখানে মুয়াল্লিমের প্রতিনিধি অথবা তাহাদের নিজস্ব লোক উপস্থিত থাকে। তাহারা আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। আপনি তখন বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি নিজের মালপত্র লইয়া লইবেন এবং মুয়াল্লিমের প্রতিনিধির সহিত রওয়ানা হইবেন। তাহা হইলে কথাবার্তা প্রভৃতি কাজ সহজ হইবে।

মক্কা মুয়ায্যামা ঃ

ইদানীং জিদ্দা হইতে মক্কা মুয়ায্যামায় মোটর গাড়ী চলাচল করে। মুয়াল্লিম কিংবা তাহার প্রতিনিধিকে জানাইলে আপনার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। যদি গাড়ী রাস্তায় নষ্ট না হয়, তাহা হইলে দুই ঘণ্টায় মক্কা মুকার্রামায় পৌঁছিয়া যাইবেন। জিদ্দা হইতে মক্কার দূরত্ব প্রায় ৪৬ মাইল। মক্কার রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে চা ও কফির দোকান রহিয়াছে। সেখানে পানি ও লাল চা প্রচুর পাওয়া যায়।

রাস্তায় সরকারী ফাঁড়িও রহিয়াছে। উহাতে টেলিফোন সেট বসানো আছে। যদি কোন প্রয়োজন পড়ে অথবা কোন অভিযোগ প্রভৃতির অবকাশ আসে অথবা গাড়ী খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুলিশ ফাঁড়িতে জানাইয়া দিবেন। ইন্শাআল্লাহ্ ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

যেহেতু হেজাযের ভাষা আরবী, তাই যদি এমন একজন লোক সঙ্গে থাকেন যিনি আরবী বলিতে পারেন, তাহা হইলে আরাম পাইবেন। যদিও সেখানকার লোক কিছু কিছু উর্দু বুঝিতে পারে। পূর্বে বেদুঈনদের প্রচুর বদনাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে সউদী সরকারের কঠোর ব্যবস্থাপনা ও প্রভাবে বেদুঈনদের লুটপাটের কোন ঘটনাই আর ইদানীং ঘটে না। সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিতেছে। সুতরাং বেদুঈনদের ব্যাপারে কোন ভয় নাই। কিন্তু তাহাদের সহিত যথাসম্ভব ভাল আচরণ করিবেন।

হুঁশিয়ারি ঃ যদি হজ্জ সমাপনের পূর্বেই মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে মক্কা মুকার্রামা হইয়া অথবা জিদ্দা হইতে সোজা মদীনা গমন করিতে পারেন। কিন্তু যদি মক্কা মুকার্রামা হইয়া মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উমরা পালন করিয়া মদীনা যাইতে পারেন। যদি জিদ্দা হইতে সোজা মদীনা গমনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ইয়ালাম্লাম্ হইতে উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধিবেন না। কারণ হরম সীমার বাহিরের পথ দিয়া মদীনায় যাইতে হইবে এবং বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার অপরাধ সংঘটিত হইবে না। কেননা, মীকাত অতিক্রম করার সময় জিদ্দা হইতে সোজা মদীনা গমনই আপনার ইচ্ছা ছিল। অধিকাংশ লোক ইয়ালাম্লাম্ অতিক্রম করার সময় ঐসব হজ্জ যাত্রীকেও উমরার ইহ্রাম বাঁধিতে বাধ্য করে, যাহারা আগে মদীনায় যাইতে চান— এমনটি করিতে নাই। উহাতে ইহ্রামের দীর্ঘসূত্রতা পেরেশানীর কারণ হইতে পারে। কোন কোন হজ্জ যাত্রী ইয়ালাম্লাম্ হইতে ইহ্রাম বাঁধার পর এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, এখন জিদ্দা হইতে মদীনা গমন করিব; মক্কা গমন করিব না এবং এই অবস্থায়

ইহ্‌রাম খুলিয়া সাধারণ কাপড়-চোপড় পরিধান করিয়া নেন। এইভাবে কাপড় পরিধান করায় ইহ্‌রাম ভঙ্গ হয় না; বরং তদ্দরুন দম ওয়াজিব হয়। যদি কোন কারণে পবিত্র মদীনা গমনের ইচ্ছা হয়, তবে ইহ্‌রামের অবস্থায় মক্কায় চলিয়া যাইবেন এবং উমরাহ্ সমাপন করিয়া পরে মদীনায় যাইবেন। ইহাতে বড়জোর পাঁচ বা ছয় ঘন্টা সময় অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। উমরাহ পালন না করিয়া ইহ্‌রাম খুলিবেন না এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হইতে বিরত থাকিবেন। উমরার মাসায়েল এবং মদীনা যিয়ারতের বিস্তারিত বর্ণনা ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে আসিতেছে।

হরম ঃ মক্কা মুকার্‌রামার চারিদিকে নির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্ন নির্মিত রহিয়াছে। হযরত জিবরাইল আলাইহিস্‌সালাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামকে ঐ স্থানসমূহের পরিচয় অবগত করাইয়াছিলেন এবং সে স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চিহ্নসমূহ নির্মাণ করেন। পরে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) প্রমুখ নিজ নিজ খিলাফত আমলে সেগুলি নূতন করিয়া তৈয়ার করেন। জিদ্দার দিকে মক্কা মুকার্‌রামা হইতে দশ মাইলের মাথায় শুমাইসিয়্যাহ (যেখানে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়াছিল)-এর সন্নিকটে হরমের চিহ্ন স্বরূপ মিনারা নির্মিত রহিয়াছে এবং পবিত্র মদীনার দিকে তানঈম নামক স্থানে—যাহা মক্কা হইতে তিন মাইল, আর ইয়ামেনের দিকে 'ইযাআতে লবন' পর্যন্ত ৭ মাইল, ইরাকের দিকেও ৭ মাইল, জারানার দিক হইতে ৯ মাইল এবং তায়েফের দিকে আরাফাত পর্যন্ত ৭ মাইল পর্যন্ত 'হরম'। এই সীমানার ভিতরে কোন স্থলজপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, ধরা, তাড়ানো, বৃক্ষলতাদি অথবা ঘাস কর্তন ইত্যাদি হারাম। এই কারণেই নির্ধারিত সেই এলাকাকে 'হরম' বলা হয়।

জিদ্দার দিকে ঐ চিহ্নসমূহের নিকটেই একটি বসতি রহিয়াছে, যাহাকে বর্তমানে শুমাইসিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হয়। এখানেই হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে কাফেররা উমরা পালনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। এখানেই হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়াছিল এবং হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই বস্তির নিকটে রাস্তার পাশে দক্ষিণ দিকে সামান্য দূরে একটি ছোট পাকা মসজিদ রহিয়াছে। কথিত আছে যে, এই জায়গাটিতেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হইতে মৃত্যু-শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বাইআতেরই নাম 'বাইআতে রিযওয়ান'। যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে এই মসজিদে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করিবেন। যখন হরমের সীমানার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিবেন, তখন মনে করিবেন যে, এখন আপনি আহ্‌কামুল্ হাকেমীনের দরবারের খাস পরিধির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এই সময় আদব, বিনয় ও দীনতা সহকারে ইস্তিগফার করিতে করিতে প্রবেশ করিবেন এবং এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَ دَمِىْ وَ عَظْمِىْ وَ بَشَرِىْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَاءِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

তারপর দরূদ শরীফ ও তাল্‌বিয়াহ পাঠ করিবেন এবং আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা পড়িবেন; আর আল্লাহ্ আপনাকে যে এই পরম সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরামগণ যখন হরম-সীমায় প্রবেশ করিতেন, তখন নগ্ন পায়ে চলাফেরা করিতেন এবং এভাবেই তাওয়াফ ও হজ্জের অন্যান্য মানাসিক বা রুকন আদায় করিতেন। একথা সত্য যে, মানুষ যদি নিজের মাথার উপর ভর দিয়াও এই পবিত্র ভূমিতে চলাফেরা করে, তবুও আদবের হক আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই সারা রাস্তা নগ্ন পায়ে না হইলেও অল্প কিছু পথ নগ্ন পায়ে অতিক্রম করা উচিত। কিন্তু যদি গাড়ীওয়ালা উহাতে রাজী না হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত ঝগড়া করা সমীচীন নহে।

পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ঃ

মক্কা মুকার্‌রামায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা উত্তম। ইদানীং যেহেতু লোকজন সাধারণতঃ মোটর গাড়ীতে মক্কা গমন করিয়া থাকে এবং মাত্র দুই ঘন্টায় মক্কায় পৌঁছিয়া যায়, এইজন্য জিদ্দায়ই গোসল সারিয়া ফেলা উচিত। মোটর চালকরা সবার জন্য সব জায়গায় গাড়ী থামায় না। এই গোসল শুধু মুস্তাহাব। যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না।

মক্কা মুকার্‌রামার দরজার নিকটে মুয়াল্লিমরা হজ্জযাত্রীগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।[১] তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিনিধিরা জিদ্দা হইতে হজ্জযাত্রীদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পূর্বাহ্নে টেলিফোন যোগে জানাইয়া দেয়। আপনার মুয়াল্লিম অথবা তাহার কোন লোক আপনার সহিত অথবা আপনার কাফেলার আমীরের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়পর্ব শেষ করিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। এখানে পৌঁছার পর সর্বাগ্রে মালপত্র গোছাইয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত ও তাওয়াফ সমাপন করিয়া লওয়াই সবচাইতে উত্তম। মুয়াল্লিম অথবা তাহার কর্মচারী আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং সে নিজে তাওয়াফ সমাপন করাইয়া দিবে। হাজীদের এই খেদমতটি করিতে পারাকে তাহারা নিজেদের হক বলিয়া মনে করে। যদি তাহাদের দ্বারা এই খেদমত লওয়া না হয়, তবে তাহারা খুবই মর্মাহত হয়। তাওয়াফ শেষে হাজী সাহেবরা তাহাদিগকে কিছু কিছু হাদিয়া

টীকা

১. আজকাল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

পেশ করেন—তাহারাও এমনটি কামনা করে। আপনি হাদিয়া মনে করিয়া তাওয়াফ করানেওয়ালাকে কিছু দিবেন। তাহা হইলে তাহারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে এবং আপনার যাবতীয় কাজ অতি আনন্দের সহিত সমাধা করিবে। প্রথম তাওয়াফের সময় তাহাদিগকে অবশ্যই সঙ্গে নিবেন। তাহারা তাওয়াফের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, সহজে ও পদ্ধতি মাফিক তাওয়াফ সমাপন করাইয়া দিবে। যেহেতু অধিকাংশ লোকেরই এইটি হজ্জের প্রথম সুযোগ হইয়া থাকে, তাই অনেক আলেম লোকও ভুল করিয়া বসেন। আদব-তরীকা এবং বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সম্পর্কেও তাহারা অনভিজ্ঞ থাকেন। দো'আও মুখস্থ থাকে না। কিন্তু মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তাওয়াফ করানেওয়ালা-দের উপর মোটেও ভরসা করিবেন না। নিজেও প্রতিটি কাজের আহ্‌কাম উহা সমাপন করার পূর্বে খুব পড়াশুনা করিয়া জানিয়া লইবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ সমাপন করার পর খাওয়া-দাওয়া করিয়া নিবেন। মক্কা শরীফে যে কোন রকমের ঘর পাওয়া যায়। নিজের এবং নিজ সফরসঙ্গীদের অবস্থা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে ঘর নির্বাচন করিবেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফের খুব কাছাকাছি জায়গায় ঘর লওয়া সবচাইতে উত্তম। তাহা হইলে সব সময় বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে থাকিবে এবং নামায ও তাওয়াফ করিতে সুবিধা হইবে। আপনি ঘর ভাড়া লইবার পূর্বে মীমাংসা করিয়া লইবেন যে, আরবী অমুক মাসের অমুক তারিখে ফেরৎ রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঘর ভাড়া করিতেছি। হরম শরীফের[১] ভিতরেও ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির ভাড়া অনেক বেশী। এতদ্ব্যতীত এত কাছে থাকা উচিতও নহে। কেননা, ইহাতে অনেক সময় হরম শরীফের আদব ও সম্মান বিঘ্নিত হয়। মক্কা মুকার্‌রামায় সব রকমের বাজার আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীই সেখানে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার হইতে কিনিয়া লইবেন।

নোট ঃ মক্কা মুকার্‌রামায় প্রবেশ করার আদব ও আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথাসময়ে উহা দেখিয়া লইবেন।

হিজাযী মুদ্রা, ডাক, তার এবং গজ ইত্যাদি

মক্কা মুয়ায্‌যামায় পৌঁছার পর প্রথম দিকে সেখানকার হিসাব বুঝিতে একটু অসুবিধা হইবে। কিন্তু চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই। আপনার মুয়াল্লিমই আপনাকে সেসব শিখাইয়া দিবে। যদি শিখাইয়া না দেন, তবে নিজে নিজেও শিখিয়া নিতে পারিবেন। ডাক বিলি প্রভৃতির নিয়মও মুয়াল্লিমের নিকট হইতে জানিয়া নিবেন।

টীকা
১. বর্তমানে হরম শরীফের ভিতরের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

হুঁশিয়ারি ঃ মোটর গাড়ী প্রভৃতির ভাড়ার হার যেহেতু সর্বদা পরিবর্তিত হয়, তাই উহার ভাড়ার হার নির্দিষ্ট নাই। প্রত্যেক বৎসর সউদী সরকারের পক্ষ হইতে একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ও ভাড়ার বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। হজ্জ অফিস হইতেও এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

ডাক ঃ মক্কা মুকার্‌রামায় চিঠির বাক্সের[১] বিশেষ ব্যবস্থা নাই। সুতরাং চিঠি নিজে ডাকঘরে গিয়া পৌঁছাইয়া আসিতে হয়। নিজের চিঠিপত্র মক্কা মুকার্‌রামায় স্বীয় মুয়াল্লিম অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ লোকের প্রযত্নে আনানো উচিত। যাহারা সরাসরি নিজের নামে চিঠিপত্র আনায়, তাহারা উহা পাইতে যথেষ্ট পেরেশান হয়। অবশিষ্ট সকল বিস্তারিত তথ্য মুয়াল্লিমের নিকট হইতে জানিয়া নিবেন।

হিজাযী ওজন ও মাপ ঃ

সউদী আরবে খাদ্যশস্য, আটা, ডাল প্রভৃতি ওজন করিয়া বিক্রয় হয়, যাহাকে 'কিলো' বলা হয়। উহার অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ এবং অষ্টমাংশ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশও হইয়া থাকে।

ওজন ঃ আমাদের সেরের জায়গায় সেখানে উক্কা প্রচলিত। এক উক্কায় ১১২ তোলা হইয়া থাকে। যাহা প্রায় ১ সের ৬ ছটাকের সমান। এই হিসাবে এক উক্কার দুই ভাগের এক কিংবা চার ভাগের এক এর বাটখারাও থাকে।

পরিমাপ ঃ

কাপড় প্রভৃতি 'মিটার' পরিমাপে বিক্রয় হয় এবং ভূমি ও সড়কের পরিমাপ কিলো-মিটারে হয়। এক কিলোমিটার প্রায় ৫ ফার্লং অর্থাৎ, ১ হাজার মিটারের সমান। এক মিটার প্রায় ১৮ গিরার সমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ জিদ্দা হইতে মক্কার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪৬ মাইল আর জিদ্দা হইতে মদীনার দূরত্ব ৪৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ২৮১ মাইল।

সফরের আদব তরীকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনার পরে এখন হজ্জের আহ্‌কাম শুরু করা যাইতেছে। প্রয়োজনীয় এবং প্রচুর ঘটে এইরূপ মাসআলাসমূহই বর্ণনার চেষ্টা করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম এবং বিরল মাসআলাসমূহ সাধারণ শ্রেণীর পাঠকদের কথা লক্ষ্য করিয়াই পরিহার করা হইয়াছে।

হজ্জের মাসায়েল

এইসব মাসআলা লিখার সময় অনেক কিতাব হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মাসআলা আল্লামা শায়খ সিন্ধী (রহঃ)-এর 'লুবাবুল্ মানাসিক্' এবং উহার শরাহ্ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর 'আল্-মাস্‌লাকুল্ মুতাকাস্‌সিত ফীল মান্‌সাকিল্ মুতাওয়াস্‌সিত' এবং হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর শাগ্‌রেদে রশীদ শায়খ হাসান

টীকা
১. ইদানীং স্থানে স্থানে চিঠির বাক্স বসানো হইয়া গিয়াছে।

শাহ্ আস্-সুওয়াতী অতঃপর মুহাজিরে মক্কী-এর 'গুন্য়াতুন্-না-সিক ফী বুগ্ইয়াতিল্ মানাসিক্' হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কিতাবদ্বয় এবং আল্লামা সাইয়িদ ইবনে আবিদীন শামী (রহঃ)-এর 'রাদ্দুল্ মুখ্তার' এবং আল্লামা গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর 'যুবদাতুল্ মানাসিক্'-এর তাহ্কীকের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহা সহজ এবং যাহাতে সব কূল বজায় থাকে সেসব মাসআলাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত কিতাবসমূহের যে মাসআলাকে পারস্পরিক মত-বিরোধপূর্ণ মনে হইয়াছে অথবা যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাকে বাহ্যতঃ সন্দেহে ফেলিয়া দিবে বলিয়া মনে হইয়াছে—সেই অংশের পুরা এবারতটুকু অথবা উহার সংক্ষিপ্তসার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১] যেন ওলামায়ে কেরাম উহা দেখিয়া নিজেরা মীমাংসা করিয়া ফেলিতে সক্ষম হন।

যদি ওলামায়ে কেরামের নিকট কোন মাসআলা সন্দেহযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত কিতাবসমূহের দিকে রুজু করিতে অনুরোধ রহিল। যদি মাসআলাটি উক্ত কিতাবসমূহ অনুযায়ী সঠিক হয়, তাহা হইলে উহাকে শুদ্ধ মনে করিবেন। নতুবা মেহেরবানীপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন ও অধম লেখককে অবহিত করিয়া বাধিত করিবেন।

পারিভাষিক শব্দ এবং কতিপয় বিশেষ স্থানের ব্যাখ্যা

হজ্জের মাসআলার কোন কোন জিনিসের নাম আরবী ভাষায় রহিয়াছে এবং বিশেষ পরিভাষা অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ হাজী সাহেবান যাহারা আরবী জানেন না তাহারা সেসব বুঝিতে পারেন না। অতএব যেসকল ক্ষেত্রে সেই প্রকার শব্দ আসিয়াছে, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তারপরে অধিকতর সহজ করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নে সেই ধরনের শব্দসমূহের অর্থ স্বতন্ত্রভাবেও বর্ণনা করা যাইতেছেঃ

ইহ্রাম (إِحْرَام) ঃ ইহার অর্থ হারাম করা। হাজী সাহেবগণ যখন ইহ্রাম বাঁধিয়া হজ্জ অথবা উমরাহ্ অথবা উভয়টি পালন করার দৃঢ় নিয়তে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করেন, তখন তাহাদের উপরে কতিপয় হালাল এবং মুবাহ বস্তুও ইহ্রামের কারণে হারাম হইয়া যায়। এই কারণেই উহাকে ইহ্রাম বলা হয়। রূপক অর্থে সেই চাদর দুইটিকেও ইহ্রাম বলা হয়, যাহা হাজী সাহেবগণ ইহ্রাম অবস্থায় ব্যবহার করেন।

ইস্তিলাম (إِسْتِلَام) ঃ ইহার অর্থ হাজারে আস্ওয়াদ চুম্বন করা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা অথবা হাজারে আস্ওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

টীকা

১· সেই সকল এবারত আরবীতে থাকায় সাধারণ পাঠকবৃন্দের বোধ্য নহে এবং বই-এর দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনুবাদে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম মূল কিতাব দেখিয়া লইবেন।

ইযতিবা'অ (اِضْطِبَاعْ) ঃ ইহার অর্থ ইহ্রামের চাদরকে ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপরে স্থাপন করা।

আফাকী (اٰفَاقِیْ) ঃ অর্থাৎ যাহারা মক্কার অধিবাসী নহেন এমন লোক।

আইয়্যামে তাশ্রীক (اَیَّامِ تَشْرِیْقْ) ঃ অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কয়দিন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে 'তাকবীরে তাশ্রীক' পাঠ করা হয়।

আইয়্যামে নহ্র (اَیَّامِ نَحْرْ) ঃ অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত তিন দিন।

এফ্রাদ (اِفْرَادْ) ঃ অর্থাৎ শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধা এবং শুধু হজ্জের ক্রিয়াদি সম্পাদন করা।

ইশ্আর (اِشْعَارْ) ঃ অর্থাৎ কোরবানীর পশুর পরিচয়ের জন্য উহার ডান উরুতে এমন হাল্কা যখম করিয়া দেওয়া যাহাতে শুধু চামড়া কাটিবে, কিন্তু গোশ্ত অক্ষত থাকিবে।

বায়তুল্লাহ্ (بَیْتُ اللهِ) ঃ অর্থাৎ কা'বা শরীফ। ইহা মক্কা মুয়ায্যামায় মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত একটি মহাপবিত্র ঘর এবং দুনিয়ার সর্বপ্রথম উপাসনালয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে ফেরেশ্তাগণ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর একসময় উহা বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং হযরত আদম আলাইহিস্সালাম তাহা পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম এবং তারপর কুরাইশরা পুনর্নির্মাণ করে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং সব শেষে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান উহার পুনর্নির্মাণ করেন। তারপরেও বিভিন্ন সময়ে উহার কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামত করা হয়। ইহা মুসলমানদের কেব্লা এবং অত্যন্ত বরকতময় ও পবিত্র স্থান।

বাত্নে আরানাহ্ (بَطْنِ عُرَنَہْ) ঃ ইহা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্জের সময় এখানে অবস্থান দুরস্ত নহে। কেননা, উহা আরাফাতের সীমানার বাহিরে অবস্থিত।

তাজ্লীল (تَجْلِیْلٌ) ঃ অর্থ কোরবানীর পশুদিগকে কাপড়াদিতে আচ্ছাদিত করা।

তাস্বীহ (تَسْبِیْحٌ) ঃ অর্থ 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করা।

তাক্লীদ (تَقْلِیْدٌ) ঃ অর্থ জুতা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদি নির্মিত রশি দ্বারা হারের মত বানাইয়া কোরবানীর পশুর গলায় পরানো।

তাক্বীর (تَکْبِیْرٌ) ঃ অর্থ 'আল্লাহু আকবর' বলা।

তামাত্তো' (تَمَتُّعٌ) ঃ অর্থ হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করিয়া হালাল হইয়া যাওয়া এবং অতঃপর ঐ বৎসরই হজ্জের জন্য পুনরায় ইহ্রাম বাঁধিয়া হজ্জ সমাপন করা।

তাল্‌বিয়াহ্ (تَلْبِيَةٌ) ঃ অর্থ 'লাব্বাইকা' পুরা পাঠ করা।

তাহ্‌লীল (تَهْلِيلٌ) ঃ অর্থ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করা।

জিমার বা জামারত (جِمَارٌ يا جَمَرَاتٌ) ঃ মিনায় তিনটি স্থানে মানুষ সমান উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রহিয়াছে। সেখানে রামি বা কংকর নিক্ষেপ করা হয়। উহাদের মধ্যে যেটি মসজিদে খায়েফের নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত উহাকে জামারাতুল্-উলা বলা হয়। উহার পরে যেটি মক্কার দিকে মধ্যস্থলে অবস্থিত উহাকে জামারাতুল্-উস্‌তা এবং তারপরেরটিকে জামারাতুল্ কুবরা বা জামারাতুল্ আকাবা অথবা জামারাতুল্-উখ্‌রা বলা হয়।

জাহ্‌ফাহ্ (جُحْفَةٌ) ঃ অর্থ মক্কা হইতে তিন মনজিল দূরে অবস্থিত রাবেগের নিকটে একটি জায়গা। উহা সিরিয়াবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোক-জনদের মীকাত।

জান্নাতুল্ মা'লা (جَنَّةُ الْمعلى) ঃ অর্থ মক্কার কবরস্তান।

জাবালে সবীর (جَبَلِ ثَبِيْرٌ) ঃ মিনার একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে রহ্‌মত (جَبَلِ رَحْمَتْ) ঃ আরাফাতের একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে কুযাহ্ (جَبَلِ قُزَحْ) ঃ মুযদালিফার একটি পাহাড়ের নাম।

হজ্জ (حَجٌّ) ঃ অর্থ নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ, অকুফে আরাফা প্রভৃতি কর্মসমূহ সম্পাদন করা।

হাজারে আস্‌ওয়াদ (حَجَرِ اَسْوَدْ) ঃ অর্থ কালো পাথর। ইহা বেহেশ্‌তের একটি পাথর। বেহেশ্‌ত হইতে আসার সময় দুধের মত সাদা ছিল। কিন্তু বনী আদমের গুনাহ্ উহাকে কালো বানাইয়া দিয়াছে। উহা বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের এক পুরুষ সমান উচ্চতায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেওয়ালে স্থাপিত রহি-য়াছে। উহার চারি পাশে রুপার বৃত্ত লাগানো আছে।

হরম (حَرَمٌ) ঃ মক্কা মুকাররামার চারিদিকে বেশ দূর পর্যন্ত ভূমিকে 'হরম' বলা হয়। উহার সীমানায় চিহ্ন স্থাপিত রহিয়াছে। হরম সীমার ভিতরে স্থলজপ্রাণী শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা, পশুকে ঘাস খাওয়ানো প্রভৃতি হারাম।

হরমী (حَرَمِىٌّ) ঃ অর্থ ঐ ব্যক্তি যে হরম সীমার অভ্যন্তরে বসবাস করে। চাই মক্কা শরীফে বাস করুক অথবা মক্কা শরীফের বাহিরে হরম সীমার ভিতরে অন্য কোন জায়গায়।

হিল্ল (حِلٌّ) ঃ অর্থ হরম সীমার বাহিরে অথচ মীকাতের অভ্যন্তরে যে ভূমি রহিয়াছে, উহাকে 'হিল্ল' বলা হয়। কেননা, এখানে ঐসব কাজ হালাল, যাহা হরমের অভ্যন্তরে হারাম।

হিল্লী (حِلِّىٌّ) ঃ অর্থ 'হিল্ল' এলাকায় বসবাসকারী লোকজন।

হাতীম (حَطِيْمٌ) ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন এক পুরুষ সমান উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা। উহাকে হাতীম, হিজ্‌র এবং খাতীরাহ্ও বলা হয়।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়ত লাভের কিছু পূর্বে যখন কুরাইশরা কা'বা গৃহকে নূতন করিয়া নির্মাণের ইচ্ছা করে, তখন সবাই একমত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, ঐ নির্মাণ কাজে শুধু হালাল উপায়ে অর্জিত টাকাই খরচ করা হইবে। কিন্তু তাহাদের পুঁজি ছিল কম। তাই, উত্তর দিকে সাবেক বায়তুল্লাহ্ হইতে ছয় গজের মত জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই ছাড়িয়া দেওয়া অংশকেই হাতীম বলা হয়। শরীয়ত অনুযায়ী আসল হাতীম প্রায় ৬ গজের মত। বর্তমানে উহা আরো কিছু বেশী জায়গা লইয়া বেষ্টনী নির্মাণ করা হইয়াছে।

দম্ (دَمٌ) ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করার কারণে বকরী, দুম্বা প্রভৃতি যবেহ করা ওয়াজিব হইয়া যায়, উহাকে 'দম্' বলা হয়।

যুল্-হোলায়ফা (ذُو الْحُلَيْفَةِ) ঃ মদীনা হইতে মক্কার পথে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। উহা মদীনাবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোকজন-দের মীকাত। উহাকে সাম্প্রতিককালে 'বীরে আলী'ও বলা হয়।

যাতে ইর্‌ক (ذَاتِ عِرْقٌ) ঃ মক্কা শরীফ হইতে প্রায় তিন মন্‌যিল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। ইদানীং ইহা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইরাকবাসী এবং ঐ পথে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত।

রুক্‌নে ইয়ামানী (رُكْنِ يَمَانِىٌّ) ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। যেহেতু এইটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, তাই ইহাকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

রুক্‌নে ইরাকী (رُكْنِ عِرَاقِىٌّ) ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণ—যাহা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

রুক্‌নে শামী (رُكْنِ شَامِىٌّ) ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর পশ্চিম কোণ—যাহা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।

রমল (رَمَلٌ) ঃ অর্থ তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলা-ইয়া, কাঁধ দোলাইয়া, বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ছোট ছোট পা ফেলিয়া ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা।

রামি (رَمِىٌّ) ঃ অর্থ কংকর নিক্ষেপ করা।

যমযম (زَمْزَمٌ) ঃ মস্‌জিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম, যাহা আজকাল কূপের আকারে রহিয়াছে। এটি আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে তাঁহার প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার জননী হযরত হাজেরা (আঃ)-এর জন্য প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

সাঈ (سَعْیٌ)ঃ অর্থ সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ান।

শাওত (شَوْطٌ)ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া আসা।

সাফা (صَفَا)ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্‌র নিকটে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়, যাহা হইতে সাঈ আরম্ভ করা হয়।

যাব (ضَبٌّ)ঃ অর্থ মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন একটি পাহাড়।

তাওয়াফ (طَوَافٌ)ঃ অর্থ বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্‌র চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা।

উমরাহ্ (عُمْرَةٌ)ঃ অর্থ 'হিল্ল' অথবা মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

আরাফা বা আরাফাত (عَرَفَةٌ يَا عَرَفَاتٌ)ঃ মক্কা শরীফ হইতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবরা ৯ই যিলহজ্জ তারিখে অকুফ বা অবস্থান করিয়া থাকেন।

কেরান (قِرَانٌ)ঃ অর্থ হজ্জ এবং উমরাহ্ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া প্রথমে উমরাহ্ এবং পরে হজ্জ সমাপন করা।

কারেন (قَارِنٌ)ঃ অর্থ যিনি কেরান হজ্জ সমাপন করেন।

করন (قَرْنٌ)ঃ মক্কা শরীফ হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। উহা নাজ্‌দে ইয়ামান, নাজ্‌দে হিজায এবং নাজ্‌দে তাহামা হইতে মক্কা আগমনকারী লোকজনদের মীকাত।

কসর (قَصْرٌ)ঃ অর্থ মাথার চুল ছাঁটা বা ছোট করা।

মুহ্‌রিম (مُحْرِمٌ)ঃ অর্থ যিনি ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছেন এমন ব্যক্তি।

মুফ্‌রিদ (مُفْرِدٌ)ঃ যিনি শুধু হজ্জ সমাপনের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন তাঁহাকে মুফ্‌রিদ বলা হয়।

মাতাফ (مَطَافٌ)ঃ অর্থ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ সমাপন করার স্থান, যাহার উপরে মর্মর পাথর বসানো রহিয়াছে।

মাকামে ইবরাহীম (مَقَامِ اِبْرَاهِيْمٌ)ঃ একটি বেহেশ্‌তী পাথরের নাম। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইহার উপরে দাঁড়াইয়া কা'বা গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা মাতাফের পূর্ব প্রান্তে মিম্বর এবং যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জালিবিশিষ্ট গম্বুজের মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে।

মুলতাযাম (مُلْتَزَمٌ)ঃ অর্থ হাজারে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়াল। ইহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দো'আ প্রার্থনা করা সুন্নত।

মিনা (مِنًى)ঃ মক্কা মুয়ায্‌যামা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। সেখানে কোরবানী এবং কংকর নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। ইহা হরমের অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদে খায়েফ (مَسْجِد خَيْفٌ)ঃ মিনার সবচাইতে বড় মসজিদ। ইহা মিনার উত্তর দিকে যাব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

মসজিদে নামিরাহ্ (مَسْجِد نَمِرَةٌ)ঃ আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ।

মাদ্‌আ (مَدْعٰى)ঃ ইহার শাব্দিক অর্থ দো'আ করার জায়গা। মস্‌জিদে হারাম এবং মক্কার কবরস্তানের মাঝখানে অবস্থিত। মক্কায় প্রবেশ করার সময় এখানে দো'আ প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

মুযদালিফাহ্ (مُزْدَلِفَةٌ)ঃ মিনা এবং আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান, ইহা মিনা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

মুহাস্‌সার (مُحَسَّرٌ)ঃ মুযদালিফা সংলগ্ন একটি ময়দান। সেখান দিয়া যাওয়ার সময় দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতে হয়। এখানেই আসহাবে ফীলের উপরে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবরাহার যে হস্তী-বাহিনী বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর চড়াও হইয়াছিল উহাদিগকে আসহাবে ফীল বলা হয়।

মারওয়াহ্ (مَرْوَةٌ)ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট্ট একটি পাহাড়, যেখানে পৌঁছিয়া সাঈ সমাপ্ত হয়।

মায়লাইনে আখযারাইন (مِيْلَيْنِ اَخْضَرَيْنِ)ঃ সাফা ও মারওয়াহ্-এর মাঝখানে মস্‌জিদে হারামের দেওয়ালে স্থাপিত দুইটি সবুজ বাতি। ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ পালনকারীরা দৌড়াইয়া চলেন।

মক্কী (مَكِّيٌّ)ঃ অর্থ পবিত্র মক্কার অধিবাসী।

মাওকাফ (مَوْقِفٌ)ঃ অর্থ হজ্জের আহ্‌কাম পালনের সময় অকুফ বা অবস্থান করার জায়গা। ইহা দ্বারা আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফার অবস্থানের জায়গাকে বুঝানো হয়।

মীকাতী (مِيْقَاتِيٌّ)ঃ যাহারা মীকাতে বসবাস করেন এমন লোক।

অকুফ (وُقُوْفٌ)ঃ অর্থ থামা বা অবস্থান করা। আহ্‌কামে হজ্জের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হয় আরাফাতের ময়দান অথবা মুযদালিফায় বিশেষ বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

হাদ্‌য়ি (هَدِيٌّ)ঃ অর্থ সেই প্রাণী যাহা হাজী সাহেবগণ কোরবানী করার উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইয়া যান।

ইয়াওমে আরাফাহ্ (يَوْم عَرَفَةٌ)ঃ অর্থ ৯ই যিলহজ্জ, যেদিন হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজী সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে অকুফ করেন।

ইয়াওমুত্ তারভিয়াহ্ (يَوْمُ التَّرْوِيَةٌ)ঃ অর্থ ৮ই যিলহজ্জ।

ইয়ালাম্‌লাম্ (يَلَمْلَمْ)ঃ মক্কা হইতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। ইহাকে ইদানীং সা'দিয়াহ্ও বলা হয়। ইহা ইয়ামানবাসী এবং পাক-ভারত-বাংলা উপ মহাদেশসহ দূরপ্রাচ্য হইতে আগত লোকদের মীকাত।

ফরয ও ওয়াজিব হজ্জের মাসায়েল

মাসআলা ঃ সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ফরয। ফরয হজ্জকে হজ্জাতুল্ ইসলাম বলা হয়।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের মান্নত করেন, তাহা হইলে তাহার উপরও হজ্জ ওয়াজিব হইয়া যায়। মান্নত হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে আসিতেছে।

মাসআলা ঃ ফরয ও মান্নত হজ্জ একই পদ্ধতিতে আদায় করিতে হয়।

মাসআলা ঃ যেই বৎসর হজ্জ ফরয হয় সেই বৎসরই তাহা আদায় করা ওয়াজিব। যদি কেহ বিনা কারণে বিলম্ব করে তাহা হইলে গুনাহগার হইবে। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ সমাপন করিয়া লয়, তাহা হইলে আদায় হইয়া যাইবে এবং বিলম্ব করার পাপও মোচন হইবে। কিন্তু হজ্জ সমাপন না করিয়া মারা গেলে হজ্জ আদায় না করার পাপ তাহার যিম্মায় থাকিয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, সে কাফের।

মাসআলা ঃ হজ্জ অনেক সময় মান্নত ছাড়াও ওয়াজিব হইয়া থাকে। যেমন ঃ যদি কেহ ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তাহার উপরে হজ্জ অথবা উমরা ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ একাধিক হজ্জ পালন করিলে তাহা নফল বলিয়া গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার পরও আদায় করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তাহা আদায় করার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব।

ওযর ও প্রতিবন্ধকতার বিবরণ ঃ

যদি কাহারও যিম্মায় ফরয হজ্জ অনাদায়ী থাকে এবং তাহার মাতা-পিতা অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে তাহার খেদমতের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন, তবে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত তাহার হজ্জে গমন করা মাক্রূহ্। আর যদি তাহার খেদমতের প্রয়োজন না থাকে এবং তাহাদের মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অনুমতি ছাড়াই হজ্জে গমন করিতে কোন দোষ নাই। তবে শর্ত এই যে, রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হইতে হইবে। আর যদি রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হয় এবং তাহার প্রাণনাশেরও সমূহ আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত গমন করা জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ দাদা-দাদী ও নানা-নানীরা মাতা-পিতার অবর্তমানে মাতা-পিতারই অনুরূপ, তবে মাতা-পিতার বর্তমানে তাহাদের অনুমতি ধর্তব্য হইবে না।

মাসআলা ঃ নফল হজ্জের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জে গমন করা সর্বাবস্থায় মাক্রূহ, তা রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হউক বা না হউক, তাহাদের খিদমতের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক।

মাসআলা ঃ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি যাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে, ইহারা যদি হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে রাজী না থাকে এবং তাহাদের ভরণ-পোষণের টাকা-পয়সাও যোগাড় করিতে সক্ষম না হন, তবে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত হজ্জে যাওয়া মাকরূহ। অবশ্য যদি তাহাদের মৃত্যুর কোন আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে হজ্জে গমন করায় কোন দোষ হইবে না।

মাসআলা ঃ যেসব লোকের ভরণ-পোষণ তাহার উপর ওয়াজিব নহে, তাহারা যদি রাজী না থাকে এবং এমনকি তাহাদের মৃত্যুরও আশঙ্কা থাকে, তবুও হজ্জে যাওয়ায় কোন দোষ নাই।

মাসআলা ঃ যদি পিতা ব্যতীত ছোট শিশুকে দেখাশুনা করার কেহ না থাকে, তাহা হইলে পিতা এই কারণে হজ্জ পালনে বিলম্ব করিতে পারেন। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল বা মন্দ যাহাই থাকুক না কেন।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয় এবং তাহার শারীরিক অবস্থা এমন থাকে যে, কিছুদূর চলার পর শ্বাস-কষ্ট শুরু হইয়া যায় এবং বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, আবার কিছুদূর চলার পর অনুরূপ শ্বাস-কষ্ট দেখা দেয় এবং এই অবস্থা চলিতে থাকে, আর এই দিকে সওয়ারী ও যাতায়াতের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে হজ্জ পালনে বিলম্ব করা জায়েয হইবে না। তবে যদি সওয়ারীর উপ-রেও সফর করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত ওযর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মাসআলা ঃ যদি সফরের অবস্থায় ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের জন্য ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায় এবং তদ্দরুন বুকে কফ জমিয়া শ্বাস-কষ্টও দেখা দেয়, তবে তাহা ওযর হিসাবে গণ্য হইবে না।

মাসআলা ঃ ছেলে যদি সুশ্রী হয় এবং যে কারণে ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তাহার দাড়ি-গোঁফ না গজানো পর্যন্ত পিতা-মাতা তাহাকে হজ্জ পালন হইতে বিরত রাখিতে পারেন।

মাসআলা ঃ মেয়ে লোকের জন্য স্বামী অথবা মাহ্‌রাম না থাকাও ওযর বটে।

মাসআলা ঃ রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হওয়াও ওযর।

মাসআলা ঃ এমন অসুখ-বিসুখ যাহার দরুন সফর করা সম্ভব নহে অথবা সফরে সাংঘাতিক কষ্টের আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাও ওযর।

মাসআলা ঃ মেয়ে লোকের জন্য ইদ্দত পালনের অবস্থায় থাকাও ওযর। ইহার দরুন হজ্জ বিলম্বিত করিতে পারিবেন।

হজ্জের শর্তসমূহ

হজ্জের শর্ত (চারি প্রকার) যথাঃ (১) হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। (২) আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। (৩) আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। (৪) ফরয হইতে অব্যাহতি লাভের শর্ত।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহঃ

এই ধরনের শর্তের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের সব কয়টি এক সঙ্গে পাওয়া গেলে তবেই হজ্জ ফরয হয়। পক্ষান্তরে যদি ইহাদের কোন শর্ত না পাওয়া যায়, তবে ফরয হয় না এবং অন্য কাহারও দ্বারা হজ্জ করানো অথবা হজ্জের ওসিয়ত করিয়া যাওয়াও ওয়াজিব হয় না। এই ধরনের শর্ত সাতটি। (১) মুসলমান হওয়া। (২) হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান লাভ। (৩) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (৪) সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। (৫) আযাদ হওয়া। (৬) দৈহিক ও আর্থিকভাবে হজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া। (৭) হজ্জের সময় হওয়া।

মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কাফেরের উপর হজ্জ ফরয হয় না।

মাসআলাঃ যদি কেহ কাফের থাকাবস্থায় হজ্জ করিয়া থাকে এবং অতঃপর ইস্‌লাম গ্রহণ করে, তবে সেই হজ্জের কোন মূল্যই নাই। বরং এখন যদি হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায়, তবে পুনরায় হজ্জ করা ফরয হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন কাফের ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পাঠাইয়া নিজের পক্ষ হইতে হজ্জ করাইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহাও শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন মুসলমান হজ্জ সম্পন্ন করার পর (নাউযুবিল্লাহ্) কাফের হইয়া যায় এবং অতঃপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এখন তাহার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকিলে পুনরায় হজ্জ করা ফরয হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন কাফের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার পূর্বেই মুসলমান হইয়া যায় এবং ইহ্‌রাম নবায়ন করিয়া হজ্জ সমাপন করে, তবে তাহার হজ্জ শুদ্ধ হইয়া যাইবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার পর ইহ্‌রাম নবায়ন না করে তাহা হইলে তাহার হজ্জ শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান বা অবগতি থাকা শর্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি দারুল ইসলাম তথা মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করেন তাহার উপর এই শর্ত প্রযোজ্য নহে; বরং দারুল ইস্‌লামে বাস করাই যথেষ্ট, হজ্জ ফরয হওয়ার ইল্‌ম তাহার হউক বা না হউক। অবশ্য যে মুসলমান দারুল হরব তথা অমুসলিম দেশে বাস করেন তাহার জন্য এই ইল্‌ম অত্যাবশ্যকীয়। এমতাবস্থায় যদি দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ

অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অজ্ঞাত পরিচয় অথবা একজন ধর্মপরায়ণ পুরুষ তাহাকে হজ্জ ফরয হওয়ার সংবাদ অবগত করেন, তবে হজ্জ ওয়াজিব হইয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া শর্ত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগলের উপর হজ্জ ফরয নহে।

মাসআলাঃ যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর সাবালকত্ব অর্জন করে এবং ইহ্‌রাম নবায়ন না করিয়াই হজ্জ সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার ফরয আদায় হইবে না। তবে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ইহ্‌রাম নবায়ন করিয়া হজ্জ সমাপন করে, তাহা হইলে ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন পাগল হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পূর্বেই সুস্থ মস্তিষ্ক হইয়া যায় আর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম নবায়ন করিয়া লয় তাহা হইলে ফরয আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহরাম নবায়ন না করিলে ফরয আদায় হইবে না।

মাসআলাঃ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর উপর হজ্জ ফরয নহে। যদিও তাহারা মুদাব্বার, মুকাতাব অথবা উম্মে ওয়ালাদ হয়। (যাহাকে তাহার মনিব এই বলিয়া দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ বা মুক্ত হইয়া যাইবে তাহাকে মুদাব্বার বলে। আর যাহাকে তাহার মনিব এই কথা লিখিয়া দিয়াছে যে, তুমি আমাকে এত টাকা দিলে মুক্ত হইবে— তাহাকে মুকাতাব বলে। যে ক্রীতদাসীর গর্ভে তাহার মনিবের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে উম্মে ওয়ালাদ বলে।)

মাসআলাঃ যাহারা পবিত্র মক্কায় অথবা ইহার আশেপাশে বাস করেন না, তাহাদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সক্ষমতার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সওয়ারী এবং এই পরিমাণ মাল-সামান বা পাথেয় থাকা শর্ত যে, নিজেদের বাসস্থান হইতে মক্কা মুকার্‌রামা পর্যন্ত পৌঁছিয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারেন।

মাসআলাঃ সফরের জন্য যে পাথেয় থাকার কথা বলা হইয়াছে, উহা নিম্ন-বর্ণিত প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত হইতে হইবে। যথাঃ বসবাসের ঘর-বাড়ী, পরিধানের কাপড়-চোপড়, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত চাকর-বাকর ও পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় খরচপত্র, ঋণ, সওয়ারী অর্থাৎ উট, গাধা, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি, আপন পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাসস্থান-সংস্কার ইত্যাদি।

মাসআলাঃ অবশ্যকীয় মালামাল বলিতে ব্যবসায়ীর জন্য এই পরিমাণ বাণিজ্য পণ্য, যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। কৃষকের জন্য কৃষির বলদ ও অন্যান্য উপ-করণাদি এবং আলেমের জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদিকে বুঝিতে হইবে। এই আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ হইতে অতিরিক্ত ও পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। প্রত্যেক

পেশাজীবী ব্যক্তির বেলায় এই একই নীতি প্রযোজ্য যে, তাহার পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাহার আবশ্যকীয় মালামাল হিসাবে গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ হজ্জের জন্য মাল-সামান ও পাথেয় বলিতে সেই মালামালকে বুঝানো হইয়াছে, যাহা সেই ব্যক্তির নিজের হালাল উপায়ে অর্জিত এবং তিনি নিজে উহার নিরঙ্কুশ মালিক[১]। যদি কেহ পাথেয় পরিমাণ সামানাদি ধারে দেয় অথবা মুবাহ করিয়া দেয়, তবে তদ্দ্বারা হজ্জ ফরয হইবে না।

মাসআলা ঃ মক্কা মুকার্‌রামার অধিবাসী এবং যেসব লোক মক্কা মুকার্‌রামার আশে-পাশে বাস করে—তাহারা যদি পদব্রজে সফর করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহাদের জন্য সওয়ারী বা যানবাহন শর্ত নহে। তবে যদি তাহারা পদব্রজে সফর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহাদের জন্যও বাহিরের লোকদের মত সওয়ারী বা যানবাহন শর্ত। প্রয়োজনীয় রাহাখরচ এবং পাথেয় থাকা মক্কা মুকার্‌রামার অধিবাসীদের জন্যও শর্ত।

মাসআলা ঃ যদি বাহিরের কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোনক্রমে মীকাত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান এবং পদব্রজে সফর করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার জন্যও মক্কার অধিবাসীদের মত সওয়ারী শর্ত নহে—শুধু রাহাখরচ বা পাথেয় থাকা শর্ত।

মাসআলা ঃ পাথেয় বলিতে মধ্যম ধরনের পাথেয় বুঝিতে হইবে। যাহাতে বাহুল্য প্রশ্রয় পাইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন লোক হজ্জ করার জন্য কাহাকেও টাকা-পয়সা দান করেন, তাহা হইলে উহা কবূল করা ওয়াজিব নহে। চাই দাতা অপরিচিত কেহই হউক অথবা তাহার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই হউক। কিন্তু যদি এই পরিমাণ মাল কেহ দান করে আর কেহ তাহা কবূল করিয়া নেয়, তবে হজ্জ ফরয হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বা মাল-সামান থাকে, অথবা কোন আলেমের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিতাবাদি অথবা ভূমি, অথবা বাগান ইত্যাদি থাকে আর তিনি উহার আয়ের মুখাপেক্ষী না হন এবং উহা এত মূল্যমানের হয় যে, তাহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ সমাপন করিতে পারেন তাহা হইলে হজ্জের জন্য ঐ সব বিক্রয় করিয়া দেওয়া ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট এত বড় বাড়ী থাকে যার কিছু অংশই তাহার বস-বাসের জন্য যথেষ্ট এবং বাকী অংশ বিক্রয় করিয়া তিনি হজ্জ করিতে পারেন, তবে হজ্জ করার জন্য উহা বিক্রয় করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি তিনি এমনটি করেন তবে উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট এমন বাড়ী থাকে যাহা বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকার দ্বারা হজ্জও সমাপন করিতে পারেন এবং একটি ছোট বাড়ীও খরিদ করিতে

টীকা

১. দখলী স্বত্বে অথবা অনুমতির ভিত্তিতে যদি কেহ এই পরিমাণ মাল পাইয়া যায় তাহা হইলেও 'সক্ষম' বলিয়া গণ্য হইবে।

পারেন, তবে উহা বিক্রয় করা জরুরী নহে। তবে যদি বিক্রয় করিয়া হজ্জ পালন করেন তাহা হইলে উত্তম হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট এই পরিমাণ শস্য থাকে, যা তাহার সারা বৎসরের জন্য যথেষ্ট, তবে উহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ পালন করা ওয়াজিব নহে। অবশ্য যদি এমন হয় যে, তাহা সারা বৎসরের প্রয়োজন মিটাইয়া আরও অতিরিক্ত সময়ের জন্যও যথেষ্ট হয় এবং এই অতিরিক্ত শস্য বিক্রয় করিয়া হজ্জ সমাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ পালন করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট এই পরিমাণ কৃষি জমি থাকে যাহার কিছু জমি বিক্রয় করিয়া দিলে হজ্জের খরচ আর ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনদের যাবতীয় খরচ নির্বাহ হইতে পারিবে এবং উহার পরেও এই পরিমাণ জমি অবশিষ্ট থাকিবে যে, ফিরিয়া আসিয়া উহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন, তবে এই ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হইবে। কিন্তু অবশিষ্ট জমি যদি জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে হজ্জ ফরয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির নিকট হজ্জ সমাপন করার মত মালামাল থাকে এবং অপর দিকে তাহার একটি বাড়ীও খরিদ করার প্রয়োজন হয়, এমনটি হজ্জের মৌসুমে হইলে হজ্জ সমাপন করা ফরয এবং বাড়ী খরিদে ব্যয় করা জায়েয নহে। পক্ষান্তরে যদি হজ্জের মৌসুম না হয়, তাহা হইলে বাড়ীর জন্য ব্যয় করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট হজ্জ সমাপন করার মত টাকা থাকে এবং এই দিকে তিনি বিবাহ করারও ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে যদি উহা হজ্জের মৌসুম হইয়া থাকে, তবে তাহার হজ্জ পালন করা ওয়াজিব। আর যদি উহা হজ্জের মৌসুম না হয়, তবে বিবাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাহার এই স্থির বিশ্বাস হয় যে, বিবাহ না করিলে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়িবেন তাহা হইলে আগে বিবাহ করিবেন, হজ্জ পালন করিবেন না।

মাসআলা ঃ পাথেয় বা রাহাখরচের মধ্যে সরকারী ট্যাক্স, মুয়াল্লিমদের ফিস্ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দেয় যাহা হাজীগণকে অবশ্যই আদায় করিতে হয়, সে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মাসআলা ঃ উপহার সামগ্রী ও তাবাররুক ক্রয় বাবদ যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহা রাহাখরচের মধ্যে গণ্য হইবে না।

মাসআলা ঃ মদীনা মুনাওয়ারা সফরের খরচও রাহাখরচের মধ্যে গণ্য হইবে না। কেহ কেহ এই খরচকেও রাহাখরচের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে এবং এইজন্য হজ্জে গমন করে না যে, মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার টাকা তাহাদের কাছে নাই। ইহা একটি মারাত্মক ভুল। মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত বড় নিয়ামত। কিন্তু হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইহার কোন ভূমিকা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন,

তাহার অবশ্যই সেখানে গমন করা কর্তব্য। আর যাহার নিকট শুধু হজ্জ পালন করার মত টাকা আছে তাহার শুধু মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার টাকা নাই বলিয়াই হজ্জ বিলম্বিত করা উচিত নহে।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির নিকট এত প্রচুর মালামাল ছিল যার ফলে তাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়া যায়। কিন্তু তিনি হজ্জ সমাপন করেন নাই এবং পরিশেষে নিঃস্ব হইয়া যান। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির যিম্মায় হজ্জ বাকী থাকিয়া যাইবে। তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হজ্জ সমাপন করার চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

মাসআলা ঃ হারাম মাল দ্বারা হজ্জ সমাপন করা হারাম। যদি কেহ এভাবে হজ্জ সমাপন করেন, তবে তাহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু কবূল হইবে না।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিল না, কিন্তু তিনি পদব্রজে হজ্জ পালন করিয়া নিলেন এবং হজ্জ সমাপনকালে ফরয হজ্জের অথবা সাধারণভাবে[১] হজ্জের নিয়ত করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার ফরয আদায় হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যদি তিনি মালদার হইয়া যান তাহা হইলে তাঁহার উপর পুনর্বার হজ্জ ফরয হইবে না। কিন্তু যদি প্রথমবার নফল হজ্জের নিয়ত করিয়া থাকেন, তবে মালদার হওয়ার পর তাঁহার উপর পুনর্বার হজ্জ ফরয হইবে।

মাসআলা ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য প্রারম্ভিক ৬টি শর্তের সহিত হজ্জের সময়[২] বা মৌসুম হওয়াও শর্ত। হজ্জের মাস অর্থাৎ শাওয়াল, যিল-কাদ ও যিল-হজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন অথবা এমন সময় হওয়া যে, সেখানকার লোকজন সাধারণভাবে ঐ সময়ে হজ্জে গমন করিয়া থাকেন।

মাসআলা ঃ এখনও হজ্জের মৌসুম আগমন করে নাই বা হাজীদের হজ্জে গমনের সময় হয় নাই, অথচ হজ্জের যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে তখনই হজ্জ ফরয হইবে না। যদি কেহ হজ্জের সময় হওয়ার আগেই কোন কাজে সব টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ফেলেন, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরয হইবে না। কিন্তু টাকা না থাকিলে আর হজ্জ করিতে হইবে না এমন মনোভাব নিয়া সমস্ত টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ফেলা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ হজ্জের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম গতিতে চলিয়া হজ্জের সময় পর্যন্ত মক্কা মুকাররামায় পৌঁছিতে পারাও শর্তের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যহ অথবা কোন কোন দিন এক মন-যিল হইতে বেশী সফর করেন তাহা হইলে মক্কা পৌঁছিতে পারিবেন এবং হজ্জ পাইবেন,

টীকা

১· অর্থাৎ, শুধু হজ্জের নিয়ত করিয়াছে; ফরয অথবা নফল অথবা মান্নতের নিয়ত করে নাই।

২· এতদ্ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে যে, 'সময়' হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীর অন্তর্গত না আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীর অন্তর্গত। শাইখ ইবনে হুমাম (রঃ) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন যে, উহা হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীরই অন্তর্গত।

কিন্তু যদি প্রত্যহ এক মনযিল চলেন তাহা হইলে হজ্জ পাইবেন না, এমন হইলে হজ্জ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ ওয়াক্তের ব্যাপারে ফরয নামাযের ওয়াক্তেরও বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন—যদি কেহ ফরয নামাযসমূহ তরক করেন, তাহা হইলে সময়মত পৌঁছিতে পারিবেন আর যদি ফরয নামাযসমূহ ওয়াক্তমত আদায় করেন, তাহা হইলে সময়মত পৌঁছিতে পারিবেন না, এমতাবস্থায় হজ্জ ফরয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কা মুকার্‌রমা পৌঁছিতে সক্ষম না হন বরং নবম ও দশম যিল্‌হজ্জের মাঝামাঝি রাত্রে পৌঁছেন আর সময় এত সংকীর্ণ হইয়া দাঁড়ায় যে, যদি এশার নামায আদায় করেন, তবে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে এবং আরাফাতের ময়দানে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা হইলে এমন ব্যক্তির জন্য এশার নামায ক্বাযা করা জায়েয।

আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ঃ

আলোচ্য শর্তগুলি হইতেছে এমন ধরনের শর্ত যে, ইহাদের উপস্থিতির উপরেই হজ্জের আদায় ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে। যদি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এবং আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—উভয় প্রকার শর্তই একসাথে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির উপর স্বয়ং হজ্জ সমাপন করা ফরয হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পুরা-পুরি পাওয়া যায় আর আদায় ওয়াজিব হওয়ার কোন একটি শর্তও পাওয়া না যায়, তাহা হইলে হজ্জ সমাপন করা ওয়াজিব হইবে না, বরং এমতাবস্থায় নিজের পক্ষ হইতে অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্জ করাইয়া নেওয়া অথবা হজ্জ করাইবার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে। এই ধরনের শর্ত পাঁচটি যথা ঃ (১) শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা। (২) বন্দী-দশা অথবা বাদশাহ্‌র পক্ষ হইতে নিষেধ না থাকা। (৩) পথ-ঘাট নিরাপদ[১] হওয়া। (এই তিনটি শর্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য)। (৪) মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা অপর কোন মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকা। (৫) মহিলাদের ইদ্দত পালনের অবস্থা হইতে মুক্ত থাকা। (শেষোক্ত শর্ত দুইটি শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিবেচ্য।)

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও পীড়িত, অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অথবা খোঁড়া এবং অন্ধ, স্বয়ং সফর করিতে অক্ষম; কিন্তু হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অন্যান্য সকল শর্ত তাহার মধ্যে বিদ্যমান, এমন ব্যক্তির উপর হজ্জ ওয়াজিব হইবে কি-না তদ্‌সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়া যাইবে। অধিকাংশ আলেম এই অভিমতকেই নির্ভুল বলিয়া সমর্থন ও গ্রহণ করিয়াছেন।

টীকা

১· এই শর্তের ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে প্রথম প্রকারের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেম ইহাকে দ্বিতীয় প্রকারের শর্ত অর্থাৎ, আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। —গুনইয়াতুন-নাসিক, ১০ পৃষ্ঠা

তাহাদের মতানুসারে এই ধরনের লোক যদি নিজে হজ্জ সমাপন করিতে না পারেন, তবে তাহার উপরে বদলী হজ্জ করানো অথবা উহার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি তিনি নিজে হজ্জ সমাপন করিয়া নেন তবে তাতেও হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। অপর দিকে কিছুসংখ্যক আলেমের মতে এই ধরনের লোকের উপর হজ্জ ওয়াজিব নহে এবং বদলী হজ্জ করানো অথবা উহার ওসিয়ত করিয়া যাওয়াও ওয়াজিব নহে।

হুঁশিয়ারি ঃ উপরোক্ত মতবিরোধ শুধু এই অবস্থায় যে, যখন ঐ লোকটি দৈহিকভাবে অক্ষম হওয়ার পর হজ্জ সম্পন্ন করার আর্থিক সচ্ছলতা ও সক্ষমতা অর্জন করিবেন। কিন্তু যদি সুস্থ থাকাবস্থায় তাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়া থাকে এবং পরে তিনি অসুস্থ অথবা অপারগ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সর্বসম্মতভাবে তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব। এমতাবস্থায় তিনি স্বয়ং হজ্জ সমাপন করিতে অপারগ হইলে অন্য কাহাকেও দিয়া বদলী হজ্জ করাইবেন অথবা উহার ওসিয়ত করিয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কারাবন্দী থাকেন অথবা শাসনকর্তা তাহাকে হজ্জে গমন করিতে বারণ করেন, তবে তাহার উপর হজ্জ পালন করা ওয়াজিব নহে। এমনকি যদি শেষ পর্যন্ত হজ্জ সমাপনের কোন সুযোগই না পান, তবে মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জ করাই-বার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট লোকের হক্ব পাওনা থাকে এবং তজ্জন্য তাহার জেল হইয়া যায়, আর সে ব্যক্তি আর্থিকভাবে এমন সচ্ছল ও সক্ষম হয় যে, তাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়া আছে এবং লোকের হক্ব আদায় করার ক্ষমতাও রহিয়াছে, তাহা হইলে ইহা হজ্জের জন্য ওযর নহে। তাহার উপর হজ্জ পালন করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত বর্তমান থাকে, কিন্তু রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হয়, যেমন ঃ অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়, সমুদ্রে ডুবিয়া মরার ভয় ইত্যাদি বিরাজ করে, তবে এমতাবস্থায় হজ্জ সমাপন করা ওয়াজিব নহে। যদি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও রাস্তা-ঘাট নিরাপদ না হয়, তাহা হইলে বদলী হজ্জ করাইবার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশের বিবেচনা করা হইবে। যদি অধিকাংশ কাফেলা নিরাপদে পৌঁছিয়া যায় এবং দুই একটি ঘটনাক্রমে লুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পথ-ঘাট নিরাপদ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি সমুদ্রে অধিকাংশ জাহাজই ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে পথ-ঘাট নিরাপদ নহে। আর যদি অধিকাংশই নিরাপদে পৌঁছিয়া যায়, তবে পথ-ঘাট নিরাপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কিছু উৎকোচ প্রদান করিলে রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা লাভ করা যায়, তাহা হইলে রাস্তা-ঘাট নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে হইবে। অত্যাচারের হাত হইতে

নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য উৎকোচ প্রদান করা জায়েয। এমতাবস্থায় উৎকোচ প্রদানকারীর কোন পাপ হইবে না; বরং উৎকোচগ্রহীতাই শুধু পাপী হইবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য হজ্জের সফরে স্বামী অথবা কোন ধর্ম পরায়ণ মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকা শর্ত। যদি কোন মাহ্‌রাম না থাকে অথবা সঙ্গে যাইতে রাজী না হয়, অথবা স্বামীও সঙ্গে যাইতে না চায়—এমতাবস্থায় হজ্জে গমন করা তাহার উপর ওয়াজিব নহে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালন করিতে না পারিলে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যাহার সহিত কস্মিনকালেও বিবাহ জায়েয হয় না, এমন ব্যক্তিকে মাহ্‌রাম বলা হয়। চাই সেই আত্মীয়তা রক্ত সম্পর্কের কারণে অথবা দুগ্ধ পানজনিত কারণে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই হউক না কেন। যেমন ঃ ভাই, ভাইর-ছেলে, বোনের ছেলে, চাচা, মামা, মেয়ের জামাই, শ্বশুর ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান ফেতনার যমানায় শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় এবং দুগ্ধ সম্পর্কিত আত্মীয়গণ হইতে বাঁচিয়া থাকা জরুরী। এইজন্য ইহাদের সহিতও হজ্জে গমন করা সমীচীন নহে।

মাসআলা ঃ মাহ্‌রাম ব্যক্তির স্থির মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া শর্ত। এমনি-ভাবে স্বামীর জন্যও স্থির মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া শর্ত। যদি মাহ্‌রাম অথবা স্বামী ফাসেক হয়, তবে তাহাদের সহিত হজ্জে গমন করা জায়েয নহে। এমনিভাবে মাহ্‌রাম অথবা স্বামী যদি উদাসীন ও বে-পরোয়া গোছের হয়, তবে তাহাদের সহিতও হজ্জে যাওয়ার অনুমতি নাই।

মাসআলা ঃ যদি কোন বালক যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয় এবং বালেগ হওয়ার প্রায় কাছা-কাছি পৌঁছিয়া গিয়া থাকে, তবে সে বালেগের মতই বিবেচিত হইবে এবং তাহার সহিত হজ্জে গমন করা জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন বিধবার মাহ্‌রাম বলিতে কেহ না থাকে, তাহা হইলে শুধু হজ্জ সমাপন করার জন্য তাহার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব নহে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা স্বামী অথবা মাহ্‌রাম ছাড়াই হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু তিনি গুনাহগার হইবেন।

মাসআলা ঃ মাহ্‌রাম ব্যক্তির মুসলমান হওয়া অথবা আযাদ হওয়া শর্ত নহে। বরং গোলাম এবং কাফের ব্যক্তিও মাহ্‌রাম হইতে পারে। কিন্তু অগ্নি উপাসক মাহ্‌রামকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইবে না। কেননা, অগ্নি উপাসকদের নিকট মুহারামাত্‌দের সহিতও বিবাহ জায়েয রহিয়াছে। অগ্নি উপাসক ছাড়াও যদি কোন কাফের ব্যক্তি মাহ্‌রাম হয় তাহা হইলে তাহাকেও বর্জন করা উচিত। কারণ, বর্তমান যুগে কোন কাফেরকে বিশ্বাস করা যায় না এবং আশঙ্কা রহিয়াছে যে, সে ঐ মহিলাকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া লইবে। তাই, এই ধরনের মাহ্‌রাম হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা জরুরী।

মাসআলা ঃ যদি মাহ্‌রাম অথবা স্বামী নিজ ব্যয়ে হজ্জে গমন করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সমুদয় খরচও মহিলাকে বহন করিতে হইবে। এমতাবস্থায় মাহ্‌রাম

অথবা স্বামীর ব্যয় বহন করিতে সক্ষম হওয়াও মহিলার ব্যাপারে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ সঙ্গে হজ্জে যাওয়ার জন্য কোন মহিলা তাহার মাহ্‌রাম অথবা স্বামীকে বাধ্য করিতে পারিবেন না।

মাসআলা ঃ বৃদ্ধা মহিলা এবং এমন কিশোরী যে **সাবালকত্ব** অর্জনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্যও মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকা শর্ত।

মাসআলা ঃ মাহ্‌রামদের জন্যও শুধু এই অবস্থায় মহিলাদের সঙ্গে সফরে যাওয়া জায়েয, যখন ফেতনা এবং কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না। পক্ষান্তরে যদি তাহার মনে এই সন্দেহ প্রবল হয় যে, সফরের সময় একান্ত নিরিবিলি অবস্থায় অথবা কোন কার্য উপলক্ষে স্পর্শ লাগার কারণে কামভাব জাগ্রত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে যাওয়া জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যদি মহিলার সঙ্গে তাহার স্বামী না থাকে এবং তাহাকে সওয়ারীতে তুলিবার কিংবা সওয়ারী হইতে নামাইবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং নিজের পক্ষ হইতে অথবা মহিলার পক্ষ হইতে কামভাব জাগ্রত হইবার ভয় থাকে, তখন যতদূর সম্ভব উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতে হইবে। আর যদি তাহাকে নামাইবার অথবা উঠাইবার মত কেহ না থাকে তাহা হইলে হাত ও দেহের মাঝখানে মোটা কাপড় রাখিয়া নামাইয়া অথবা সওয়ার করাইয়া লইবেন। কাপড় এতটা মোটা হইতে হইবে যাহাতে একে অন্যের দেহের উষ্ণতা অনুভব করিতে না পারে।

মাসআলা ঃ যদি স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয় এবং সঙ্গে যাওয়ার মত মাহ্‌রামও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ফরয হজ্জ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। অবশ্য যদি মাহ্‌রাম সঙ্গে না থাকে অথবা উহা নফল হজ্জ হয়, তবে স্বামী ইচ্ছা করিলে বাধা প্রদান করিতে পারিবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হজ্জের মান্নত করেন, তাহা হইলে মান্নত শুদ্ধ হইবে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হজ্জে গমন করিতে পারিবেন না। যদি জীবদ্দশায় হজ্জ সমাপন করিতে না পারেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে হজ্জ করাইবার ওসিয়ত করিয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ পালন করিতে চায়, তবে তাহার অভিভাবক অথবা স্বামী তাহাকে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখিবেন।

মাসআলা ঃ যদি স্ত্রী হজ্জের নির্ধারিত মাসের পূর্বে অথবা সাধারণভাবে হাজীগণ যখন হজ্জে গমন করেন তাহার পূর্বে হজ্জে গমন করিতে চান, তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে। অবশ্য যদি দুই একদিন আগে যাইতে চান, তাহা হইলে বাধা দিতে পারিবে না।

মাসআলা ঃ কোন মহিলার জন্য মাহ্‌রাম ছাড়াই শুধু মহিলা সঙ্গিনীদের সহিত হজ্জে গমন করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ মেয়ে লোকের জন্য শুধু তখনই হজ্জে গমন করা ওয়াজিব, যখন তাহারা সর্বপ্রকার ইদ্দত পালনের অবস্থা হইতে মুক্ত থাকিবে। যদি কেহ ইদ্দত পালনরতা হন, তাহা হইলে তাহার জন্য হজ্জে যাওয়া ওয়াজিব নহে। এই ব্যাপারে সকল প্রকার ইদ্দতের একই হুকুম।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা ইদ্দতের অবস্থায় হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু তিনি গুনাহগার হইবেন।

মাসআলা ঃ যদি স্বামী পথিমধ্যেই স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক প্রদান করেন, তাহা হইলে স্ত্রী যেন সর্বদা স্বামীর সাথে সাথেই থাকেন—চাই স্বামী তাহার আগে আগে চলুক বা পিছে পিছে চলুক। আর স্বামীরও উচিত তিনি যেন স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথক হইয়া না যান এবং তালাক ফিরাইয়া নেওয়াই সবচাইতে উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি স্বামী সফরের অবস্থায় স্ত্রীকে বাইন তালাক প্রদান করেন আর তাহার বাড়ী ও মক্কার মাঝখানে মুদ্দতে সফর অর্থাৎ তিন দিনের চাইতে কম দূরত্ব থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর এই এখতিয়ার আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারেন অথবা মক্কা মুকাররামায়ও চলিয়া যাইতে পারেন। চাই মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকুক বা না থাকুক অথবা তিনি শহরে অবস্থান করুন বা জঙ্গলে। কিন্তু বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়া যাওয়াই সবচাইতে উত্তম। আর যদি একদিকে দূরত্ব বেশী এবং অন্য দিকে দূরত্ব কম থাকে, তাহা হইলে যেই দিকে দূরত্ব কম সেই দিকেই যাওয়া উচিত। যেই দিকে দূরত্ব বেশী সেই দিকে যাওয়া ঠিক নহে।

আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ঃ

এইগুলি হইতেছে এমন ধরনের শর্ত যাহার অবর্তমানে হজ্জ আদায় করা শুদ্ধ হয় না। এগুলি সংখ্যায় ৯টি। যথা ঃ

(১) মুসলমান হওয়া। শুধু হজ্জ কেন কোন এবাদতই ইসলাম ছাড়া শুদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ইসলাম হইতেছে প্রতিটি এবাদতের আদায় শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

(২) ইহ্‌রাম। যদি কেহ ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানই সম্পন্ন করিয়া দেয়, তবুও হজ্জ শুদ্ধ হইবে না।

(৩) হজ্জের নির্ধারিত মাসে হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা। অর্থাৎ, নির্ধারিত সময় মোতাবেক তাওয়াফ, সাঈ, অকুফে আরাফা, রামি বা কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি সম্পন্ন করা।

(৪) হজ্জের প্রত্যেকটি কাজ ইহার নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন করা। যেমন ঃ অকুফ বা অবস্থান— আরাফাতের ময়দানে, তাওয়াফ— মস্‌জিদে হারামে, কোরবানী— হরমের সীমার মধ্যে, কংকর নিক্ষেপ— মিনায়। যদি কেহ হজ্জের কোন কাজ, চাই তাহা রুকন অথবা ওয়াজিব অথবা সুন্নত যাহাই হউক না কেন—তাহার বিশেষ স্থান ব্যতীত অন্যত্র সমাপন করেন, তাহা হইলে উহা শুদ্ধ হইবে না।

(৫) ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা থাকা।

(৬) স্থির মস্তিষ্ক হওয়া।

(৭) ইহ্‌রাম বাঁধার পর আরাফাতের ময়দানে অবস্থানপর্ব সমাপ্ত করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস না করা। যদি কেহ অকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করিয়া ফেলেন তাহা হইলে হজ্জ শুদ্ধ হইবে না। বরং পরবর্তীতে কাযা হজ্জ সমাপন করা ওয়াজিব হইবে।

(৮) হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান চাই তাহা শর্ত অথবা রুকন অথবা ওয়াজিব যাহাই হউক না কেন, নিজে নিজে সমাপন করা। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ওযরবশতঃ অন্যকে দিয়া কাজ করানোও জায়েয রহিয়াছে—যাহার বিস্তারিত বিবরণ ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে আসিতেছে।

(৯) যে বৎসর ইহ্‌রাম বাঁধিবেন সে বৎসরই হজ্জ সমাপন করা।

ফরয হইতে অব্যাহতি লাভের শর্তঃ

এইগুলি হইতেছে এমন ধরনের শর্ত, যাহা পাওয়া যাওয়া হজ্জ সংঘটিত হওয়া ও হজ্জের ফরয হইতে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য জরুরী। উহাদের সংখ্যা ৯টি। যথাঃ

(১) হজ্জের সময় ইসলামের উপর থাকা। (২) শেষ জীবন পর্যন্ত ইসলাম বজায় থাকা। যদি কোন ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ্) হজ্জ সমাপন করার পর কাফের হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রথম হজ্জ হজ্জ হিসাবে গণ্য হইবে না। অতঃপর যদি সে পুনরায় মুসলমান হয় এবং তাহার উপর হজ্জ ওয়াজিব হয়, তাহা হইলে পুনরায় হজ্জ করা ওয়াজিব হইবে। (৩) আযাদ হওয়া। (৪) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (৫) স্থির মস্তিষ্ক হওয়া। (৬) সক্ষম হইলে নিজে হজ্জ সমাপন করা। (৭) হজ্জকে সহবাসের মাধ্যমে বিনষ্ট না করা। (৮) অন্য কাহারও পক্ষ হইতে হজ্জ সমাপন করার নিয়ত না করা। (৯) নফলের নিয়ত না করা।

মাসআলাঃ যদি কোন ক্রীতদাস অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা পাগল ব্যক্তি হজ্জ পালন করে, তাহা হইলে তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইবে না; বরং ক্রীতদাসকে স্বাধীন হওয়ার পর, অপ্রাপ্ত বয়স্ককে সাবালকত্ব লাভের পর এবং পাগলকে সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়ার পর সামর্থ্যসহ অন্যান্য শর্ত বর্তমান থাকিলে পুনরায় হজ্জ সমাপন করিতে হইবে।

মাসআলা যদি কেহ ইহ্‌রাম বাঁধার পর পাগল হইয়া যায় অথবা ইহ্‌রামের পূর্বেই পাগল থাকে, কিন্তু ইহরামের সময় সুস্থ হইয়া ইহ্‌রামের নিয়ত করতঃ তালবিয়াহ্ পাঠ করিয়া থাকে এবং তারপর আবার পাগল হইয়া যায় এবং তাহার অভিভাবক সঙ্গে থাকিয়া হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাপন করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য তাওয়াফে যিয়ারত সুস্থ হওয়ার পর তাহাকে স্বয়ং সমাপন করিতে হইবে।

[হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ নিজে হজ্জ সমাপন না করেন, তাহা হইলে তাহার বদলী হজ্জের ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব। চাই আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পাওয়া যাক বা না যাক। পক্ষান্তরে যদি আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব নহে। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার শর্ত না পাওয়া গেলে হজ্জই ফরয হয় নাই।]

হজ্জের ফরযঃ

হজ্জের প্রকৃত ফরয ৩টি। যথাঃ

(১) ইহ্‌রাম বাঁধা। অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ত করিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা। ইহ্‌রামের বিস্তারিত বর্ণনা ইন্‌শাআল্লাহ পরে আসিবে।

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জের সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে-সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হইলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা। অর্থাৎ যে তাওয়াফ ১০ই যিলহজ্জের ভোর হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটার পরে করা হয়।

মাসআলাঃ যদি এই ফরয তিনটির কোন একটিও বাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে হজ্জ শুদ্ধ হইবে না। এবং দম বা কোরবানী দ্বারাও উহার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হইবে না।

মাসআলাঃ এই ফরয তিনটি ক্রমানুযায়ী আদায় করা এবং প্রত্যেক ফরযকে উহার নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করাও ওয়াজিব।

মাসআলাঃ অকুফে আরাফার পূর্বে সহবাস হইতে বিরত থাকাও ওয়াজিব। বরং উহা ফরযের সহিত সংশ্লিষ্ট।

হজ্জের রুক্নঃ

হজ্জের রুক্ন দুইটি। যথাঃ

(১) অকুফে আরাফা।

(২) তাওয়াফে যিয়ারত করা। রুকন দুইটির মধ্যে অকুফে আরাফাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

হজ্জের ওয়াজিবঃ

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি। যথাঃ

(১) মুযদালিফায় অবস্থান করা।

(২) সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭ (সাত) বার সাঈ করা বা দৌড়ানো।

(৩) মিনায় জামারাসমূহের উপর রামি বা কংকর নিক্ষেপ করা।

(৪) হজ্জে ক্বেরান ও হজ্জে তামাত্তো সমাপনকারীর জন্য কোরবানী করা।

(৫) ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার পর মাথার চুল ছাঁটা অথবা মুণ্ডানো।

(৬) বহিরাগতদের জন্য অর্থাৎ মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা তাওয়াফে বিদা' (বিদায়কালীন তাওয়াফ) সমাপন করা।

হুঁশিয়ারি ঃ কোন কোন কিতাবে হজ্জের ওয়াজিব ৩৫টি পর্যন্ত গণনা করা হইয়াছে। সেগুলি প্রকৃত পক্ষে সরাসরি হজ্জের ওয়াজিব নহে; বরং হজ্জের আচার অনুষ্ঠানসমূহের ওয়াজিব। যেমন ঃ কোন কোনটি ইহ্‌রামের ওয়াজিব; কোন কোনটি তাওয়াফের ওয়াজিব। আবার সেগুলির মধ্যে হজ্জের ওয়াজিব এবং হজ্জের শর্তসমূহের ওয়াজিবকেও গণ্য করা হইয়াছে। হজ্জের ওয়াজিব সরাসরি ৬টি। হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির ওয়াজিবসমূহ ইন্‌শাআল্লাহ্ যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

মাসআলা ঃ ওয়াজিবসমূহের হুকুম এই যে, যদি সেগুলির কোন একটি বাদ পড়িয়া যায়, তবুও হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। চাই ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ুক বা ভুলক্রমে বাদ পড়ুক। তবে কোরবানী অথবা সদ্‌কার দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করা ওয়াজিব হইবে। 'অপরাধ' অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা আসিতেছে। অবশ্য কোন কাজ যদি গ্রহণযোগ্য কোন ওযরবশতঃ বাদ পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

হজ্জের সুন্নত ঃ

হজ্জের অনেকগুলি সুন্নত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি বর্ণনা করা হইল ঃ

(১) মক্কার বাহিরের লোকদের মধ্যে যাহারা হজ্জে এফ্‌রাদ ও হজ্জে ক্বেরান আদায় করেন, তাহাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম করা।

(২) তাওয়াফে কুদুমে রমল করা (অর্থাৎ লাফ মারিয়া, দ্রুত ও তেজদৃপ্ত পায়ে, ছোট ছোট পা ফেলিয়া, পাহ্‌লোয়ানের মত বুক ফুলাইয়া, কাঁধ হেলাইয়া, বাহাদুরী প্রদর্শন করিয়া তাওয়াফ করা।) যদি এই তাওয়াফে রমল না করে তবে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়কালীন তাওয়াফে করা।

(৩) ইমামের জন্য তিন জায়গায় খুৎবা প্রদান করা। ৭ই যিলহজ্জ—মক্কা মুকার্‌রামায়, ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে[১] এবং ১১ই যিলহজ্জ মিনায়।

(৪) ৯ই যিলহজ্জ তারিখে (অর্থাৎ, ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে) মিনায় রাত্রি যাপন করা।

(৫) ৯ই যিলহজ্জে সূর্যোদয়ের পর মিনা হইতে আরাফাতের ময়দানে গমন করা।

(৬) আরাফাতের ময়দান হইতে ইমামের রওয়ানা হওয়ার পরে রওয়ানা হওয়া।

(৭) আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

(৮) আরাফাতে গোসল করা।

(৯) মিনার কাজকর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

(১০) মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাস্‌সাব' নামক স্থানে অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও যাত্রা বিরতি করা।

টীকা

১· অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযকে যোহরের ওয়াক্তে একত্রে আদায় করার পূর্বে, অকুফে আরাফার সঙ্গে সঙ্গে নহে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সুন্নত রহিয়াছে যাহা হজ্জের কার্যাবলী ও মাসআলা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করা হইবে।

মাসআলা ঃ সুন্নতের হুকুম এই যে, উহা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা দূষণীয়। পালন করিলে সওয়াব হয় আর তরক করিলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

মীকাতের বর্ণনা ঃ

প্রকৃতপক্ষে মীকাত বলা হয় নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানকে। প্রচলিত অর্থে মীকাত হইল সেই স্থান যেখানে পৌঁছিবার পর হাজীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। হজ্জের মীকাত দুই প্রকার। (১) মীকাতে যামানী ও (২) মীকাতে মাকানী।

মীকাতে যামানী ঃ

হজ্জের জন্য মীকাতে যামানী হইতেছে হজ্জের মাসসমূহ। অর্থাৎ, শাওয়াল, যি-কা'দা ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন।

মাসআলা ঃ শুধু হজ্জের মাসসমূহেই হজ্জের কাজকর্ম শুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই কাজ ওয়াজিব, সুন্নত বা মুস্তাহাব যাহাই হউক না কেন। একমাত্র ইহ্‌রাম ব্যতীত হজ্জের অন্য কোন কাজ ঐ নির্দিষ্ট মাসসমূহের পূর্বে সম্পাদন করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। উদাহরণতঃ যদি হজ্জে ক্বেরান অথবা হজ্জে তামাত্তো' সমাপনকারী হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে উমরার তাওয়াফ করেন অথবা হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তাওয়াফে কুদুমের পরে হজ্জের সাঈ সমাপন করিয়া নেন, তাহা হইলে উহা শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা মাকরূহে তাহ্‌রীমী।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া ফেলেন এবং তাওয়াফে কুদুমের অধিকাংশ প্রদক্ষিণ শাওয়াল মাসে সম্পন্ন করেন এবং ইহার পর হজ্জের জন্য সাঈ করেন, তাহা হইলে এই সাঈ হজ্জের সাঈ হিসাবেই গৃহীত হইবে। শুধু শাওয়ালের পরিবর্তে এই তাওয়াফ ও সাঈ[১] যদি রমযান মাসে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা হজ্জের সাঈ হিসাবে গণ্য হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে কুদুমের অধিকাংশ প্রদক্ষিণ রমযান মাসে সম্পন্ন করেন আর অল্প কিছু শাওয়াল মাসে করিয়া থাকেন, তবুও জায়েয হইবে না। এমনিভাবে যদি তাওয়াফে কুদুমের পূর্বেই সাঈ করিয়া ফেলেন, এমন কি যদি শাওয়াল মাসেও করিয়া থাকেন, তবুও তাহা শুদ্ধ সাঈ[২] হিসাবে গণ্য হইবে না।

টীকা

১· অতঃপর যদি শাওয়াল মাসে নফল তাওয়াফ সমাপন করিয়া উহার পরে পরে সাঈও সম্পন্ন করিয়া নেন, তাহা হইলে এই তাওয়াফ তাওয়াফে কুদুম বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সাঈ, হজ্জের সাঈ হিসাবে জায়েয হইয়া যাইবে।

২· তবে শর্ত এই যে, যদি সাঈ-এর পূর্বে শাওয়াল মাসে কোন নফল তাওয়াফ সমাপন না করেন

মীকাতে মাকানী :

অর্থাৎ সেইসব স্থান যেখান হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। এই মীকাত তিন প্রকার।

(১) মীকাতের বাহিরে বসবাসকারীদের মীকাত।

(২) মীকাতের ভিতরে অথচ হেরেমের বাহিরে বসবাসকারীদের মীকাত।

(৩) আহলে হরম অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামার অধিবাসী এবং হরমের চৌহদ্দীতে বসবাসকারীদের মীকাত।

মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী লোকজনের মীকাত ৫টি। যথা :

(১) 'যুল-হোলায়ফা' বা 'বী'রে আলী'—ইহা মদীনাবাসী এবং সেই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(২) 'যাতে ইরক্'—ইহা ইরাকবাসী এবং সেই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৩) 'জাহ্‌ফা'—ইহা মিসর ও সিরিয়াবাসী এবং সেই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৪) 'করন'—ইহা নাজ্‌দবাসী এবং সেই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৫) 'ইয়ালাম্‌লাম্'—ইহা ইয়ামেনবাসী এবং পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশসহ প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য হইতে যাহারা জলপথে হজ্জ করিতে যান, তাহাদের মীকাত।

মীকাতের ভিতরে অথচ হরমের বাহিরে বসবাসকারীদের মীকাত সমগ্র 'হিল্ল' এলাকা। অর্থাৎ হরমের চৌহদ্দীর বাহিরের এলাকা। তাহাদিগকে হজ্জ ও উমরার জন্য 'হিল্ল' হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। তবে তাহাদের জন্য নিজ নিজ বাসস্থান হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা সবচাইতে উত্তম।

যাহারা মক্কা মুকার্‌রামায় ও হরম সীমার ভিতরে বাস করেন, তাহাদের জন্য হজ্জের ইহ্‌রামের মীকাত সমগ্র 'হরম' এলাকা; আর উমরার ইহ্‌রামের মীকাত সমগ্র 'হিল্ল' এলাকা।

মাসআলা : যে ব্যক্তি মীকাতের বাহিরে বাস করেন তিনি যদি মক্কা মুকার্‌রামা অথবা হরমের উদ্দেশ্যে সফর করেন, তবে তাহার জন্য মীকাতে পৌঁছিয়া হজ্জ অথবা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

মাসআলা : যে কেহ মক্কা মুকার্‌রামা অথবা হরম শরীফে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিবেন অথবা ব্যবসা ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে গমন করিবেন, তাহার জন্য সর্বাবস্থায় মীকাতে পৌঁছিয়া ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

মাসআলা : ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে মীকাতের পূর্ব হইতে বরং নিজ নিজ বাসস্থান হইতেও ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয, বরং উত্তম। অন্যথায় মাক্‌রূহ।

মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি স্থলপথে অথবা জলপথে সফর করিয়া এমন পথে মক্কায় আগমন করেন যে পথে উল্লিখিত মীকাতসমূহের কোন একটিও তাহার সামনে না পড়ে, তবে বর্ণিত মীকাতসমূহের যে কোন মীকাতের সমরেখা হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

মাসআলা : যদি কেহ এমন পথে সফর করেন, যে পথে নির্ধারিত কোন মীকাত সামনে পড়ে না, তাহা হইলে তাহাকে কোন একটি মীকাতের সমরেখা জানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তাহা জানিতে সক্ষম না হন, তবে নিজে উহার সমরেখা জ্ঞাত হইবার জন্য গভীর চিন্তা-ভাবনা করিবেন এবং যখন প্রবল ধারণা হইয়া যাইবে যে, অমুক স্থান হইতেই সমরেখা শুরু হইয়াছে তখন সে স্থান হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

মাসআলা : চিন্তা-ভাবনা শুধু সেই ক্ষেত্রেই করিতে হইবে, যখন মীকাত সম্পর্কে অবগত কোন মানুষ পাওয়া না যাইবে—আর যদি মীকাত সম্পর্কে অবগত কোন লোক পাওয়া যায়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি উভয়েই[১] সমান অজানা হন এবং মীকাত সম্পর্কে পরস্পর বিপরীত মত পোষণ করেন, তবে নিজ নিজ চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী যে স্থান হইতে সমরেখার প্রবল ধারণা হইবে, সেখান হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া লইবেন। অন্যের কথা গ্রাহ্য করিবেন না।

মাসআলা : অমুসলমান ব্যক্তির কোন কথা গ্রহণযোগ্য নহে।

মাসআলা : যদি কাহারও পথে দুইটি মীকাত পড়ে তাহা হইলে প্রথম মীকাত হইতেই তাহার ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। তবে দ্বিতীয় মীকাত পর্যন্ত ইহ্‌রাম বিলম্বিত করাও জায়েয। এই বিলম্বের কারণে দম ওয়াজিব হইবে না। এমনিভাবে যদি দুইটি মীকাতের সমরেখা পথে পড়ে, তাহা হইলে প্রথম মীকাতের সমরেখা হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম।

মাসআলা : যদি কেহ মীকাতের সমরেখার ব্যাপারে অবগত না থাকেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার মত কোন লোকও না পান, এমতাবস্থায় তাহার মক্কা মুকার্‌রামার দুই মন্‌যিল দূর হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। যেমন : পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশীয় কোন মুসলমান সমুদ্রপথে সফর করিয়া গেলেন এবং মীকাতের সমরেখা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না; আর তাহা নির্দেশকারী কোন লোকও তিনি পান নাই, তবে তাহাকে জিদ্দা হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। জিদ্দা মক্কা মুকার্‌রামা হইতে দুই মন্‌যিল দূরে অবস্থিত।

মাসআলা : যদি যাত্রাপথে একটি মীকাত এবং অন্য একটি মীকাতের সমরেখা অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। দ্বিতীয় মীকাতের সমরেখা বিবেচনায় আসিবে না।

মাসআলা : মদীনাবাসীগণ এবং বহির্বিশ্বের যেসব লোক মদীনা মুনাওয়ারার পথে মক্কা মুকর্‌রামায় আগমন করেন, তাহাদিগকে যুল-হোলায়ফা অর্থাৎ বী'রে আলী নামক

টীকা

১. শরহে মানাসিকে নববী

স্থানে ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া জাহ্‌ফা[১] পর্যন্ত আগমন করা এবং সেখান হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ নিজ নিজ দেশের মীকাত হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। এমনিভাবে মীকাতের শুরু হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। অবশ্য মীকাতের শেষ সীমা পর্যন্ত বিলম্ব করাও জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি মক্কার বাহিরের কোন লোক মক্কায় পৌঁছিয়া উমরা সমাপন করতঃ হালাল হইয়া যান, তবে তখন তাহার মীকাত মক্কাবাসীদেরই মীকাতের অনুরূপ হইবে। অর্থাৎ হজ্জের জন্য হরম এলাকা এবং উমরার জন্য 'হিল্ল' এলাকা। তবে 'তান্‌ঈম' হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি মক্কার কোন অধিবাসী মীকাতের বাহিরে গমন করেন, তাহা হইলে প্রত্যাবর্তনকালে বহির্বিশ্বের লোকজনের মত তাহার জন্যও মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব।

ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করা

মাসআলা ঃ যদি মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী কোন প্রাপ্তবয়স্ক, স্থির মস্তিষ্ক মুসলমান মক্কায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন—চাই তাহার উদ্দেশ্য হজ্জ অথবা উমরা পালন হউক অথবা অন্য কিছু এবং ইহ্‌রাম না বাঁধিয়াই মীকাত অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যান, তাহা হইলে গুনাহ্‌গার হইবেন। এমতাবস্থায় তাহার জন্য পুনরায় মীকাতে ফিরিয়া যাওয়া ওয়াজিব। যদি মীকাতে ফিরিয়া না যান এবং মীকাতের এই অগ্রবর্তী স্থান হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন, তবে একটি 'দম' বা কোরবানী ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি মীকাতে ফিরিয়া গিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসেন, তবে 'দম' মাফ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করেন এবং সম্মুখে গিয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন, কিন্তু মক্কায় পৌঁছিবার পূর্বেই মীকাতে ফিরিয়া যান এবং সেখানে তালবিয়াহ্ পাঠ করেন, তাহা হইলে 'দম' মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি শুধু ইহ্‌রাম বাঁধিয়া ফিরিয়া আসেন এবং মীকাতে তালবিয়াহ্[২] পাঠ না করেন, তাহা হইলে 'দম' মাফ হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রাম না বাঁধিয়াই মীকাত অতিক্রম করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন ও মক্কায় প্রবেশ করেন, কিন্তু হজ্জের কোন কাজ শুরু না করিয়াই পুনরায় মীকাতে ফিরিয়া আসিয়া তালবিয়াহ্ পাঠ করেন, তাহা হইলে 'দম' ওয়াজিব হইবে না।

টীকা

১· জাহ্‌ফার চিহ্ন ও পরিচয় সম্পর্কে সকল লোক অবহিত নহে, তাই সবাই সাবধানতার জন্য 'রাবেগ' নামক স্থান হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে।

২· ইহা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে তালবিয়াহ্ পাঠ করা শর্ত নহে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে তাহার জন্য মীকাতে ফিরিয়া আসা ওয়াজিব। যদি ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে গুনাহ্‌গার হইবেন এবং 'দম' ওয়াজিব হইবে। অর্থাৎ যদি ফিরিয়া আসার মত পর্যাপ্ত সময় থাকে এবং হজ্জ অনাদায়ী থাকার আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে মীকাতে ফিরিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ মীকাতে প্রত্যাবর্তন করা শুধু তখনই ওয়াজিব, যখন প্রত্যাবর্তনের সময় জান-মালের কোন ভয় থাকিবে না এবং কোন প্রকার অসুখ-বিসুখ না থাকিবে। অন্যথায় ওয়াজিব নহে। কিন্তু গুনাহ্ হইতে তওবা ও ইস্তিগফার করিতে হইবে এবং একটি 'দম' বা কোরবানী আদায় করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মীকাত অতিক্রম করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং ইহার পর মীকাতে ফিরিয়া না আসেন অথবা হজ্জের কিছু কাজ শুরু করার পরে ফিরিয়া আসেন, তবে দম রহিত হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া কোন মীকাত অতিক্রম করেন, তবে তাহার উপর পুনরায় সেই মীকাতেই ফিরিয়া আসা ওয়াজিব নহে, বরং যে কোন মীকাতে প্রত্যাবর্তন করাই যথেষ্ট। অবশ্য যে মীকাত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন উহাতে প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রয়োজনে মীকাতের ভিতরে এমন কোন স্থানে গমন করিতে চান যাহা হরমের বাহিরে 'হিল্ল' এলাকায় অবস্থিত এবং মক্কায় প্রবেশ করার অথবা হজ্জ বা উমরা পালন করার কোন নিয়ত না করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব নহে। অতঃপর এই ব্যক্তি সেখান হইতে ইহ্‌রাম ছাড়াই মক্কায় গমন করিতে পারিবেন এবং তাহার উপর কোন 'দম' ইত্যাদি ওয়াজিব হইবে না। সেই জায়গায় পৌঁছার পর তিনিও সেখানকার লোকজনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন। তিনি যদি সেখান হইতে হজ্জ বা উমরা পালন করিতে চান, তাহা হইলে সেখানকার লোকদের মীকাত অর্থাৎ 'হিল্ল' হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিবেন।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, মক্কা গমন করিবেন অথবা মীকাতে পৌঁছিয়া অন্য কোথাও যাওয়া সাব্যস্ত করিবেন, তবে এমতাবস্থায় যদি মীকাত অতিক্রম করিয়া অন্য কোথাও যাওয়ার নিয়ত করেন অথচ মীকাত অতিক্রম করার সময় মক্কা গমনেরই ইচ্ছা থাকে, তবে 'দম' ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি ইহ্‌রাম ব্যতীত হরম শরীফে অথবা মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন, তবে তাহার উপর একটি হজ্জ অথবা উমরা আদায় করা ওয়াজিব হইয়া যায়। এমতাবস্থায় যতবার বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করিবেন ততবারই এক একটি হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ মক্কা মুকাররামা অথবা হরম শরীফে বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করার কারণে যে হজ্জ অথবা উমরা ওয়াজিব হয়, ফরয হজ্জ এবং মান্নতের হজ্জ ও উমরা নিয়ত ছাড়াই উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন হজ্জ অথবা উমরা পালন করাও তাহার উপর ওয়াজিব নহে। কিন্তু এই সুযোগ লাভ করার জন্য শর্ত এই যে, উক্ত হজ্জ অথবা উমরা সেই বৎসরই পালন করিতে হইবে যেই বৎসর বিনা ইহ্‌রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি সে বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য স্বতন্ত্র হজ্জ অথবা উমরা পালন করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যেসব লোক মীকাতে বসবাস করেন অথবা মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করেন, তাহারা যদি হজ্জ অথবা উমরার নিয়তে মক্কা গমন করেন, তবে তাহাদের উপর ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। আর যদি হজ্জ অথবা উমরার নিয়ত না থাকে, তবে ইহ্‌রাম বাঁধা জরুরী নহে; বিনা ইহ্‌রামেও মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমনি-ভাবে মক্কার বাহিরের লোকদের মধ্য হইতে যাহারা হজ্জ অথবা উমরা পালনের পর সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করিয়াছেন, তাহারাও সেসব লোকদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অথবা মক্কার বাহিরের কোন লোক যদি কোন প্রয়োজনে 'হিল্ল' এলাকাস্থিত তাহার বাড়ীতে গমন করেন এবং সেখান হইতে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন, তবে তিনি সেখান হইতে ইহ্‌রাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। কারণ, 'হিল্ল' এলাকার লোকজনদের জন্য বিনা ইহ্‌রামে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয রহিয়াছে।

মীকাতে যামানীর তাৎপর্য ঃ

হজ্জের জন্য বিশেষ মাস এবং বিশেষ সময় নির্ধারিত করার হেকমত এই যে, ইহার ফলে সকল মানুষ সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া ইসলামী রীতি-নীতি ও শান-শওকতের প্রদর্শনী করিতে পারেন। একই সময়ে কোন কাজ সম্পাদন করার মধ্যে নানাবিধ সুবিধাও রহিয়াছে এবং একজন অপরজনের দ্বারা সাহায্য ও শক্তি অর্জন করিতে পারেন। যদি সময় নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে এই এবাদত আদায়ের ব্যাপারে বিভেদ ও বিভিন্নতাজনিত জটিলতা সৃষ্টি হইত এবং মানুষ বিভিন্ন সময়ে হজ্জ সমাপন করার অবস্থায় সমষ্টিগত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকা ছাড়াও নানা রকম অসুবিধা ও বিপদের শিকার হইত, যাহা চক্ষুষ্মানদের নিকট অস্পষ্ট নহে।

চান্দ্র মাসকে সৌর মাসের উপরে এই জন্য প্রাধান্য দান করা হইয়াছে যে, ইহাতে মৌসুমের পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। কখনও গরমের মৌসুমে আবার কখনও শীতের মৌসুমে হজ্জ পালন করার সুযোগ পাওয়া যায়। ইহাছাড়া আরববাসীদের হিসাব-নিকাশ সৌর মাস অনুযায়ী হয় না; বরং চান্দ্র মাস অনুযায়ী হইয়া থাকে এবং চান্দ্র মাসের হিসাব-কিতাব রাখা সাধারণভাবে খুবই সহজ। প্রত্যেক মাসে নূতন করিয়া চাঁদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এবং নানা আকৃতিতে উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তারিখ এবং

মাসের হিসাব রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত বাহ্যিক সুবিধা সৌর মাসের ক্ষেত্রে নাই।

মীকাতে মাকানীর তাৎপর্য ঃ

যেমনটি শুরুতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে উবুদিয়ত বা দাসত্বের প্রকাশ এবং জৈবিক লোভ-লালসার অবসান সাধন, তাই এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া লোকজন বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে হজ্জ করিতে আসেন। অনেকে দুই দুই মাস দূরের পথ পাড়ি দিয়া, কেহ বা ছয় মাসের দূরত্ব হইতে আবার কেহ কেহ তার চাইতে কম বা বেশী দূর হইতেও আগমন করেন। যদি নিজ নিজ বাড়ী-ঘর হইতেই এমনিভাবে অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসা ওয়াজিব হইত তবে তাহা নিঃসন্দেহে কঠিন অসুবিধার কারণ হইত। যদিও খোদার কোন কোন বিশেষ বান্দা এই রকমও করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইহাতে সীমাহীন কষ্ট বিদ্যমান। সুতরাং শরীঅতে মুহাম্মদীর প্রবর্তক (দঃ) আমাদের কল্যাণ ও উপকারের বিবেচনায় মক্কা মুকাররামার চারিদিকে বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থানকে মীকাত হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং এইসব স্থান হইতে মহান আল্লাহ্ পাকের পাক দরবারের উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ আকার ধারণ করিয়া প্রবেশ করা জরুরী করিয়াছেন।

ইহ্‌রামের বর্ণনা

ইহ্‌রাম অর্থ হারাম বা নিষিদ্ধ করা। হাজীগণ যখন ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া তালবিয়াহ্ পাঠ করেন, তখন তাহার জন্য কতিপয় হালাল এবং মুবাহ বস্তুও হারাম হইয়া যায়। এই জন্য উহাকে ইহ্‌রাম বলা হয়। রূপক অর্থে সেই দুইখানা চাদরকেও ইহ্‌রাম বলা হয় যাহা হাজীগণ ইহ্‌রাম অবস্থায় ব্যবহার করেন।

ইহ্‌রামের প্রকারভেদ ঃ

ইহ্‌রাম চার প্রকারের হইয়া থাকে।

(১) শুধু হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম। ইহাকে এফ্‌রাদ বলা হয়।

(২) হজ্জের মাসসমূহে শুধু উমরার জন্য ইহ্‌রাম। ইহাকে তামাত্তো' বলা হয়।

(৩) হজ্জ এবং উমরার একসাথে ইহ্‌রাম। ইহাকে কেরান বলা হয়।

(৪) হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে অথবা পরে শুধু উমরার জন্য ইহ্‌রাম।

ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম ঃ

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিবার সংকল্প করিবেন তিনি প্রথমে ক্ষৌরি করিবেন। নাভি দেশের নীচের পশম পরিষ্কার করিবেন। বগলের লোম উঠাইয়া ফেলিবেন। যদি মাথা মুণ্ডানোর অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে চুল ছাঁটাইয়া ফেলিবেন অথবা চিরুনী দ্বারা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইবেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে সহবাস করাও মুস্তাহাব। ইহার পর

ইহ্‌রামের নিয়তে গোসল করিবেন। যদি কোন কারণে গোসল করিতে না পারেন, তাহা হইলে ওযূ করিয়া লইবেন। অতঃপর সেলাই করা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া একখানা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করিবেন আর একখানা চাদর গায়ে জড়াইবেন। অতঃপর সুগন্ধি লাগাইবেন। কিন্তু কাপড়ে এমন কোন সুগন্ধি লাগাইবেন না যাহার রঙ[১] বাকী থাকে। ইহার পর ইহ্‌রামের নিয়তে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করিবেন। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখ্‌লাস পাঠ করিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাইয়া কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং মস্তক আবৃত করিয়া সেই স্থানেই নিয়ত করিবেন। যদি হজ্জের ইহ্‌রাম হয় তাহা হইলে এইভাবে নিয়ত করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

অর্থাৎ, "ইয়া আল্লাহ্! আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করিতেছি। ইহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং কবূল কর।"

যদি উমরার ইহ্‌রাম হয়, তবে এইভাবে নিয়ত করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَالِىْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্! আমি উমরা পালনের নিয়ত করিতেছি। উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং কবূল কর।"

যদি হজ্জ ও উমরার সম্মিলিত ইহ্‌রাম হয়, তবে এইভাবে নিয়ত করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَ تَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্! আমি হজ্জ ও উমরা একসাথে পালন করার নিয়ত করিতেছি। এতদুভয়টিই আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং কবূল কর।"

যদি আরবী শব্দ মনে না থাকে, তবে শুধু বাংলায় নিয়ত করিলেও চলিবে।

অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তালবিয়াহ্ পাঠ করিবেন। তাহা হইল ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ ـ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ ঃ "লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়ক, ইন্নাল্-হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুল্‌কা, লা শারীকা লাকা।"

টীকা

১. অর্থাৎ সুগন্ধির সেই মূল উপকরণ, যাহা দ্বারা উহা তৈরী হইয়াছে তাহা যেন বাকী না থাকে। চিহ্ন বাকী থাকিলে কিছু যায় আসে না।

অর্থ ঃ "আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমারই। তোমার কোন শরীক নাই।"

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন এবং যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করিবেন। তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করার পর এই দো'আ করা মুস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

অর্থাৎ, "ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রত্যাশা করিতেছি এবং তোমার ক্রোধ ও জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিতেছি।"

যদি ইহা জীবনের প্রথম হজ্জ হইয়া থাকে, তবে বিশেষভাবে ফরযের নিয়ত করা এবং তাহা মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নিয়ত ও তালবিয়াহ্ পাঠ করার পর ইহ্‌রাম বাঁধা সমাপ্ত হইয়া গেল। এখন সেই সকল কাজ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবেন যাহা ইহ্‌রাম বাঁধার পর নিষিদ্ধ।

হজ্জের প্রকারভেদ ঃ

হজ্জ তিন প্রকার। (১) এফ্‌রাদ, (২) তামাত্তো' ও (৩) কেরান।

শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করাকে হজ্জে এফ্‌রাদ বলা হয়।

হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করতঃ হালাল হইয়া যাওয়া এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ঐ বৎসরই পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ সমাপন করাকে 'হজ্জে তামাত্তো' বলে।

একই সঙ্গে হজ্জ ও উমরা পালনের নিয়ত করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধাকে হজ্জে কেরান বলে।

মাসআলা ঃ এই তিন প্রকার হজ্জই জায়েয। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে কেরানই সবচাইতে উত্তম। ইহার পরে হজ্জে তামাত্তো' এবং সবশেষে হজ্জে এফ্‌রাদ।

মাসআলা ঃ মক্কার বাহিরে বসবাসকারীদের জন্য এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে যে, তিন প্রকার হজ্জের যে কোন প্রকার হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিতে পারিবেন। কিন্তু পবিত্র মক্কার অধিবাসীদের জন্য হজ্জে তামাত্তো' ও কেরান নিষিদ্ধ।

ইহ্‌রাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ঃ

ইহ্‌রাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধানতঃ দুইটি শর্ত রহিয়াছে।

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) ইহ্‌রামের নিয়ত ও তালবিয়াহ্ পাঠ করা অথবা আরো কোন যিক্‌র উহার স্থলাভিষিক্ত করা। কোরবানীর পশুর গলায় চিহ্ন পরানো এবং উহাকে মক্কার দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়াও তালবিয়াহ্ পাঠের অনুরূপ।

মাসআলা ঃ শুধু মনে মনে হজ্জের নিয়ত করিলেই ইহ্রাম শুদ্ধ হয় না; বরং তালবিয়াহ্ পাঠ করা এবং এমন কোন আলোচনা করা যাহা উহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে তাহা করা জরুরী। এমনিভাবে যদি নিয়ত ছাড়াই শুধু তালবিয়াহ্ পাঠ করেন তাহা হইলেও ইহ্রাম শুদ্ধ হইবে না। সারকথা এই যে, ইহ্রামের জন্য নিয়ত এবং তালবিয়াহ্[১] উভয়টিই জরুরী।

মাসআলা ঃ ইহ্রাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন বিশেষ কাল অথবা স্থান কিংবা বিশেষ আকৃতি ধারণ করা বা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করা শর্ত নহে। যদি কেহ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিয়াও ইহরাম বাঁধেন, তবুও ইহ্রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য ইহা মাকরূহ এবং ইহ্রামের পরেও উহা পরিয়া রাখিলে দম অথবা সদ্কা ওয়াজিব হইবে। ইহার বর্ণনা পরে আসিবে।

ইহ্রামের ওয়াজিবসমূহ ঃ

ইহ্রামের ওয়াজিব দুইটি। (১) মীকাত হইতে ইহ্রাম বাঁধা এবং (২) ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়াদি হইতে বিরত থাকা।

ইহ্রামের সুন্নতসমূহ ঃ

ইহ্রামের সুন্নত ৯টি। (১) হজ্জের মাসসমূহে ইহ্রাম বাঁধা, (২) নিজ দেশের মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধা। যখন তাহা অতিক্রম করেন। (৩) ইহ্রামের পূর্বে গোসল অথবা ওযূ করা। (৪) চাদর এবং লুঙ্গি ব্যবহার করা। (৫) দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করা। (৬) তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা। (৭) তিন বার তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা। (৮) উচ্চৈঃস্বরে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা। (৯) ইহ্রামের নিয়ত করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহ্রামের মুস্তাহাবসমূহ ঃ

ইহ্রামের মুস্তাহাব ১০টি। (১) ইহ্রামের পূর্বে দেহের ময়লা পরিষ্কার করা। (২) নখ্ কাটা। (৩) বগল পরিষ্কার করা। (৪) নাভির নিম্নদেশের পশম দূরীভূত করা। (৫) ইহ্রামের নিয়তে গোসল করা। (৬) নূতন অথবা ধৌত করা সাদা লুঙ্গি অথবা চাদর পরিধান করা। (৭) চপ্পল পায়ে দেওয়া। (৮) মুখে ইহ্রামের নিয়ত করা। (৯) নামাযের পরে বসা অবস্থায় নিয়ত করা। (১০) মীকাতের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা।

ইহ্রামের হুকুম ঃ

ইহ্রামের হুকুম এই যে, যে কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধা হইবে তাহা সম্পন্ন না করিয়া উহা খোলা যাইবে না। যদি এমন কোন কাজ সংঘটিত হইয়াও যায় যাহাতে ইহ্রাম নষ্ট হইয়া যায়, তবুও তাহা বহাল রাখিতে হইবে এবং হজ্জের অবশিষ্ট যাবতীয় করণীয় কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। যদি হজ্জ পাওয়া না যায়, তবে উমরা

টীকা

১. তাল্বিয়াহ্ একবার পাঠ করা ওয়াজিব।

পালন করিয়া হালাল হইতে হইবে। যদি কেহ হজ্জ পালনে বাধা প্রদান করে, তবে কোরবানীর পশু যবেহ করার পর হালাল হইয়া যাইবে।

ইহ্রামের মাসআলাসমূহ

নিয়তের মাসআলাসমূহ ঃ

মাসআলা ঃ ইহ্রামের নিয়ত মনে মনে করা জরুরী। মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। যে কাজের জন্য ইহ্রাম বাঁধিতেছেন মনে মনে উহার নিয়ত করা কর্তব্য। যেমন ঃ আমি হজ্জে এফরাদ অথবা তামাত্তো' অথবা ক্বেরানের ইহ্রাম বাঁধিলাম। যদি মনে মনে নিয়ত করা হয় এবং মুখে কিছুই বলা না হয়, তবুও নিয়ত হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ কেহ মনে মনে হজ্জে ক্বেরানের নিয়ত করিল, কিন্তু মুখে এফ্রাদ অথবা তামাত্তো'র কথা বাহির হইয়া গেল, যাহার কথা অন্তরে ছিল উহাই হইবে। মুখের কথা ধর্তব্য হইবে না।

মাসআলা ঃ নিয়ত তাল্বিয়ার সহিত হওয়া শর্ত। যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ শুধু শুধু ইহ্রাম বাঁধে এবং হজ্জ অথবা উমরা কোন কিছুরই নিয়ত না করে, তবে ইহ্রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে। এবং হজ্জ অথবা উমরার কাজ শুরু করার পূর্বে তাহার এই এখ্তিয়ার আছে যে, তিনি ঐ ইহ্রামকে হজ্জের জন্য অথবা উমরার জন্য নির্ধারিত করিতে পারিবেন। যদি হজ্জ অথবা উমরার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি ইহ্রামকে নির্দিষ্ট না করেন আর উমরার জন্য পূর্ণ তাওয়াফ অথবা এক প্রদক্ষিণ[১] সমাপ্ত করেন অথবা নিয়ত ছাড়াই উমরার তাওয়াফের এক পাক সম্পূর্ণ করেন, তাহা হইলে এই ইহ্রাম উমরার জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি তাওয়াফ করার পূর্বে বিনা নিয়তে অকুফে আরাফা করিয়া নেন তাহা হইলে এই ইহ্রাম হজ্জের জন্য নির্ধারিত হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন কিন্তু উহা ফরয না নফল হজ্জের ইহ্রাম তাহা নির্দিষ্ট না করেন—এমতাবস্থায় যদি তাহার উপর হজ্জ ফরয হইয়া থাকে, তবে উহা ফরয হজ্জের ইহ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি মান্নত অথবা নফল অথবা অপর কাহারও পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ আদায় করার নিয়ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যেরূপ নিয়ত করিবেন তাহাই হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জ অথবা উমরা অথবা ক্বেরানের ইহ্রাম বাঁধেন এবং তারপর ভুলিয়া যান অথবা কিসের নিয়ত করিয়া ইহ্রাম বাঁধিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহে

টীকা

১. উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফের শুরুতে প্রথম ইস্তিলামের সাথে তাল্বিয়াহ্ বন্ধ করার মাধ্যমে উমরার কাজ আরম্ভ হয়। প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করা উমরার জন্য শর্ত নহে। কিন্তু হজ্জ উহার বিপরীত।

পড়িয়া যান, তবে এমন ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরা উভয়ই পালন করা উচিত এবং উমরা প্রথমে আদায় করা উচিত, যেমন ক্বেরান হজ্জ পালনকারী করিয়া থাকেন। কিন্তু শরীঅতের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তিকে ক্বেরান আদায়কারী বলা হইবে না! এই কারণে তাহার উপর ক্বেরানের দম বা কোরবানী ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বদলী হজ্জ পালনকারী হন, তবে যাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিতেছেন তাহার পক্ষ হইতে নিয়ত করিবেন এবং মুখেও বলিবেন যে, আমি অমুকের পক্ষ হইতে ইহ্রাম বাঁধিয়াছি।

তাল্বিয়ার মাসআলাসমূহ ঃ

মাসআলা ঃ তাল্বিয়াহ্ মুখে উচ্চারণ করা শর্ত। যদি শুধু মনে মনে বলেন, তবে তাহা যথেষ্ট হইবে না।

মাসআলা ঃ বোবা[১] ব্যক্তির শব্দ উচ্চারণ সম্ভব না হইলেও জিহ্বা নাড়াচাড়া করা শর্ত।

মাসআলা ঃ এমন কোন যিক্র যাহার দ্বারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানই উদ্দেশ্য, তাহা তাল্বিয়ার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। যেমনঃ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা اَللّٰهُ اَكْبَرُ ইত্যাদি।

মাসআলা ঃ যদি কেহ আরবীতেও তাল্বিয়াহ পাঠ করিতে পারেন তবু তাহার জন্য বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ফার্সী, তুর্কী যে কোন ভাষায়ই তাহা বলা জায়েয। তবে আরবীতে পাঠ করা উত্তম।

মাসআলা ঃ তাল্বিয়ার বিশেষ শব্দ যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উচ্চারণ করা সুন্নত—শর্ত নহে। যদি ইহ্রামের সময় অন্য কোন প্রকার যিক্র-আযকার করেন তাহা হইলেও ইহ্রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাল্বিয়াহ্ পরিত্যাগ করা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ ইহ্রাম বাঁধিবার সময় তালবিয়াহ্ অথবা অন্য কোন প্রকার যিকির একবার পাঠ করা ফরয এবং তাহা একাধিকবার পাঠ করা সুন্নত। যখন তালবিয়াহ্ পাঠ করিবেন তখন তিন বারই পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ অবস্থার পরিবর্তনের সময় যেমনঃ সকাল-সন্ধ্যায়, উঠিতে-বসিতে, বাহিরে যাইতে, ভিতরে প্রবেশ করিতে, লোকজনের সহিত সাক্ষাতের সময়, বিদায় হওয়ার সময়, ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার সময়, সওয়ারীতে আরোহণকালে, সওয়ারী হইতে অবতরণ করার সময়, কোন উঁচু স্থানে চড়িতে এবং নীচের দিকে নামিবার সময় তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা কঠোরভাবে মুস্তাহাব। অর্থাৎ, অন্যান্য মুস্তাহাবের তুলনায় ইহার অধিক তাকীদ রহিয়াছে।

টীকা

১· লুবাবুল মানাসিক

মাসআলা ঃ তাল্বিয়াহ্ পাঠের মাঝখানে কোন কথা বলিবেন না। তাল্বিয়াহ্ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাল্বিয়া পাঠের সময় সালাম দেন, তবে তাল্বিয়ার মাঝখানে উহার জওয়াব দেওয়া জায়েয।[১] কিন্তু সালামদানকারী চলিয়া যাইবে বলিয়া যদি মনে না হয়, তবে তাল্বিয়াহ্ সমাপ্ত করার পরই সালামের জওয়াব দেওয়া উচিত।

মাসআলা ঃ ফরয এবং নফল নামাযের পরেও তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা উচিত। আইয়ামে তাশ্রীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের পরবর্তী ৩ দিন প্রথমে তাক্বীর বলিবেন এবং তারপর তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন। যদি কেহ আগে তাল্বিয়াহ্ পড়িয়া ফেলেন, তবে তাকবীর রহিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ১০ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাল্বিয়াহ্ পাঠ শেষ হইয়া যায়। অবশিষ্ট দিনগুলিতে শুধু তাকবীর বলিতে হয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন মাস্বুক ইমামের সহিত তাল্বিয়াহ্ পড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ অধিক পরিমাণে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কয়েকজন এক সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলে সবাই এক সঙ্গে মিলিয়া তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না; আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ তাল্বিয়াহ্ পাঠের সময় স্বর উঁচু করা সুন্নত। কিন্তু সেজন্য এত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন না যদ্দরুন নিজের অথবা অন্য নামাযী ও ঘুমন্ত ব্যক্তির অসুবিধা হইতে পারে।

মাসআলা ঃ মসজিদে হারাম, মিনা, আরাফাত এবং মুযদালিফায় তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন। কিন্তু মসজিদের ভিতরে জোরে পাঠ করিবেন না।

মাসআলা ঃ তাওয়াফ ও সাঈ[২] পালনের সময় তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না।

মাসআলা ঃ তালবিয়ার শব্দের উপরে আরো কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব। কিন্তু মাঝখানে বাড়াইবেন না; বরং শেষের দিকে বাড়াইবেন। এই শব্দগুলি বাড়াইতে পারেনঃ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ وَالرُّغْبٰى اِلَيْكَ অথবা لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ

টীকা

১· ওয়াজিব নহে।

২· তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে উমরা, তাওয়াফে সদর অথবা মান্নতের তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফের মধ্যে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করা উচিত নহে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, হজ্জে ক্বেরান আদায়কারী তাওয়াফে উমরা, তাওয়াফে কুদুম ও নফল তাওয়াফের মধ্যে তাল্বিয়াহ্ পড়িতে পারিবে এবং হজ্জে এফ্রাদ আদায়কারীর জন্যও তাওয়াফে কুদুম এবং নফল তাওয়াফের মধ্যে তাল্বিয়াহ্ পড়া জায়েয রহিয়াছে। কিন্তু এত জোরে পাঠ করিবে না—যদ্দরুন তাওয়াফ সমাপনকারীদের অসুবিধা হয়। তবে দো'আয়ে মাসুরা পড়াই উত্তম। আর সাঈ এর হুকুম এই যে, হজ্জের সাঈ যখন তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সমাপন করে অথবা তাহা যদি উমরার সাঈ হয়, তাহা হইলে তাল্বিয়াহ্ পড়িবে না। আর যদি হজ্জের সাঈ তাওয়াফে কুদুমের পরে সমাপন করে তাহা হইলে তাল্বিয়াহ্ পড়া মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ তাল্‌বিয়ার শব্দ হইতে কমানো মাক্‌রূহ্‌।

মাসআলা ঃ যখন কোন আশ্চর্যজনক বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন বলিবেন ঃ

لَبَّيْكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য জোরে তাল্‌বিয়াহ্[১] পাঠ করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ হজ্জের মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা যায়। যখন জামারা-ই-আকাবার কংকর নিক্ষেপ শুরু করিবেন, তখন তাল্‌বিয়াহ্ পড়া বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার পর আর পড়িবেন না। উমরার মধ্যে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তাল্‌বিয়াহ্ পড়া[২] যায়।

গোসলের মাসআলাসমূহ ঃ

ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা সুন্নত। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে করিতে হয়। সুতরাং হায়েয বা নেফাস পালনরতা মহিলা এবং শিশুদের জন্যও এই গোসল মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি ইহ্‌রামের জন্য গোসল করিয়া থাকেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বেই ওযূ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গোসলের ফযীলত অর্জিত হইবে না। কোন কোন আলেমের মতে গোসলের ফযীলত হাসেল হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি গোসল করিতে না পারেন, তাহা হইলে ওযূ করিয়া লইবেন। তবে ওযূ-গোসল ছাড়াও ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয। কিন্তু মাকরূহ্ হইবে।

মাসআলা ঃ যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে ইহ্‌রামের গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শরীয়তসিদ্ধ নহে। তবে নামাযের কথা আলাদা। নামাযের সময় পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে হইবে।

লেবাসের মাসআলাসমূহ ঃ

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের চাদর এমন লম্বা হইতে হইবে যে, সহজে ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর ঝুলাইয়া রাখা যায়। আর লুঙ্গি এই পরিমাণ হইতে হইবে যাহাতে সতর ঠিকমত আবৃত হয়।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় কোর্তা, পায়জামা, আচকান, সদরিয়া, গেঞ্জি প্রভৃতি পরিধান করা নিষিদ্ধ। শরীরের মাপে সেলাই করা কাপড় ইহ্‌রাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যদি চাদর অথবা লুঙ্গি মাঝখান দিয়া সেলাই করা হয়, তবে সেটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু ইহ্‌রামের কোন কাপড় সেলাইযুক্ত না হওয়াই উত্তম।

টীকা

১· অর্থাৎ এত জোরে উচ্চারণ করা যে, অপরিচিত লোকে শুনিতে পায়।

২· অর্থাৎ হাজারে আস্‌ওয়াদকে প্রথম চুম্বন প্রদান করার আগ পর্যন্ত। প্রদক্ষিণ পূর্ণ করার পর পর্যন্ত নহে।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের কাপড় সাদা হওয়া উত্তম।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের জন্য মাত্র একটি কাপড়ও যথেষ্ট এবং দুই-এর অধিক কাপড়ও জায়েয। রঙিন কাপড় ব্যবহারেরও অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহা যেন কুসুম অথবা যাফরান দ্বারা রঞ্জিত না হয়।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় কম্বল, লেপ, কাঁথা, শাল ইত্যাদি গায়ে দেওয়া জায়েয।

ইহ্‌রামের নামায ঃ

মাসআলা ঃ মাক্‌রূহ ওয়াক্ত ব্যতীত যে কোন সময় ইহ্‌রামের নিয়তে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করা সুন্নত।

মাসআলা ঃ যদি ফরয নামাযের পরে ইহ্‌রামের নিয়ত করেন, তবে তাহাও যথেষ্ট হইবে, কিন্তু স্বতন্ত্র দুই রাকাত নফল আদায় করা উত্তম।

মাসআলা ঃ যে মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবেন, সেখানে যদি কোন মসজিদ[১] থাকে, তবে সেই মসজিদে নামায আদায় করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ নামায ছাড়াও ইহ্‌রাম জায়েয, কিন্তু মাক্‌রূহ। তবে যদি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় মাক্‌রূহ ওয়াক্ত থাকে, তাহা হইলে বিনা নামাযে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেওয়া মাক্‌রূহ নহে।

মাসআলা ঃ যেহেতু হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় মহিলাদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ, তাই তাহারা ওযূ-গোসল করিয়া কেবলামুখী হইয়া বসিবেন এবং ইহ্‌রামের নিয়তে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেন, নামায পড়িবেন না।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের উদ্দেশ্যে যে নফল নামায আদায় করা হয়, তাহা মস্তক আবৃত করিয়া পড়িতে হইবে এবং নামাযের মধ্যে ইযতেবা (অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর ঝুলাইয়া রাখা) করিতে হইবে না। শুধু তাওয়াফের মধ্যেই ইযতেবা করিতে হয়। ইহ্‌রাম অবস্থায় নফল আদায় করার পর যতদিন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকিবেন, ততদিন যাবতীয় নামাযই অনাবৃত মস্তকে আদায় করিবেন। ইহ্‌রাম অবস্থায় নামাযের মধ্যেও মস্তক আবৃত করা নিষিদ্ধ।

সংজ্ঞাহীন ও পীড়িত ব্যক্তির ইহ্‌রাম ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধিবার সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন তবে তাহার সঙ্গীদের নিজেদের ইহ্‌রাম বাঁধিবার আগে অথবা পরে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতেও ইহ্‌রামের নিয়ত করিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিয়া নেওয়া উচিত। সঙ্গীরা তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রামের নিয়ত করিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিলেই তাহারও ইহ্‌রাম হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবার জন্য তাহার অনুমতির প্রয়োজন নাই। তিনি আদেশ অথবা অনুমতি প্রদান করুন বা না করুন সর্বাবস্থায় যদি সঙ্গীরা তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন তবে তাহার ইহ্‌রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

টীকা ঃ ১· اطلقه فى الغنية و قيده فى شرح اللباب بماثور

মাসআলা ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবার জন্য তাহার সেলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিবার প্রয়োজন নাই। কাপড় না খুলিলেও ইহ্‌রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইবেন, তখন ইহ্‌রাম নির্দিষ্ট করিয়া হজ্জের অবশিষ্ট করণীয় নিজে পালন করিবেন এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হইতে বিরত থাকিবেন। আর যদি সংজ্ঞা ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রামের নিয়ত করিবেন, তিনি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অকুফে আরাফা এবং তাওয়াফ প্রভৃতি তাহার পক্ষ হইতে নিয়ত করিয়া আদায় করিয়া দেন, তাহা হইলেই তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহাকে সঙ্গে নেওয়াই উত্তম। তবে যে ব্যক্তি এমন সংজ্ঞাহীনের পক্ষ হইতে তাওয়াফ ও সাঈ করিবেন তাহাকে নিজের তাওয়াফ ও সাঈ পৃথকভাবে করিতে হইবে। উভয়ের পক্ষ হইতে একই তাওয়াফ ও সাঈ যথেষ্ট হইবে না।[১]

মাসআলা ঃ যদি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কোন কাজ সংঘটিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার দম বা সদকা সংজ্ঞাহীনের উপরেই ওয়াজিব হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রামের নিয়ত করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়াজিব[২] হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পাশাপাশি কোন সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতেও ইহ্‌রামের নিয়ত করেন এবং তাহার দ্বারা ইহ্‌রামের কোন নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মাত্র একটি দম অথবা সদ্‌কাই ওয়াজিব[৩] হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইহ্‌রামের পরে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহাকে আরাফাতের ময়দানে এবং তাওয়াফ প্রভৃতি কাজে সঙ্গে রাখা ওয়াজিব। অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট হইবে না এবং এই ধরনের সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে যখন অপর কোন ব্যক্তি তাওয়াফ করাইবেন, তখন সেই ব্যক্তির জন্য তাওয়াফের নিয়ত করা শর্ত।

মাসআলা ঃ যদি এই ধরনের সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে কেহ স্বয়ং কাঁধে করিয়া বহিয়া তাওয়াফ করান এবং নিজের পক্ষ হইতেও তাওয়াফের নিয়ত করেন, তবে উভয়ের জন্য একই তাওয়াফ যথেষ্ট হইয়া যাইবে।[৪]

টীকা

১· সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার অবস্থায় এক তাওয়াফ ও সাঈ-ই উভয়ের পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইয়া যাইবে। কেননা, সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি স্বয়ং তাওয়াফে উপস্থিত রহিয়াছে। অবশ্য সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতে আলাদাভাবে তাওয়াফের নিয়ত করিতে হইবে।

২· এই জন্য সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির গা হইতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া লওয়া ওয়াজিব।

৩· কেননা, সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির ইহ্‌রাম সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে।

৪· তবে শর্ত এই যে, সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতেও তাওয়াফের নিয়ত পাওয়া যাইতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে বহনকারী ব্যক্তি নিজে হজ্জের তাওয়াফ করেন এবং সংজ্ঞাহীনকে উমরা প্রভৃতির তাওয়াফ করান, তাহাও জায়েয হইবে। নিয়ত বিভিন্ন হওয়াতে কোন অসুবিধা নাই।[১]

মাসআলা ঃ যদি কেহ অসুস্থ হইয়া পড়েন কিন্তু সংজ্ঞা না হারান এবং ইহ্‌রামের সময় ঘুমাইয়া যান আর অপর কোন ব্যক্তিকে ইহ্‌রাম বাঁধিবার জন্য বলিয়া রাখেন, তাহা হইলে যদি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন, তবুও ইহ্‌রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার পর তিনি হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী স্বয়ং আদায় করিবেন এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হইতে বিরত থাকিবেন। আর যদি তাহার অনুমতি ব্যতীতই অপর কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন তাহা হইলে তাহার ইহ্‌রাম শুদ্ধ হইবে না। এমনিভাবে এই ধরনের কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় তাওয়াফ করান, তাহা হইলে সে জন্যও তাহার অনু-মতি থাকা এবং তাহাকে অতি তাড়াতাড়ি তাওয়াফ করানো উভয়টাই শর্ত। যদি তাহার আদেশ ব্যতীত অথবা খানিক বিলম্ব করিয়া তাওয়াফ করানো হয়, তাহা হইলে তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে না।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের ইহ্‌রাম ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু চালাক ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে সে নিজেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মত সকল কাজ সম্পন্ন করিবে। পক্ষান্তরে যদি সে একান্তই অবুঝ শিশু হয়, তবে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবেন।

মাসআলা ঃ যদি একান্ত অবুঝ শিশু নিজে ইহ্‌রাম বাঁধে অথবা হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে, তাহা হইলে এই ইহ্‌রাম ও হজ্জ সংক্রান্ত কাজ শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য যদি বুদ্ধিমান শিশু নিজে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং নিজে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ কোন বুদ্ধিমান শিশুর পক্ষ হইতে তাহার অভিভাবক ইহ্‌রাম বাঁধিতে পারিবে না।

মাসআলা ঃ বুদ্ধিমান শিশু হজ্জের যে সকল কাজ নিজে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা নিজে নিজেই সমাপন করিবে আর যাহা নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবে না তাহা তাহার অভিভাবক সম্পন্ন করিয়া দিবেন। অবশ্য তাওয়াফের নফল নামায শিশু নিজে পড়িবে, অভিভাবক পড়িলে আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ বুদ্ধিমান শিশু নিজেই তাওয়াফ সম্পন্ন করিবে, আর অবুঝ শিশুকে তাহার অভিভাবক কোলে লইয়া তাওয়াফ করাইবেন। অকুফে আরাফা, সাঈ ও রামি বা কংকর নিক্ষেপ প্রভৃতি কাজের হুকুমও একই রকম।

টীকা ঃ ১· কিন্তু সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হইতে তাওয়াফের নিয়ত করা জরুরী।

মাসআলা ঃ শিশুকে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখা অভিভাবকের কর্তব্য, কিন্তু যদি শিশু কোন নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলে তবুও সে জন্য কোন দম অথবা সদকা শিশু বা তাহার অভিভাবক কাহারও উপর ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যখন কোন শিশুর পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা হইবে, তখন তাহার দেহ হইতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহাকে সেলাইবিহীন চাদর ও লুঙ্গি পরাইয়া দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ শিশুর উপর হজ্জ ফরয নহে। সুতরাং তাহার এই হজ্জ নফল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মাসআলা ঃ শিশুর ইহ্‌রাম ওয়াজিব নহে। সুতরাং যদি সে হজ্জের যাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দেয় অথবা আংশিক ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার উপরে দম অথবা সদকা এবং কাযা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যে নিকটতম অভিভাবক শিশুর সঙ্গে থাকিবেন তিনিই শিশুর পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবেন। যেমন যদি শিশুর পিতা ও বড় ভাই সঙ্গে থাকেন তাহা হইলে পিতার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা অধিকতর উত্তম। তবে বড় ভাই বা অন্যরা ইহ্‌রাম বাঁধিলেও জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ পাগলের হুকুম সকল ব্যাপারেই অবুঝ শিশুর অনুরূপ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে পাগল হন, তাহা হইলে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কোন কাজ সং-ঘটিত হইলে তাহার উপর দম অথবা সদকা ওয়াজিব হইবে কি না সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সাবধানতার জন্য দম অথবা সদকা আদায় করিয়া দেওয়াই উত্তম। তবে তাহার হজ্জ যে শুদ্ধ হইয়া যাইবে[১] তাহাতে কোন মতবিরোধ নাই। অবশ্য লোকটি যদি ইহ্‌রামের পূর্ব হইতেই পাগল থাকে এবং তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন, অতঃপর তিনি অনস্থির- মস্তিষ্ক হইয়া যান, তবে স্থিরমস্তিষ্ক হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিলে তবেই তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইবে, অন্যথায় আদায় হইবে না।

মহিলাদের ইহ্‌রাম

মাসআলা ঃ মহিলাদের ইহ্‌রাম পুরুষদের ইহ্‌রামেরই অনুরূপ। শুধু পার্থক্য এই যে, মহিলাদের জন্য মাথা ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব এবং কাপড় দ্বারা মুখ আবৃত করা নিষিদ্ধ; আর সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয।

টীকা

১· ইহা ঐ জাতীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত যন্মধ্যে নিয়ত শর্ত রহিয়াছে। যেমনঃ তাওয়াফ ইত্যাদি। সুতরাং ঐসব কাজে তাহার সঙ্গী যেন তাহার প্রতিনিধি হিসাবে তাহার পক্ষ হইতে নিয়তও করিয়া লয়।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষের সম্মুখে বে-পর্দা হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং চেহারার সাথে লাগিতে না পারে এমন কোন কিছু কপালের উপর বাঁধিয়া তাহার উপর কাপড় ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত রঙিন কাপড়ও পরিধান করা জায়েয আছে; কিন্তু কাপড় যেন যাফ্‌রান অথবা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত না হয়। যদি উহা দ্বারা রঞ্জিত হয়, তবে এত বেশী ধৌত করিয়া লইতে হইবে যে, কোন গন্ধ যেন অবশিষ্ট না থাকে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় অলংকার, মোজা, দস্তানা ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয। তবে তাহা পরিধান না করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য জোরে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা নিষিদ্ধ। শুধু নিজে শুনিতে পান এমন জোরে পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ মহিলারা তাওয়াফের সময় কখনোও ইযতেবা এবং রমল করিবেন না এবং সাঈ করার সময় সবুজ বাতি দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াইয়াও চলিবেন না; বরং নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে চলিবেন এবং যখন খুব ভিড় হইবে তখন সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করিবেন না। এমনিভাবে পুরুষদের ভিড়ের সময় হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিতেও যাইবেন না, এমন কি ইহাকে হাত দ্বারা স্পর্শও করিবেন না এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাযও পড়িবেন না।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ইহ্‌রাম খোলার পর সমস্ত চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ইহার অগ্রভাগ হইতে অঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ চুল নিজের হাতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কোন বেগানা পুরুষকে দিয়া কাটানো নিষিদ্ধ। তাহারা কখনো যেন মাথা মুণ্ডন না করেন এবং অঙ্গুলির এক কড়ার চাইতে যেন বেশী করিয়া কাটেন, তাহা হইলেই সমগ্র চুলের অধিকাংশই কাটা হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য হায়েযের অবস্থায়ও হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা জায়েয; শুধু তাওয়াফ নিষিদ্ধ। যদি ইহ্‌রামের পূর্বে হায়েয দেখা দেয়, তাহা হইলে গোসল করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিবেন, কিন্তু সাঈ এবং তাওয়াফ করিবেন না।

মাসআলা ঃ যদি হায়েযজনিত কারণে যথাসময়ে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে 'দম' ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া তবেই প্রত্যাবর্তন করা উত্তম।

খোজা ব্যক্তির ইহ্‌রাম ঃ

খোজা হজ্জের যাবতীয় আহ্‌কামের ব্যাপারে মহিলাদের সমান। তাহার জন্য কোন বেগানা পুরুষ অথবা নারীর সহিত একাকী থাকা জায়েয নহে।

ইহ্‌রামের হেকমত বা তাৎপর্যঃ

নামাযের মধ্যে তাক্‌বীরে তাহরীমার ভূমিকা যদ্রূপ, হজ্জ ও উমরার মধ্যে ইহ্‌রামের ভূমিকাও ঠিক তদ্রূপ। যেমনভাবে একজন মুসলমান খালেস নিয়তে আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায আরম্ভ করেন এবং বহুবিধ কর্ম তাহার জন্য নামাযের অবস্থায় হারাম হইয়া যায়, তেমনিভাবে হাজী ইহ্‌রাম ও তালবিয়ার মাধ্যমে হজ্জ এবং উমরা পালনের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করিয়া নেন, নিয়তের এখ্‌লাস্ এবং আল্লাহ্ পাকের সম্মান ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটান, নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতার আকৃতি ধারণ করিয়া অন্তরে ও মুখে ইহার স্বীকৃতি প্রদান করেন, সর্ববিধ ভোগ-লালসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস পরিহার করিয়া মাত্র দুইখানা কাপড় পরিধান করেন এবং স্বয়ং নিজেকে মৃতের সমান করিয়া নেন। অধিকন্তু, এই বিশেষ লেবাসের মধ্যে ইহাও একটি হেকমত যে, ধনী-গরীব, বাদশাহ্-ফকীর নির্বিশেষে সকলে একই লেবাস পরিধান করিয়া মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত হন এবং কাহারও অহংকার করার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে ইসলামী সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের এক অনুপম পরিবেশ গড়িয়া উঠে।

ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহঃ

যে সকল কাজ করা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ, সে সকলকে 'মাম্‌নুআতে ইহ্‌রাম' বলা হয়।

মাসআলাঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পর মহিলাদের উপস্থিতিতে সহবাসের কথাবার্তা বলাবলি করা অথবা সহবাসের উপকরণ যেমনঃ চুম্বন প্রদান করা, কামভাব নিয়া স্ত্রীকে স্পর্শ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ যদিও পাপাচার সর্বদাই হারাম, কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় ইহা আরও জঘন্য-তম অপরাধ। তাই ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন পাপকার্য সম্পাদন করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ সঙ্গী-সাথীদের সহিত বা অপর কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ কোন স্থলজ প্রাণী শিকার করা, অথবা কোন্ দিকে গিয়াছে এবং কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার পথ শিকারীকে দেখাইয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। শিকারীকে সাহায্য সহ-যোগিতা করা, যেমনঃ তাহাকে তীর, তরবারী, লাঠি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি সরবরাহ করাও নিষিদ্ধ। অবশ্য জলজ প্রাণী শিকার করা জায়েয।

মাসআলাঃ স্থলজ শিকারকে তাড়ানো, উহার ডিম ভাঙ্গা, পালক ও ডানা তুলিয়া ফেলা, ডিম অথবা শিকার ক্রয়-বিক্রয় করা, শিকারের দুগ্ধ দোহন করা, শিকারের ডিম অথবা মাংস[১] ভুনা করা অথবা রান্না করা, উকুন মারা অথবা রৌদ্রে ফেলিয়া দেওয়া,

টীকা

১· অর্থাৎ মুহ্‌রিম যে প্রাণী শিকার করিবে তাহা রান্না করা এবং ভক্ষণ করাও সকলের জন্য হারাম। তবে যদি গায়র মুহ্‌রিম কেহ হিল্ল এলাকায় কোন প্রাণী শিকার করে এবং উহাতে মুহ্‌রিম ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকে, তাহা হইলে উহার মাংস রান্না করা ও ভক্ষণ করা মুহ্‌রিমের জন্য জায়েয রহিয়াছে।

উকুন মারার জন্য কাপড় ধৌত করা[১] অথবা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা, অপর কাহাকেও দিয়া উকুন মারানো অথবা মারার জন্য ইঙ্গিত করা, খেযাব লাগানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। তালবীদ অর্থাৎ মাথার চুলকে এক প্রকার আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়া এইভাবে জমাটবদ্ধ করা—যদি চুল ইহার মধ্যে ঢাকা পড়িয়া যায় তাহা হইলে নিষিদ্ধ। আর যদি চুল ঢাকা না পড়ে তবে মাক্‌রূহ।

মাসআলাঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা, নখ ও চুল কাটা অথবা কাহাকেও দিয়া কাটানো, মস্তক অথবা মুখ সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ঢাকা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ সেলাইযুক্ত কাপড়, যেমনঃ কোর্তা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ী, আচকান, দস্তানা, মোজা ইত্যাদি পরিধান করাও নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ যদি জুতা না থাকে তাহা হইলে মোজা কাটিয়া জুতার মত বানাইয়া পরিধান করা জায়েয। কিন্তু এই পরিমাণ কাটিয়া ফেলা জরুরী যাহাতে পায়ের মধ্যবর্তী হাড়টি বাহির হইয়া পড়ে।

মাসআলাঃ এমন জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাহাতে পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়িয়া যায়।

মাসআলাঃ কোর্তা প্রভৃতিকে চাদরের ন্যায় গায়ে জড়ানো জায়েয। কিন্তু উহা হইতেও বিরত থাকা উত্তম।

মাসআলাঃ দেশীয় জুতা অথবা স্লীপার যদি এত বড় হয় যে, পায়ের মাঝখানকার হাড় ঢাকা পড়িয়া যায় তবে উহা পরিধান করা নিষিদ্ধ। উহাকে এই পরিমাণ কাটিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে হাড় বাহির হইয়া পড়ে অথবা জুতার ভিতরে কাপড় অথবা তুলা ইত্যাদি ভরিয়া দিতে হইবে, যেন মধ্যখানের হাড় বাহির হইয়া যায়।

মাসআলাঃ মস্তক অথবা মুখের উপর পট্টি বাঁধা নিষিদ্ধ। যদি একদিন ও একরাত তাহা বাঁধা থাকে আর তাহা কোন অসুখের কারণেও হয় তবুও সদ্‌কা ওয়াজিব[২] হইবে।

মাসআলাঃ যাফ্‌রান অথবা কুসুম এবং সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। তবে যদি সেই কাপড় ধৌত করা হয় এবং খুশ্‌বু দূরীভূত হইয়া গিয়া থাকে, তবে জায়েয।

টীকা

১· সাধারণভাবে উকুন মারা নিষিদ্ধ নহে। যদি অপর কাহারও শরীর অথবা মাটির উপর চলাচলকারী উকুন মারিয়া ফেলে অথবা অন্য লোককে কাহারও শরীর হইতে উকুন মারার আদেশ করে, তাহা হইলে কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। যদি নিজের দেহ হইতে অথবা নিজের কাপড় হইতে উকুন মারে অথবা আলাদা করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। উকুনের হুকুম চুলের অনুরূপ।

২· তবে শর্ত এই যে, মস্তক অথবা মুখের এক চতুর্থাংশ হইতে কম ঢাকা থাকিতে হইবে। আর যদি এক চতুর্থাংশ অথবা উহা হইতে অধিক ঢাকা পড়িয়া যায় তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইয়া যাইবে। আর যদি একদিন ও এক রাতের চাইতে কম সময় অথবা সারাদিন ও রাত এক চতুর্থাংশ হইতে কম ঢাকা থাকে তাহা হইলে শুধু সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় মারা যাইবেন তাহার দাফন-কাফন গায়রে মুহ্রিম ব্যক্তির ন্যায় করিতে হইবে। তাহার মস্তক আবৃত করিতে হইবে এবং কর্পূর, সুগন্ধি প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইবে।

ইহ্রামের মাক্রূহ্ বিষয়সমূহ ঃ

মাসআলা ঃ শরীর হইতে ময়লা দূর করা, মাথা অথবা দাড়ি এবং দেহকে সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ মাথা অথবা দাড়ি চিরুনি দ্বারা আচঁড়ানো মাকরূহ। মাথা অথবা দাড়ি এমনভাবে চুলকানো যাতে চুল অথবা উকুন পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে মাক্রূহ। যদি কেহ আস্তে আস্তে চুলকায় এবং চুল অথবা উকুন পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে তাহা জায়েয।

মাসআলা ঃ দাড়ি খিলাল করাও মাকরূহ। যদি কেহ করেন তাহা হইলে এমনভাবে করিবেন যেন একটি দাড়িও পড়িয়া না যায়।

মাসআলা ঃ লুঙ্গির উভয় পাল্লাকে সামনের দিক হইতে সেলাই করা মাক্রূহ। যদি কেহ সতর আবৃত করিবার জন্য সেলাই করিয়া নেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ চাদর গিরা দিয়া কাঁধের উপর বাঁধা, চাদর অথবা লুঙ্গিতে গিরা দেওয়া অথবা সুই এবং পিন ইত্যাদি লাগানো, সূতা অথবা দড়ি দিয়া বাঁধা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ লওয়া, সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে সুগন্ধির ঘ্রাণ লওয়ার জন্য বসা, সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়া এবং তাহা স্পর্শ করা মাক্রূহ। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন সুগন্ধি নাকে আসিয়া লাগে তাহা হইলে তাতে কোন অসুবিধা নাই।

মাসআলা ঃ মাথা এবং মুখ ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশেও বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা মাক্রূহ। আর যদি কেহ প্রয়োজনে পট্টি বাঁধেন, তবে তাহা মাক্রূহ নহে।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের পর্দার নীচে এমনভাবে দাঁড়ানো যাতে উহা মুখে অথবা মাথায় লাগিয়া যায় তবে তাহা মাক্রূহ হইবে। আর যদি মুখে অথবা মাথায় না লাগে তবে জায়েয।

মাসআলা ঃ লুঙ্গিকে ফিতা লাগাইবার মত করিয়া ভাঁজ করতঃ তাহা দড়ি অথবা ফিতা দিয়া বাঁধা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ নাক, থুতনী ও গাল কাপড় দিয়া আবৃত করা মাক্রূহ। হাত দিয়া ঢাকা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ বালিশের উপরে মুখ রাখিয়া উপুড় হইয়া শয়ন করা মাক্রূহ। মাথা অথবা গাল বালিশের উপর রাখা জায়েয।

মাসআলা ঃ রান্না করা নহে এমন সুগন্ধি খাবার খাওয়া মাক্রূহ। তবে রান্না করা সুগন্ধি খাবার খাওয়া মাক্রূহ নহে।

মাসআলা ঃ নিজের স্ত্রীর লজ্জাস্থান কামভাব নিয়া দেখা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ জোব্বা, চোগা ইত্যাদিকে শুধু কাঁধের উপর ফেলিয়া রাখাও মাক্রূহ। এমনকি আস্তিনের ভিতরে হাত প্রবেশ না করাইলেও মাক্রূহ হইবে।[১]

মাসআলা ঃ ইহ্রাম বাঁধার পর ধূপ-ধুনা দেওয়া কাপড় পরিধান করা মাক্রূহ।

ইহ্রামের মুবাহ বিষয়সমূহ ঃ

মাসআলা ঃ প্রয়োজনে শীতল হইবার জন্য এবং ধুলা-বালি দূর করার জন্য খাঁটি ঠাণ্ডা অথবা গরম পানি দ্বারা গোসল করা জায়েয। কিন্তু ময়লা দূর করিতে পারিবেন না। পানিতে ডুব দেওয়া, হাম্মামখানায় প্রবেশ করা, কাপড় পবিত্র করা, আংটি পরিধান করা, হাতিয়ার গায়ে সাজানো, শরীঅত মোতাবেক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা প্রভৃতি জায়েয।

মাসআলা ঃ টাকার থলি অথবা কোমরের বেল্ট লুঙ্গির উপরে অথবা নীচে বাঁধা জায়েয। চাই উহাতে নিজের টাকা-পয়সা থাকুক অথবা অন্য কাহারও টাকা থাকুক।

মাসআলা ঃ ঘর অথবা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করা, ছাতি টানানো, হাওদা অথবা অন্য কোন কিছুর ছায়ায় বসা জায়েয।

মাসআলা ঃ আয়না দেখা, মিস্ওয়াক করা, দাঁত তুলিয়া ফেলা, ভাঙ্গা নখ কাটিয়া ফেলা, চুল বা পশম না ফেলিয়া শিঙ্গা লাগানো, সুগন্ধিহীন সুরমা লাগানো, খৎনা করানো, ভাঙ্গা অঙ্গ ব্যাণ্ডেজ করা ইত্যাদি জায়েয।

মাসআলা ঃ কলেরার ইনজেক্শন ও বসন্তের টিকা লওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ লুঙ্গির মধ্যে টাকা-পয়সা অথবা ঘড়ির জন্য পকেট লাগানো জায়েয।

মাসআলা ঃ মাথা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সারা দেহ আবৃত করা, কান, কাঁধ বা পা ইত্যাদি চাদর অথবা রুমাল ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যে দাড়ি থুতনীর নীচে থাকে, উহা আবৃত করা জায়েয।

মাসআলা ঃ হাঁড়ি, ডেকচী, রেকাবী, চারপাই, সবজি ইত্যাদি মাথায় বহন করা জায়েয।

মাসআলা ঃ এমন স্থলজ শিকারের মাংস মুহ্রিমের জন্য খাওয়া জায়েয, যাহা কোন গায়র মুহ্রিম ব্যক্তি 'হিল্ল' এলাকা হইতে শিকার করিয়া থাকেন এবং তিনি নিজেই তাহা যবেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ব্যাপারে মুহ্রিম ব্যক্তির কোন ভূমিকা না থাকে। উট, গরু, বকরী, মুরগী, গৃহপালিত হাঁস যবেহ করা এবং উহার গোশত খাওয়াও জায়েয তবে বন্য হাঁস যবেহ করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা জায়েয। যেমন ঃ সাপ, বিচ্ছু, গিরগিট, চিল, ছারপোকা, মশা-মাছি, মুর্দাখেকো প্রাণী, কাক ইত্যাদি।

মাসআলা ঃ লং, এলাচী এবং সুগন্ধিযুক্ত জর্দা ছাড়া পান খাওয়া জায়েয। লং, এলাচী এবং সুগন্ধিযুক্ত জর্দা দিয়া পান খাওয়া মাক্রূহ।

টীকা

১. আস্তিনে হাত লাগাইলে দম বা সদকা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ সুগন্ধিযুক্ত বস্তু ভক্ষণ করা মাক্রূহ। যদি কেহ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সুগন্ধি ঢালিয়া রান্না করেন এবং খাদ্যদ্রব্যে ইহার ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে মাক্রূহ নহে।

মাসআলা ঃ যে কবিতার মধ্যে পাপের কোন কথা নাই তাহা আবৃত্তি করা জায়েয। কিন্তু পাপের কোন কথা থাকিলে তাহা আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ শরীরে ঘৃত অথবা চর্বি মালিশ করা না জায়েয।

মাসআলা ঃ দাড়ি, মাথা এবং সমস্ত দেহ এমনভাবে চুলকানো জায়েয যাহাতে চুল না পড়ে। যদি জোরে জোরে চুলকাইলেও চুল পড়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে রক্ত বাহির হইয়া গেলেও তাহা জায়েয।

মাসআলা ঃ কাপড়ের গাঁট যদি খুব ভাল করিয়া বাঁধা থাকে, তবে তাহা উঠানো জায়েয। নতুবা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ ঘৃত, তৈল এবং চর্বি খাওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ যখম অথবা হাত-পায়ের ফাটা জায়গায় তেল লাগানো জায়েয। তবে শর্ত এই যে, তাহা যেন সুগন্ধিযুক্ত না হয়।

মাসআলা ঃ মাসআলা-মাসায়েল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কথা-বার্তা, তর্ক-বিতর্ক জায়েয।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা অথবা কাহাকেও বিবাহ দেওয়া জায়েয, কিন্তু সহবাস করা জায়েয নহে।

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের বিবরণ

মাসআলা ঃ যদি সহজ ও সম্ভব হয়, তাহা হইলে মক্কার কবরস্তান অর্থাৎ 'বাবুল মা'লা'র পথে প্রবেশ করা এবং 'বাবুস সুফ্‌লা'র পথে বাহির হওয়া মুস্তাহাব। আর যদি সহজ না হয়, তবে যেই দিক হইতে ইচ্ছা প্রবেশ করিবেন এবং যেই দিক দিয়া ইচ্ছা বাহির হইবেন।

মাসআলা ঃ মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করার সময় গোসল করা সুন্নত।

মাসআলা ঃ যখন মক্কা শরীফ দৃষ্টিগোচর হইবে তখন এই দো'আ পড়িবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا

মাসআলা ঃ অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করিতে করিতে পরিপূর্ণ আদব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবেন এবং প্রবেশ করিবার সময় এই দো'আ পড়িবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِاُؤَدِّيَ فَرْضَكَ وَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ اَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِاَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِي الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَ تَحْفَظَنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَ تَجَاوَزَ عَنِّيْ بِمَغْفِرَتِكَ وَ تُعِيْنَنِيْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِيْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

মাসআলা ঃ দিবাভাগে অথবা রাত্রি বেলা যখন ইচ্ছা মক্কা শরীফে প্রবেশ করা জায়েয। তবে দিনের বেলা প্রবেশ করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ 'মাদ্‌আ' হইতেছে মসজিদে হারাম এবং কবরস্তানের মধ্যবর্তী দো'আ চাহিবার একটি স্থান। পূর্বে এই স্থান হইতে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দেখা যাইত এবং যাহাতে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ আরো ভালভাবে দেখা যায়, সে জন্য হযরত ওমর (রাঃ) উহাকে খুব উঁচু করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে দালান-কোঠা নির্মিত হওয়ায় আর সেখান হইতে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দেখা যায় না। আজকাল সাধারণতঃ কেহ সেই পথ দিয়া প্রবেশও করে না। ট্যাক্সী চালকরা অন্য পথ দিয়াই[১] প্রবেশ করে। যদি কেহ ঐ পথে মক্কায় প্রবেশ করেন, তাহা হইলে এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِمَّا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ

মসজিদে হারামে প্রবেশ করার আদব

বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মসজিদের নাম মসজিদে হারাম। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ মসজিদে হারামের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

মাসআলা ঃ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মসজিদে হারামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। যদি সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, তবে মাল-সামান গোছাইয়া সর্বাগ্রে মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত।

মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে 'বাবুস্‌সালাম' নামক দরজা দিয়া প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত আল্লাহ্‌ তা'আলার পাক দরবারের গৌরব ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মসজিদে হারামে প্রবেশ করিবেন এবং প্রথমে ডান পা ভিতরে রাখিয়া এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

টীকা

১. ট্যাক্সীওয়ালাদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তায় প্রবেশ করিতে হয়, এই জন্য তাহারা নিরুপায়।

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে প্রবেশ করার পর যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে চোখ পড়িবে, তখন তিনবার اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ করিবেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাইয়া হাত উঠাইয়া[১] এই দো'আ পড়িবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَ كَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ بِرًّا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন এবং যে দো'আ ইচ্ছা চাহিবেন। এই সময়ের দো'আ কবূল হইয়া থাকে। সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ দো'আ হইল আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা এবং ঐ সময় এই দো'আটিও মুস্তাহাব ঃ

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

মাসআলা ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় দাঁড়াইয়া দো'আ করা মুস্তাহাব। [যে সকল দো'আ হুযূর (দঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, সেগুলি যদি মুখস্থ থাকে, তাহা হইলে তাই পড়া উত্তম। কিন্তু যদি মুখস্থ না থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা পড়িতে পারিবেন। কোন স্থানের জন্য কোন বিশেষ দো'আ এমনভাবে নির্দিষ্ট নাই যে, উহা সেখানে পড়িতেই হইবে। যে দো'আর মধ্যে বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়, উহাই পড়িবেন।]

মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়া 'তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ' পড়িতে নাই। এই মসজিদের তাহিয়্যাহ হইতেছে তাওয়াফ। সুতরাং দো'আর পরে পরেই তাওয়াফ সম্পন্ন করিবেন। অবশ্য যদি তাওয়াফের কারণে ফরয নামায ক্বাযা হওয়ার অথবা মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার কিংবা জামা'আত বাদ পড়ার আশঙ্কা হয়, তবে তাওয়াফের পরিবর্তে তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ পড়াই উচিত। তবে শর্ত এই যে, তাহা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্ত না হয়।

মাসআলা ঃ জানাযার নামায, সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও বিতরের নামায তাওয়াফে তাহিয়্যার পূর্বে আদায় করিবেন এবং ইশ্‌রাক, তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত প্রভৃতি নামায তাওয়াফের পূর্বে পড়িবেন না।

টিকা

১· এই দো'আর সময় হাত উঠানো সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু মুহাক্কেক ওলামাগণের প্রবল মত এই যে, উহা মুস্তাহাব এবং হুযূর (দঃ) হইতে প্রমাণিত। —গুনিয়াহ, ৫১ পৃষ্ঠা

মাসআলা ঃ যদি কোন কারণে তৎক্ষণাৎ তাওয়াফ সমাপন করার ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে 'তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদ' পড়া উচিত। তবে শর্ত এই যে, উহা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্ত না হয়।

মাসআলা ঃ মসজিদে হারাম বরং প্রত্যেক মসজিদেই প্রবেশ করার সময় নফল ই'তিকাফের নিয়ত করা মুস্তাহাব এবং নফল ই'তিকাফ অল্প সময়ের জন্যও জায়েয।

মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে নামাযীদের সম্মুখ দিয়া তাওয়াফকারীদের অতিক্রম করা জায়েয। এমন কি তাওয়াফ সমাপন করিতেছে না—এই রকম লোকের জন্যও নামাযীদের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করা জায়েয। তবে শর্ত এই যে, কেহ সজ্‌দার জায়গা দিয়া যেন অতিক্রম না করেন।

মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াবের বর্ণনা

মাসআলা ঃ মসজিদে হারাম পৃথিবীর সকল মসজিদ অপেক্ষা উত্তম। উহাতে নামায পড়ার সওয়াব অত্যন্ত বেশী। এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু সওয়াবের এই আধিক্য শুধু ফরয নামাযের সহিত নির্দিষ্ট। নফলের সওয়াব এত নহে। নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। এমনিভাবে এই সওয়াব শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নহে। মহিলাদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায পড়াই উত্তম।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের বাহিরে যেমন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হয়, তেমনিভাবে কা'বা শরীফের অভ্যন্তরেও নামায পড়া জায়েয। কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নামায পড়ার অবস্থায় চারিদিকেই কিবলা বিদ্যমান থাকে। তাই যেই দিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া নামায পড়া যায়।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের ছাদের উপরেও নামায পড়া জায়েয। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে উপরে আরোহণ করা এবং নামায পড়া মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে একাকী অথবা জামা'আতে নামায পড়া জায়েয। সেখানে ইহাও কোন শর্ত নহে যে, ইমাম ও মুক্তাদীর মুখ একই দিকে হইতে হইবে। কেননা, সেখানকার সব দিকেই কেবলা। অবশ্য ইহা শর্ত যে, মুক্তাদী যেন ইমামের আগে না হন। যদি কোন মুক্তাদী ইমামের মুখের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়েন, তবে নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু এইভাবে নামায পড়া মাক্‌রূহ। তবে এই অবস্থায়ও মুক্তাদীকে ইমামের আগে বলা যাইবে না। মুক্তাদীকে শুধু তখনই ইমামের আগে বলা যাইবে, যখন ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের মুখই একদিকে থাকিবে এবং মুক্তাদী ইমাম হইতে আগে বাড়িয়া যাইবেন। এই অবস্থায় মুক্তাদীর নামায শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ মসজিদে হারামে কা'বা শরীফের চারদিকেই নামায পড়া জায়েয। কিন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফ সামনে থাকা জরুরী। যদি বায়তুল্লাহ্ সামনে না থাকে তাহা হইলে

নামায শুদ্ধ হইবে না। বায়তুল্লাহ্ হইতে দূরে হইলে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করাই কেবলা হিসাবে যথেষ্ট হইবে, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ নিকটে থাকার অবস্থায় স্বয়ং কা'বা ঘরই কেবলা হইবে। তাই সামান্য হেরফেরের জন্যও কোন কোন সময় কেবলা ঠিক থাকে না। কা'বা শরীফের নিকটে দাঁড়াইয়া নামায পড়ার অবস্থায় স্বয়ং কা'বা ঘরের দিকে মুখ না হইলে নামায শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে শুধু হাতীমের দিকে মুখ থাকিলে কেবলা শুদ্ধ হইবে না। বরং কা'বা শরীফের দিকে মুখ থাকা জরুরী। এমতাবস্থায় যদি হাতীম ও মাঝখানে আসিয়া যায় তাহা হইলে উত্তম।

মাসআলা ঃ যখন ইমাম সাহেব বায়তুল্লাহ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন, তখন মুক্তাদীদের জন্য তাহার চারিদিকে বৃত্ত তৈরী করিয়া নামায পড়া জায়েয। কিন্তু শর্ত এই যে, ইমাম সাহেব যেই দিকে দাঁড়ানো থাকিবেন সেই দিকে কোন লোক যেন ইমামের আগে না যান। অর্থাৎ, ইমাম এবং কা'বা শরীফের মাঝখানে যতটুকু দূরত্ব, মুক্তাদী এবং কা'বা শরীফের মাঝখানেও যেন উহা হইতে কম দূরত্ব না থাকে। নতুবা যে ব্যক্তি ইমামের তুলনায় কা'বা শরীফের অধিকতর নিকটবর্তী হইবেন তাহাকে ইমামের আগে রহিয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে এবং তাহার নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য অন্য কোন দিক হইতে কোন মুক্তাদী যদি কা'বা শরীফের অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া যান, তাহা হইলে কোন অসুবিধা নাই।

মাসআলা ঃ মসদিজে হারামে নামায পড়ার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। যেন যত্রতত্র ঘোরাফেরা করিতে গিয়া এই মসজিদের নামায বাদ পড়িয়া না যায়। মসজিদে হারামে জামা'আতের সহিত আদায়কৃত মাত্র এক দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের যদি সওয়াব হিসাব করা হয়, তাহা হইলে উহা এক কোটি ৩৫ লক্ষ[১] নামাযের সমান হয়। বৎসর ৩৬৫ দিন হইলে সারা বৎসরে এক হাজার ৮ শত এবং ১ শত বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার আর এক হাজার বৎসরে ১৮ লক্ষ নামায হয়। এই হিসাবে যদি কেহ হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়স পান তাহা হইলেও মসজিদে হারামে জামা'আতের সহিত আদায় করা এক দিনের নামায তাহার সারা জীবনের নামাযের চাইতেও উত্তম হইবে। মসজিদে হারামের সে সকল বিশেষ স্থানেও নামায পড়ার চেষ্টা করিবেন যেখানে হুযূর (দঃ) নামায আদায় করিয়াছেন।

টীকা

১. এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু প্রত্যেক মসজিদেই জামা'আতের সহিত নামায পড়িলে সাতাশ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এইভাবে জামা'আতের সহিত আদায়কৃত এক দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সওয়াব ১ কোটি ৩৫ লক্ষ হয়।

মসজিদে হারামের সে সকল বিশেষ স্থান যেখানে নবী করীম (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন

নবী করীম (দঃ) মসজিদে হারামের যে সকল স্থানে নামায পড়িয়াছিলেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল। যথা ঃ

(১) কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে।

(২) মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।

(৩) হাজারে আস্ওয়াদের সম্মুখস্থ মাতাফ বা তাওয়াফ করিবার স্থানে।

(৪) রুক্নে ইরাকীর নিকটে—যাহা হাতীম এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যখানে অবস্থিত।

(৫) কা'বা শরীফের দরজার সন্নিকটে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে যে গর্তটি রহিয়াছে—যাহাকে মাকামে জিব্রাইলও বলা হয়।

(৬) বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার নিকটে।

(৭) হাতীম—বিশেষ করিয়া মীযাবে রহমতের নীচে।

(৮) রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আস্ওয়াদের মধ্যখানে।

(৯) রুকনে গারবীর নিকটে—এমনভাবে যে, বাবুল উমরা ইহার পিছনে থাকে।

(১০) রুকনে ইয়ামানীর দিকে মুসাল্লায়ে আদম (আঃ)-এর উপরে।

মাসআলা ঃ আজকাল মহিলারা জামা'আতের নামাযে পুরুষদের সমান কাতারে অথবা সামনে-পিছনে পুরুষদের ঠিক বরাবরে দাঁড়াইয়া যান। ইহাতে নামায ফাসেদ হইয়া যায়। সুতরাং মহিলাদের বরাবরে দাঁড়াইবেন না।

মাসআলা ঃ যদি মহিলাদের কাতার সম্মুখে আর পুরুষদের কাতার পিছনে হয়, তবে পুরুষদের নামায শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ বরাবর হওয়ার অবস্থায় নামায ফাসেদ হওয়ার কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে।

(১) মহিলা সহবাসের উপযুক্ত হওয়া, চাই প্রাপ্তবয়স্কা হউক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা।

(২) উভয়ের একই নামাযে অংশগ্রহণকারী হওয়া।

(৩) উভয়ের মাঝখানে কোন পর্দা বা একজন লোক পরিমিত জায়গা খালি না থাকা।

(৪) মহিলার মধ্যে নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পাওয়া যাওয়া অর্থাৎ, বিকৃত মস্তিষ্ক এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় না হওয়া।

(৫) কমপক্ষে এক রুকন আদায় পরিমাণ সময় বরাবর দাঁড়াইয়া নামাযে শরীক থাকা।

(৬) উভয়ের তাহ্রীমা এক হওয়া অর্থাৎ, উভয়েই তৃতীয় কোন ব্যক্তির মুক্তাদী হওয়া অথবা ঐ মহিলা পুরুষ ব্যক্তিটির মুক্তাদী হওয়া।

(৭) নামায শুরু করার সময় ইমাম কর্তৃক সেই মহিলার ইমামতির নিয়ত করা। যদি ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত না করিয়া থাকেন তাহা হইলে মহিলার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। পুরুষদের নামায নষ্ট হইবে না।

তাওয়াফের বর্ণনা

তাওয়াফের সংজ্ঞা ঃ

তাওয়াফের শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা। হজ্জের অধ্যায়ে তাওয়াফ অর্থ কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। অর্থাৎ, হাজারে আসওয়াদ হইতে ডান দিকে প্রদক্ষিণ শুরু করিয়া হাতীমসহ কা'বা ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছিলে তাওয়াফের এক চক্কর বা একবার প্রদক্ষিণ করা হয়। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলে এক তাওয়াফ সম্পূর্ণ হয়। তাই, এক তাওয়াফের জন্য সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

তাওয়াফের ফযীলত ঃ

তাওয়াফের বহুবিধ ফযীলত রহিয়াছে এবং হাদীস শরীফে উহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রত্যহ একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। তন্মধ্যে ষাটটি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের দর্শনার্থীদের জন্য।

অন্য আরেক বর্ণনায় রহিয়াছে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেন, তাহার এক কদম উঠাইয়া আরেক কদম রাখার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা একটি পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং একটি নেকী লিখিয়া দেন; আর একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন।

মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকালে যত বেশী সম্ভব তাওয়াফ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা, এই নিয়ামত সর্বদা নসীব হইবে না। অধিকাংশ সময় হরম শরীফেই অতিবাহিত করিবেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফকে দেখাও এবাদত।

তাওয়াফ সম্পন্ন করার পদ্ধতি ঃ

তাওয়াফ সমাপনকারী ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে যেই দিকে হাজারে আস্ওয়াদ রহিয়াছে সেই দিকে মুখ করিয়া এমনভাবে দণ্ডায়মান হইবে যেন ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের পশ্চিম প্রান্তের সামনে থাকে এবং সম্পূর্ণ হাজারে আস্ওয়াদ ডানদিকে থাকে। ইহার পর তাওয়াফের নিয়ত করিয়া ডান দিকে এই পরিমাণ অগ্রসর হইবেন যেন হাজারে আসওয়াদ একেবারে সম্মুখে থাকে এবং হাজারে আস্ওয়াদের দিকে মুখ করিয়া ইহার নিকটবর্তী হইয়া সামনে গিয়া দাঁড়াইবেন এবং নামাযের তাকবীরে তাহ্রীমার ন্যায় দুই হাত উঠাইয়া এই দো'আ পড়িবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ
اِيْمَانًا ۢ بِكَ وَ تَصْدِيْقًا ۢ بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً ۢ بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

অতঃপর হাত ছাড়িয়া দিয়া হাজারে আসওয়াদের নিকটে আসিবেন এবং উভয় হাত ইহার উপর স্থাপন করিয়া দুই হাতের মধ্যখানে মুখ রাখিয়া উহা চুম্বন করিবেন। কিন্তু আস্তে চুমা দিবেন যেন চুম্বনের কোন শব্দ না হয়। কাহারও কাহারও মতে ইহাও মুস্তা-হাব যে, চুমা দেওয়ার পর হাজারে আসওয়াদের উপরে মাথা রাখিবেন এবং ইহার পর দ্বিতীয় চুম্বন প্রদান করিবেন, তারপর মাথা রাখিবেন ও তৃতীয়বার চুমা দিবেন এবং মাথা রাখিবেন। তারপর নিজের ডান দিক অর্থাৎ, কা'বা ঘরের দরজা হইতে তাওয়াফ শুরু করিবেন। তাওয়াফকারী হাজারে আস্ওয়াদকে সামনে করিলে কা'বা ঘরের দরজা তাহার ডান দিকে হইবে। অতএব, হাজারে আস্ওয়াদ হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া ডান দিকে গেলে কা'বা ঘরের দরজা তাহার নিকট হইবে। (আর এই অংশটাই মুল্তাযাম—অর্থাৎ, হাজারে আস্ওয়াদ হইতে কা'বা ঘরের দরজা পর্যন্ত। ইহাকে মুল্তাযাম এই জন্য বলা হয় যে, ইহা আগমনকারীদের জন্য আবশ্যকীয় স্থান। কেননা, তাওয়াফ শেষে এখানে আসিয়া কান্নাকাটি করিয়া দো'আ করা মুস্তাহাব। দো'আ কবূল হওয়ার স্থানসমূহের মধ্যে এই মুল্তাযাম অন্যতম স্থান।) হাতীম বায়তুল্লাহ্রই অংশ। সুতরাং তাওয়াফকালে হাতীমকেও কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। কেহ হাতীম এবং বায়তুল্লাহ্র মধ্যবর্তী ফাঁকা পথ দিয়া তাওয়াফ করিলে তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে না। (হাতীম শব্দটি হাতামুন্ শব্দ হইতে নির্গত। উহার অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, ভাঙ্গা। উহা এমন একটি স্থান যেখানে মিযাব রহিয়াছে। ইহাকে হাতীম বলার কারণ হইল—উহাকে বায়তুল্লাহ্ হইতে ভাঙ্গা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র ঘরের মূল কিছু স্থান বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট স্থানে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাদ রাখা স্থানকে হাতীম বলা হয়।) যখন তাওয়াফ করিতে করিতে রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ, কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবেন, উহার ইস্তিলাম করিবেন অর্থাৎ উভয় হাত অথবা শুধু ডান হাত উহাতে লাগাইবেন, চুম্বন করিবেন না এবং ইহার উপর কপাল ইত্যাদিও রাখিবেন না। অতঃপর যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আসিবেন, উহা চুম্বন করিবেন, যেমন প্রথমবার করিয়াছিলেন। কিন্তু হাত উঠাইবেন না। হাত শুধু প্রথম বারেই উঠাইতে হয়। হাজারে আসওয়াদ হইতে তাওয়াফ শুরু করিয়া পুনরায় হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত আগমন করাকে শাওত বা এক চক্কর বলা হয়। এইভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করিবেন এবং সপ্তম চক্করের পর অষ্টমবার পুনরায় হাজারে আস্ওয়াদকে চুম্বন প্রদানের সহিত তাওয়াফ শেষ করিবেন। এইবার এক তাওয়াফ পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাআত নামায

পড়িবেন—ইহা প্রতি সাত চক্কর তাওয়াফের পর ওয়াজিব। (মাকামে ইবরাহীম অথবা মসজিদে হারামের যে কোন অংশে এই নামায পড়িতে পারিবেন)। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখ্লাস পাঠ করিবেন। ইহার পর যে দো'আ ইচ্ছা করিতে পারিবেন। কিন্তু এই জায়গায় দো'আ-ই-আদম (আঃ)-ই দো'আয়ে মাসুরা হিসাবে প্রচলিত। তাহা এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاَعْطِنِيْ سُؤْلِيْ وَ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَايُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অতঃপর দুই রাকাআত তাওয়াফের নফল আদায় করিয়া যমযম কূপ হইতে পানি পান করিবেন। ইহা মুস্তাহাব। অতঃপর দো'আ করিবেন। এই সময় দো'আ কবূল হইয়া থাকে। তারপর সেখান হইতে আসিয়া মুল্তাযামকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দো'আ করিবেন। ইহাও দো'আ কবূল হইবার স্থান। কেহ কেহ বলেন, তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া প্রথমে মুল্তাযামে আগমন করিতে হইবে এবং তারপর দুই রাকাআত নামায আদায় করিয়া যমযম কূপের নিকট গমন করিতে হইবে।

হুঁশিয়ারিঃ

(১) তাওয়াফের পরে যদি সাঈও করিতে হয়, তাহা হইলে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে ইযতেবা করিতে হইবে অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নীচের দিক হইতে পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর এক মাথা ঝুলাইয়া রাখিবেন এবং সকল তাওয়াফের মধ্যেই ইযতেবা বজায় রাখিতে হইবে। প্রথম তিন তাওয়াফের মধ্যে রমল অর্থাৎ, বুক ফুলাইয়া, কাঁধ হেলাইয়া, বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক দ্রুত অথচ তেজদৃপ্ত পায়ে তাওয়াফ সমাপন করিবেন।

(২) তাওয়াফের শুরুতে তাকবীর এবং হাজারে আসওয়াদের ইস্তিকবালের পূর্বে হাত উঠানো বেদ্আত। এই জন্য হাজারে আসওয়াদকে সম্মুখে করার পরে তাকবীরের সাথে সাথে হাত উঠাইবেন।

(৩) যখন দুই রাকাআত নফল নামায পড়িবেন তখন কাঁধ আবৃত করিয়া পড়িবেন। ইযতেবার সহিত পড়া মাক্রূহ। শুধু তাওয়াফের মধ্যেই ইযতেবা করিতে হয়।

(৪) যাহারা তাওয়াফ করান তাহাদের অধিকাংশই হাজীগণকে হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মধ্যখানে দাঁড় করাইয়া নিয়ত পড়াইয়া থাকে—ইহা মাক্রূহ। বরং তাওয়াফের নিয়ত এইভাবে দাঁড়াইয়া করা উচিত যে, ডান কাঁধ হাজারে আসওয়াদের পশ্চিম প্রান্তের সামনে হইবে।

তাওয়াফের আরকানঃ

তাওয়াফের রুকন ৩টি। যথাঃ

(১) তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করা।

(২) তাওয়াফ বায়তুল্লাহ্র বাহিরে, মসজিদে হারামের ভিতরে করা।

(৩) নিজে তাওয়াফ করা। কোন কিছুর উপরে আরোহণ করিয়া হইলেও। কিন্তু বে-হুঁশ ব্যক্তি এই নিয়মের বাহিরে। তাহার পক্ষ হইতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিও তাওয়াফ করিতে পারেন।

তাওয়াফের শর্তসমূহঃ

তাওয়াফের শর্ত ৬টি। তন্মধ্যে ৩টি শুধু হজ্জের তাওয়াফের জন্য এবং ৩টি সকল তাওয়াফের জন্য।

হজ্জের তাওয়াফের শর্তঃ

(১) বিশেষ সময় হওয়া।

(২) তাওয়াফের পূর্বে ইহ্রাম বাঁধা।

(৩) অকুফে আরাফা পাওয়া যাওয়া।

সকল তাওয়াফের শর্তঃ

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) নিয়ত করা।

(৩) মসজিদে হারামের ভিতরে তাওয়াফ হওয়া।

মাসআলাঃ তাওয়াফের জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া যদি কেহ বায়তুল্লাহ্ শরীফের চারিদিকে সাতবারও প্রদক্ষিণ করেন, তাহা হইলে তাওয়াফ আদায় হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তির বায়তুল্লাহ শরীফের খবর না থাকে এবং সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে এই তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলাঃ শুধু তাওয়াফের নিয়তই তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোন্ ধরনের তাওয়াফ সমাপন করিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা শর্ত নহে। ইহা শুধু মুস্তাহাব অথবা সুন্নত। সুতরাং যদি কাহারও উপরে কোন বিশেষ সময়ে কোন তাওয়াফ ওয়াজিব হইয়া থাকে এবং তিনি উহা নির্দিষ্ট করিয়া অথবা নির্দিষ্ট না করিয়াই ঐ সময়ে আদায় করিয়া লন, তাহা হইলেও যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহঃ

তাওয়াফের ওয়াজিব ৮টি। যথাঃ

(১) পবিত্রতা অর্থাৎ, হাদাসে আস্গর ও হাদাসে আকবর[১] হইতে পাক হওয়া।

(২) সত্রে আওরাত করা—নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ আবৃত করা।

টীকা

১. অর্থাৎ, বে-ওযূ না থাকা এবং হায়েয, নেফাস ও জানাবত হইতে পাক থাকা।

(৩) যাহারা পায়ে হাঁটিয়া চলাফেরা করিতে পারে তাহাদের জন্য পদব্রজে তাওয়াফ করা।

(৪) নিজের ডান দিক[১] হইতে তাওয়াফ শুরু করা।

(৫) হাতীমকে কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাওয়াফ করা।

(৬) হাজারে আসওয়াদ হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করা। তবে এই ব্যাপারে মত- ভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ আলেমের মতে উহা সুন্নত। যাহেরী রেওয়ায়তও তাই।

(৭) পূর্ণ তাওয়াফ সমাপন করা। অর্থাৎ, অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করা তো রুকনই বটে, অধিকাংশ হইতে বেশী সম্পন্ন করা ওয়াজিব।

(৮) তাওয়াফের পরে দুই রাকাআত নামায আদায় করা। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক ওয়াজিব গণ্য করিয়াছেন।

ওয়াজিবের হুকুম ঃ

তাওয়াফের ওয়াজিবের হুকুম এই যে, যদি কেহ কোন ওয়াজিব ছাড়িয়া দেন, তবে তাহাকে পুনরায় তাওয়াফ করিতে হইবে। যদি তাহা না করেন, তবে দম বা কোরবানী ওয়াজিব হইবে। যাহার বিস্তারিত বর্ণনা 'অপরাধ' অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তাওয়াফের সুন্নতসমূহ ঃ

তাওয়াফের সুন্নত ১০টি।

(১) হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা।

(২) ইযতেবা করা।

(৩) প্রথম তিন চক্করে রমল করা।

(৪) অবশিষ্ট চক্করগুলিতে রমল না করা বরং ধীরে-সুস্থে তাওয়াফ করা।

(৫) সাঈ এবং তাওয়াফের মাঝে ইস্তিলাম করা। (ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যিনি তাওয়াফের পরে সাঈ করেন।)

(৬) হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়াইয়া তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাকবীরে তাহ্রীমার ন্যায় উপরে ওঠানো।

(৭) হাজারে আসওয়াদ হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করা। (ইহা অধিকাংশের মতে সুন্নত এবং কেহ কেহ ইহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন)।

(৮) তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

(৯) সকল চক্কর ক্রমাগত বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

(১০) শরীর এবং কাপড়-চোপড় নাজাসাতে হাকীকী হইতে পাক হওয়া।

টীকা

১· নিজের ডান দিক হইতে অর্থাৎ, হাজারে আস্ওয়াদ হইতে বায়তুল্লাহ্র দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া।

তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ ঃ

তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২টি।

(১) তাওয়াফ হাজারে আসওয়াদের ডান দিক[১] হইতে এমনভাবে শুরু করিতে হইবে যেন তাওয়াফকারীর সম্পূর্ণ দেহ হাজারে আসওয়াদের সামনে দিয়া অতিক্রম করার সময় উহার বরাবর হইয়া যায়।

(২) হাজারে আসওয়াদকে তিনবার চুম্বন করা এবং ইহার উপর তিনবার সজ্দা করা।

(৩) তাওয়াফ করার সময় দো'আ মাসুরাসমূহ পাঠ করা।

(৪) ভীড় না থাকিলে এবং কাহারও কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে পুরুষের জন্য বায়তুল্লাহ্র যথাসম্ভব নিকটবর্তী হইয়া তাওয়াফ করা।

(৫) মহিলাদের জন্য রাত্রে তাওয়াফ করা।

(৬) তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহ্র দেওয়ালের নিম্নভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া।

(৭) যদি কেহ মাঝপথে তাওয়াফ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অথবা মাকরূহ পন্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পুনরায় প্রথম হইতে সম্পন্ন করা।

(৮) মুবাহ কথা-বার্তাও বর্জন করা।

(৯) যে কাজ একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটায় তাহা না করা।

(১০) দো'আ এবং যিক্র-আযকার আস্তে আস্তে পাঠ করা।

(১১) রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা।

(১২) আকর্ষণীয় বস্তু-সামগ্রী দর্শন করা হইতে চক্ষুকে সংযত রাখা।

তাওয়াফের মুবাহ কাজসমূহ ঃ

তাওয়াফের মধ্যে যে সকল কাজ মুবাহ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) সালাম করা।

(২) হাঁচি দেওয়ার পর আল্হামদুলিল্লাহ্ বলা।

(৩) শরীঅত-সম্পর্কিত মাসআলা বলিয়া দেওয়া এবং জানিতে চাওয়া।

(৪) প্রয়োজনবশতঃ কথা বলা।

(৫) কোন কিছু পান করা।

(৬) দো'আ তরক করা।

টীকা

১· হাজারে আস্ওয়াদের ডান দিক দ্বারা উহার পূর্ব দিক; যাহা বায়তুল্লাহ্র দরজার দিকে রহিয়াছে, তাহা বুঝানো হইয়াছে। উহার পশ্চিম দিক নহে।

(৭) ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তি করা।

(৮) পাক-পবিত্র জুতা পরিধান করিয়া তাওয়াফ করা।

(৯) ওযরবশতঃ সওয়ার হইয়া তাওয়াফ করা।

(১০) মনে মনে কোরআন তেলাওয়াত করা।

তাওয়াফের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহঃ

তাওয়াফের মধ্যে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ সেই বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ

(১) জানাবত অথবা হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় তাওয়াফ করা।

(২) বিনা-ওযরে কাহারও কাঁধে চড়িয়া এবং সওয়ার হইয়া তাওয়াফ করা।

(৩) বিনা ওযূতে তাওয়াফ করা।

(৪) বিনা ওযরে হাঁটুর উপর ভর দিয়া অথবা উল্টা হইয়া তাওয়াফ করা।

(৫) তাওয়াফ করার সময় হাতীম এবং বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া অর্থাৎ, হাতীমকে বাদ দিয়া তাওয়াফ করা।

(৬) তাওয়াফের কোন প্রদক্ষিণ অথবা উহা হইতে কম ছাড়িয়া দেওয়া।

(৭) হাজারে আস্‌ওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে তাওয়াফ শুরু করা।

(৮) তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা। অবশ্য তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আস্‌ওয়াদকে সামনে করার সময় ইহা জায়েয আছে।

(৯) তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ হইতে কোন একটিকে তরক করা।

তাওয়াফের মাক্‌রূহ বিষয়সমূহঃ

তাওয়াফে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মাক্‌রূহঃ

(১) বেকার ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।

(২) ক্রয়-বিক্রয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা।

(৩) হাম্‌দ ও না'তবিহীন কবিতা আবৃত্তি করা। কেহ কেহ সাধারণভাবে কবিতা আবৃত্তিকে মাক্‌রূহ বলিয়াছেন।

(৪) দো'আ অথবা কোরআন শরীফ এত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাহাতে অন্যান্য তাওয়াফকারী ও নামাযীদের অসুবিধা হইতে পারে।

(৫) অপবিত্র কাপড়ে তাওয়াফ করা।

(৬) বিনা ওযরে রমল অথবা ইযতেবা ছাড়িয়া দেওয়া।

(৭) হাজারে আসওয়াদের চুম্বন ছাড়িয়া দেওয়া।

(৮) তাওয়াফের চক্করসমূহের মধ্যে অধিক বিরতি দেওয়া।

(৯) তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় না করিয়া দুই তাওয়াফকে মিলাইয়া ফেলা। তবে যদি সে সময় নামায পড়া মাক্‌রূহ হয়, তবে এক তাওয়াফের পরে কোন বিরতি না দিয়া আরেক তাওয়াফ সম্পন্ন করা জায়েয।

(১০) তাওয়াফের নিয়ত করিবার সময় তাকবীর না বলিয়াই উভয় হাত উপরে উঠানো।

(১১) খুৎবা অথবা ফরয নামাযের জমাআত শুরু হওয়ার সময় তাওয়াফ করা।

(১২) তাওয়াফের মাঝে কোন কিছু খাওয়া। কেহ কেহ পান করাকেও মাক্‌রূহ বলিয়াছেন।

(১৩) পেশাব-পায়খানার বেগ হওয়ার পরও তাওয়াফ করিতে থাকা।

(১৪) ক্ষুধা এবং রাগের অবস্থায় তাওয়াফ করা।

(১৫) তাওয়াফ করার সময় নামাযের মত হাত বাঁধা অথবা কাঁধের উপর হাত তুলিয়া রাখা।

তাওয়াফের প্রকারভেদ

তাওয়াফ সাত প্রকারঃ

(১) তাওয়াফে কুদুমঃ অর্থাৎ পবিত্র মক্কায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তাওয়াফ। ইহাকে তাওয়াফে তাহিয়্যাহ, তাওয়াফুল-লিক্বা এবং তাওয়াফুল-ওয়ারূদও বলা হয়। ইহা মক্কার বাহিরের সেইসব লোকের জন্য সুন্নত যাহারা শুধু হজ্জ অথবা ক্বেরান আদায় করিবেন। তামাত্তো' ও উমরা পালনকারীদের জন্য সুন্নত নহে। এমনিভাবে ইহা মক্কার অধিবাসীদের জন্যও সুন্নত নহে। তবে যদি কোন মক্কাবাসী মক্কার বাহিরে গমন করিয়া হজ্জে এফ্‌রাদ অথবা ক্বেরানের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ করেন, তবে তাহার জন্যও এই তাওয়াফ সুন্নত! মক্কায় প্রবেশের সময়টিই হইতেছে ইহার আউয়াল ওয়াক্ত।

(২) তাওয়াফে যিয়ারতঃ ইহাকে তাওয়াফে রুকন, তাওয়াফে হজ্জ এবং তাওয়াফে ফরযও বলা হয়। ইহা হজ্জের অন্যতম রুকন। ইহা বাদ পড়িলে হজ্জ পূর্ণ হয় না। ইহার সময় ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হইতে আরম্ভ হয় এবং কোরবানীর দিবসসমূহ অর্থাৎ, ১০ হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত সম্পন্ন করা ওয়াজিব। ইহাতে রমল করিতে হয়। তবে ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলার পর যদি কেহ সেলাই করা কাপড় পরিধান করিয়া ফেলেন, তবে ইযতেবা করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ইহ্‌রাম না খোলেন তাহা হইলে ইযতেবা করা উচিত। ইহার পর সাঈও করিতে হয়। কিন্তু যদি কেহ তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ করিয়া থাকেন, তবে আর রমল ও সাঈ করিবেন না।

(৩) তাওয়াফে সদরঃ অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ শরীফ হইতে প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ। ইহাকে তাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফও বলা হয়। ইহা বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব। মক্কার অধিবাসী এবং বহিরাগত যেসব লোক স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করেন তাহাদের উপর ওয়াজিব নহে। এই তাওয়াফে রমল অথবা ইযতেবা করিতে হয় না এবং ইহার পরে সাঈও নাই। উপরোল্লিখিত তাওয়াফ তিন প্রকার হজ্জের সহিতই সম্পর্কযুক্ত।

(৪) **তাওয়াফে উমরা ঃ** ইহা উমরার ক্ষেত্রে রুকন ও ফরয। ইহাতে ইযতেবা এবং রমল করিতে হয়; আর পরে সাঈও করিতে হয়।

(৫) **তাওয়াফে নযর ঃ** ইহা মান্নত হজ্জকারীদের উপর ওয়াজিব।

(৬) **তাওয়াফে তাহিয়্যাহ ঃ** ইহা মসজিদে হারামে প্রবেশকারীদের জন্য মুস্তাহাব। তবে যদি কেহ অপর কোন প্রকার তাওয়াফ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটিই ইহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাইবে।

(৭) **তাওয়াফে নফল ঃ** ইহা যখন ইচ্ছা সম্পন্ন করা যায়।

তাওয়াফের মাসআলাসমূহ

[ইস্তিলামের মাসআলা]

মাসআলা ঃ ইস্তিলাম অর্থাৎ, হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা। ইহা যদি ভিড়ের কারণে সম্ভব না হয়, তবে তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং হাত অথবা লাঠি দ্বারা ইশারা করিলেই চুম্বন হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ হাজারে আসওয়াদকে ঐ সময় হাত দিয়া স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা সুন্নত যখন তাহাতে কাহারও কোন অসুবিধা না হয়। কোন মুসলমানকে সুন্নত পালনের জন্য কষ্ট দেওয়া হারাম। সুতরাং কাহাকেও ধাক্কা দিয়া ইস্তিলাম করিবেন না। বরং এমতাবস্থায় শুধু উভয় হাত দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করিয়া হাত চুম্বন করিবেন। যদি একটি হাতই লাগানো সম্ভব হয়, তবে ডান হাতই লাগানো উচিত। আর যদি হাত লাগানোও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোন লাঠি ইত্যাদি দ্বারা হাজারে আস্ওয়াদকে স্পর্শ করিয়া সেটি চুম্বন করিবেন। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের দিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করিবেন যেন হাতের পিঠ নিজের চেহারার দিকে থাকে এবং মনে মনে নিয়ত করিবেন যে, আপনি হাজারে আস্ওয়াদের উপর হাত রাখিয়াছেন এবং তাকবীর ও তাহ্লীল পাঠ করিবেন আর হাতের তালু চুম্বন করিবেন।

মাসআলা ঃ হাজারে আস্ওয়াদের উপরে যদি সুগন্ধি[১] লাগানো থাকে আর তাওয়াফকারী যদি মুহ্রিম হন, তবে ইহার ইস্তিলাম জায়েয নহে। বরং হাত দ্বারা ইশারা করিয়া তাহাই চুম্বন করিবেন।

মাসআলা ঃ হাজারে আস্ওয়াদের উপরে রূপার বেষ্টনী লাগানো রহিয়াছে। ইস্তিলামের সময় উহাতে হাত লাগানো জায়েয নহে। অনেক অজ্ঞ লোক ইস্তিলামের সময় উহাতে হাত লাগাইয়া থাকেন।

টীকা

১. হজ্জের যামানায় কোন কোন লোক ইহার উপরে সুগন্ধি লাগাইয়া দেয়।

মাসআলা ঃ হাজারে আস্ওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের চৌকাঠ ব্যতীত বায়তুল্লাহ শরীফের আর কোন প্রান্ত অথবা দেওয়ালে চুম্বন করা নিষিদ্ধ। শুধু রুকনে ইয়ামানীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করিবেন, কিন্তু চুম্বন করিবেন না। যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করিতে সক্ষম না হন, তবে উহার দিকে ইশারাও করিবেন না।

মাসআলা ঃ তাওয়াফ করিতে গিয়া ইস্তিলামের সময় ব্যতীত বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ। ইস্তিলামের সময়ও উভয় পা নিজ জায়গায় থাকা এবং ইস্তিলাম করার পর সোজাভাবে দাঁড়াইয়া তাওয়াফ করা উচিত। সাধারণভাবে লোক ইস্তিলাম করিয়া পিছনে সরিয়া যায়। ইহাতে অন্যান্য লোকদের ভীষণ কষ্ট হয়। পিছনে সরিবার কোন প্রয়োজন নাই। সেই জায়গাতেই সোজাভাবে দাঁড়ানোই যথেষ্ট।

নামায ও তাওয়াফের মাসআলাসমূহ

মাসআলা ঃ প্রত্যেক তাওয়াফের পরে দুই রাকাআত নামায পড়া ওয়াজিব এবং এই নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে আদায় করা মুস্তাহাব ও উত্তম। অতঃপর যথাক্রমে তদ্সংলগ্ন স্থানে, কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে, হাতীমের মধ্যে মীযাবে রহমতের নীচে হাতীমের মধ্যে, বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটবর্তী মাকামে জিব্রাইল, মুল্তাযাম প্রভৃতি স্থানে, মসজিদে হারামে এবং অতঃপর হরম শরীফের যে কোন স্থানে নামায পড়িবেন। উপ-রোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় নামায পড়া এবং বিলম্ব করা মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মক্কায় অবস্থানকালে এই নামায না পড়েন তবে উহা আদায় করা ওয়াজিব থাকিয়া যাইবে এবং আদায় না করা পর্যন্ত দায়মুক্ত হইবেন না। এমতা-বস্থায় জীবনের যেকোন সময়ে আদায় করিতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ এই নামায মাক্রূহ ওয়াক্তে আদায় করিবেন না। উদাহরণতঃ যদি আসরের পর তাওয়াফ করিয়া থাকেন তবে তাওয়াফের নামায মাগরেবের ফরযের পর পড়িতে হইবে। আর যদি অবকাশ থাকে, তবে মাগরিবের সুন্নত পড়িবার পূর্বেই তাওয়াফের নামায পড়িয়া লইবেন। নতুবা প্রথমে মাগরিবের সুন্নত পড়িবেন তারপর তাওয়াফের নামায আদায় করিবেন।

মাসআলা ঃ তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাযও মাক্রূহ সময়ে আদায় করা মাক্রূহ। সুতরাং এমন হইয়া গেলে তাহা পুনরায় পড়িয়া নেওয়া উত্তম।

মাসআলা ঃ ঠিক সূর্যোদয়ের সময়, দ্বিপ্রহরের সময়, সূর্যাস্তের সময় যদি কেহ তাওয়াফের নামায আরম্ভ করিয়া ফেলেন, তবে তাহা শুদ্ধ হইবে না; বরং পরে পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায পড়িতে ভুলিয়া যান এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে যদি এক চক্কর পূর্ণ হইবার আগেই

স্মরণ হইয়া যায়, তবে তাওয়াফ ছাড়িয়া নামায আদায় করিবেন। আর যদি এক চক্কর পূর্ণ করার পরে স্মরণ হয়, তাহা হইলে তাওয়াফ ছাড়িবেন না, তাওয়াফ সম্পূর্ণ করার পরে উভয় তাওয়াফের নামায পর পর পড়িয়া নিবেন।

মাসআলা ঃ তাওয়াফের নামায তাওয়াফ সমাপ্ত হওয়ার পরে পরেই পড়া সুন্নত; বিলম্ব করা মাক্‌রূহ। অবশ্য যদি মাক্‌রূহ সময় হয়, তবে তাহা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই পড়িবেন।

রমলের মাসআলাসমূহ

মাসআলা ঃ যে তাওয়াফের পর সাঈ করিতে হয়, উহার প্রথম তিন চক্করে রমলও করিতে হয়। আর যে তাওয়াফের পর সাঈ নাই উহাতে রমল করিতে হয় না। লাফ মারিয়া দ্রুত ও তেজদৃপ্ত পায়ে ছোট ছোট পা ফেলিয়া বীরবিক্রমে বুক ফুলাইয়া, কাঁধ হেলাইয়া, বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাওয়াফ করাকেই রমল সহকারে তাওয়াফ করা বলে।

মাসআলা ঃ যদি অত্যধিক ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হয়, তবে তাওয়াফ বিলম্বিত করিবেন এবং ভিড় কমিয়া যাওয়ার পর রমল সহকারে তাওয়াফ করিবেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ রমল সহকারে তাওয়াফ আরম্ভ করেন এবং এক বা দুই চক্কর সমাপ্ত করার পর অত্যধিক ভিড়ের দরুন আর রমল করা সম্ভব না হয়, তবে রমল ছাড়িয়া তাওয়াফ পূর্ণ করিবেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ রমল করিতে ভুলিয়া যান এবং প্রথম চক্করের পরে স্মরণ হয়, তাহা হইলে শুধু দুই চক্করে রমল করিলেই চলিবে। আর যদি তিন চক্কর শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয়, তাহা হইলে আর রমল করিবেন না। কেননা, প্রথম তিন চক্করে যেমন রমল করা সুন্নত, তেমনিভাবে পরবর্তী চার চক্করে রমল না করাও সুন্নত।

মাসআলা ঃ গোটা তাওয়াফে অর্থাৎ পুরাপুরি সাতটি চক্করেই রমল করা মাক্‌রূহ। কিন্তু এমন করিয়া ফেলিলে দম অথবা সদকা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ কোন অসুখ-বিসুখের কারণে অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে যদি কেহ রমল করিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন অসুবিধা হইবে না।

মাসআলা ঃ রমল করিতে করিতে বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটবর্তী হওয়া উত্তম। কিন্তু যদি নিকটবর্তী হইয়া রমল করিতে না পারেন, তাহা হইলে দূর হইতে রমল সহকারে তাওয়াফ করা উত্তম। শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত হাসিল করিবার জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া পাপ। এমনিভাবে রমল ছাড়াও পুরুষের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটবর্তী হইয়া তাওয়াফ করা উত্তম। কিন্তু যদি নিকটবর্তী হইলে অন্য লোকের কষ্ট হয়, তাহা হইলে উত্তম নহে।

তাওয়াফের প্রদক্ষিণে কম-বেশী করার মাসায়েল

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া সাত চক্করের পর অষ্টম চক্করও পূর্ণ করিয়া ফেলেন, তবে আরো ছয় চক্কর মিলাইয়া তাওয়াফ পূর্ণ করা ওয়াজিব। এভাবে দুই তাওয়াফ সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সপ্তম তাওয়াফের পরে ভুল অথবা সন্দেহবশতঃ ৮ম চক্কর সম্পন্ন করিয়া ফেলেন, তবুও দ্বিতীয় তাওয়াফ পূর্ণ করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ অষ্টম চক্কর পূর্ণ করেন এবং সন্দেহবশতঃ সেটিকে সপ্তম চক্কর বলিয়া মনে করেন, কিন্তু পরবর্তীতে উহাকে ৮ম চক্কর বলিয়া জানিতে পারেন, তবে দ্বিতীয় তাওয়াফ ওয়াজিব নহে।

মাসআলা ঃ যদি তাওয়াফে রুকনের ব্যাপারে সন্দেহ হইয়া যায়, তবে উহা পুনরায় সম্পন্ন করিবেন। আর যদি ফরয ও ওয়াজিব তাওয়াফের চক্করের সংখ্যার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে যে চক্করের ব্যাপারে সন্দেহ হইবে, উহাই পুনরায় করিয়া লইবেন।

মাসআলা ঃ যদি সুন্নত ও নফল তাওয়াফের বেলায় সন্দেহ হয়, তবে ধারণার প্রবলতা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কোন সৎ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাওয়াফকারীর সঙ্গে থাকেন এবং তিনি তাওয়াফের চক্করের সংখ্যা কম হইয়াছে বলিয়া জানান, তাহা হইলে সাবধানতার খাতিরে তাহার কথা অনুযায়ী আমল করা মুস্তাহাব। আর যদি দুইজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বাতলাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের কথার উপরে আমল করা ওয়াজিব।

যমযম কূপ হইতে
পানি পান করার পদ্ধতি ঃ

তাওয়াফ পরবর্তী নামায আদায় করার পর যমযম কূপে গমন করিবেন এবং যদি সহজ ও সম্ভব হয়, তবে নিজে পানি তুলিয়া কেবলামুখী দাঁড়াইয়া বা বসিয়া বিসমিল্লাহ্ সহ নিম্নোক্ত দো'আ করার পর তৃপ্তি সহকারে পান করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

যমযমের পানি পান করার সময় তিন ঢোকে পান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পাঠ করিবেন এবং মস্তক ও মুখমণ্ডল পানি দ্বারা ধৌত করিবেন, অবশিষ্ট দেহেও পানি ঢালিবেন। আর যেটুকু পানি বাঁচিয়া যাইবে; তাহা হয় কূপে ফেলিয়া দিবেন নতুবা শরীরে ঢালিয়া দিবেন।

বিবিধ মাসআলা

মাসআলাঃ অসুস্থ ও অপারগ ব্যক্তিকে তাওয়াফ করাইবার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বহন করা জায়েয।

মাসআলাঃ যদি বহনকারী ব্যক্তি তাওয়াফের নিয়ত না করে এবং অপারগ ব্যক্তি বেহুঁশ না থাকে আর তিনি নিজেই তাওয়াফের নিয়ত করেন, তবে তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি যদি বেহুঁশ থাকেন, তবে তাওয়াফ হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন মহিলা পুরুষের সহিত তাওয়াফে শামিল হইয়া যায়, তবে মহিলা অথবা পুরুষ কাহারও তাওয়াফ ফাসেদ হইবে না।

মাসআলাঃ যে অপারগ ব্যক্তির ওযূ ঠিক থাকে না অথবা কোন যখম হইতে রক্ত-ক্ষরণ হইতে থাকে, যেহেতু তাহার ওযূ শুধু নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্তই অটুট থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে পুনরায় নূতন করিয়া ওযূ করিতে হয়, এইজন্য যদি তাহার চার চক্করের পর ওয়াক্ত চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় ওযূ করিয়া অবশিষ্ট তাওয়াফ পূর্ণ করিতে হইবে। আর যদি চার চক্কর হইতে কম করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পুনরায় ওযূ করিয়া অবশিষ্ট তাওয়াফ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু চার চক্কর হইতে কমের ক্ষেত্রে নূতন করিয়া তাওয়াফ সম্পূর্ণ করাই উত্তম।

মাসআলাঃ তাওয়াফের নির্ধারিত জায়গা হইতেছে মসজিদে হারামের ভিতরে থাকিয়া বায়তুল্লাহ্‌র চারিদিকে তাওয়াফ করা, চাই বায়তুল্লাহ্‌র কাছ দিয়া তাওয়াফ করা হউক অথবা দূর দিয়া, চাই খুঁটি এবং যমযম ইত্যাদিকে মাঝে রাখিয়া তাওয়াফ করা হউক, তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে।

মাসআলাঃ যদি কেহ মসজিদে হারামের ছাদে আরোহণ করিয়া তাওয়াফ করেন, যদিও তাহা বায়তুল্লাহ হইতে উঁচুতে হয়, তবুও তাওয়াফ শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলাঃ যদি কেহ মসজিদে হারাম হইতে বাহির হইয়া তাওয়াফ করেন, তবে তাহা শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কেহ হাতীমের দেওয়ালে চড়িয়া তাওয়াফ করেন, তাহা হইলে তাওয়াফ হইয়া যাইবে। কিন্তু মাক্‌রূহ হইবে।

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় কোন কিছু না পড়িয়া সম্পূর্ণ নীরব থাকাও জায়েয।

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় দো'আ[১] পাঠ করা কোরআন পাঠ করার চাইতে উত্তম।

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় না-জায়েয কাজ হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিরত থাকিতে হইবে। বালক ও মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং অহেতুক কথাবার্তাও বলিবেন না।

টীকাঃ ১· কিন্তু দো'আর মধ্যে হাত উঠাইবেন না।

মাসআলাঃ যদি কেহ কোন মাসআলা সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করিবেন না; বরং অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাসআলা বলিয়া দিবেন।

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য পুরুষদের সহিত একত্রে তাওয়াফ করা এবং খুব ধাক্কাধাক্কি করা যেমন আজকাল অধিকাংশ মহিলারা করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ হারাম। মহিলাগণকে দিনে কিংবা রাত্রে এমন সময় তাওয়াফ করিতে হইবে, যখন পুরুষদের[১] ভিড় না থাকে। তাওয়াফের সময় মহিলাদিগকে পুরুষদের নিকট হইতে যথাসম্ভব আলাদা থাকিতে হইবে।

মাসআলাঃ বাদশাহ, আমীর-ওমরা এবং বড় লোকগণ যখন তাওয়াফ করিতে আসেন তখন তাহাদের চাকর-বাকর বা কর্মচারীরা সাধারণ মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করে এবং মাতাফ হইতে বাহির করিয়া দেয়, এমন করা নাজায়েয এবং গুনাহ্‌র কাজ।

তাওয়াফের দো'আসমূহঃ

প্রথমে মনে মনে তাওয়াফের নিয়ত করিবেন এবং পরে মুখে এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

যখন মুলতাযামের সামনে আসিবেন, তখন এই দো'আ পড়িবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

অতঃপর যখন মাকামে ইবরাহীমের বরাবরে আসিবেন, তখন এই দো'আ পড়িবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

তারপর যখন রুকনে শামীর (উত্তর-পূর্ব কোণ) বরাবর পৌঁছিবেন, তখন এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَ الْوَلَدِ

আর যখন মীযাবে রহমত বরাবর পৌঁছিবেন, তখন এই দো'আ পড়িবেনঃ

টীকা

১· যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে ভিড়ের মধ্যে তাওয়াফ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে, যেমনঃ যদি তাওয়াফে যিয়ারত অথবা অন্য কোন রকমের তাওয়াফে উক্ত মহিলা দেরী করেন, তাহা হইলে হায়েয আসিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে অথবা তাহাকে কোথাও জরুরী কাজে যাইতেই হইবে, তাহা হইলে এমতাবস্থায় মুস্তাহাবের উপর আমল করা ওয়াজিব হইবে—অর্থাৎ মাতাফের কিনারা দিয়া তাওয়াফ করিতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَ اَسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا

রুকনে ইয়ামানী হইতে বাহির হইয়া এই দো'আ পড়িবেনঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

তাওয়াফের মধ্যে এই দো'আটিও পাঠ করার কথা বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এই সকল দো'আ সলফে সালেহীন বা অতীতের বুযুর্গগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন বিশেষ দো'আ প্রমাণিত নাই। তাওয়াফরত অবস্থায় তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না। কোন দো'আ স্মরণ থাকিলে তাহাই পাঠ করিবেন এবং যে যিক্রই ইচ্ছা পড়িতে পারিবেন। রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে رَبَّنَا اٰتِنَا (الاية) আয়াতটি পড়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত রহিয়াছে।

তাওয়াফের মধ্যে নিম্নোক্ত দো'আটিও হুযূর (দঃ) হইতে প্রমাণিত রহিয়াছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ

রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছিয়া এই দো'আটিও পাঠ করা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

মুল্তাযামের উপর দাঁড়াইয়া যে দো'আ ইচ্ছা প্রার্থনা করিবেন। এই জায়গায় দো'আ কবূল হইয়া থাকে। এখানে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িবেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِكَ

তাওয়াফে কুদুমের আহ্কাম

মাসআলাঃ মক্কার বাহিরের যেসব হাজী হজ্জে এফ্রাদ অথবা হজ্জে কেরান পালন করিতে চান, তাহাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। কিন্তু তামাত্তো' পালনকারীর জন্য ইহা সুন্নত নহে। মক্কার অধিবাসী, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী এবং 'হিল্ল' এলাকার অধিবাসীদের জন্যও ইহা সুন্নত নহে।

মাসআলাঃ তাওয়াফে কুদুমের সময় হইতেছে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশের সময় হইতে অকুফে আরাফা পর্যন্ত। যদি কেহ তাওয়াফে কুদুম না করিয়াই অকুফে আরাফা করেন। তাহা হইলে তাহার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে এবং তাওয়াফে কুদুম মাফ হইয়া যাইবে।

মাসআলাঃ মক্কার বাহিরের কোন লোক যদি সোজা আরাফাতে চলিয়া যান এবং ৯ অথবা ১০ই যিলহজ্জ তারিখে অকুফে আরাফার পরে মক্কা মুকাররামায় আগমন করেন, তাহা হইলে তাহার উপর হইতে তাওয়াফে কুদুম রহিত হইয়া যাইবে। কেননা, অকুফে আরাফার পূর্ব পর্যন্তই তাওয়াফে কুদুমের সময় থাকে, এরপরে নয়।

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তি ক্ষমতা এবং সময় থাকা সত্ত্বেও তাওয়াফে কুদুম না করিয়া আরাফাতে চলিয়া যান এবং অতঃপর তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করার মনস্থ করেন, তাহা হইলে যদি অকুফে আরাফার সময় অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জের দ্বি-প্রহরের পূর্বে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তবে সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে, অন্যথায় আদায় হইবে না।

মাসআলাঃ তাওয়াফে কুদুমের পরে যদি সাফা ও মারওয়ার সাঈ করার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই তাওয়াফে ইযতেবা এবং প্রথম তিন চক্করে রমলও করিতে হইবে। নতুবা ইযতেবা এবং রমল করিতে হইবে না।

মাসআলাঃ হজ্জে এফ্রাদ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করা উত্তম এবং কেরান পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাথে সাঈ করা উত্তম। যে ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হজ্জের সাঈ করিবেন তাহাকে তাওয়াফে যিয়ারতের পর আর সাঈ করিতে হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কেহ অকুফে আরাফার পূর্বে নফল তাওয়াফ করেন এবং তাওয়াফে কুদুমের নিয়ত না করেন, তাহা হইলেও তাওয়াফে কুদুম আদায় হইয়া যাইবে। তাওয়াফে কুদুমের জন্য বিশেষভাবে নিয়ত করা জরুরী নহে।

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ-এর বর্ণনা

সাফা ও মারওয়া হইতেছে মসজিদে হারাম সংলগ্ন দুইটি পাহাড়। ইহাই সেই ঐতিহ্যবাহী স্থান যেখানে হযরত হাজেরা (আঃ) পানির অন্বেষণে দৌড়াইয়াছিলেন। প্রথম দিকে সেখান হইতে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখা যাইত না। বর্তমানে সউদী সরকারের সুন্দর ব্যবস্থাপনার কল্যাণে সাঈ করার সময় বায়তুল্লাহ্ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

সাঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। হজ্জের অধ্যায়ে সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাত চক্কর দৌড়ানোকেই সাঈ বলা হয়। সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানের মাসআ বা দৌড়ানোর স্থানটির দূরত্ব কোন কোন আলেমের মতে ৭শত ৫০ গজ এবং কোন কোন আলেমের মতে ৭ শত ৬৬ গজ।

সাঈর পদ্ধতি ঃ

যে তাওয়াফের পর সাঈ করিতে হয় উহা সমাপ্ত করার পর সাধারণ তাওয়াফের ন্যায় হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করিবেন। এই নবম চুম্বন সাঈ সমাপনকারীদের জন্য মুস্তাহাব। ইস্তিলামের পর বাবুস্-সাফা নামক দরজা দিয়া মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়া সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিবেন। সাফার নিকটে পৌঁছিয়া এই দো'আ পড়িবেনঃ

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এবং সাফার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবেন। তারপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। বায়তুল্লাহর দিকে তাকাইয়া উভয় হাতকে দো'আর ন্যায় আসমানের দিকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবেন। তারপর তিনবার আল্লাহ্র হামদ ও সানা পাঠ করিবেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাকবীর ও তাহ্লীল বলিবেন। আর আস্তে আস্তে দরূদ পাঠ করিবেন। অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দো'আ প্রার্থনা করিবেন। এখানেও দো'আ কবূল হইয়া থাকে। তাকবীর ও তাহ্লীল এইভাবে পাঠ করিবেনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوَيْنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَشَائِخِىْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইহাছাড়াও যে দো'আ ইচ্ছা প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং তাল্বিয়াহ্ও পাঠ করিতে থাকিবেন; আর দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আনুমানিক ২৫ আয়াত তেলাওয়াত পরিমাণ সময় দাঁড়াইবেন এবং অতঃপর নিজস্ব গতিতে যিক্র আযকার ও দো'আ প্রার্থনা করিতে করিতে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হইবেন; আর সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে পৌঁছিয়া এই দো'আ-এ-মাসুরা পাঠ করিবেনঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

ইহাছাড়া যে দো'আ ইচ্ছা পাঠ করিতে পারিবেন। এখানেও দো'আ কবূল হইয়া থাকে। আর যখন সবুজ[১] বাতি (যাহা মসজিদের কোণায় লাগানো রহিয়াছে) হইতে ছয় হাত দূরে থাকিবেন তখন দৌড়াইয়া চলিবেন, কিন্তু মধ্যম গতিতে দৌড়াইতে হইবে। যখন সবুজ বাতি দুইটির মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করিবেন, তখন আর দৌড়াইতে হইবে না; বরং নিজস্ব গতিতে চলিতে হইবে এবং এইভাবে মারওয়া পর্বতে আরোহণ করিতে হইবে। সেখানে পৌঁছিয়া উহার প্রশস্ত স্থানে থামিয়া যাইবেন। একটু ডান দিকে ঝুঁকিয়া খুব ভালভাবে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন। সেখানেও সেইসব করিবেন যাহা সাফা পর্বতে করিয়াছিলেন। এখানেও দো'আ কবূল হইয়া থাকে। এইভাবে সাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হইয়া গেল। ইহার পর মারওয়া হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় সাফার দিকে অগ্রসর হইবেন এবং উভয় পাশে রক্ষিত সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াইয়া চলিবেন; আর সাফার উপরে আরোহণ করিয়া এমনিভাবে দো'আ ও যিক্র পাঠ করিবেন যেমন প্রথমে করিয়াছিলেন। এইভাবে মারওয়া হইতে সাফা পর্যন্ত দুই চক্কর পূর্ণ হইয়া গেল। এমনি করিয়া সাত চক্কর সাফা হইতে আরম্ভ করিয়া মারওয়ায় শেষ করিবেন। সাঈ-এর সাত চক্কর পূর্ণ করার পর মসজিদে হারামে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করিবেন এবং মাতাফের (অর্থাৎ, যেখানে তাওয়াফ করা হয়) ধারে নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ আমাদের হানাফী মাযহাবে সাঈ ওয়াজিব তাওয়াফের সাথে সাথে করা সুন্নত। তবে তাহা সঙ্গে সঙ্গে করা ওয়াজিব নহে। যদি কোন ওযর ও ক্লান্তিজনিত কারণে

টীকা

১. এই সবুজ বাতি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ঘর বরাবর অবস্থিত। প্রথমে এখানে তাঁহার ঘর ছিল।

তাওয়াফের পরে পরে করিতে না পারেন, তাহা হইলে দোষ হইবে না। তবে বিনা ওযরে বিলম্ব করা মাক্রূহ্।

মাসআলা ঃ যদি তাওয়াফ এবং সাঈ-এর মাঝখানে অনেক বেশী সময়ের ব্যবধান হইয়া যায়, তাহা হইলেও দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ না করিয়া অকুফে আরাফা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন আর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সাঈ করা জায়েয হইবে না; বরং তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিয়া সাঈ করিবেন।

মাসআলা ঃ সাঈ-এর জন্য বাবুস্ সাফার পথে বাহির হওয়া মুস্তাহাব। যদি কেহ অন্য কোন দরজা দিয়া বাহির হন, তাহাও জায়েয।

মাসআলা ঃ সাঈ আরম্ভ করার পূর্বে হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করা সুন্নত।

মাসআলা ঃ যখন সাঈ-এর জন্য মসজিদ হইতে বাহিরে আসিবেন, তখন এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

এবং প্রথমে বাম পা বাহিরে রাখিবেন; আর যখন সাফার নিকটে পৌঁছিবেন তখন এই দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

মাসআলা ঃ সাফার এই পরিমাণ উপরে আরোহণ করিবেন যেন মসজিদের দরজা অর্থাৎ, বাবুস্ সাফার পথে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অধিক উপরে আরোহণ করা—যেমন মূর্খ লোকেরা একদম দেওয়াল পর্যন্ত উঠিয়া যায়, তাহা আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের রীতি বহির্ভূত।

মাসআলা ঃ সাফা এবং মারওয়ার উপরে আরোহণ করা সুন্নত। যদিও আরোহণ না করিয়াই বায়তুল্লাহ্ দেখা যায়।

মাসআলা ঃ সাফার উপরে আরোহণ করিয়া দো'আর ন্যায় কাঁধ বরাবর হাত উঠাইতে হইবে। মূর্খ অজ্ঞ মুয়াল্লিমরা অধিকাংশ অনভিজ্ঞ হাজীদের দ্বারা কান পর্যন্ত তিন তিন বার তাকবীরে তাহ্‌রীমার অনুরূপ হাত তোলাইয়া থাকে। ইহা সুন্নতের বিপরীত।

মাসআলা ঃ সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝখানে খুব দ্রুত দৌড়ানো সুন্নত নহে। বরং মধ্যম-ভাবে এমন দ্রুত গতিতে চলিবেন যেন চলার গতি রমল হইতে একটু বেশী আর দ্রুত দৌড় হইতে কম হয়।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে মারওয়ার উপরেও খুব উঁচুতে আরোহণ করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ সাঈ-এর চক্কর ৭টি। সাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হয় এবং মারওয়া হইতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর শুরু হয়। এইভাবেই সাত চক্কর পূর্ণ হইবে।

মাসআলা ঃ সাফা হইতে সাঈ আরম্ভ করা এবং মারওয়ায় শেষ করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝখানে প্রত্যেক চক্করের মধ্যে দ্রুত গতিতে চলা সুন্নত।

মাসআলা ঃ সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝখানে বেগে ধাবিত না হওয়া অথবা সাঈ-এর ৭ চক্করেই বেগে ধাবিত হওয়া দূষণীয়। কিন্তু এইজন্য দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের সাঈ তাওয়াফে কুদুমের পরে এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে করেন, তাহা হইলে সাঈ-এর মধ্যে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে হইবে। উমরার সাঈ-এর মধ্যে তাল্‌বিয়াহ্ নাই। তামাত্তো' আদায়কারীকেও তাল্‌বিয়াহ্ পড়িতে হইবে না। কেননা, উমরা পালনকারী এবং তামাত্তো' পালনকারীর তাল্‌বিয়াহ্ তাওয়াফ শুরু করার সময় শেষ হইয়া যায়; আর হজ্জ পালনকারীর তাল্‌বিয়াহ্ কংকর নিক্ষেপ শুরু করার সময় সমাপ্ত হয়।

মাসআলা ঃ যদি ভিড়ের কারণে সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝখানে দ্রুত গতিতে চলা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভিড় কমার অপেক্ষা[১] করিতে হইবে। নতুবা দ্রুত চলাচলকারীদের অনুরূপ করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোন ওযরবশতঃ সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া সাঈ করেন, তাহা হইলে সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে উহাকেও দ্রুত চালাইতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নিজে অথবা অপর কেহ এ কারণে কষ্ট না পায়।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সাঈ-এর চক্করসমূহের সংখ্যার ব্যাপারে কোন সন্দেহে পতিত হন, তাহা হইলে কম সংখ্যা ধরিয়া সাঈ পূর্ণ করিতে হইবে। আর যদি কোন বিশ্বস্ত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সাঈ-এর সংখ্যা কম বলিয়া জানান এবং তাহার কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়, তবুও তাহার কথার উপর আমল করা মুস্তাহাব। আর যদি দুই জন বিশ্বস্ত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সংখ্যা কম বলিয়া জানান এবং তাহাদের কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়, তবুও তাহাদের কথার উপরে আমল করা ওয়াজিব।

সাঈ-এর রুকন ঃ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ হওয়াই ইহার রুকন। যদি কেহ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করিয়া এদিকে-সেদিকে করেন, তবে সাঈ শুদ্ধ হইবে না।

সাঈ-এর শর্তসমূহ ঃ

সাঈ-এর শর্ত ৬টি। **প্রথমতঃ** নিজে সাঈ করা, তবে কাহারও কাঁধে চড়িয়া অথবা কোন পশুর উপর সওয়ার হইয়া অথবা অন্য কোন বাহনে আরোহণ করিয়া সাঈ

টীকা

১. যদি সাঈ আরম্ভ না করিয়া থাকে। আরম্ভ করার পর যদি ভিড়ের কারণে দৌড়াইতে নিজের অথবা অন্যের কষ্ট হয়, তাহা হইলে দৌড়ানো সুন্নত নহে। যেখানে সুযোগ পাইবে দৌড়াইবে, মাঝখানে থামিয়া পড়িবে না।

করিলেও শর্ত পূরণ হইয়া যাইবে। সাঈ-এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নহে। তবে হাঁ, যদি ইহ্‌রামের পূর্বেই কেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং সাঈ-এর সময় পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া না পান, তবে তাহার পক্ষ হইতে অপর কোন ব্যক্তি সাঈ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর সাঈ করিতে হইবে। চাই সেই তাওয়াফ নফল তাওয়াফই হউক এবং চাই পাক অথবা না-পাক যে কোন অবস্থায়ই করিয়া থাকুক। যদি কেহ তাওয়াফের চারিটি চক্কর সমাপ্ত করার পূর্বে সাঈ করেন, তবে সাঈ শুদ্ধ হইবে না।

তৃতীয়তঃ সাঈ-এর পূর্বে হজ্জ অথবা উমরার ইহ্‌রাম করিতে হইবে। যদি কেহ ইহ্‌রামের পূর্বে সাঈ সমাপন করিয়া নেন, তবে তাহা তাওয়াফের পরে হইলেও শুদ্ধ হইবে না। সাঈ পর্যন্ত ইহ্‌রাম বলবৎ থাকা জরুরী নহে। বরং ইহার বিশ্লেষণ এই যে, যদি কেহ হজ্জের সাঈ করেন এবং তাহা অকুফে আরাফার পূর্বে করেন, তাহা হইলে সাঈ-এর সময় ইহ্‌রাম বহাল থাকা শর্ত। আর যদি অকুফের পরে সাঈ করেন, তাহা হইলে ইহ্‌রাম বহাল থাকা শর্ত নহে। বরং ইহ্‌রাম না হওয়াই সুন্নত। আর যদি উহা উমরার সাঈ হয়, তবে ইহ্‌রাম বহাল থাকা শর্ত নহে। তবে ওয়াজিব। আর যদি কেহ তাওয়াফের পরে মাথা মুণ্ডানোর পর সাঈ করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং সাঈ শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ সাঈ সাফা হইতে আরম্ভ করিয়া মারওয়াতে সমাপ্ত করিতে হইবে। যদি কেহ মারওয়া হইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে প্রথম চক্করটি সাঈ হিসাবে গণ্য করা হইবে না; বরং যখন সাফা হইতে ফিরিয়া আসিবেন তখনই সাঈ শুরু হইবে এবং মারওয়া হইতে যে চক্কর শুরু করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াই আরো সাত চক্কর পূর্ণ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ সাঈ-এর অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করা। যদি কেহ অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে সাঈ শুদ্ধ হইবে না।

ষষ্ঠতঃ সাঈ-এর নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। ইহা হজ্জের সাঈ-এর জন্য শর্ত। উমরার সাঈ-এর জন্য শর্ত নহে। অবশ্য যদি হজ্জে কেরান অথবা তামাত্তো' আদায়কারী ব্যক্তি উমরা পালন করেন, তাহা হইলে তাহার উমরার সাঈ-এর জন্যও নির্ধারিত সময়ে হওয়া শর্ত। হজ্জের সাঈ-এর সময় হইতেছে হজ্জের মাসসমূহ আরম্ভ হওয়া। হজ্জের মাসসমূহের ভিতরে সাঈ করা শর্ত নহে। অবশ্য সাঈ হজ্জের মাসের পরে করা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই সাঈ করিয়া ফেলেন, তবে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কেননা, তখনও হজ্জের মাস শুরু হয় নাই। আর যদি হজ্জের মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যেমন ঃ কোরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হইয়া গেলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করেন, তাহা হইলে শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ সাঈ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত নহে। সাঈ-এর চক্করসমূহ কাছাকাছি এবং পর পর অনুষ্ঠিত হওয়াও শর্ত নহে, বরং সুন্নত।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বিক্ষিপ্তভাবে সাঈ সম্পন্ন করেন যেমন ঃ প্রত্যহ এক চক্কর করিয়া সাত দিনে সাত চক্কর পূর্ণ করেন, তবে সাঈ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি বিনা ওযরে এমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নূতন করিয়া সাঈ করা মুস্তাহাব।

সাঈ-এর ওয়াজিবসমূহ ঃ

সাঈ-এর ওয়াজিব ৬টি।

১। এমন তাওয়াফের পর সাঈ করা, যাহা জানাবত এবং হায়েয ও নেফাস হইতে পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হইয়াছে।

২। সাঈ সাফা হইতে আরম্ভ করা এবং মারওয়াতে সমাপ্ত করা।

৩। যদি কোন ওযর না থাকে, তাহা হইলে পায়ে হাঁটিয়া সাঈ করা। যদি কেহ বিনা ওযরে সওয়ার হইয়া সাঈ করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।

৪। সাত চক্কর পূর্ণ করা। অর্থাৎ, ফরয চার চক্করের পর আরও তিন চক্কর পূর্ণ করা। যদি কেহ তিন চক্কর ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সাঈ শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রতি চক্করের বদলে পৌণে দুই সের গম অথবা উহার মূল্য সদ্‌কা করা ওয়াজিব।

৫। উমরার সাঈ-এর ক্ষেত্রে উমরার ইহ্‌রাম সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত বহাল থাকা।

৬। সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। অর্থাৎ, সাফা হইতে পায়ের গোড়ালী[১] মিলাইয়া অথবা ইহার উপরে আরোহণ করিয়া সাঈ শুরু করা এবং মারওয়ার উপরে গিয়া পায়ের অঙ্গুলিসমূহ মিলাইয়া দেওয়া অথবা ইহার উপরে চড়িয়া যাওয়া।

মাসআলা ঃ সাঈ-এর জন্য জানাবত এবং হায়েয ও নেফাস হইতে পবিত্র থাকা শর্ত অথবা ওয়াজিব নহে। তাহা হজ্জের সাঈ হউক অথবা উমরার সাঈ হউক। অবশ্য জানাবাত হইতে পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ আজকাল অধিকাংশ আমীর এবং বড় লোক বিনা ওযরে মোটর গাড়ীতে সওয়ার হইয়া সাঈ করিয়া থাকেন। উহার দরুন তাহাদের উপর দম ওয়াজিব হইয়া পড়ে। বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করা পাপ। ইহাছাড়াও মোটর গাড়ীর কারণে অন্যান্য সাঈকারীদের ভীষণ কষ্ট হয়, সেই পাপ আলাদা।

সাঈ-এর সুন্নতসমূহ ঃ

সাঈ-এর সুন্নত ৯টি। ১। হাজারে আস্‌ওয়াদের ইস্তিলাম করিয়া সাঈ-এর উদ্দেশ্যে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া।

টীকা

[১] বর্ণনা করা হয় যে, এখন সাফা ও মারওয়ার যথেষ্ট অংশ সড়কের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, সাফা ও মারওয়ার যতটুকু উপরে আরোহণ করিলে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হয়, ততটুকু উপরে আরোহণ করিতে হইবে—তার অধিক নহে। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী মাস্‌আ বা দৌড়াইবার স্থানের দূরত্ব কোন কোন আলেমের মতে ৭৫০ গজ এবং কোন কোন আলেমের মতে ৭৬৬ গজ, আর প্রস্থের পরিমাণ ৩৭ গজ।

২। তাওয়াফের পরে পরেই সাঈ করা।

৩। সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করা।

৪। সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করিয়া কেবলামুখী হওয়া।

৫। সাঈ-এর চক্করসমূহ পর পর সমাপন করা।

৬। জানাবত এবং হায়েয ও নেফাস হইতে পবিত্র হওয়া।

৭। এমন তাওয়াফের পরে সাঈ করা যাহা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কাপড়, শরীর ও তাওয়াফের জায়গাও নাপাকী হইতে পবিত্র ছিল আর ওযূও বহাল ছিল।

৮। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেগে ধাবিত হওয়া।

৯। সতর ঢাকা। যদিও সর্বাবস্থায়ই সতর ঢাকা ফরয। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরো বেশী গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

সাঈ-এর মুস্তাহাবসমূহ ঃ

সাঈ-এর মুস্তাহাব ৫টি।

১। নিয়ত করা।

২। সাফা ও মারওয়ার উপরে দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকা।

৩। বিনয় ও নম্রতা সহকারে তিন তিনবার করিয়া যিক্‌র ও দো'আ পাঠ করা।

৪। সাঈ-এর চক্করসমূহের মধ্যে যদি বিনা ওযরে খুব বেশী ব্যবধান হইয়া যায় অথবা কোন চক্করের মধ্যে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন করিয়া সাঈ আরম্ভ করা। কিন্তু ইহা শুধু তখনই মুস্তাহাব যখন অধিকাংশ চক্করই অসমাপ্ত থাকিবে।

৫। সাঈ সমাপ্ত করার পরে মসজিদে গমনপূর্বক দুই রাকাআত নফল আদায় করা। মারওয়ার উপরে এই নফল আদায় করা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ সাঈ করার অবস্থায় যদি নামাযের জামা'আত শুরু হইয়া যায়, অথবা জানাযার নামায শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে সাঈ পরিহার করিয়া নামাযে শরীক হইয়া যাইবেন এবং তারপর অবশিষ্ট চক্কর পূর্ণ করিবেন। এমনিভাবে যদি আরো কোন ওযর পড়ে, তাহা হইলে অবশিষ্ট চক্কর পরে সমাপ্ত করিতে পারিবেন।

সাঈ-এর মুবাহ কাজসমূহ ঃ

সাঈ-এর অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজসমূহ মুবাহ ঃ

১। মনকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করে না এবং একাগ্রতার পরিপন্থী নহে—এমন সব জায়েয কথাবার্তা।

২। সাঈ-এর চক্করসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে না—এই ধরনের পানাহার।

সাঈ-এর মাক্‌রূহ কাজসমূহ ঃ

সাঈ-এর অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজসমূহ মাক্‌রূহ ঃ ১। এমন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং কথাবার্তা যদ্দরুন মনের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায় এবং দো'আ-কালাম প্রভৃতি পাঠ করিতে অসুবিধা হয়, অথবা সাঈ-এর চক্করসমূহ পর পর সমাপন করা সম্ভব হয় না।

২। সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ না করা।

৩। বিনা ওযরে সাঈকে তাওয়াফ হইতে অথবা কোরবানীর দিনসমূহ হইতে বিলম্বিত করা।

৪। সতরে আওরত না করা।

৫। সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে বেগে ধাবিত না হওয়া।

৬। চক্করসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যবধান করা।

সাঈ সমাপ্ত করার পর মক্কায় অবস্থানকালে যেসব কাজ করা উচিত

হজ্জে এফ্‌রাদ এবং হজ্জে ক্বেরান পালনকারী ব্যক্তিকে তাওয়াফে কুদুম ও সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করিতে হইবে এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। হজ্জে তামাত্তো' পালনকারী[১] ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ ও সাঈ সমাপ্তির পর মাথার চুল মুণ্ডাইয়া অথবা ছাঁটাইয়া হালাল হইয়া যাইবেন। মাথা মুণ্ডানোর পর ইহ্‌রামের কারণে যেসব কাজ তাহার জন্য নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলি সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পুনরায় ইহ্‌রাম না বাঁধা পর্যন্ত বৈধ থাকিবে। তারপর যিলহজ্জের ৮ তারিখে অথবা ইহারও পূর্বে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। যাহার বর্ণনা পরে আসিতেছে। হজ্জে এফ্‌রাদ, ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারী ব্যক্তি তাহার মক্কায় অবস্থানের অবকাশকে অত্যন্ত গনীমত বলিয়া মনে করিবেন এবং এই সময়ে যত বেশী সম্ভব নফল তাওয়াফ করিবেন।

মাসআলা ঃ হজ্জে এফ্‌রাদ ও হজ্জে ক্বেরান পালনকারী তাওয়াফে কুদুম ও উমরা সমাপ্ত করিয়া মক্কায় অবস্থানকালে যখন ইচ্ছা নফল তাওয়াফ আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু নফল তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা করিবেন না। এবং ইহার পরে নফল সাঈও করিতে হইবে না। তবে নফল তাওয়াফের পরেও দুই রাকাআত নামায পড়া ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ হজ্জে এফ্‌রাদ ও ক্বেরান পালনকারীরা তাওয়াফে কুদুম ও উমরার পরে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ বহাল রাখিবেন। অবশ্য তাওয়াফ করিতে গিয়া তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না। তাহাদের তাল্‌বিয়াহ্ পাঠের ওয়াক্ত জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় শেষ হইবে।

টীকা

[১] হজ্জে তামাত্তো' পালনকারীরা দুই প্রকারের ঃ (১) যাহারা কোরবানীর পশু নিজেদের সঙ্গে নিয়া আসেন, তাহাদের জন্য উমরার পরে ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলা জায়েয নহে। বরং তাহারা এফ্‌রাদ ও ক্বেরান হজ্জ পালনকারীদের মত ইহ্‌রাম বজায় রাখিবে। যেহেতু উপ-মহাদেশীয় লোকগণ সাধারণভাবে কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া যায় না, এইজন্য উহাদের আহ্‌কাম বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। (২) যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া যায় না, তাহাদের জন্য উমরার পরেই ইহ্‌রাম খুলিয়া হালাল হইয়া যাওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ সাঈ নফল হয় না।

মাসআলা ঃ মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য নফল তাওয়াফ নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। আর মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জের সময় নফল নামায নফল তাওয়াফের অপেক্ষা উত্তম।

বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করা

মাসআলা ঃ বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। তবে এই শর্তে যে, প্রবেশ-কালে যেন কোন বাধা-বিপত্তি ও কষ্টের সম্মুখীন হইতে না হয়। নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া অথবা অপরকে কষ্ট দিয়া প্রবেশ করা হইতে বিরত থাকা উচিত। অপরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। অধিকাংশ লোক উৎসাহের আতিশয্যে এতই মত্ত হইয়া পড়েন যে, অন্য লোক-দের কষ্ট ও অসুবিধার বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন না। যে উদ্দীপনার দরুন হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ, কিছুতেই সন্তুষ্টি ও পুণ্য লাভের কারণ নহে।

মাসআলা ঃ দারোয়ান অথবা চাবি রক্ষককে উৎকোচ দানের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করা হারাম। আজকাল সাধারণতঃ বায়তুল্লাহ্‌র দারোয়ান কোন দক্ষিণা না লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই দক্ষিণা প্রদান ও গ্রহণ উভয়টিই হারাম।[১]

মাসআলা ঃ যদি বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হয়, তবে সেখানে নামায পড়া, দো'আ প্রার্থনা করা এবং খালি পায়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রাখিবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত প্রবেশ করিবেন। ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং এদিক-সেদিক তাকাইবেন না। ইহা বে-আদবী। সম্ভব হইলে হুযূর পাক (দঃ) যেই যায়গায় নামায পড়িয়াছিলেন সেই জায়গায় নফল নামায আদায় করিবেন। অর্থাৎ, দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা চলিয়া যাইবেন। যখন পশ্চিম দিকের দেওয়াল তিন হাত বাকী থাকিবে, সেখানে দাঁড়াইয়া দুই বা চার রাকাআত নফল নামায আদায় করিয়া স্বীয় গালকে দেওয়ালের উপরে রাখিবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করিবেন, তাকবীর, তাহ্‌লীল বলিবেন আর দরূদ শরীফ পড়িয়া দো'আ প্রার্থনা করিবেন।

মাসআলা ঃ হাতীমও বায়তুল্লাহ্‌র অংশ। যদি কেহ বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশের সুযোগ না পান, তাহা হইলে হাতীমে প্রবেশ করিলেই চলিবে।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের মাঝখানে একটি পেরেক রহিয়াছে। সাধারণ লোক উহাকে দুনিয়ার নাভি বলিয়া মনে করে এবং ইহার উপরে নিজের নাভি স্থাপন করে

টীকা

১· দারোয়ান প্রবেশ করাইবার সময় ঘুষ শব্দ মুখে উচ্চারণ করে না। বরং ইহাকে বখশিশ বলে। ইহাও ঘুষ। পুরাতন মদ নূতন বোতলে রাখিলে ইহার নামের পরিবর্তন হয় না। জিনিস একই থাকে।

অথবা সামনের দেওয়ালে একটি শিকল আছে উহাকে 'উরওয়াতুল্ উস্‌কা' বা মজবুত রজ্জু বলা হয়। ইহা অজ্ঞ লোকদের স্ব-কপোলকল্পিত কাহিনী। কখনোও ইহার পিছনে পড়িবেন না।

হজ্জের খুৎবাসমূহ ঃ

হজ্জের মধ্যে তিনটি খুৎবা সুন্নত। প্রথমটি ৭ই যিলহজ্জ যোহরের পরে, দ্বিতীয়টি ৯ই যিলহজ্জ মসজিদে নামিরার মধ্যে—আরাফাতের ময়দানে দ্বিপ্রহরের পরে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ার পূর্বে এবং তৃতীয়টি মিনায় ১১ই যিলহজ্জ মসজিদে খায়েফের মধ্যে—যোহরের পরে। ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত খুৎবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা কর্তব্য। আরাফাতের খুৎবার মাঝখানে ইমাম জুমআর খুৎবার ন্যায় বসিবেন আর অবশিষ্ট দুইটিতে বসিবেন না। ঐ খুৎবাসমূহের মধ্যে হজ্জের আহ্‌কাম বর্ণনা করা হয়।

মক্কা হইতে মিনায় গমন ঃ

হজ্জে তামাত্তো' পালনকারী ও মক্কার অধিবাসীগণকে ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। ইহার পূর্বেও বাঁধা জায়েয। যখন ইহ্‌রাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন ওযূ-গোসল করিয়া দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করিবেন এবং তারপর ইহ্‌রামের নিয়ত করিবেন। ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ হজ্জে তামাত্তো' পালনকারী ও মক্কাবাসীগণকে হজ্জের ইহ্‌রাম ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মসজিদে হারামের মধ্যে বাঁধা মুস্তাহাব। তবে তাহা হরম শরীফের সীমানায় যে কোন স্থানে বাঁধা জায়েয।

মাসআলা ঃ হজ্জে কেরান পালনকারীকে নূতন করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে না, পুরাতন ইহ্‌রামই যথেষ্ট হইবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ৮ই যিলহজ্জ তারিখে ইহ্‌রাম বাঁধিবেন, তিনি যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বেই হজ্জের সাঈ করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে ইযতেবা ও রমলের সহিত একটি নফল তাওয়াফ আদায় করিয়া পরে সাঈ সম্পন্ন করিতে হইবে। উহা দ্বারা হজ্জের সাঈ আদায় হইয়া যাইবে এবং তাহাকে ১০ই যিলহজ্জ তারিখে আর সাঈ করিতে হইবে না, তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই সাঈ করা উত্তম।

মাসআলা ঃ ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পরে মক্কা হইতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং রাত্রে মিনায় অবস্থান করিবেন। যদি কেহ ৮ই যিলহজ্জ তারিখে দ্বিপ্রহরের পরে মক্কা হইতে মিনা গমন করেন এবং মিনায় গিয়া যোহরের নামায আদায় করেন, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

মাসআলা ঃ ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় গিয়া যোহর, আসর, মাগরেব, এশা ও ফজর—এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা মুস্তাহাব এবং মিনায়ই রাত্রি যাপন করা উচিত। মক্কা শরীফে অথবা অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করা সুন্নতের পরিপন্থী।

মাসআলা ঃ যদি ৮ই যিলহজ্জ শুক্রবার হয়, তবে দ্বিপ্রহরের পূর্বেও মিনায় গমন করা জায়েয। আর যদি কেহ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত না যান, তাহা হইলে মক্কায়ই জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় জুমুআর নামায না পড়িয়া মিনায় গমন করা নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ হজ্জের দিনগুলিতে মিনায়ও জুমুআর নামায পড়া জায়েয।

মাসআলা ঃ মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় এবং সেখানে অবস্থানকালে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে থাকিবেন।

মাসআলা ঃ মিনায় মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে অবস্থান করা মুস্তাহাব।

হুঁশিয়ারি ঃ ৮ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করার ব্যাপারে কোন বিশেষ আহকাম নাই। শুধু অবস্থান করা এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়াই সুন্নত।

মিনা হইতে আরাফাত অভিমুখে গমন

মাসআলা ঃ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে বেশ ফর্সা হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করিতে হইবে এবং সূর্যোদয়ের পর যখন ইহার আলো সবীর পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হইতে হইবে।

হুঁশিয়ারি ঃ অনেক মুয়াল্লিম সুবহে সাদিকের পূর্বেই হাজীগণকে আরাফাতের ময়দানে পাঠাইতে আরম্ভ করে। ইহা সুন্নতের খেলাফ।

মাসআলা ঃ 'যাব'-এর পথে আরাফায় যাওয়া মুস্তাহাব। ইহা মসজিদে খায়েফ সংলগ্ন একটি পাহাড়। তাল্‌বিয়াহ্ পড়িতে পড়িতে, দো'আ ও যিক্‌র করিতে করিতে, গাম্ভীর্য ও বিনয় সহকারে আরাফাতের দিকে গমন করিবেন। যখন জাবালে রহমত (আরাফাতের মাঠে অবস্থিত একটি পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন তসবীহ, তাহ্‌লীল ও তাকবীর পাঠ করিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করিবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَوَجِّهْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

তারপর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে করিতে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হইবেন।

মাসআলা ঃ ৯ই যিলহজ্জের পূর্বে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফাতের ময়দানে গমন করা সুন্নতের খেলাফ।

আরাফাতের আহ্‌কাম

আরাফাত মক্কা হইতে পূর্বদিকে প্রায় ৯ মাইল এবং মিনা হইতে প্রায় ৬ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত একটি ময়দানের নাম। ৯ই যিলহজ্জ তারিখে সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে

১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হইলেও এই ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের প্রধান[১] রুকন।

মাসআলা ঃ আরাফাতের ময়দানে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করা যায় এবং লোকজনদের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে হয়। লোকজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী কোন জায়গায় অবস্থান করা অথবা রাস্তায় কোথাও অবস্থান করা মাক্‌রূহ। তবে, জাবালে রহমতের কাছে অবস্থান করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

মাসআলা ঃ আরাফাতের ময়দান সবটাই মওকাফ তথা অবস্থানের জায়গা। এখানে যে কোনখানে ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিবেন। কিন্তু 'বাতনে আরানা' নামক স্থানে অবস্থান করা জায়েয নহে। বাতনে আরানা[২] মসজিদে আরাফাতের সর্বপশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন একটি উপত্যকা। যদি মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার উপরেই গিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে উহা আরাফাতের অংশ। কাহারও কাহারও মতে উহা হেরেমেরই অংশ। আবার কাহারও কাহারও মতে উহা উভয়টিরই বাহিরে। তিনটি মতই বিদ্যমান রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর কিছু সময় মসজিদে নামিরার নিকটে অবস্থান করার পর যোহর ও আসরের নামায আদায় করিয়া জাবালে রহমতের নিকটে গিয়া অকুফ করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

মাসআলা ঃ আরাফার ময়দানে পৌঁছিয়া তাল্‌বিয়াহ্, দো'আ ও দরূদ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে পাঠ করিতে থাকিবেন। সূর্য হেলিয়া পড়ার পর ওযূ করিবেন। তবে গোসল করা উত্তম। সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্বে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়া ফেলিবেন এবং অত্যন্ত শান্ত মনে নিজ খালিক ও মালিকের প্রতি মনোযোগী হইবেন এবং সূর্য হেলিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহারও আগে মসজিদে নামিরায় পৌঁছিয়া যাইবেন।[৩]

যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা ঃ

আরাফাতের ময়দানে ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যোহর ও আসরের নামায যোহরের ওয়াক্তে এক আযান ও দুই একামতের সহিত একত্রে পড়া হয়। এই একত্রীকরণের ব্যাপারে মুসাফির ও মুকীম উভয়েই সমান।

টীকা

১· তার অর্থ যে ব্যক্তি ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এক মুহূর্তের জন্যও এই ময়দানে অবস্থান করিবে, তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

২· এই উপত্যকাটি চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী আরাফাতের ময়দান বহির্ভূত। অবশ্য মসজিদে নামিরার প্রথম অংশ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে উহা আরাফাত হইতে বাহিরে। এই কারণে সাবধানতাবশতঃ এই অংশে অবস্থান করা জায়েয নহে।

৩· যদি মসজিদে নামিরায় পৌঁছিতে না পারেন, তাহা হইলে যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানেই যিক্‌র ও ইস্তিগফারে মগ্ন হইবেন।

মাসআলা ঃ ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহণ করার পর মুয়াযযিন আযান প্রদান করিবেন। ইমাম জুমুআর খোৎবার ন্যায় হজ্জের আহকাম সম্বলিত দুইটি খোৎবা প্রদান করিবেন। খোৎবা সমাপ্ত করিয়া মিম্বর হইতে নামিয়া আসার পর মুয়ায্যিন তাকবীর পাঠ করিবেন এবং ইমাম যোহরের নামায পড়াইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার তাকবীরের পর আসরের নামায পড়াইবেন। উভয় নামাযেই আস্তে আস্তে ক্বেরাত পাঠ করিবেন; জোরে পড়িবেন না।

মাসআলা ঃ যোহরের ফরয পড়ার পর বড়জোর তকবীরে তাশ্‌রীক পাঠ করিবেন, কিন্তু যোহরের সুন্নতে মুয়াক্কাদা অথবা নফল ইত্যাদি পড়িবেন না এবং আসরের ফরয পড়ার পরও যোহরের সুন্নত অথবা নফল পড়িবেন না।

মাসআলা ঃ ইমাম এবং মোক্তাদী উভয়ের জন্যই এতদুভয় নামাযের মাঝখানে যোহরের সুন্নত অথবা নফল পড়া অথবা অন্য কোন কাজকর্ম, পানাহার প্রভৃতি মাকরূহ। তবে যদি ইমাম আসরের নামায পড়িতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে মোক্তাদীদের জন্য যোহরের সুন্নত ও নফল ইত্যাদি পড়া মাকরূহ নহে। যদি উভয় নামাযের মাঝে অতিরিক্ত ব্যাবধান হইয়া যায়, তাহা হইলে আসরের জন্যও আযান দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম হন, তাহা হইলে আরাফাতের ময়দানের উভয় নামাযই পূর্ণ পড়িবেন এবং মোক্তাদীগণও পূর্ণ পড়িবেন—চাই তাহারা মুসাফির হউন অথবা মুকীম। আর যদি ইমাম মুসাফির হন, তাহা হইলে তিনি কসর পড়িবেন এবং মোক্তাদী-দের মধ্যে যাহারা মুসাফির তাহারাও কসর পড়িবেন; আর যাহারা মুকীম তাহারা পূর্ণ চারি রাকাআত পড়িবেন।

মাসআলা ঃ মুকীমের জন্য কসর পড়া জায়েয নহে। চাই তিনি মোক্তাদীই হউন অথবা ইমাম। যদি কোন মুকীম[১] ইমাম কসর পড়েন, তাহা হইলে মুসাফির ও মুকীম নির্বিশেষে কাহারও জন্যই এক্তেদা জায়েয হইবে না। এমতাবস্থায় ইমাম ও মোক্তাদী কাহারও নামায শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ আরাফাতের ময়দানে জুমুআর নামায জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যে মুসাফির ব্যক্তি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে এমন সময় মক্কায় আগমন করেন, যখন হইতে হিসাব করিলে ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ১৫ দিন পূর্ণ হয় না এবং তিনি মক্কা শরীফে ১৫ দিন অথবা তদপেক্ষা বেশী দিন অবস্থান করার নিয়ত করেন, তাহা

টীকা

১. যদি ইমাম মালেকী অথবা হাম্বলী মতাবলম্বী হন এবং মকীম হন আর কসর করেন, তাহা হইলে হানাফীদের জন্য তাহার এক্তেদা জায়েয হইবে না। বরং যোহর ও আসরের নামায উহাদের নির্ধারিত সময়ে পড়িতে হইবে এবং একত্রিত করা শুদ্ধ হইবে না। তবে যদি ইমাম তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্তেদা জায়েয হইবে। সউদী সরকারের উচিত, তাহারা যেন হানাফী মাযহাবেরও বিবেচনা করেন এবং ইমামকে মোটর কারে সওয়ার করাইয়া তিন দিনের সফর পার করাইয়া আনেন। তাহা হইলে সর্বসম্মতিক্রমে সকলের এক্তেদাই শুদ্ধ হইবে।

হইলে তাহার অবস্থানের নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। তিনি মুসাফিরই থাকিয়া যাইবেন। কেননা, তাহাকে ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবশ্যই গমন করিতে হইবে সুতরাং তাহাকে কসরই পড়িতে হইবে।

মাসআলা ঃ এই নামাযসমূহের পূর্বে খুৎবা সুন্নত; শর্ত নহে। যদি ইমাম খোৎবা পাঠ না করেন অথবা সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্বেই খোৎবা পাঠ করেন, তাহা হইলে ইহা সুন্নতের পরিপন্থী হইবে। কিন্তু যোহর ও আসরের নামাযের একত্রীকরণ শুদ্ধ হইবে।

যোহর ও আসরের নামায একত্রীকরণের শর্তসমূহ

মাসআলা ঃ যোহর ও আসরের নামাযকে একত্রিত করিয়া যোহরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য কতিপয় শর্ত রহিয়াছে। যথা ঃ

(১) আরাফাতের ময়দানে অথবা উহার কাছাকাছি অবস্থান করা।

(২) যিলহজ্জের ৯ তারিখ হওয়া।

(৩) হারামাইন শরীফাইনের ইমাম অথবা তাহার প্রতিনিধি হওয়া।

(৪) উভয় নামাযে হজ্জের ইহ্‌রাম হওয়া।

(৫) যোহরের নামায আসরের পূর্বে পড়া।

(৬) জামাআত হওয়া।

যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ হইতে কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে উভয় নামায একত্রিত করা জায়েয হইবে না; বরং প্রতিটি নামাযকে উহার নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা ওয়াজিব হইবে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা ঃ

মাসআলা ঃ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য নিয়ত শর্ত নহে। যদি নিয়ত না করেন, তবুও অবস্থান শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ জাবালে রহমতের নিকটে সামান্য উপরের দিকে যে জায়গায় বড় বড় কালো পাথর বিছানো রহিয়াছে, সেখানে জনাব নবী করীম (দঃ) অবস্থান করিয়াছিলেন। যদি সহজভাবে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেখানে দাঁড়ানো উত্তম।

মাসআলা ঃ আরাফাতে অবস্থানের সময় দাঁড়াইয়া থাকা মুস্তাহাব মাত্র, শর্ত অথবা ওয়াজিব নহে। বসিয়া, শুইয়া, জাগিয়া, ঘুমাইয়া যেভাবে ইচ্ছা অবস্থান করা জায়েয।

মাসআলা ঃ এখানে অকুফের তথা অবস্থানের সময় হাত তুলিয়া হামদ ও সানা, দো'আ-দরূদ, যিক্‌র, তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে থাকা মুস্তাহাব। খুব কাকুতি-মিনতি করিয়া দো'আ করিবেন। নিজের জন্য, নিজের আত্মীয়-পরিজন, লিখক, প্রকাশক, তাহাদের সকল পরিজন এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দো'আ করিবেন। দো'আ কবূল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করিবেন। দো'আ-দরূদ, তাকবীর-তাহ্‌লীল ইত্যাদি তিন তিন

বার করিয়া পাঠ করিবেন। দো'আর শুরুতে এবং শেষে তাসবীহ্, তাহমীদ, তাহ্লীল, তাকবীর ও দরূদ পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ নামাযের পর হইতে অকুফ শুরু করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ প্রভৃতিতে মগ্ন থাকিবেন এবং দো'আর মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পর পর তাল্বিয়াহ্ পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ যদি ইমামের সহিত দাঁড়াইলে ভীড় ও হট্টগোলের কারণে নিবিষ্টতা ও একাগ্রতা বজায় না থাকে এবং একাকী থাকিলে একাগ্রতা হাসিল হয়, তাহা হইলে একাকী দাঁড়াইয়া থাকাই উত্তম।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকা এবং তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ অকুফে আরাফার সময় যতবেশী সম্ভব যিক্র ও দো'আ পাঠ করায় ত্রুটি করিবেন না। এই দুর্লভ মুহূর্ত বার বার নসীব হওয়া মুশকিল। এই সময়ের জন্য কোন বিশেষ দো'আ নির্দিষ্ট নাই। তবে নিম্নোক্ত দো'আটি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত রহিয়াছে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ وَ خَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ وَ اِلَيْكَ مَابِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ـ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ فِي الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

এক রেওয়ায়তে আসিয়াছে, যখন একজন মুসলমান আরাফাতের দিবসে সূর্য হেলিয়া পড়ার পর অবস্থান করার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কেবলামুখী হইয়া ১০০ বার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পাঠ করে এবং তার পর ১০০ বার— قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ১০০ বার—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার ফেরেশ্তাগণ! আমার এই বান্দার

কি প্রতিদান হইতে পারে, যে আমার তাসবীহ্, তাহলীল ও তামজীদ বর্ণনা করিয়াছে, আমার হামদ ও সানা পাঠ করিয়াছে এবং আমার নবী (দঃ)-এর উপর দরূদ প্রেরণ করিয়াছে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং তাহার নিজের ব্যাপারে তাহার সুফারিশ কবূল করিলাম। আর আমার বান্দা যদি সমগ্র মওকাফবাসীর জন্যও সুফারিশ করে, তাহা হইলেও আমি উহা কবূল করিব।" এই দো'আ ছাড়া আরো যে দো'আ ইচ্ছা প্রার্থনা করিবেন। আরাফাতের ময়দানে এই কিতাবের লিখক, প্রকাশক এবং তাহাদের সন্তানাদির জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করিতে অনুরোধ রহিল।

অকুফের শর্তসমূহ ঃ

অকুফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত রহিয়াছে।

১। মুসলমান হওয়া। কাফেরের অকুফ শুদ্ধ হইবে না।

২। বিশুদ্ধ হজ্জের ইহ্রাম হওয়া। যদি কেহ উম্রার ইহ্রাম বাঁধিয়া অথবা হজ্জে ফাসেদের ইহ্রাম বাঁধিয়া অথবা বিনা ইহ্রামে অকুফ করেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না।

৩। অকুফের স্থান অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অকুফ হওয়া। যদি কেহ আরাফাত -এর বাহিরে অকুফ করেন, তাহা হইলে যদি উহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় তবুও অকুফ শুদ্ধ হইবে না।

৪। অকুফের সময় হওয়া অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় হইতে ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় অকুফ করা।

অকুফের রুকন ঃ

অকুফ আরাফাতের ময়দানে হইতে হইবে—ইহাই অকুফের রুকন। যদি এক মুহূর্তের জন্যও হয় এবং যে কোনভাবেই হয়—নিয়ত থাকুক বা না থাকুক, আরাফাতের ইল্ম থাকুক বা না থাকুক, জাগ্রত হউক বা নিদ্রিত, সজ্ঞান হউক অথবা অজ্ঞান, স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় অথবা দৌড়াইয়া আরাফাতের ময়দান অতিক্রম করিয়া গেলে সর্বাবস্থায় অকুফ হইয়া যাইবে। যদি কেহ অকুফের নির্ধারিত সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ না করেন, তাহার অকুফ হইবে না অর্থাৎ, তাহার হজ্জই হইবে না।

মাসআলা ঃ অকুফের জন্য হায়েয-নেফাস ও জানাবত হইতে পবিত্র হওয়া শর্ত নহে।

মাসআলা ঃ ৯ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেহ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানা হইতে বাহিরে চলিয়া যান, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে দম দিতে হইবে না।

অকুফের সুন্নতসমূহ ঃ

অকুফের সুন্নতসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) অকুফের জন্য গোসল করা।

(২) সূর্য হেলিয়া পড়ার পর ইমাম কর্তৃক যোহর ও আসর এই দুই নামাযের পূর্বে দুইটি খোৎবা প্রদান করা।

(৩) উভয় নামায একত্রিত করা।

(৪) নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে অকুফ করা।

(৫) আরাফাতের ময়দান হইতে ইমামের সহিত রওয়ানা হওয়া।

যদি কেহ ভিড়ের ভয়ে সূর্যাস্তের পরে ইমামের পূর্বেই রওয়ানা হইয়া যান, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না। এমনিভাবে যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা হইয়া যান কিন্তু সূর্যাস্তের পর আরাফাতের সীমানা হইতে বাহির হন তাহা হইলেও কোন অসুবিধা নাই।

অকুফের মুস্তাহাবসমূহ ঃ

অকুফের মুস্তাহাবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বেশী বেশী করিয়া তাল্‌বিয়াহ্‌, তাকবীর, তাহলীল, দো'আ, ইস্তিগফার, কোরআন ও দরূদ প্রভৃতি পাঠ করা।

২। নবী-করীম (দঃ)-এর দাঁড়াইবার জায়গায় দাঁড়ানো।[১]

৩। একাগ্রতা এবং বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা।

৪। ইমামের পিছনে এবং নিকটে দাঁড়ানো।

৫। কেব্‌লামুখী হইয়া দাঁড়ানো।

৬। সওয়ার হইয়া অকুফ করা।

৭। সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্ব হইতে অকুফের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকা।

৮। অকুফের নিয়ত করা।

৯। দো'আর জন্য হাত উঠানো।

১০। তিন-তিনবার করিয়া দো'আ পাঠ করা।

১১। হামদ ও দরূদের সহিত দো'আ শুরু করা।

১২। হামদ ও দরূদের সহিত দো'আ সমাপ্ত করা।

১৩। পবিত্র অবস্থায় থাকা।

১৪। যিনি রোযা রাখিতে সক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা এবং যিনি অপারগ তাহার জন্য রোযা না রাখা। কেহ কেহ রোযা থাকাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। কেননা, রোযার কারণে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং হজ্জের আহকাম ঠিকমত আদায় করিতে সক্ষম হইবেন না। এইজন্য রোযা না থাকাই উত্তম।

১৫। রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকা। তবে যদি ওযর থাকে, তাহা হইলে ছায়ায় দাঁড়াইতে পারিবেন।

১৬। ঝগড়া-বিবাদ না করা।

১৭। ভাল কাজ করা। যেমনঃ সদকা ইত্যাদি প্রদান করা।

টীকাঃ ১· অর্থাৎ, মসজিদে সাখারাতের মধ্যে।

অকুফের মাকরূহ কাজসমূহ ঃ

অকুফের মাকরূহ কাজসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। যোহর ও আসরের নামায একত্রিত করার পর অকুফ করিতে বিলম্ব করা।

২। রাস্তায় অবস্থান করা।

৩। অকুফের সময় বিনা ওযরে শয়ন করা।

৪। সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্বে খোৎবা পাঠ করা।

৫। উদাসীনতার সহিত অকুফ করা।

৬। সূর্যাস্তের পর আরাফাত হইতে রওয়ানা করিতে বিলম্ব করা।

৭। সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হইয়া যাওয়া।

৮। মাগরেব অথবা এশার নামায আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় পড়া।

৯। এত দ্রুত চলা যদ্দরুন অন্য লোকদের কষ্ট হইতে পারে। ইদানীংকালে অধিকাংশ লোকই এভাবে চলে। ইহাতে প্রায়শঃ লোকজনদের কষ্ট হইয়া থাকে, অনেকে ব্যথা পায় কিংবা যখমীও হয়। এমন করা হারাম।

[যদি জুমুআর দিন অকুফে আরাফা (হজ্জ) অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহার ফযীলত অন্যান্য দিনের অকুফের তুলনায় ৭০ গুণ বেশী।]

মাসের দিন-তারিখ তাহ্‌কীক করিবার জন্য সউদী সরকার নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারাই হজ্জের দিন-তারিখ ঘোষণা করেন। সুতরাং হাজী সাহেবরা নিশ্চিন্ত মনে এবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকিতে পারেন।

আরাফাতের ময়দান হইতে
মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন ঃ

মাসআলা ঃ সূর্যাস্তের পর অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে এবং গাম্ভীর্য সহকারে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত পথে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন করা মুস্তাহাব। যদি কেহ অন্য কোন পথে গমন করেন, তবে তাহাও জায়েয। কিন্তু তাহা উত্তম পন্থার পরিপন্থী। মুযদালিফা হইতেছে মিনা এবং আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি ময়দান। ইহার দূরত্ব যেমন মিনা হইতে তিন মাইল, আরাফাত হইতেও তিন মাইল।

মাসআলা ঃ যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং কোন ভিড় না থাকে আর কাহারও কোন কষ্ট হইবে না বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কিছুটা দ্রুত গতিতে চলিবেন। নতুবা খুব সাবধানে চলিতে হইবে। মনে রাখিবেন, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ ইমামের পূর্বে আরাফাত হইতে রওয়ানা হইবেন না। কিন্তু যদি রাত্রি হইয়া যায় এবং ইমাম রওয়ানা হইতে দেরী করেন, তাহা হইলে ইমামের রওয়ানা হওয়ার অপেক্ষা করিবেন না। কেননা, তিনি সুন্নতের খেলাফ কাজ করিতেছেন। তবে হাজীগণের সংখ্যাধিক্যের কারণে যদি ইমামের রওয়ানা হওয়ার খবর জানা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ইমামের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ভিড় এড়াইবার জন্য ইমামের পূর্বে অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হইয়া যান, কিন্তু আরাফাতের সীমানার বাহিরে না গিয়া কিছু দূর আসিয়া থামিয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না।

মাসআলা ঃ ইমামের রওয়ানা হওয়ার পর ভিড় এড়াইবার জন্য অথবা কোন ওযর-বশতঃ কিছু সময় বিলম্ব করিলে কোন অসুবিধা হইবে না। অবশ্য বিনা ওযরে বিলম্ব করা সুন্নতের পরিপন্থী।

মাসআলা ঃ মুযদালিফার পথে বেশী বেশী করিয়া তাল্‌বিয়াহ্, তাকবীর, দো'আ ও দরূদ পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ মাগরেব অথবা এশার নামায আরাফাতের ময়দানে অথবা পথিমধ্যে পড়িবেন না; বরং মুযদালিফায় পৌঁছিয়া এশার ওয়াক্তে উভয় ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়িবেন।

মাসআলা ঃ মুযদালিফার নিকটে পৌঁছিয়া সওয়ারী হইতে নামিয়া যাইবেন। পদব্রজে মুযদালিফায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় প্রবেশের জন্য গোসল করাও মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় 'কাযাহ' পাহাড়ের নিকটে রাস্তার ডান অথবা বাম পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। রাস্তায় অন্যান্য লোকজন হইতে আলাদা অবস্থান করিবেন না।

মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামায একত্রিত করা ঃ

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় মাগরেব ও এশা উভয় একত্রিত করিয়া পড়িতে হয়। মুযদালিফায় পৌঁছিয়া নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। এমনকি যদি তেমন কোন অসুবিধা না থাকে, তবে সওয়ারীর উপর হইতে মালপত্র নামাযের পরেই নামাইবেন।

মাসআলা ঃ যখন এশার ওয়াক্ত হইয়া যাইবে, তখন এক আযান ও এক একামতের সহিত মাগরেব ও এশার নামায পড়িতে হইবে। প্রথমে মাগরেব এবং পরে এশার নামায পড়িবেন। এশার নামাযের জন্য আযান ও একামত প্রদান করিবেন না এবং উভয় নামাযের মাঝখানে কোন সুন্নত অথবা নফল পড়িবেন না। মাগরেব ও এশার সুন্নত এবং বিত্‌রের নামায এশার নামাযের পরে পড়িবেন। এমনিভাবে দুই নামাযের মাঝে অন্য কোন কাজও বিনা প্রয়োজনে করিবেন না। যদি উভয় নামাযের মাঝখানে অতিরিক্ত ব্যবধান হইয়া যায়, তাহা হইলে আযান ও একামত দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মাগরেবের আদা নামাযের নিয়ত করিবেন, কাযা নামাযের নিয়ত করিবেন না। অবশ্য কাযার নিয়তেও নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়ার জন্য জামাআত শর্ত নহে। একাকীও পড়িতে পারেন, তবে উভয় নামায একত্রে পড়িতে হইবে, তবে জামা-আতে পড়াই উত্তম।

মাসআলা ঃ এই দুই নামাযকে একত্রে পড়ার শর্ত ৬টি।

১। হজ্জের ইহ্‌রাম হওয়া। যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রামে থাকিবেন না, তাহার জন্য মাগরেব ও এশাকে একত্রিত করা জায়েয নহে।

২। অকুফে আরাফা প্রথমে সংঘটিত হওয়া। যদি কেহ প্রথমে মুযদালিফায় অবস্থান করিয়া মাগরেব ও এশাকে একত্রিত করেন এবং তারপর আরাফাতে গমন করেন, তাহার জন্য প্রথমে একত্রিত করা জায়েয হইবে না।

৩। ১০ই যিলহজ্জের রাত্রি হওয়া। ১০ই যিলহজ্জের ফজর পর্যন্ত একত্রিত করিতে পারিবেন।

৪। একত্রীকরণ মুযদালিফায় সংঘটিত হওয়া। মুযদালিফায় পৌঁছার আগে অথবা মুযদালিফা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার পর একত্রিত করা জায়েয হইবে না।

৫। এশার ওয়াক্ত হওয়া। যদি কেহ এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যান, তাহা হইলেও এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরেবের নামায পড়িবেন না।

৬। উভয় নামাযকে ক্রমানুসারে পড়া। যদি কেহ প্রথমে এশা এবং পরে মাগরেব পড়েন, তবে তাহাকে এশার নামায পুনরায় পড়িতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাগরেব অথবা এশার নামায আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় পড়েন, তবে তাহা মুযদালিফায় পৌঁছার পর পুনরায় পড়িতে হইবে। যদি পুনরায় না পড়েন এবং এমনিভাবে ফজরের ওয়াক্ত হইয়া যায়, তবে অবশ্য সে নামাযই যথেষ্ট হইয়া যাইবে, কাযা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি আরাফাত হইতে মুযদালিফায় আসার পথে এমন কোন কারণ উপস্থিত হয় যাহার দরুন মুযদালিফায় পৌঁছা ফজরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে রাস্তায় মাগরেব এবং এশার নামায পড়িয়া নেওয়া জায়েয। কিন্তু প্রত্যেক নামাযই তাহার নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়িতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাস্তা ভুলিয়া যান আর মুযদালিফায় পৌঁছিতে না পারেন, তবে নামায বিলম্বিত করিবেন এবং সুবহে সাদিক নিকটবর্তী হইলে পড়িবেন।

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামায একত্রে পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া সুন্নত। মুযদালিফায় দুই নামাযকে একত্রিত করার জন্য বাদশাহ্ অথবা তাহার প্রতিনিধি হওয়া শর্ত নহে। জামা'আত হওয়াও শর্ত নহে। এখানে নামাযের পূর্বে খোৎবা পড়াও সুন্নত নহে। তবে উভয় নামাযের জন্য মাত্র একটি একামত বলিতে হয়।

মুযদালিফায় অবস্থানের বর্ণনা ঃ

মাসআলা ঃ মাগরেব ও এশার নামায সমাপ্ত করিয়া মুযদালিফায় অবস্থান করিবেন। এখানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

মাসআলা ঃ এই রাত্রে জাগ্রত থাকা এবং তেলাওয়াত, নফল নামায, দো'আ-দরূদ প্রভৃতি পাঠ করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ পরবর্তী সুবহে সাদিক হইয়া যাওয়ার পর সম্ভব হইলে অন্ধকার থাকিতেই বাদশাহ্ অথবা তাহার প্রতিনিধির সহিত নামায পড়িবেন। অথবা নিজেই জামাআত পড়িয়া নিবেন। একাকী পড়াও জায়েয, তবে জামাআতে পড়া উত্তম। ফজরের নামাযের পর সম্ভব হইলে 'কাযাহ' পাহাড়ের পাদদেশে বাদশাহ্র কাছাকাছি অকুফ করিবেন। নতুবা উহার আশেপাশে কোথাও আরাফাতের মতই অকুফ করিবেন।

মাসআলা ঃ অকুফে মুযদালিফার জন্য সুবহে সাদিকের পরে গোসল করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ফজরের নামাযের পূর্বে অকুফ করেন এবং তারপর খুব ফর্সা হইয়া গেলে নামায পড়েন, তবে তাহাও জায়েয, কিন্তু নামাযের পরেই অকুফ করা উত্তম।

মাসআলা ঃ এই অকুফের সময়ও দরূদ শরীফ, তাকবীর, তাহ্লীল, ইস্তিগফার, তাল্বিয়াহ্, যিক্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাঠ করিবেন এবং যেভাবে দো'আর মধ্যে হাত উঠানো হয় সেভাবে হাত উঠাইবেন।

মাসআলা ঃ মুযদালিফায় সর্বত্র অকুফ করিতে পারিবেন, কিন্তু 'ওয়াদিয়ে মুহাস্সার' নামক ময়দানে অকুফ করিবেন না।

মাসআলা ঃ মুযদালিফার অকুফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অকুফের পূর্বে ইহ্রাম বহাল থাকা, অকুফে আরাফা করা এবং স্থান-কাল ও সময় হওয়া শর্ত। অর্থাৎ, উভয় নামায একত্রে পড়ার জন্য যেসব শর্ত রহিয়াছে এখানেও সেসব শর্ত বিদ্যমান থাকিতে হইবে। মুযদালিফায় অকুফের সময় হইতেছে সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। যদি কেহ সূর্যোদয়ের পরে অথবা সুবহে সাদিকের আগে মুযদালিফায় অকুফ করেন, তাহা হইলে অকুফ শুদ্ধ হইবে না।

মাসআলা ঃ সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অকুফ করা ওয়াজিব, যদিও ক্ষণিকের জন্য হয়। যদি কেহ পথ চলিতে গিয়া ঐ সময়ের মধ্যে মুযদালিফার উপর দিয়া অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তাহার অকুফ হইয়া যাইবে। চাই ঘুমন্ত, জাগ্রত, বে-হুঁশ অথবা যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন—মুযদালিফার ইল্ম থাকুক বা না থাকুক—অকুফে অরাফার মতই সর্বাবস্থায় অকুফ শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ঐ সময় মুযদালিফায়[১] অকুফ না করেন এবং সুবহে সাদিকের পূর্বেই সেখান হইতে চলিয়া যান, তবে তাহার উপরে দম ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি

টীকা

১. আজকাল গাড়ীওয়ালারা জোরপূর্বক হাজীগণকে সুবহে সাদিকের পূর্বেই ফজরের নামায পড়াইয়া মিনায় লইয়া যায়। ঐ সময় একটু শক্ত ভূমিকা পালন করিবেন এবং যাইতে অস্বীকার করিবেন। নতুবা দম ওয়াজিব হইবে।

অসুস্থতা অথবা দুর্বলতা প্রভৃতি কোন ওযরের কারণে অবস্থান না করেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা ভিড়ের কারণে মুযদালিফায় অবস্থান না করেন, তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার থাকিতেই মুযদালিফা হইতে চলিয়া যান, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে না। কেননা, ওয়াজিব পরিমাণ অকুফ হইয়া গিয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ আরাফাতের ময়দানে একদম শেষ সময়ে অর্থাৎ, সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে পৌঁছেন এবং সুবহে সাদিকের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় আসিয়া পৌঁছিতে না পারেন, তবে তাহার উপরও দম ওয়াজিব হইবে না।

মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন এবং কংকর সংগ্রহ ঃ

মাসআলা ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকাআত পরিমিত সময় বাকী থাকিতে অত্যন্ত শান্ত ও গাম্ভীর্যের সহিত মিনা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাল্বিয়াহ্ এবং যিক্র পড়িতে পড়িতে পথ চলিবেন। বাতনে মুহাসসারের প্রান্তে পৌঁছার পর সেখান হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইবেন। যদি সওয়ারীর উপরে উপবিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে উহাকে খুব দ্রুত চালাইবেন। যখন আনুমানিক ৫৪৫ গজ দূরে চলিয়া যাইবেন তখন আবার আস্তে আস্তে চলিবেন। ওয়াদিয়ে মুহাসসারের[১] আয়তন প্রায় ঐ রকমই।

মাসআলা ঃ মুযদালিফা হইতে খেজুর বীচি অথবা ছোলা দানার মত ৭০টি কংকর রামির (নিক্ষেপ করার) জন্য উঠাইয়া লওয়া মুস্তাহাব। অন্য কোথাও হইতে অথবা রাস্তা হইতেও উঠানো জায়েয। কিন্তু জামরা (যেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়)-এর নিকট হইতে উঠাইবেন না। হাদীস শরীফে আসিয়াছে—যাহার হজ্জ কবূল হয়, তাহার কংকর-সমূহ উঠাইয়া লওয়া হয়; আর যাহার হজ্জ কবূল হয় না, তাহার কংকর পড়িয়া থাকে। সুতরাং সেখানে যেসব কংকর পড়িয়া থাকে, তাহা প্রত্যাখ্যাত। সেগুলি কখনো নেওয়া উচিত নহে। যদি কেহ সেগুলি উঠাইয়া নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে, কিন্তু এইরূপ করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ মসজিদে খায়েফ অথবা অন্য কোন মসজিদ হইতে কংকর উঠানো মাকরূহ। কিন্তু যদি কেহ মসজিদ হইতে কংকর তুলিয়া নিয়া নিক্ষেপ করেন, তবে তাহা মাকরূহে তানযিহী অবস্থায় জায়েয হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ অপবিত্র স্থানের কংকর নিক্ষেপ করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ বড় পাথর ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট কংকর বানানোও মাকরূহ।

টীকা

১. ইহা মুযদালিফা ও মিনার মধ্যখানে সামান্য একটু ঢালু জায়গা বিশেষ। এটি যেমন মিনার অন্তর্ভুক্ত নহে, তেমনি মুযদালিফারও অংশ নহে। বরং এতদুভয়ের মাঝখানে পার্থক্যসূচক সীমারেখা হিসাবে বিরাজ করিতেছে।

মাসআলা ঃ ১০ই যিলহজ্জ জামারায়ে উকবার উপরে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়। অবশিষ্ট কংকরসমূহ ১১ তারিখ হইতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যহ ২১টি করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। কংকরসমূহ মুযদালিফা হইতে সংগ্রহ করা জায়েয, মুস্তাহাব নহে। যেখান হইতে ইচ্ছা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু জামারাতের নিকট হইতে অথবা মসজিদ কিংবা কোন অপবিত্র স্থান হইতে সংগ্রহ করিবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বড় বড় পাথর অথবা কংকর নিক্ষেপ করেন, তাহাও জায়েয, কিন্তু মাকরূহ।

মাসআলা ঃ পবিত্র জায়গা হইতে সংগ্রহ করা হইলেও কংকরসমূহকে ধৌত করিয়া নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। যেসব কংকর নিঃসন্দেহে নাপাক তাহা নিক্ষেপ করা মাকরূহ।

১০ই হইতে ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে করণীয় ও তাহার আহ্‌কাম

১০ই যিলহজ্জ তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হইবেন এবং জামরায়ে উখ্‌রার উপর কংকর নিক্ষেপ করিবেন। ইহার পর কোরবানী করিবেন। তারপর মাথা মুণ্ডানো বা ছাঁটার মাধ্যমে ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলিবেন এবং তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিবেন। ১২ই অথবা ১৩ই তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করিবেন। ১১ ও ১২ তারিখে জামরাত্রয়ের উপর কংকর নিক্ষেপ করিবেন এবং ১৩ তারিখেও যদি মিনায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে জামরাত্রয়ের উপরে কংকর নিক্ষেপ করিবেন।

কংকর নিক্ষেপ ঃ

মিনার মাঝপথে তিনটি স্থান রহিয়াছে, যেখানে এক পুরুষ সমান লম্বা তিনটি পাথরের খুঁটি প্রোথিত আছে। এই তিনটি স্থানকে জামারাত ও জেমার বলা হয় এবং প্রত্যেকটিকে জামরা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এগুলির মধ্যে যেইটি মক্কার দিকে অবস্থিত সেটিকে জামরায়ে উকবা, জামরায়ে কুবরা এবং জামরায়ে উখরা বলা হয়। আর যেইটি মাঝখানে রহিয়াছে সেটিকে বলা হয় জামরায়ে উস্‌তা এবং সবশেষে যেইটি মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত সেটিকে জামরায়ে ঊলা বলা হয়।

মাসআলা ঃ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে শুধু জামরায়ে উখরায়ই কংকর নিক্ষেপ করা হয়। সে তারিখে জামরায়ে ঊলা কিংবা উস্‌তায় কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় না। ঐ দিন উপরোক্ত জামরাদ্বয়ে কংকর নিক্ষেপ করা বিদ্‌'আত।

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। ইহা তরক করিলে দম ওয়াজিব হয়।

মাসআলা ঃ ১০ই যিলহজ্জে কংকর নিক্ষেপ করার সময় হইতেছে সেদিন সুবহে সাদিক হইতে ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। যদি ১১ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক হইয়া যায় এবং কেহ কংকর নিক্ষেপ করিতে সক্ষম না হন, তবে দম ওয়াজিব

হইবে। ১০ তারিখের সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নহে। যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। তবে সুন্নত ওয়াক্ত হইতেছে ১০ তারিখের সূর্যোদয়ের পর হইতে সূর্য হেলিয়া পড়া পর্যন্ত। সূর্য হেলিয়া পড়া হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ ওয়াক্ত। সূর্যাস্তের পরে মাকরূহ। ১০ই তারিখের সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্তও মাকরূহ। অবশ্য কোন মহিলা অথবা অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি যদি ভিড়ের ভয়ে প্রত্যুষে কংকর নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাহাদের জন্য মাকরূহ হইবে না।

মাসআলা ঃ ১০ তারিখে যখন মিনায় আগমন করিবেন, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় জামরা বাদ দিয়া সোজা তৃতীয় জামরার নিকটে আসিবেন। মিনায় প্রবেশের পর সর্বাগ্রে কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। তারপর অন্য কাজ করিবেন।

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপ করার সময় নিম্ন-ভূমিতে এমনভাবে দাঁড়াইবেন যেন মিনা বাম দিকে আর কা'বা ডান দিকে থাকে এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার সময় নিম্ন-বর্ণিত তাকবীর ও দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

তাকবীরের বদলে সুব্‌হানাল্লাহ্ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ প্রভৃতি পড়াও জায়েয। কিন্তু একদম যিক্‌র পরিহার করা দূষণীয়।

মাসআলা ঃ কংকরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। ইহাই সবচাইতে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে অন্য যে কোনভাবে ধরিয়া কংকর নিক্ষেপ করাও জায়েয।

মাসআলা ঃ জামরায়ে ঊলার কংকর নিক্ষেপ সওয়ার হইয়া করা উত্তম। তবে শর্ত এই যে, ইহাতে যেন অন্যের কোন কষ্ট না হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য জামারাতের কংকর পদব্রজেই নিক্ষেপ করা উত্তম।

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি জামরা হইতে অন্ততঃ ৫ হাত দূরে দাঁড়াইবেন। উহার চাইতে কম দূরত্বে দাড়ানো মাকরূহ। তবে উহার চাইতে বেশী দূরত্বে দাঁড়াইলে কোন দোষ হইবে না।

মাসআলা ঃ ডান হাতে কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। কংকর নিক্ষেপ করার সময় হাতকে এত উপরে উঠাইবেন যাহাতে বগল অনাবৃত হইয়া পড়ে।

তাল্‌বিয়াহ্ মুলতবী হওয়ার সময় ঃ

মাসআলা ঃ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে জামরায়ে উখরায় কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ বর্জন করিবেন। অতঃপর আর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না—চাই আপনি এফ্‌রাদ, ক্বেরান অথবা তামাত্তো' যে কোন প্রকার হজ্জই করেন না কেন অথবা সে হজ্জ বিশুদ্ধ হজ্জ অথবা ফাসেদ হজ্জ যাহাই হউক না কেন।

মাসআলা ঃ যদি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কোরবানী করা হয়, তাহা হইলে হজ্জে এফ্‌রাদ পালনকারীকে তাল্‌বিয়াহ্ বর্জন করিতে হইবে না। কিন্তু ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারীগণকে বর্জন করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ জামরায়ে উখ্‌রায় কংকর নিক্ষেপের পরে জামরার নিকটে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া যথাশীঘ্র নিজের থাকার জায়গায় ফিরিয়া যাইবেন।

যবেহর আহ্‌কাম ঃ

জামরায়ে উখ্‌রায় কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করিয়া নিজের অবস্থানে চলিয়া আসিবেন; পথে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না। অতঃপর হজ্জের শোক্‌রিয়া স্বরূপ কোরবানী করিবেন। ইহা মুফ্‌রিদের জন্য মুস্তাহাব। ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারীদের জন্য ওয়াজিব। মুফ্‌রিদ যদি কোরবানীর পূর্বেই চুল ছাঁটান এবং পরে কোরবানী করেন, তবে তাহার উপরে দম প্রভৃতি ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য কোরবানীর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা এবং চুল ছাঁটাইবার পূর্বে কোরবানী করা মুস্তাহাব। ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারীদের জন্য চুল ছাঁটানোর পূর্বে কোরবানী করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজেই যবেহ করিতে পারেন, তাহার পক্ষে নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। আর যদি যবেহ করিতে না জানেন, তবে যবেহ করার সময় কোরবানীর নিকটে থাকা মুস্তাহাব। যবেহ করার পূর্বে অথবা পরে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করিবেন—

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ـ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ هٰذَا النُّسُكَ وَاجْعَلْهُ قُرْبَانًا لِّوَجْهِكَ وَعَظِّمْ اَجْرِیْ عَلَیْهَا

মাসআলা ঃ এই কোরবানীর হুকুম-আহকামও ঈদুল্ আযহার কোরবানীরই অনুরূপ। যেসব পশু ঈদুল আযহার কোরবানীতে জায়েয এক্ষেত্রেও সেগুলিই জায়েয। আর যেভাবে সেখানে গরু, উট, মহিষ প্রভৃতিতে সাত ব্যক্তি শরীক হইতে পারেন এখানেও তেমনি শরীক হইতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ উট, গরু প্রভৃতিতে সাত জনের কম লোকও শরীক হইতে পারেন, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে কাহারও অংশ যেন সপ্তমাংশ হইতে কম না হয়।

মাসআলা ঃ যে পশু একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহার হাড়ের উপরে মাংস বলিতে কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, উহার কোরবানী দুরস্ত হইবে না।

হুঁশিয়ারি ঃ

মিনায় যেহেতু ঈদুল আযহার নামায পড়িতে হয় না, তাই সেখানে কোরবানীর পূর্বে ঈদের নামায পড়া শর্ত নহে।

মাসআলা ঃ যে হাজী মুসাফির এবং মক্কায় মুকীম নহেন, তাহার উপর ঈদুল আযহার কোরবানী ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি মুকীম হন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে কোরবানী ওয়াজিব।

চুল ছাঁটানো ও মাথা মুণ্ডানো ঃ

মাসআলা ঃ কোরবানী সমাপ্ত করিয়া মাথা মুণ্ডাইবেন অথবা চুল ছাঁটাইবেন এবং কেবলামুখী হইয়া বসিয়া নিজের ডান দিক হইতে মুণ্ডন অথবা ছাঁটা শুরু করাইবেন। মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করা অথবা ছাঁটা ওয়াজিব। ইহা না করিয়া ইহ্‌রাম খুলিবেন না। সারা মাথা মুণ্ডন করা অথবা ছাঁটানো মুস্তাহাব। হলক কসর হইতে উত্তম। যদি কসর করেন, তাহা হইলে এক আঙ্গুলের চাইতে বেশী কাটাইবেন, কম কাটাইবেন না। কেননা, চুল ছোট-বড় হইয়া থাকে। যদি কম ধরেন, তাহা হইলে ছোট ছোট চুল কাটিবে না এবং বেশী ধরার অবস্থায় ছোট-বড় সব চুল কাটা পড়িবে। হলক ও কসরের পর নখ কাটিবেন এবং বগল প্রভৃতির লোমও পরিষ্কার করিবেন। যদি হলক অথবা কসরের পূর্বে নখ প্রভৃতি কাটেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। এইজন্য হলক অথবা কসরের পূর্বে নখ ইত্যাদি কাটানো নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো হারাম। শুধু মাথার এক চতুর্থাংশের চুল এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটানোই যথেষ্ট।[১] তবে এক আঙ্গুল হইতে বেশী ধরিবেন। তাহা হইলে সব চুল কাটার মধ্যে পড়িয়া যাইবে। কেননা, চুল ছোট-বড় হইয়া থাকে।

মাসআলা ঃ সারা মাথার চুল হলক অথবা কসর করা সুন্নত। শুধু মাথার চতুর্থাংশের চুলের উপরে যথেষ্টকরণ জায়েয, কিন্তু তাহা মাকরূহে তাহ্‌রীমী।

মাসআলা ঃ ক্ষৌর কার্যের সময় এবং পরে তাকবীর বলিবেন এবং এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَیْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِیَتِیْ بِیَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ وَاغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِیْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّامْحُ بِهَا عَنِّیْ سَیِّئَةً وَّارْفَعْ لِیْ بِهَا دَرَجَةً اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَلِلْمُحَلِّقِیْنَ وَالْمُقَصِّرِیْنَ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ـ اٰمِیْنَ

কর্তিত চুল ও নখ দাফন করা মুস্তাহাব। ফেলিয়া দিলেও কোন দোষ হইবে না, কিন্তু গোসলখানা অথবা পায়খানায় ফেলা মাকরূহ। ক্ষৌর কার্য সমাপ্ত করিয়া এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ قَضٰی عَنَّا نُسُكَنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِیْمَانًا وَّیَقِیْنًا তারপর নিজের জন্য, পিতা-মাতা, সকল মুসলমান, লিখক, প্রকাশক এবং তাহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্যও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দো'আ করিবেন।

টীকা ঃ ১· মহিলাদের জন্যও সমগ্র মাথার চুল হইতে এক অঙ্গুলি পরিমাণ ছাঁটানো সুন্নত।

মাসআলা ঃ যদি মাথা মুণ্ডাইতে কোন ওযর থাকে যেমনঃ ক্ষুর না থাকে অথবা ক্ষৌরি করার কোন লোক না থাকে অথবা মাথায় যখম ইত্যাদি থাকে তাহা হইলে চুল ছাঁটানোই ওয়াজিব। আর যদি ছাঁটাইতে না পারেন যেমনঃ চুল খুব ছোট এবং মাথায় কোন যখমও নাই—তাহা হইলে মাথা মুণ্ডানোই ওয়াজিব। আর যদি মাথায় যখম থাকে—ইহার বিবরণ পরে আসিতেছে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাথার চুল উঠাইয়া ফেলেন কিংবা চুনা অথবা লোমনাশক প্রভৃতি দ্বারা উঠাইয়া ফেলেন অথবা মারা-মারি করিতে গিয়া উঠিয়া যায়, তবে তাহাই যথেষ্ট হইবে। উহা নিজ কর্ম-দোষে উঠুক অথবা অন্য কেহ উঠাইয়া ফেলুক।

মাসআলা ঃ যদি কাহারোও মাথায় টাক থাকে এবং তাহার মাথায় মোটেও চুল না থাকে, অথবা মাথায় যদি যখম থাকে, তবে ইহার উপরে শুধু ক্ষুর চালানোই ওয়াজিব। আর যদি যখমের জন্য ক্ষুর চালানোও সম্ভব না হয়, তবে তাহার উপর হইতে এই ওয়াজিব রহিত হইয়া যাইবে এবং ক্ষৌর কার্য ছাড়াই হালাল হইয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বনে-জঙ্গলে অথবা এমন কোন জায়গায় চলিয়া যান যেখানে ক্ষুর অথবা কাঁচির ব্যবস্থা নাই। তবে তাহা কোন গ্রহণযোগ্য ওযর নহে। যতক্ষণ হলক অথবা কসর না করিবেন, হালাল হইতে পারিবেন না।

মাসআলা ঃ ক্ষৌর কার্যের জন্য শর্ত এই যে, উহা কোরবানীর দিবসসমূহ অর্থাৎ ১০ হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত করাইতে হইবে। চাই দিনে হউক অথবা রাত্রে। ক্ষৌর কার্য হরমের ভিতরে করানোও জরুরী। যদি উপরোক্ত সময় ও স্থান ব্যতীত কেহ অন্য কোন সময় ও স্থানে ক্ষৌর কার্য করান, তাহা হইলে হালাল হইয়া যাইবেন বটে, কিন্তু দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ হজ্জের ইহ্‌রামে ক্ষৌরকার্যের সময় ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পর হইতে শুরু হয় এবং ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বহাল থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষৌর কার্য করানো ওয়াজিব।[১]

মাসআলা ঃ উমরার ইহ্‌রামে সাঈ-এর পরে ক্ষৌর কার্য করানো উচিত। যদিও ক্ষৌর কার্যের সময় তাওয়াফের চার চক্করের পর হইতে আরম্ভ হইয়া যায়।[২]

মাসআলা ঃ ক্ষৌর কার্যের পরে ইহ্‌রামের কারণে যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল, তাহা জায়েয হইয়া যায়। যেমনঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, স্থলজ প্রাণী শিকার করা ইত্যাদি। অবশ্য স্ত্রী সহবাস, স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরা, চুম্বন করা ইত্যাদি জায়েয হয় না। বরং সেসব কাজ তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার পরেই জায়েয হয়।

টীকা

১· জামরাতুল উকবার কংকর নিক্ষেপের পরে এবং যাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব, তিনি কোরবানীর পরে ক্ষৌর কার্য করাইবেন, নতুবা দম ওয়াজিব হইবে।

২· অর্থাৎ, উমরার তাওয়াফের পরে এবং সাঈ-এর পূর্বে ক্ষৌর কার্য শুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সাঈ-এর পরে ক্ষৌর কার্য ওয়াজিব। সাঈ-এর পূর্বে করিলে দম ওয়াজিব হইবে।

তাওয়াফে যিয়ারত ঃ

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী এবং ক্ষৌর কার্য সমাপ্ত করিয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ সম্পন্ন করিবেন। এই তাওয়াফ রুকন এবং ফরয। ইহাকে তাওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। ইহা ১০ই যিলহজ্জ তারিখে সম্পন্ন করা উত্তম। ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্তও করা জায়েয। উক্ত সময়ের পরে মাকরূহে তাহ্‌রীমী। তাওয়াফ করার পদ্ধতি তাওয়াফের বর্ণনায় দেখিয়া লইবেন।

মাসআলা ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের আউয়াল ওয়াক্ত হইতেছে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক, ইহার পূর্বে জায়েয নহে। ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়া উহার শেষ সময় আইয়ামে নহর অর্থাৎ, ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইহার পরেও শুদ্ধ হইবে, তবে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাথে সাঈও করিয়া নেন, তবে তাওয়াফে যিয়ারতে রমল এবং ইযতেবা করিতে হইবে না এবং সাঈ-এরও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাথে সাঈ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাওয়াফে যিয়ারতের প্রথম তিন চক্করে রমল করিতে হইবে এবং তাওয়াফের নামায পড়িয়া হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বনপূর্বক 'বাবুস সাফার' পথে বাহির হইয়া সাঈ করিতে হইবে। তাওয়াফে যিয়ারতের সময় যদি সেলাইযুক্ত কাপড় পরিহিত থাকে, তাহা হইলে ইযতেবা করিতে হইবে না। অন্যথায় করিতে হইবে।[১] আর যদি তাওয়াফে কুদুমে সাঈ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে রমল ও ইযতেবা ছাড়িয়া দেন তাহা হইলেও এখন আর রমল এবং ইযতেবা করিতে হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ জানাবতের অবস্থায় রমল সহকারে তাওয়াফে কুদুম করিয়া থাকেন এবং সাঈও আদায় করেন, তাহা হইলে পুনরায়[২] সাঈ করা ওয়াজিব হইবে।[৩] রমল পুনরায় করা সুন্নত। আর যদি বে-ওযূ অবস্থায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাঈ ফিরাইয়া করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া তাওয়াফে কুদুম করেন এবং সাঈও আদায় করেন, তাহা হইলে তাওয়াফে কুদুম[৪] আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু মাকরূহে তাহ্‌রীমী হইবে এবং পুনরায় সাঈ করা ওয়াজিব হইবে।

টীকা

১· كذا في شرح اللباب

২· তাওয়াফে যিয়ারতের পরে।

৩· যদি পুনরায় সাঈ না করে, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি পবিত্র অবস্থায় পুনরায় তাও-য়াফে কুদুম সম্পন্ন করিয়া নেয়, তবে পুনরায় সাঈ করা ওয়াজিব হইবে না এবং দমও ওয়াজিব হইবে না।

৪· কোন কোন মুহাক্কেক আলেমের মতে সেই তাওয়াফ নফল হিসাবে গণ্য হইবে এবং হজ্জের মাস আগমন করার পর তাওয়াফে কুদুম ফিরাইয়া করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। —হায়াতুল কুলুব, পৃঃ ১৫৮

তাওয়াফে যিয়ারতের শর্তসমূহঃ

তাওয়াফে যিয়ারত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৯টি শর্ত রহিয়াছে।

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) স্থির মস্তিষ্ক হওয়া।

(৩) ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা থাকা।

(৪) তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা।

(৫) প্রথমে অকুফে আরাফাত করা।

(৬) তাওয়াফের নিয়ত করা।

(৭) তাওয়াফের সময় হওয়া

(৮) স্থান অর্থাৎ, মসজিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্ শরীফের চারিপাশে তাওয়াফ করা।

(৯) নিজে তাওয়াফ করা। যদিও অন্য লোকের কাঁধে চড়িয়া করেন। অবশ্য যদি কেহ ইহ্‌রামের পূর্বে অজ্ঞান হইয়া যান এবং তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া না পান, তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে তাওয়াফ করিতে পারিবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিবসমূহঃ

তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াজিব ৬টি।

(১) পদব্রজে তাওয়াফ করা। তবে শর্ত এই যে, চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকিতে হইবে।

(২) ডান দিক হইতে তাওয়াফ শুরু করা।

(৩) সাত চক্কর পূর্ণ করা।

(৪) হাদাস ও জানাবত হইতে পবিত্র থাকা।

(৫) সতরে আওরাত বজায় থাকা।

(৬) কোরবানীর দিবসসমূহের মধ্যে তাওয়াফ সম্পন্ন করা।

মাসআলাঃ কংকর নিক্ষেপ ও ক্ষৌর কার্যের পরে তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নত, ওয়াজিব নহে।

মাসআলাঃ এই তাওয়াফ কোন কিছুতে ফাসেদ হয় না এবং বাদও পড়ে না। অর্থাৎ সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া আদায় করা যায়। অবশ্য কোরবানীর দিবসসমূহে আদায় করা ওয়াজিব। উহার পরে আদায় করিলে দম ওয়াজিব হয়। এই তাওয়াফ অবশ্য পালনীয়। কোন কিছুই উহার বদলা হইতে পারে না, শুধু নিম্নবর্ণিত অবস্থাটি বাদে। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি অকুফে আরাফার পরে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে মারা যান এবং হজ্জ সম্পূর্ণ করার ওসিয়ত করিয়া যান। এমতাবস্থায় একটি গরু অথবা উট কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ সম্পূর্ণ[১] হইয়া যাইবে। অকুফে মুযদালিফা, কংকর নিক্ষেপ এবং সাঈ তরক করার কারণে তাহার উপরে কোন দম ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলাঃ এই তাওয়াফ যেহেতু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আদায় করা শুদ্ধ, তাই যদি কেহ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে মরিয়া যান, তাহা হইলে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে এবং বিনা ওযরে বিলম্ব করার পাপ তাহার যিম্মায় বাকী থাকিবে।

মাসআলাঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পরে স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি হালাল হইয়া যায়। তবে যদি কেহ সেই তাওয়াফ সম্পন্ন না করেন, তবে তাহার পক্ষে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পরেও স্ত্রী সহবাস হালাল হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কেহ ক্ষৌর কার্যের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করেন, তাহা হইলে ইহ্‌রামের কোন নিষিদ্ধ বস্তুই তাহার জন্য হালাল হইবে না। ক্ষৌর কার্যের মাধ্যমেই কেবল হালাল হইবে। তাওয়াফ দ্বারা হালাল হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন মহিলা এমন সংকীর্ণ সময়ে হায়েয হইতে পবিত্র হন যে, ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল সারিয়া মসজিদে গিয়া পূর্ণ তাওয়াফ অথবা শুধু চার চক্কর সম্পূর্ণ করিতে পারেন এবং তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে তাহার উপরে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি এতটুকু সময় না থাকে, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কোন মহিলা হায়েযের কারণে যথাসময়ে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হন, তবে দম ওয়াজিব হইবে না; তাহাকে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন মহিলার জানা থাকে যে, হায়েয শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে এবং হায়েয আসার পূর্বে এই পরিমাণ সময় বাকী থাকে যে, তিনি পূর্ণ তাওয়াফ অথবা চার চক্কর পূর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা না করেন এবং হায়েয আসিয়া পড়ে আর কোরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর পাক হন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি হায়েয আসার পূর্বে চার চক্কর পূর্ণ করার মত সময় বাকী না থাকে, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

টীকা

১· হজ্জ সম্পূর্ণ করার ওসিয়ত ঐ সময় ওয়াজিব হইবে, যখন ঐ ব্যক্তি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার পর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসর হজ্জ পালন করিতে আসিবে। যদি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার প্রথম বৎসরেই হজ্জ পালন করিতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে হজ্জ সম্পূর্ণ করার ওসিয়ত করা ওয়াজিব হইবে না সময় ও অবকাশ না পাওয়ার কারণে। চাই সে অকুফে আরাফার পরেই মারা যাউক। কেননা, হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অকুফে আরাফার পরে মারা যাইবে, তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।" ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিন্তু উহার বিপরীত— যিনি হজ্জ ফরয হওয়ার পর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসরে বিলম্ব করিয়া হজ্জ সমাপন করিতে আসেন তাহার জন্য অকুফে আরাফার পূর্বে অথবা পরে মৃত্যুর সময় হজ্জ সম্পূর্ণ করার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে।

তাওয়াফে যিয়ারতের পরে মিনায় প্রত্যাবর্তন ঃ

১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিয়া পুনরায় মক্কা মুকাররামা হইতে মিনায় ফিরিয়া আসিবেন। যোহরের নামায মিনায় আসিয়া পড়া সুন্নত।[১] কেহ কেহ বলেন, মক্কা মুকাররামায় মসজিদে হারামেই পড়া সুন্নত। মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মসজিদে হারামে যোহরের নামায পড়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। রাত্রে মিনায় অবস্থান করা সুন্নত। মিনা ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় রাত্রি যাপন করা মাক্রূহ। চাই মক্কা মুকাররামায়ই হোক অথবা রাস্তায়। এমনিভাবে রাত্রির অধিকাংশ সময় অপর কোন স্থানে অতিবাহিত করাও মাক্রূহ। কিন্তু এমন করিয়া ফেলিলে কোন দম প্রভৃতি ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ মিনায় মসজিদে খায়েফে জামাআতে নামায পড়ার চেষ্টা করিবেন[২] এবং মসজিদের মাঝখানে যে গম্বুজটি রহিয়াছে উহার মেহরাবে বিশেষভাবে নামায আদায় করিবেন। ইহা নবী করীম (দঃ)-এর নামায পড়ার জায়গা।

১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ঃ

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কংকর নিক্ষেপের দিন চারটি। ১০, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ। ১০ই যিলহজ্জ শুধু জামরায়ে উখরায় কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় এবং অন্যান্য দিবসসমূহে জামরাত্রয়ের উপরে কংকর নিক্ষেপ করা হয়।

মাসআলা ঃ ১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর যোহরের নামায পড়িয়া জামরাত্রয়ের উপর সাতটি করিয়া কংকর নিক্ষেপ করিবেন। প্রথমে জামরায়ে ঊলা[৩] (যাহা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত)-এর উপরে কংকর নিক্ষেপ করিবেন। এই জাম্‌রাটি যেহেতু একটু উঁচুতে অবস্থিত, সেই কারণে জামরার নিকটে উপরে চড়িয়া পাঁচ হাত অথবা ততোধিক দূরত্ব বজায় রাখিয়া কেবলামুখী হইয়া এমনভাবে দাঁড়াইবেন যেন জামরার ঠিক বিপরীত না হয়, বরং জামরার বেশী অংশ ডান দিকে এবং কম অংশ বাম দিকে থাকে। অতঃপর সাতটি কংকর মারিবেন এবং প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় এই দো'আটি পাঠ করিবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَـرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُـوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْـكُـوْرًا

এইভাবে জামরায়ে ঊলার রামি সমাপ্ত করিয়া সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঠাইয়া আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা পড়িবেন এবং তসবীহ

টীকা

১. هٰكَذَا فِى اللباب و هو ظاهر الهداية وقال القارى فى شرح اللباب فعلها بمكة اظهر نقلا و عقلا

২. তবে শর্ত এই যে, সেখানকার ইমাম যদি কসর না পড়েন এবং দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করিয়া না পড়েন।

৩. ويبدأ بالجمرة الاولى اى وجوبا وهو الاحوط او سنة و عليه الاكثر ـ (شرح لباب)

ও তাকবীর পাঠ করিবেন। নিজের জন্য এবং এই পুস্তকের লেখক, প্রকাশক ও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দো'আ প্রার্থনা করিবেন। রামি করার পর এই পরিমাণ সময় সেখানে অবস্থান করিবেন, যেন সূরা বাকারা অথবা পৌণে এক পারা অথবা বিশ আয়াত পরিমাণ কোরআন পাঠ করা যাইতে পারে। অতঃপর জামরায়ে উস্‌তা অর্থাৎ, মধ্যবর্তী জামরার কাছে আসিবেন এবং জামরায়ে ঊলার মতই রামি করিবেন। সামান্য বাম দিকে সরিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া জামরায়ে ঊলার ন্যায় তসবীহ, তাহ্‌লীল, তাকবীর ও দো'আ প্রভৃতি পাঠ করিবেন। তারপর জামরায়ে উখরায় রামি করিবেন এবং উহার রামি সম্পন্ন করার পর থামিয়া দো'আ প্রভৃতি করিবেন না। ইহা শুধু জামরায়ে ঊলা এবং উসতায় কংকর নিক্ষেপের পরেই সুন্নত। জামরায়ে উখরার রামি সমাপ্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিবেন এবং মিনায় রাত্রিযাপন করিবেন। তারপর ১২ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর এমনিভাবে জামরাত্রয়ের উপরে রামি করিবেন এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

উহার পর ১৩ই যিলহজ্জ তারিখেও সূর্য হেলিয়া পড়ার পরে এমনিভাবে জামরাত্রয়ের উপরে কংকর নিক্ষেপ করিবেন।

মাসআলা ঃ ১২ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর রামি সম্পন্ন করিয়া মিনা হইতে মক্কা মুকাররমায় চলিয়া আসা নির্দোষভাবেই জায়েয। তবে ১৩ই যিলহজ্জ রামি সম্পন্ন করার পরে আসাই উত্তম।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি ১২ই যিলহজ্জ রামি সম্পন্ন করার পর মক্কা মুকাররামায় চলিয়া আসেন, তাহার উপরে ১৩ই যিলহজ্জের কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব থাকে না।

মাসআলা ঃ যদি ১২ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররামা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন। সূর্যাস্তের পর ১৩ই যিলহজ্জ আরম্ভ হইয়া গেলে ১৩ই যিলহজ্জের রামি ওয়াজিব না হইলেও রামি সমাপ্ত না করিয়া যাওয়া মাক্রূহ। কিন্তু যদি মিনায় ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৩ তারিখের রামি ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি রামি না করিয়া চলিয়া আসেন তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ১১ ও ১২ তারিখের রামির ওয়াক্ত সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় হইতে শুরু হয়। উহার পূর্বে রামি জায়েয নহে। সূর্য হেলিয়া পড়া হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুন্নত ওয়াক্ত। সূর্যাস্ত হইতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাক্রূহ ওয়াক্ত। যদি কেহ ১১ তারিখে রামি না করেন এবং ১২ তারিখের সুবহে সাদিক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১১ তারিখের রামি বাদ পড়িয়া যাইবে এবং তাহার সময়ও শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এমতাবস্থায় ১২ তারিখের রামির সহিত ইহার ক্বাযা করিতে হইবে। এমনিভাবে যদি ১২ তারিখের রামি ১৩ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত না করেন, তাহা হইলে উহার ওয়াক্তও চলিয়া যাইবে এবং উহার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন দিনের রামি উহার নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহার ক্বাযা ও দম উভয়ই ওয়াজিব হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ একদম কোন দিনও রামি না করেন এবং রামির সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও মাত্র একটি দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ রামির ক্বাযা সম্পন্ন করার সময় ১৩ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সূর্যাস্তের পরে রামির নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া যায় এবং ক্বাযার সময়ও বাকী থাকে না। এক্ষেত্রে শুধু দমই ওয়াজিব হয়।

মাসআলা ঃ ১৩ তারিখের রামির সময় যদিও সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, কিন্তু সূর্য হেলিয়া পড়ার আগে মাকরূহ সময় এবং পরে সুন্নত সময়। সূর্যাস্তের পর ইহার সময় সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়া যায়। ১৩ তারিখের রামির ক্বাযাও ইহার পরে করা যায় না। তবে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ১০ অথবা ১১ অথবা ১২ তারিখে রামি সম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে ঐ দিনের পরবর্তী রাত্রে রামি করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ যদি কেহ দশ তারিখে রামি করিতে না পারেন, তবে তিনি ১০ ও ১১ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে রামি করিতে পারিবেন। কারণ, হজ্জের যামানায় পরবর্তী রাত্রিকে পূর্ববর্তী দিনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যদি কেহ ঐ তারিখসমূহের পূর্ববর্তী রাত্রে দিনের রামি সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে রামি শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ ১৩ তারিখের পরবর্তী রাতকে ১৩ তারিখের অধীন বলিয়া গণ্য করা হয় না।

মাসআলা ঃ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে জামরাত্রয়ের উপর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী রামি সম্পন্ন করা সুন্নত। যদি কেহ জামরায়ে উস্‌তা অথবা জামরায়ে উখরার আগে রামি করেন এবং জামরায়ে উলায় পরে করেন, তাহা হইলে উস্‌তা এবং উখরার রামি পুনরায় করিতে হইবে। এভাবে তাহা ক্রমবিন্যাস ও সুন্নত মোতাবেক হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ রামির মধ্যে একটানা ও বিরতিহীনভাবে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নত। কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব অথবা ব্যবধান করা মাকরূহ। এমনিভাবে এক জামরার পরে অন্য জামরায় কংকর নিক্ষেপের মধ্যে দো'আ ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিলম্ব করাও মাকরূহ।

মাসআলা ঃ রামির জন্য কোন বিশেষ অবস্থা এবং আকৃতি ধারণ করা শর্ত নহে। বরং যে অবস্থায় এবং যে স্থানে দাঁড়াইয়াই রামি করিবেন শুদ্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য উপরে বর্ণিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা সুন্নত।

কংকর নিক্ষেপের শর্তসমূহ ঃ

রামি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ১০টি শর্ত রহিয়াছে। ১। কংকর নিক্ষেপ করা জরুরী; জামরার উপরে রাখিয়া দেওয়া যথেষ্ট নহে। অবশ্য ফেলিয়া দেওয়া অর্থাৎ, কংকর জামরার উপরে ঢালিয়া দেওয়াও যথেষ্ট। কিন্তু তাহা সুন্নতের পরিপন্থী হওয়ার কারণে মাকরূহ।

২। হাত দ্বারা রামি করিতে হইবে। যদি কেহ ধনুক অথবা তীর প্রভৃতির সাহায্যে রামি করেন, তবে তাহা শুদ্ধ হইবে না।

৩। কংকর জামরার নিকটে পতিত হইতে হইবে। যদি দূরে পতিত হয়, তবে রামি শুদ্ধ হইবে না। তিন হাতের ব্যবধানকে দূর এবং উহার চাইতে কম দূরত্বকে নিকট বলা হয়।

৪। নিক্ষেপকারীর নিজস্ব ক্রিয়ায় কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়া।

৫। ৭টি কংকর পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি কেহ একাধিক কংকর অথবা ৭টি কংকরই একসাথে নিক্ষেপ করেন, তবে সেগুলি পৃথক পৃথকভাবে পতিত হইলেও মাত্র একটি বলিয়াই গণ্য হইবে এবং অবশিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করা জরুরী হইবে।

৬। নিজ হাতে রামি করিতে হইবে। সক্ষমতা সত্ত্বেও বিনা ওযরে অন্য কাহারও মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করানো জায়েয নহে। অবশ্য যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি অপর কাহাকেও আদেশ করেন অথবা যদি কেহ পাগল এবং বেহুঁশ হন অথবা শিশু হন এবং দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে রামি করেন, তবে তাহা জায়েয হইয়া যাইবে। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ হইতে রামি করার জন্য তাহার অনুমতি থাকা শর্ত এবং বেহুঁশ প্রভৃতির জন্য অনুমতি শর্ত নহে।

মাসআলা ঃ রামির ব্যাপারে এমন ব্যক্তিকে অসুস্থ এবং অপারগ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম নহেন এবং জামারাত পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া অথবা সওয়ার হইয়া আসিতে ভীষণ কষ্টের আশঙ্কা থাকে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি অপরের পক্ষ হইতে রামি করিবেন, তাহাকে প্রথমে নিজের সাতটি কংকর পূর্ণ করিতে হইবে। তারপর অন্যের পক্ষ হইতে কংকর নিক্ষেপ করিবেন।

মাসআলা ঃ যদি অপারগ ব্যক্তির ওযর অপরের সাহায্যে রামি করানোর পর রামির সময় থাকিতেই দূর হইয়া যায়, তবে তাহাকে পুনরায় নিজ হাতে রামি করিতে হইবে না।

মাসআলা ঃ স্বল্প বুদ্ধি, পাগল, শিশু এবং অজ্ঞান ব্যক্তি যদি মোটেও রামি না করেন, তবে তাহাদের উপর ক্ষতিপূরণও ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য যদি অসুস্থ ব্যক্তি রামি না করেন, তবে রামি না করার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

৭। কংকর মাটি জাতীয় হওয়া শর্ত। তাহা পাথরই হউক অথবা অন্য কিছু হউক। মাটি জাতীয় ব্যতীত অপর কোন বস্তু দ্বারা রামি করা জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ পাথর দ্বারা রামি করা উত্তম।

মাসআলা ঃ সোনা, রুপা, লোহা, আম্বর, মণি-মুক্তা, কাষ্ঠখণ্ড গোবর প্রভৃতি দ্বারা রামি করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ ইয়াকুত এবং ফীরোজা (এক প্রকার মূল্যবান পাথর) দ্বারা রামি করা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এই জন্য সাবধানতাস্বরূপ তাহা দ্বারা রামি না করাই উত্তম।

৮। কংকর নিক্ষেপের সময় হইতে হইবে। সময়ের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

৯। রামির অধিকাংশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে।

১০। ক্রমানুযায়ী জামরাত্রয়ের উপরে কংকর নিক্ষেপ করা। ইহা কাহারও কাহারও মতে শর্ত এবং অধিকাংশের মতে সুন্নত।

বিবিধ মাসআলা ঃ

মাসআলা ঃ পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য রামির আহকাম সমান, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য মহিলাদের জন্য রাত্রি বেলা রামি করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ ভিড়জনিত কারণে মহিলাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া কোন ব্যক্তির জন্য রামি করা জায়েয নহে। যদি ভিড়ের ভয়ে কোন মহিলা রামি না করেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা ভিড়ের ভয়ে ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং ১১ ও ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পরে রাত্রি বেলা রামি করেন, তবে তাহা মাকরূহ হইবে না। দুর্বল ও কমজোর লোকদের হুকুমও একই রকম। তাহাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য মাকরূহ।

মাসআলা ঃ কংকর নিক্ষেপের সময় তাহা স্তম্ভের উপরে মারিবেন না; বরং নীচে যেখানে কংকর জমা হয়, সেখানে নিক্ষেপ করিবেন। যদি স্তম্ভের গায়ে লাগিয়া নীচে পড়ে কিংবা উহার আশেপাশে পড়ে, তবে রামি শুদ্ধ হইয়া যাইবে।[১]

মাসআলা ঃ প্রত্যেক জামরার উপরে ইচ্ছাকৃতভাবে ৭-এর অধিক কংকর নিক্ষেপ করা মাক্রূহ। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যদি কেহ বেশী নিক্ষেপ করেন, তবে তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

মাসআলা ঃ একই কংকর সাতবার নিক্ষেপ করা জায়েয। কিন্তু এইরূপ করা সুন্নতের পরীপন্থী।

মিনা হইতে মক্কা অভিমুখে যাত্রা ঃ

রামি সম্পন্ন করিয়া ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কায় ফিরিয়া আসিবেন এবং 'মুহাস্সাব' নামক স্থানে অল্পক্ষণের জন্য হইলেও থামিয়া দো'আ করিবেন। তা সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়া অথবা সওয়ারীর উপরে থাকিয়া সওয়ারীকে থামাইয়াও হইতে পারে। ইহা হইতেছে সুন্নতের সর্বনিম্ন পরিমাণ। সর্বোচ্চ এবং পূর্ণ সুন্নত এই যে, ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ রামি সমাপ্ত করার পর যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায মুহাস-সাবে পড়িবেন। তারপর সামান্য নিদ্রা যাইবেন অথবা শুইয়া পড়িবেন এবং অতঃপর মক্কায় চলিয়া আসিবেন। মুহাসসাব মক্কার উপকণ্ঠেই অবস্থিত।

টীকা

১· যদি স্তম্ভের উপরে আটকাইয়া যায় এবং আটকাইবার জায়গা যদি স্তম্ভের মূল হইতে তিন হাতের কম ব্যবধান হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে। আর যদি তিন হাত অথবা তা অপেক্ষা বেশী দূরে আটকায়, তাহা হইলে জায়েয হইবে না।

হুঁশিয়ারি ঃ আল্হাম্‌দুলিল্লাহ্! এখন হজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এরপর যদি তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করিয়া ফেলেন, তবে স্ত্রী সহবাসও হালাল হইয়া যাইবে। মক্কা মুকাররামায় যতদিন অবস্থান করিবেন, উহাকে গনীমত এবং পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবেন। হরম শরীফে নামায আদায় করা এবং নফল তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করিবেন। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনকে নফল তাওয়াফ সমাপন করিয়া করিয়া সওয়াব পৌঁছাইতে থাকিবেন। তারপর যখন মক্কা মুকাররামা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় হইবে, তখন বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করিবেন। ইহাকে তাওয়াফে সদর এবং তাওয়াফে বিদা' নামে অভিহিত করা হয়। আইয়ামে তাশ্রীক অর্থাৎ, ১৩ই যিলহজ্জের পরে নিজের পক্ষ হইতে, মাতা-পিতার পক্ষ হইতে, আত্মীয়-স্বজনের এবং অপর যাহার পক্ষ হইতে ইচ্ছা উমরা করিতে পারেন। উমরার সওয়াবও অনেক বেশী।

তাওয়াফে বিদা'[১] বা বিদায়ী তাওয়াফ ঃ

তাওয়াফে বিদা'-এর নিয়ম ঃ পবিত্র হজ্জ সমাপ্ত করার পর যখন মক্কা মুকাররামা হইতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তখন তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করিবেন এবং ইহাতে রমল করিবেন না এবং ইহার সাঈও করিবেন না। তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় করতঃ কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া খুব পেট পুরিয়া কয়েক শ্বাসে যমযমের পানি পান করিবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাইবেন। মুখমণ্ডল, মাথা এবং দেহে যমযমের পানি মালিশ করিবেন এবং শরীরের উপরেও ঢালিবেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের চৌকাঠ—যাহা ভূমি হইতে উঁচু হইয়া আছে, চুম্বন করিবেন। তারপর মুলতাযামকে জড়াইয়া ধরিবেন। উহাতে বুক এবং ডান গাল লাগাইয়া ডান হাত উপরে উঠাইয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফের পর্দা ধরিবেন যেমন ঃ কোন গোলাম অথবা খাদেম তাহার প্রভুর জামার ঝুল বা প্রান্ত ধরিয়া থাকে। যদি পর্দা পর্যন্ত হাত না পৌঁছে, তবে উভয় হাত মাথার উপরে উঠাইয়া দেওয়ালের সহিত সোজাভাবে খাড়া করিয়া বিছাইয়া দিবেন। মোটের উপর যেমন করিয়া সম্ভব ঐ সময় খুব রোদন করিবেন, বিনীতভাবে প্রার্থনা করিবেন এবং গভীর আক্ষেপ সহকারে বিলাপ করিবেন। যদি কান্না না আসে, তাহা হইলে ক্রন্দনকারীদের মত আকৃতি ধারণ করিবেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফ হইতে বিদায় হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আফ্‌সোস প্রকাশ করিবেন। তারপর হাজারে আস্ওয়াদ চুম্বন করিবেন, যদি সহজসাধ্য হয়, তাহা হইলে

টীকা

১· ইহাকে তাওয়াফে সদর, তাওয়াফে ওয়াজিব এবং তাওয়াফে এফাযাহ্ও বলা হয়। তাওয়াফে বিদা' এইজন্য বলা হয় যে, ঐ তাওয়াফের পরে আফাকী অর্থাৎ বাহিরের লোকজন বিদায় হইয়া যান।

উল্টা পায়ে[১] বাবুল বিদা' হইতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে বেদনার চোখে তাকাইতে তাকাইতে এবং ক্রন্দন করিতে করিতে মসজিদ হইতে বাহির হইবেন। দরজায় দাঁড়াইয়া দো'আ প্রার্থনা করিবেন। নিম্নের দো'আটি পাঠ করিতে পারেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ اِنْ جَعَلْتَهٗ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

হায়েয ও নেফাস পালনরতা মহিলাগণকে এই তাওয়াফ করিতে হইবে না; বরং তাহারা বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়াইয়াই শুধু দো'আ প্রার্থনা করিবেন।

তাওয়াফে বিদা'-এর মাসায়েল

মাসআলাঃ তাওয়াফে বিদা' মক্কার বাহিরে বসবাসকারী হাজী সাহেবগণের উপরে ওয়াজিব; চাই তিনি হজ্জে এফ্রাদ অথবা ক্বেরান অথবা তামাত্তো' যাহাই পালন করুন না কেন। তবে শর্ত এই যে, তাহাকে আকেল, বালেগ ও সক্ষম হইতে হইবে। এই তাওয়াফ হরম, হিল্ল ও মীকাতের অধিবাসী, হায়েয ও নেফাস পালনরতা মহিলা, পাগল, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং যাহার হজ্জ ছুটিয়া গিয়াছে কিংবা যাহাকে হজ্জ পালনে বাধা প্রদান করা হইয়াছে—তাহাদের উপরও ওয়াজিব নহে এবং যাহারা শুধু উমরা পালন করেন, তাহাদের উপরও ওয়াজিব নহে।

মাসআলাঃ তাওয়াফে বিদা' মক্কী, হিল্লী এবং মীকাতীদের জন্য মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি মক্কা মুকাররামা অথবা উহার আশেপাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করিয়াছেন, তাহার উপর হইতে এই তাওয়াফ রহিত হইয়া যাইবে। তবে শর্ত এই যে, ১২ই যিলহজ্জের পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করিতে হইবে। যদি ১২ তারিখের পরে নিয়ত করেন, তবে এই তাওয়াফ রহিত হইবে না।

মাসআলাঃ যদি স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করার পর মক্কা মুকাররামা হইতে সফর করার ইচ্ছা করা হয়, তবুও তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব হইবে না। যেমনঃ মক্কার কোন

টীকা

১· উল্টা পায়ে হাঁটা এবং বায়তুল্লাহর চৌকাঠকে চুমা দেওয়া প্রভৃতি হুযুর (দঃ) অথবা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত নহে। কিন্তু ওলামা ও মাশায়েখগণ উহাকে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মানার্থে উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

অধিবাসী যদি কোথাও গমন করেন, তাহা হইলে তাহার উপর তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব হয় না।

মাসআলাঃ যদি কেহ মক্কা মুকাররামায় একামত অর্থাৎ ১৫ দিনের অধিক বসবাসের নিয়ত করেন, কিন্তু স্থায়ী বাসস্থান তৈরী না করেন, তবে বৎসরের পর বৎসর সেখানে বসবাস করার পরেও তাওয়াফে বিদা' মাফ হইবে না।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির মক্কা হইতে সফর করার নিয়ত রহিয়াছে,[১] তাহার জন্য তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই তাওয়াফে বিদার প্রথম সময় হয়—যদি কেহ সফরের ইচ্ছা করিয়া তাওয়াফে বিদা' সমাপন করেন এবং তারপর আবার সেখানে অবস্থানের নিয়ত করিয়া ফেলেন, তবে তাওয়াফে বিদা' আদায় হইয়া যাইবে। কেননা, তাওয়াফে বিদা'র নির্দিষ্ট শেষ সময় নাই, যখন ইচ্ছা করা যাইতে পারে।

মাসআলাঃ যদি কেহ তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করার পরও কিছুদিন মক্কায় থাকিয়া যান, তাহা হইলে রওয়ানা হওয়ার সময় পুনরায় তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করা মুস্তাহাব।

মাসআলাঃ যদি হায়েযবতী মহিলা মক্কার আবাদী হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই পাক হইয়া যান, তবে তাহার জন্য ফিরিয়া আসিয়া তাওয়াফে বিদা' সমাপন করা ওয়াজিব। আর যদি আবাদী হইতে বাহির হওয়ার পর পাক হন, তবে ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব হইবে।

তাওয়াফে বিদা' না করিয়া মীকাত অতিক্রম করা

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন না করিয়াই মক্কা মুকাররামা হইতে রওয়ানা হইবেন, তাহার জন্য মীকাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া এই তাওয়াফ সম্পন্ন করা ওয়াজিব। এতে ইহ্রামের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি মীকাত অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান, তবে দম পাঠাইয়া দিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে উম-রার ইহ্রাম বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে উমরা পালন করিবেন এবং পরে তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করিবেন। এই বিলম্বের জন্য অবশ্য কোন দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু বিনা কারণে এমন করা অনুচিত। মীকাত হইতে বাহিরে যাওয়ার পরে তাওয়াফে বিদা' পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামায় ফিরিয়া আসার জন্য উমরার ইহ্রাম বাঁধা জরুরী, ইহ্রাম ছাড়া আসা নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ তান্‌ঈম প্রভৃতি স্থানে গমনকারীদের জন্য তাওয়াফে বিদা' ওয়াজিব নহে।

টীকা

১· অর্থাৎ যে ব্যক্তি মক্কাকে স্থায়ী বাসস্থান করে নাই এবং নিজের স্থায়ী বাসস্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করে, যদি দীর্ঘ দিন বসবাস করার পরেও হয়।

মাসআলা ঃ তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বিদা' অথবা তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়ত করা শর্ত নহে। বরং প্রত্যেক তাওয়াফের সময় শুধু সাধারণভাবে তাওয়াফের নিয়তই যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ যদি কেহ মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করার সময় তাওয়াফ করেন, তাহা হইলে উহাতে তাওয়াফে কুদুম আদায় হইয়া যাইবে। এইভাবে কোরবানীর দিবসসমূহে তাওয়াফ করিলে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় হইয়া যাইবে এবং মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাওয়াফ করিলে তাওয়াফে বিদা' আদায় হইয়া যাইবে।

হজ্জের প্রকার

এই পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ক্রমানুযায়ী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। হাজী সাহেবগণ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সে সকল আহ্কাম কয়েকবার গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। যখন যে কাজ সম্পাদন করার সময় হইবে, তখন বিশেষভাবে উহার বর্ণনা ভালভাবে দেখিয়া লইবেন। প্রথমেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হজ্জ তিনভাবে আদায় করা যায়। যথা ঃ এফ্রাদ, ক্বেরান ও তামাত্তো'। বর্ণিত আহ্কামসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকার-ত্রয়ের মধ্যে সাধারণ। তবুও যে আহ্কাম কোন বিশেষ প্রকারের সহিত নির্দিষ্ট উহাকে উহার যথাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইন্শা আল্লাহ্ পরবর্তীতেও বর্ণনা করা হইবে। এখন সংক্ষিপ্তভাবে তিন প্রকার হজ্জ সমাপনের অবস্থা এবং নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বিগত আহকামসমূহেরই সারসংক্ষেপ।

এফ্রাদ তথা একক হজ্জ সম্পাদনের সংক্ষিপ্ত ও সুন্নতসম্মত নিয়মাবলী

এফ্রাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ একাকী সম্পন্ন করা এবং পারিভাষিক অর্থ একক-ভাবে শুধু হজ্জ সমাপন করা। ইহার সহিত ক্বেরান অথবা তামাত্তো'-এর ন্যায় উমরা পালন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি একক হজ্জ করিতে চান, তিনি মীকাতে পৌঁছিয়া ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিবেন, নাভির নিম্নদেশের লোম পরিষ্কার করিবেন, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহার সহিত সহবাসও সারিয়া লইবেন। তারপর ইহ্রামের নিয়তে গোসল করিবেন। গোসল করিতে না পারিলে ওযূ করিয়া লইবেন। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েয ও নেফাসবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্যও সুন্নত। ইহার পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শরীঅতসিদ্ধ নহে। গোসলের পর শরীর হইতে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিবেন এবং একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান

করিবেন ও একটি চাদর গায়ে জড়াইয়া নিবেন। যদি দুইটি কাপড় না থাকে তাহা হইলে একটিই যথেষ্ট। কাপড় দুইটি সাদা, নূতন অথবা ধোলাইকৃত হওয়া মুস্তাহাব। চাদর অথবা লুঙ্গি যদি মাঝখান দিয়া সেলাই করা হয় তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না। অবশ্য একদম কোন প্রকার সেলাইযুক্ত না হওয়াই মুস্তাহাব। উহার পর শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগাইবেন। পুরুষের জন্য রংবিহীন সুগন্ধি উত্তম এবং মহিলাদের জন্য রংবিশিষ্ট। কিন্তু কাপড়ে এমন সুগন্ধি লাগাইতে নাই যাহার চিহ্ন লাগানোর পরে অবশিষ্ট থাকে। এরপর দুই রাকাআত নফল নামায পড়িবেন। তবে শর্ত এই যে, তাহা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়। যদি ফরয নামাযের পরে ইহ্রামের নিয়ত করেন, তবে তা-ই যথেষ্ট হইবে। ইহ্রামের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করিবেন। এই নামায মাথা আবৃত করিয়া ইযতেবা ছাড়াই আদায় করিবেন। সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হইয়া বসিয়া মাথা অনাবৃত করিয়া আন্তরিকভাবে ইহ্রামের নিয়ত করিবেন। দাঁড়াইয়া অথবা সওয়ারীর উপরে বসিয়াও নিয়ত করা জায়েয। তারপর মুখে বলিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

তারপর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেন। তাল্‌বিয়াহ্‌র শব্দসমূহ নিম্নরূপ ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

তাল্‌বিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব। পুরুষরা উচ্চৈঃস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করিবেন। ব্যস, এখন ইহরাম বাঁধা হইয়া গিয়াছে। এখন প্রচুর সংখ্যায় তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে থাকিবেন। বিশেষভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সময় ইহ্রাম বাঁধার পরে ইহ্-রামের নিষিদ্ধ কাজসমূহ হইতে বিরত থাকিবেন এবং উহার ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ইহা ব্যতীত আর কোন বিশেষ কাজ হরম শরীফে প্রবেশ করা পর্যন্ত করিতে হইবে না। যখন হরমের সীমানায় প্রবেশ করিবেন (যাহা জিদ্দার দিক হইতে গমনকারীদের জন্য মক্কা শরীফ হইতে দশ মাইলের দূরত্বে শুরু হয়। সেখানে দুইটি সাদা মিনার তৈরী রহিয়াছে) তখন সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া নগ্ন পায়ে চলি-বেন। যদি বেশী দূর হাঁটিতে না পারেন, তবে অল্প কিছু দূর হাঁটিবেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত হরমে প্রবেশ করিবেন। প্রচুর পরিমাণে তাল্‌বিয়াহ্, তাকবীর, তাহ্লীল প্রভৃতি পাঠ করিবেন। যখন মক্কা মুকাররামার নিকটবর্তী হইবেন, তখন মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করিবেন এবং মক্কার কবরস্তান বাবুল মা'লার দিক হইতে প্রবেশ

করিবেন এবং পড়িবেন ঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِىْ بِهَا حَلَالًا এবং মাদ'আ

নামক স্থানে দো'আ প্রার্থনা করিবেন। তারপর যদি মালপত্রের দিক হইতে শান্তি ও স্থিরতা বজায় থাকে, তাহা হইলে সোজা মসজিদে হারামে চলিয়া যাইবেন। নতুবা মাল-পত্রের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া পরে মসজিদে হারামে গমন করিবেন। বাবুস্ সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করিবেন। প্রথমে ডান পা রাখিবেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রবেশ করিবেন। লাব্বায়কা পড়িয়া— اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পাঠ করিবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টিগোচর হইবে তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করিবেন এবং দো'আ করিবেন। এই সময় নিম্নোক্ত দো'আটিও সুন্নত ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

তারপর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিতে করিতে হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে অগ্রসর হইবেন এবং তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করিবেন। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাওয়াফের কারণে ফরয নামাযের জামা'আত অথবা বিত্‌র অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়। যদি ভয় থাকে, তাহা হইলে প্রথমে নামায আদায় করিয়া নিবেন। তাওয়াফের জন্য হাজারে আস্‌ওয়াদের সামনে এমনভাবে দাঁড়াইবেন যাহাতে ডান কাঁধ হাজারে আস্‌ওয়াদের বাম দিকের সামনে থাকে আর সমগ্র হাজারে আস্‌ওয়াদ বাম দিকে থাকে। তারপর তাওয়াফের নিয়ত করিবেন। এই নিয়ত করা ফরয। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাক্যটি মুখে বলাও উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

তারপর ডান দিকে কিঞ্চিত এমনভাবে সরিয়া যাইবেন যাহাতে হাজারে আস্‌ওয়াদ একদম সম্মুখে পড়ে। অতঃপর হাজারে আস্‌ওয়াদের সামনে দাঁড়াইয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া বলিবেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا ۢبِكَ وَ تَصْدِيْقًا ۢبِكِتَابِكَ وَوَفَاءً ۢبِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিবেন। উভয় হাতের তালু হাজারে আস্‌ওয়াদের উপরে স্থাপন করিয়া দুই হাতের মাঝে মুখ রাখিয়া মৃদুভাবে চুম্বন করিতে হইবে যেন চড় চড় শব্দ না হয়। কাহারও কাহারও মতে হাজারে আস্‌ওয়াদের উপরে তিনবার মাথা রাখা মুস্তাহাব। যদি ভিড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে তা পরিহার করিবেন। লোকজনকে কষ্ট দিবেন না। এক্ষেত্রে শুধু উভয় হাত হাজারে

আস্‌ওয়াদের উপরে রাখিয়া পরে হাত দুইটি চুম্বন করিবেন। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে কোন কাঠের দ্বারা হাজারে আস্‌ওয়াদকে স্পর্শ করিয়া সেই কাঠটিতে চুমা খাইবেন। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে উভয় হাতকে এমনভাবে কান পর্যন্ত উঠাইবেন যেন হাতের তালু হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে এবং পিঠ নিজের মুখের দিকে থাকে; আর এই খেয়াল করিবেন যে, হাতকে হাজারে আস্‌ওয়াদের উপরেই রাখিয়াছেন। তারপর এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং উভয় হাতে চুমা খাইবেন। যদি এই তাওয়াফের পরে সাঈ করারও ইচ্ছা থাকে, তবে তাওয়াফ শুরু করার সামান্য পূর্বে ইযতেবা করিবেন অর্থাৎ, চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়া পেঁচাইয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপরে রাখিবেন এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করিবেন। অর্থাৎ, সামান্য সদর্পে কাঁধ হেলাইয়া ছোট ছোট পদক্ষেপে বীরোচিত ভঙ্গিতে দ্রুত গতিতে চলিবেন। আর যদি তাওয়াফের পরে সাঈ করার ইচ্ছা না থাকে, তবে রমল কিংবা ইযতেবা করিবেন না। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেন না। হাজারে আস্‌ওয়াদের ইস্তিলামের পর বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজার দিকে অর্থাৎ, নিজের ডান দিকে অগ্রসর হইবেন এবং তাওয়াফের মধ্যে হাতীমকেও শামিল করিবেন। যখন রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ্‌র পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পৌঁছিবেন, তখন উহাতে শুধু উভয় হাত অথবা ডান হাত লাগাইবেন; চুমা দিবেন না। ভিড় থাকিলে সেখানে ইঙ্গিতও করিবেন না। তারপর যখন হাজারে আস্‌ওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছিবেন, তখন এক চক্কর সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করিবেন। সাত চক্কর সম্পূর্ণ করার পর অষ্টমবারে হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিবেন। তাওয়াফ সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর মাকামে ইবরাহীম (যাহা বায়তুল্লাহ্‌র পূর্ব দিকে মাতাফের প্রান্তে অবস্থিত)-এর দিকে—

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইবেন এবং মাকামে ইব-রাহীমকে বায়তুল্লাহ্ ও নিজের মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িবেন। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পাঠ করিবেন। যদি সেখানে জায়গা পাওয়া না যায় তবে বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে অথবা হাতীমের মধ্যে অথবা যেখানে সম্ভব হয় পড়িবেন।

তাওয়াফের নামায সমাপ্ত করিয়া মুলতাযামের নিকটে আসিবেন এবং উহাকে জড়াইয়া ধরিবেন। ডান গাল এবং কখনও বাম গাল ইহার উপরে রাখিবেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত দো'আ করিবেন। তারপর যমযম কূপের নিকটে আসিবেন এবং কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া খুব পরিতৃপ্তি সহকারে তিন

নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করিবেন এবং গায়েও কিছু পানি ঢালিবেন এবং এই দো'আ পড়িবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلاً صَالِحًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

মুফ্‌রিদের পক্ষে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করা উত্তম। কিন্তু যদি সাঈ করার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যমযমের পানি পান করিয়া হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করার পর বাবুস সাফার পথে মসজিদে হারাম হইতে বাহির হইয়া আসিবেন এবং প্রথমে বাম পা রাখিবেন। এই সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়িবেন এবং সাফার নিকটে পৌঁছিয়া এই দো'আ পাঠ করিবেন—

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ এবং সাফার এক তৃতীয়াংশ উপরে আরোহণ করিবেন। অধিক উপরে উঠিবেন না। কেবলামুখী হইয়া উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবেন, যেমন দো'আর জন্য উঠাইয়া থাকেন এবং তাকবীর, তাহ্‌লীল, হাম্‌দ প্রভৃতি তিন তিনবার পড়িবেন। সাঈ-এর অধ্যায়ে যে সকল দো'আ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি পাঠ করিবেন। যদি সেইসব দো'আ মুখস্থ না থাকে, তবে নিজের ভাষায় দো'আ প্রার্থনা করিবেন এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া দো'আ করিবেন। অতঃপর সাফা হইতে নামিয়া প্রশান্ত চিত্তে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হইবেন। মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত সবুজ বাতি যখন ৬ হাত পরিমাণ দূরে থাকিবে, তখন সেখান হইতে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়াইয়া চলিবেন। কিন্তু খুব দ্রুত দৌড়াইবেন না। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ তারপর দ্বিতীয় সবুজ বাতি হইতে আগাইয়া যাইবার পর স্বাভাবিক গতিতে চলিবেন এবং মারওয়ার উপরে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করিয়া সামান্য ডান দিকে ঝুঁকিবেন যেন মুখ কেবলার দিকে হইয়া যায়। এখানেও হাত উঠাইয়া দীর্ঘক্ষণ সাফার অনুরূপ দো'আ প্রভৃতি পাঠ করিবেন। এভাবে সাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হইল এবং মারওয়া হইতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় চক্কর হইয়া যাইবে। এমনিভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করিবেন। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে সমাপ্ত করিবেন। প্রত্যেক চক্করে যে দো'আ ও তসবীহ মুখস্থ থাকিবে এবং যাহা পাঠে একাগ্রতা আসে তাহাই পাঠ করিবেন। সাঈ-এর পরে মাতাফের প্রান্তে আসিয়া দুই রাকাআত নফল নামায পড়িবেন।

হজ্জে এফ্‌রাদ পালনকারী তাওয়াফে কুদুম এবং সাঈ সম্পন্ন করার পর ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করিবেন এবং যত অধিক সম্ভব নফল তাওয়াফ করিতে থাকিবেন এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হইতে বিরত থাকিবেন। কোন উমরা পালন করিবেন না। ৭ই যিলহজ্জ ইমাম খোৎবা পড়িলে উহা মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ

করিবেন এবং ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর এমন সময় মিনায় পৌঁছিবেন যাহাতে যোহরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে সেখানে আদায় করিতে পারেন। রাত্রি মিনায় যাপন করিবেন এবং যোহর হইতে ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়িবেন। ৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার পর তাল্‌বিয়াহ্ ও তাকবীর পড়িতে পড়িতে 'যাব'-এর পথে আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। যখন জাবালে রহমত (আরাফাতের ময়দানের একটি পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন দো'আ প্রার্থনা করিবেন এবং তাকবীর, তাহ্‌লীল ও ইস্তিগফার পড়িবেন।

মসজিদে নামিরা (যাহা আরাফাতের প্রান্তে মক্কা মুকাররামার দিকে অবস্থিত)-এর নিকটে অবস্থান করিবেন। পানাহার শেষ করিয়া সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্বেই গোসল করিবেন। তারপর মসজিদে নামিরায় গিয়া বসিবেন, ইমামের খোৎবা শ্রবণ করিবেন এবং যোহরের নির্ধারিত সময়ে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়িবেন। কিন্তু এতদুভয় নামায একত্রিত পড়ার কতিপয় শর্ত রহিয়াছে, যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নামায সমাপ্ত করিয়া যথাশীঘ্র আরাফাতের ময়দানে নিজের অবস্থান স্থলে গমন করিবেন। যদি জাবালে রহমতের নিকটবর্তী যেখানে কালো পাথরের বিছানা রহিয়াছে, সেখানে জায়গা পাওয়া যায়, তবে সেখানেই অবস্থান করিবেন। ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অবস্থান করার জায়গা।[১] নতুবা যেখানে সম্ভব অবস্থান করিবেন। জাবালে রহমতের যথাসম্ভব নিকটে থাকা উত্তম। জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করিবেন না, এসময় নিজের অবস্থান স্থলে কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম। শয়ন, উপবেশন প্রভৃতিও জায়েয। যখন ইমাম খোৎবা পাঠ করিবেন, উহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন এবং যেসব দো'আ মুখস্থ থাকিবে তাহা অবস্থান স্থলে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে থাকিবেন। ঘোরাঘুরি ও আনন্দ-তামাশায় সময় নষ্ট করিবেন না। কিছুক্ষণ পরপর লাব্বায়কা পড়িবেন এবং বেশী বেশী করিয়া তওবা ও ইস্তিগফার করিবেন।

আরাফাতের দিন হাজী সাহেবদের জন্য রোযা রাখাও জায়েয, কিন্তু রোযা না রাখাই উত্তম। রোযাও না রাখা এবং অতিভোজন না করা উত্তমতর।

সূর্যাস্তের পরে লাব্বায়কা এবং দো'আ পাঠ করিতে করিতে ইমামের সাথে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে মুযদালিফায় গমন করিবেন এবং প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলিবেন। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত হইতে প্রস্থান করা জায়েয নহে। যদি কেহ প্রস্থান করেন, তবে দম দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং লোকজনের কষ্ট না হয়, তবে সামান্য দ্রুত চলিবেন, অন্যথায় মন্থর গতিতে চলিবেন। কাহাকেও কষ্ট দিবেন না। মুযদালিফায় আসিয়া গোসল অথবা ওযূ করিয়া নিবেন। মসজিদে মাশআরে হারা-মের নিকটে রাস্তার ডান দিকে অবতরণ করা উত্তম। পথে কোথাও অবস্থান করিবেন না।

টীকা

১. উহাকে মসজিদে সাখরাহ বলা হয়। ইহার উপরে সামান্য দেওয়ালের বেষ্টনী রহিয়াছে।

'ওয়াদিয়ে মুহাস্সার' ব্যতীত মুযদালিফার যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করিতে পারিবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্সারে অবস্থান করা জায়েয নহে। মাল-সামান নামাইবার পূর্বে মাগরিব এবং এশার নামায এক আযান এবং এক তাকবীরের সহিত এশার সময়ে পড়িবেন। দুই নামাযের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত, নফল প্রভৃতি পড়িবেন না; বরং তাহা পরে পড়িবেন। এই দুই নামাযকে একত্রিত করিয়া পড়ার শর্তসমূহও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়োজনে সেখানে দেখিয়া নিবেন। আরাফাতের ময়দানে অথবা রাস্তায় মাগরিব ও এশার নামায পড়া জায়েয নহে। যদি কেহ পড়েন, তবে ফিরাইয়া পড়া ওয়াজিব হইবে। যদি এশার পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যান তবে এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযও পড়িবেন না।

মুযদালিফায় যত বেশী সম্ভব রাত্রি জাগরণ করিয়া এবাদত-বন্দেগী করিবেন। এই রজনী শবে-ক্বদর হইতেও উত্তম। সুবহে সাদিকের পর অন্ধকার থাকিতে প্রথম সময়ে ইমামের সহিত অথবা একাকী যেমন সুযোগ হয় ফজরের নামায পড়িয়া মাশ্আরে হারামের নিকটে কেবলামুখী হইয়া লাব্বায়কা অথবা তাসবীহ ও তাহ্লীল পড়িবেন এবং দো'আর মত হাত উপরে তুলিয়া দো'আয় লিপ্ত হইবেন। সূর্যোদয়ের দুই রাকাআত পরিমিত সময় বাকী থাকিতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ওয়াদিয়ে মুহাস্সারে পৌঁছার পর দৌড়াইয়া এই স্থানটি পার হইয়া যাইবেন।

মুযদালিফা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় মটরশুঁটির সমান ৭০টি কংকর তুলিয়া নিবেন। এইসব কংকর রাস্তা অথবা অন্য যে কোন স্থান হইতে তোলাও জায়েয তবে জামরাতের নিকট হইতে উঠাইবেন না। মিনায় পৌঁছার পর মধ্যবর্তী পথে জামরাতুল উখরার নিকটে আসিয়া নিম্নভূমিতে ৫ হাত অথবা উহার চাইতেও বেশী দূরে এমনভাবে দাঁড়াইবেন যাহাতে মিনা ডান দিকে এবং মক্কা মুকাররামা বাম দিকে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরিয়া নিক্ষেপ করিবেন এবং প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাল্বিয়াহ্ পড়া মুলতবী করিবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় এই দো'আটি পাঠ করিবেনঃ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ

কংকর নিক্ষেপের সময় হাত এত উপরে তুলিবেন না যাহাতে বগল উন্মুক্ত হইয়া যায়। রামি শেষ করিয়া সেখানে দাঁড়াইবেন না, নিজের থাকার জায়গায় চলিয়া আসিবেন।

১০ তারিখের রামির ওয়াক্ত হইল সেই দিনের সুবহে সাদিক হইতে ১১ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় হইতে সূর্য হেলিয়া পড়া পর্যন্ত রামী করার সুন্নত সময়। ইহার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুবাহ এবং সূর্যাস্ত হইতে ফজর পর্যন্ত মাকরূহ সময়।

রামি সমাপ্ত করিয়া কোরবানী করিবেন। যদি নিজে যবেহ করিতে পারেন, তবে নিজ হাতেই যবেহ করিবেন। নিজের কোরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং যতটা

সম্ভব অথবা প্রয়োজন কোরবানীর গোশত নিয়া নিবেন। সম্ভব হইলে বাকী গোশত সদকা করিয়া দিবেন।

হজ্জে এফ্রাদ পালনকারীর জন্য হজ্জের শুক্রিয়াস্বরূপ কোরবানী করা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নহে। কোরবানী করার পর কেবলামুখী হইয়া বসিয়া মাথা মুণ্ডন করিয়া ফেলিবেন। অথবা চুল ছাঁটাইবেন। তবে মাথা মুণ্ডানোই উত্তম। এই ক্ষৌর কার্য ডানদিক হইতে শুরু করাইবেন। ক্ষৌর কার্যের শুরুতে এবং পরে তাকবীর বলিবেন। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডন করা জায়েয নহে। সুতরাং তাহাদের সমস্ত চুলের গোছা ধরিয়া অঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ চুল কাটাইয়া ফেলা অথবা নিজে কাটিয়া ফেলাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। মহিলারা কোন বেগানা পুরুষকে দিয়া চুল কাটাইবেন না। চুল মুণ্ডন বা কর্তন করার পর গোঁফ ছাঁটাইবেন এবং বগলের লোম পরিষ্কার করাইবেন। মাথা মুণ্ডানো অথবা ছাঁটানোর পূর্বে অন্যান্য পশম পরিষ্কার করা দুরস্ত নহে। ক্ষৌর কার্যের পর নখ, চুল প্রভৃতি দাফন করা উত্তম। ক্ষৌর কার্যের পর যেসব কাজ ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল, সেসব হালাল হইয়া যাইবে। শুধু স্ত্রী হালাল হইবে না। অর্থাৎ, স্ত্রী সহবাস, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হালাল হইবে না।

অতঃপর মক্কা মুকাররমায় আসিয়া তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করিবেন। ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফ যিয়ারত করা উত্তম। তবে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই তাওয়াফের সময় বাকী থাকে। যদি তাওয়াফে কুদুমের সহিত সাঈ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই তাওয়াফে রমলও করিবেন। যদি ইহ্রামের কাপড় খুলিয়া সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইযতেবা করিবেন না। নতুবা ইযতেবাও করিবেন।

তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফের নামায পড়িয়া হাজারে আস্ওয়াদের ইস্তিলাম—চুম্বন করিয়া বাবুস সাফার পথে বাহির হইয়া সাঈ সম্পন্ন করিবেন। যদি তাওয়াফে কুদুমের সহিত সাঈ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই তাওয়াফে রমল ও ইযতেবা কিছুই করিবেন না এবং সাঈও করিবেন না; বরং তাওয়াফের পরে মিনায় চলিয়া আসিবেন এবং মিনায় অবস্থান করিবেন। তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সহবাস প্রভৃতিও হালাল হইয়া যাইবে।

১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর জামরাত্রয়ের উদ্দেশ্যে রামি করিবেন। ইহার সুন্নত পদ্ধতি হইতেছে এই যে, প্রথমে জামরায়ে উলা (উহা মসজিদে খায়েফের নিকটে অবস্থিত)-এর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর জামরায়ে উস্তা অর্থাৎ মাঝখানের জামরায় এবং সব শেষে জামরায়ে উখরায় অর্থাৎ, তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করিবেন। জামরায়ে উলার রামি সমাপ্ত করিয়া সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নরম মাটিতে কেবলামুখী হইয়া হাত তুলিয়া দো'আ করিবেন এবং যে পরিমাণ সময়ে ২০ আয়াত হইতে পৌণে এক পারা কোরআন পাঠ করা সম্ভব, সে পরিমাণ সময় দো'আ, তাসবীহ তাকবীর, তাহ্লীল এবং ইস্তিগফার প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিবেন। এমনিভাবে

জামরায়ে উস্‌তার রামির পরেও দো'আ করিবেন। কিন্তু জামরায়ে উখরার রামির পরে কোন দো'আ করিবেন না। বরং রামি শেষ করিয়া যথাশীঘ্র নিজের অবস্থানে ফিরিয়া আসিবেন। তারপর ১২ তারিখেও সূর্য হেলিয়া পড়ার পর একই পদ্ধতিতে জামরাত্রয়ের উপরে রামি করিবেন। ১২ তারিখের রামি সমাপ্ত করিয়া মক্কা মুকাররামায় চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু ১৩ তারিখে সূর্য হেলিয়া পড়ার পর রামি সম্পন্ন করিয়া তবেই মক্কা মুকাররামায় যাওয়া উত্তম।

মিনা হইতে যখন ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররামায় আসিবেন, তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে মক্কার দিকে অগ্রসর হইবেন এবং ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সাবের যাহা মিনার পথে মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত—যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায পড়িবেন। অতঃপর সেখানে সামান্য সময়ের জন্য শুইয়া পড়িবেন। তারপর মক্কায় ফিরিয়া আসিবেন। যদি এত সময় সেখানে থাকিতে না পারেন, তবে অল্প কিছুক্ষণ হইলেও সেখানে অবস্থান করিবেন। চাই নীচে অবতরণ করিয়া অথবা সওয়ারীর উপরে থাকিয়া, যেভাবে সহজ মনে হয় করিতে পারেন।

এ পর্যন্ত হজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এখন যতদিন ইচ্ছা মক্কায় থাকিতে পারিবেন এবং খুব বেশী বেশী করিয়া তাওয়াফ ও উমরা পালন করিবেন। কিন্তু উমরা ১৩ তারিখের পরে করিবেন। ৯ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরা নিষিদ্ধ।

যখন মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা হইবে, তখন তাওয়াফে বিদা' অর্থাৎ, বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করিবেন। এই তাওয়াফ ওয়াজিব। যদি কেহ না করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে মীকাত হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে ফিরিয়া আসা ওয়াজিব হইবে। মীকাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার পর ইচ্ছা করিলে দমও পাঠাইয়া দিতে পারিবেন অথবা ইহ্‌রাম বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে উমরা এবং পরে তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু কেহ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পরে কোন নফল তাওয়াফ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার তাওয়াফে বিদা' আদায় হইয়া যাইবে। যদিও উহার কোন নিয়ত না থাকে। কিন্তু ঠিক বিদায় মুহূর্তেই এই তাওয়াফে বিদা' পালন করিবেন। তাওয়াফে বিদা'-এর পর মাকামে ইবরাহীমের নিকটে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় করিয়া যমযম কূপে আগমন করতঃ পশ্চিমমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া পেট ভরিয়া তিন শ্বাসে পানি পান করিবেন এবং প্রত্যেক শ্বাসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাইবেন। পানি পান করার সময় এই দো'আ পড়িবেনঃ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং সর্বশেষ চুমুকে এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

তারপর অবশিষ্ট পানি মাথায়, মুখে এবং শরীরের উপরে ঢালিয়া দিবেন এবং মুলতাযামের নিকটে আসিয়া নিজের বুক আর ডান গাল কা'বা শরীফের দেওয়ালের উপরে রাখিবেন, ডান হাত দরজার চৌকাঠের দিকে বাড়াইবেন এবং যেভাবে একজন দাসানুদাস তাহার প্রভুর জামার ঝুল ধরিয়া নিজের অপরাধ মাফ করায়, তেমনিভাবে কাবার পর্দা ধরিয়া কান্নাকাটির সহিত ইস্তিগফার, তস্‌বীহ, তাহ্‌লীল, দো'আ-দরূদ প্রভৃতিতে দীর্ঘক্ষণ মশগুল থাকিবেন। যদি কান্না না আসে, তবে রোদনকারীদের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিবেন। তারপর কা'বার চৌকাঠ চুম্বন করিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করিবেন। অতঃপর হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিয়া কা'বা শরীফের দিকে বেদনার চোখে তাকাইতে তাকাইতে, উহার বিচ্ছেদের জন্য আফ্‌সোস করিতে করিতে, উল্টা পায়ে, কা'বার দিকে মুখ রাখিয়া বাবুল বিদা'র পথে বাহিরে আসিবেন। ফকীর-মিসকীনদেরকে সদকা-খয়রাত দিবেন এবং দো'আ প্রার্থনা করিবেন। হায়েয ও নেফাসবতী মহিলা যদি রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত পাক না হন, তাহা হইলে তাহার উপর হইতে তাওয়াফে বিদা' রহিত হইয়া যাইবে। তিনি মসজিদের বাহিরে বাবুল বিদা'র উপরে দাঁড়াইয়া দো'আ প্রার্থনা করিবেন—মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করিবেন না।

উমরা

উমরা শব্দের আভিধানিক অর্থ যিয়ারত করা; আর পারিভাষিক অর্থঃ মীকাত অথবা 'হিল্ল' হইতে ইহরাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। উমরাকে হজ্জে আসগরও বলা হয়। ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকার শর্তে সারা জীবনে একবার উমরা পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

উমরা পালন করার নিয়মঃ

উমরার জন্য মীকাত হইতে হজ্জের ইহ্‌রামের ন্যায় ইহরাম বাঁধিতে হয় এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিতে হয়। উমরার জন্যও পূর্ববর্ণিত আদব-কায়দার প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করিতে হইবে। বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা উচিত। কাহারও কাহারও মতে বাবুল উমরার পথে প্রবেশ করিতে হইবে। তারপর রমল ও ইযতেবা সহকারে তাওয়াফ করিবেন। হাজারে আস্‌ওয়াদের প্রথম চুম্বনের সাথে সাথেই তাল্‌বিয়াহ্ মুলতবী করিবেন। তাওয়াফ শেষে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায আদায় করিয়া হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করতঃ বাবুস-সাফার পথে বাহির হইবেন এবং হজ্জের ন্যায় সাঈ সম্পন্ন করিবেন। সাঈ সমাপ্ত করিয়া মাতাফের প্রান্তে দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন এবং মারওয়ায় ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিয়া হালাল হইয়া যাইবেন। ইহাতেই উমরা পালন হইয়া যাইবে।

উমরা এবং হজ্জের পার্থক্য

মাসআলা ঃ উমরার[১] শর্তাবলী হজ্জের শর্তাবলীর অনুরূপ এবং উহার ইহ্‌রামের আহকামও হজ্জের ইহ্‌রামেরই মত। হজ্জের ইহ্‌রামের পর যেসব বিষয় হারাম, মাক্‌রূহ, সুন্নত এবং মুবাহ—এখানে উমরার বেলায়ও সে সকল বিষয়ই হারাম, মাক্‌রূহ, সুন্নত এবং মুবাহ। অবশ্য নিম্নবর্ণিত ব্যাপারে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

১। হজ্জের জন্য বিশেষ সময় নির্ধারিত রহিয়াছে, কিন্তু উমরা বৎসরের যে কোন সময়ে করা যায়। অবশ্য শুধু ৫ দিনে অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরাহ পালন করা নিষেধ; মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমী।

২। হজ্জ ফরয, কিন্তু উমরা ফরয নহে।

৩। হজ্জ ফওত হইতে পারে, কিন্তু উমরা ফওত হয় না।

৪। হজ্জে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, দুই নামাযের একত্রীকরণ, খোৎবা প্রভৃতি আছে, কিন্তু উমরায় এসব কিছুই নাই।

৫ ও ৬। হজ্জের বেলায় তাওয়াফে কুদুম এবং তাওয়াফে বিদা' প্রভৃতি অপরিহার্য, কিন্তু উমরায় তাহা নাই।

৭ ও ৮। উমরা ফাসেদ করিলে অথবা নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত করার অবস্থায় তাওয়াফ করিলে উমরার মধ্যে বকরী যবেহ করিলেই যথেষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু হজ্জের বেলায় তাহা যথেষ্ট হয় না।

৯। উমরার মীকাত সকল লোকের জন্যই 'হিল্ল' এলাকা। কিন্তু হজ্জ উহার বিপরীত। মক্কাবাসীগণকে হরম হইতে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। অবশ্য বাহিরের কোন লোক যখন আগমন করেন এবং উমরা পালনের ইচ্ছা করেন, তখন তাহারা নিজ নিজ মীকাত হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসেন।

১০। উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথেই তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ মুলতবী করিতে হয়, কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে জামরায়ে উখরার রামি আরম্ভ করার সময় হইতে মুল্‌তবী করিতে হয়।

উমরার ফরয ঃ

উমরার ফরয ২টি ঃ

(১) ইহ্‌রাম ও (২) তাওয়াফ।

ইহ্‌রামের জন্য তাল্‌বিয়াহ্ ও নিয়ত উভয়ই ফরয। তাওয়াফের জন্য শুধু নিয়ত ফরয।

টীকা

১· অর্থাৎ, সুন্নত অথবা ওয়াজিব হওয়ার।

উমরার ওয়াজিব ঃ

উমরার ওয়াজিব ২টি। যথা ঃ

(১) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

(২) মাথার চুল মুণ্ডন করা অথবা ছাঁটা।

উমরার মাসায়েল ঃ

মাসআলা ঃ উমরা বৎসরের যে কোন সময় পালন করা জায়েয। শুধু ৫ দিন অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমী।[১] যদি কেহ এই দিনগুলিতে উমরার ইহরাম না বাঁধেন বরং পূর্ব হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে মাক্‌রূহ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ যদি কোন ব্যক্তি এই দিবসসমূহের পূর্বে ইহরাম বাঁধিয়া আসেন এবং তিনি হজ্জ না পান আর এই দিবসসমূহে উমরা পালন করিয়া নেন, তবে মাক্‌রূহ হইবে না। কিন্তু তাহার পক্ষেও এই পাঁচ দিনের পরে উমরা পালন করাই মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি এই পাঁচ দিনের মধ্যে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে তাহার উপর উমরা পালন করা জরুরী হইয়া যাইবে। কিন্তু যেহেতু এই দিনগুলিতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমী, তাই গুনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য তাহার উপর উমরা তরক করা ওয়াজিব। কিন্তু এই তরক করার দরুন এই দিনসমূহের পর উমরা এবং দম উভয়টাই আদায় করা ওয়াজিব হইবে। আর যদি উমরা তরক না করিয়া এই দিবসসমূহেই পালন করেন, তাহা হইলে উমরা আদায় হইয়া যাইবে। তবে মাক্‌রূহ কাজ করার দরুন একটি দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ রমযান মাসে উমরা পালন করা মুস্তাহাব এবং উত্তম। রমযানের উমরা এক হজ্জের সমান। এক রেওয়ায়তে হুযূর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমযানের উমরার সওয়াব ঐ হজ্জের সমান যাহা আমার সাথে সমাপন করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ শা'বান মাসে উমরা শুরু করেন এবং রমযান মাসে শেষ করেন, তাহা হইলে যদি তিনি তাওয়াফের অধিকাংশ চক্করই রমযানে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে এই উমরা রমযান মাসে কৃত বলিয়াই গণ্য হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ রমযান মাসে উমরা শুরু করেন এবং শাওয়াল মাসে শেষ করেন, তাহা হইলে যদি তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর রমযান মাসে করিয়া থাকেন, তবে উহা রমযানের উমরা হইবে, নতুবা শাওয়ালের।

মাসআলা ঃ মক্কা মুকাররামা হইতে উমরা পালনকারীদের জন্য উমরার ইহ্‌রামের মীকাত হইতেছে 'হিল্ল'। এইজন্য তাহারা হিল্ল এলাকায় গমন করিয়া যেখানে ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধিতে পরিবেন। কিন্তু তানঈম নামক স্থানেই ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। তারপরে জা'রানা হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা ভাল।

টীকা ঃ ১· দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার

মাসআলা ঃ অধিক সংখ্যায় উমরা পালন করা মাক্রূহ নহে; বরং মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ অধিক সংখ্যায় উমরা পালন করার তুলনায় অধিক সংখ্যায় তাওয়াফ সমাপন করাই উত্তম।

মাসআলা ঃ মক্কার বাহিরের কোন লোক যদি উমরা পালনের নিয়তে মক্কা আগমন করেন, তবে তিনি যেন নিজ মীকাত হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসেন।

উমরার ফযীলত

বহু হাদীসে উমরার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আমরা শুধু তিনটি রেওয়ায়তই উল্লেখ করিতেছি ঃ

(১) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴿رواه الترمذى وغيره﴾

অর্থাৎ, "হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা একই সঙ্গে সম্পন্ন করিও। কারণ, এগুলি দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে যেভাবে কামারের হাঁপর লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা-দূরীভূত করিয়া দেয়।" —তিরমিযী ইত্যাদি

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও উমরার কারণে শুধু গুনাহ্ই মাফ হয় না; বরং উহাদের বরকতে মানুষের দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনও দূরীভূত হইয়া যায়। আর হজ্জ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তিকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক সম্পদ দ্বারা প্রাচুর্যমণ্ডিত করা হয়। কিন্তু নিয়তের পবিত্রতা হইতেছে পূর্বশর্ত।

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ﴿رواه الشيخان وفى رواية لمسلم﴾ حَجَّةً مَعِىْ

অর্থাৎ, "হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হুযূর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমযান মাসে উমরা পালন করা সওয়াবের দিক দিয়া এক হজ্জের সমান।" অন্য একটি রেওয়ায়তে আসিয়াছে যে, "ঐ হজ্জের সমান যাহা আমার সহিত পালন করা হইয়াছে।"

(৩) اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ ﴿رواه ابن ماجة﴾

অর্থাৎ, "হজ্জ এবং উমরা পালনকারীরা আল্লাহ্‌র মেহমান। তাহারা যদি আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রার্থনা করেন, তিনি উহা কবূল করিয়া থাকেন এবং যদি পাপ হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তবে তাহাদের পাপ ক্ষমা করেন। —ইব্‌নে মাজাহ্

ক্বেরান

ক্বেরান শব্দের আভিধানিক অর্থ দুইটি বস্তুকে একত্রিত করা এবং পারিভাষিক অর্থ ঃ হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধিয়া হজ্জ ও উমরা সমাপন করা। এই অবস্থায়ও হজ্জ ও উমরা উভয়কে একত্রিত করা হয়।

ক্বেরানের নিয়ম ঃ ক্বেরানের নিয়ম এই যে, হজ্জের মাসসমূহে মীকাতে পৌঁছিয়া অথবা উহার পূর্বেই গোসল প্রভৃতি সারিয়া ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করতঃ মাথা আবৃত করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। সালাম ফিরাইয়া মস্তক অনাবৃত করতঃ কেবলামুখী হইয়া বসিবেন এবং মনে মনে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করিয়া মুখে বলিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْ هُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

অতঃপর আবার পড়িবেন ঃ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ ـ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ

উমরার ইহ্‌রামের অবশিষ্ট আহ্‌কাম ঠিক মুফ্‌রিদেরই অনুরূপ। প্রতিটি বিষয়ই যথাস্থানে দেখিয়া লইবেন। যেসব আহ্‌কাম শুধু ক্বেরানের সহিত নির্দিষ্ট সেগুলি পরে বর্ণনা করিব।

মক্কা মুকাররামায় পৌঁছিয়া তাহাতে প্রবেশ করার আদব সম্পর্কে খুব খেয়াল রাখিবেন। তারপর মসজিদের আদব মোতাবেক বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতঃ প্রথমে ইযতেবা ও রমল সহকারে উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন করিবেন। তাওয়াফ শেষ করিয়া তাওয়াফের নামায পড়িবেন এবং যমযমের পানি পান করিবেন। তারপর হাজারে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করিয়া বাবুস সাফার পথে বাহির হইয়া উমরার সাঈ সম্পন্ন করিবেন। এই সাঈ এর পরই উমরার কাজ শেষ হইয়া যাইবে। উমরার সাঈ-এর পরে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিবেন না। কেননা, আপনি একই সঙ্গে হজ্জ পালনের জন্যও ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছেন। সাঈ-এর পরে সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুক্ষণের মধ্যেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করিবেন। নতুবা অকুফে আরাফার আগে আগে তাওয়াফে কুদুম সমাপ্ত করিবেন। তাওয়াফে কুদুমের পরে যদি হজ্জের সাঈও করার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে উহাতে রমল ও ইযতেবা করিবেন। নতুবা করিবেন না। কিন্তু ক্বারেনের জন্য তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ করা উত্তম। যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ না করেন, তাহা হইলে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করিতে হইবে।

উমরা এবং তাওয়াফে কুদুম সমাপ্ত করিয়া ইহ্‌রামরত অবস্থায় মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করিবেন। তারপর ৮ই যিলহজ্জ মিনায় এবং ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতে যাইবেন।

আরাফাত এবং মুযদালিফার আহ্কামের ব্যাপারে ক্বেরান এবং এফ্রাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং মুফ্রিদের মতই যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করিবেন। অতঃপর ১০ই যিলহজ্জ মিনায় আসিয়া শুধু জামরায়ে উখরায় রামি করিবেন। তারপর ক্বেরানের শুকরিয়াস্বরূপ কোরবানী করিবেন এবং ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিবেন। এরপরই আপনি হালাল হইয়া যাইবেন। স্ত্রী সহবাস এবং চুম্বন, আলিঙ্গন ব্যতীত অপর যেসব কাজ ইহ্রামের কারণে হারাম ছিল, এখন হইতে সেইসবই জায়েয হইয়া যাইবে। তারপর যদি ১০ই যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করিতে পারেন, তবে মক্কা মুকাররামায় গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করিবেন। ১০ তারিখেই তাওয়াফে যিয়ারত করা উত্তম। নতুবা ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া ফেলা জরুরী। তাওয়াফে যিয়ারতের পর মিনায় ফিরিয়া ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য হেলিয়া পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে রামি করিবেন। যদি ১৩ তারিখেও মিনায় থাকেন, তবে আবার সূর্য হেলিয়া পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে রামি করিবেন। যদি ১২ তারিখেই মক্কা যাইতে চান, পারিবেন। রামি, ক্ষৌর কার্য ও কোরবানীর আহ্কাম ইতিপূর্বে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে সেখানে দেখিয়া লইবেন।

যখন মিনা হইতে মক্কায় আসিবেন, তখন পথিমধ্যে যদি সম্ভব হয় তবে ওয়াদিয়ে মুহাস্সাবে যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার নামায আদায় করিবেন এবং অল্প কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিবেন। অন্যথায় যতটুকু সম্ভব এমনকি এক মুহূর্তের জন্য হইলেও সেখানে থামিবেন। সেখানে থামা সুন্নত। তারপর মুফ্রিদের মত তাওয়াফে বিদা' প্রভৃতি সমাপন করিবেন। এভাবে হজ্জে ক্বেরান সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

ক্বেরানের শর্তসমূহ ঃ

শরীঅতসিদ্ধ ক্বেরানের জন্য ৫টি শর্ত রহিয়াছে। যথা ঃ

১। উমরার পুরা তাওয়াফ অর্থাৎ চার চক্কর হজ্জের মাসসমূহে সমাপন করা। যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হয়, তাহা হইলে ক্বেরানে শরয়ী আদায় হইবে না।

২। উমরার পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ অকুফে আরাফার পূর্বে করা। যদি কেহ উমরার তাওয়াফ করার পূর্বেই অকুফে আরাফা করেন, তবে উমরা বাদ পড়িয়া যাইবে। আইয়ামে তাশ্রীকের পরে উহার কাযা করিতে হইবে এবং একটি দমও প্রদান করিতে হইবে। উমরা ছুটিয়া যাওয়ার কারণে ক্বেরান বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্বেরানের দমও রহিত হইয়া যাইবে।

৩। উমরার পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা। যদি কেহ উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন, তাহা হইলে তিনি আর ক্বারেন থাকিবেন না। তামাত্তো' পালনকারী হইয়া যাইবেন। তবে শর্ত এই যে, উমরার তাওয়াফের অধিকাংশ হজ্জের মাসসমূহে সমাপন করিতে হইবে। আর যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তামাত্তো' পালনকারীও হইবেন না; বরং মুফ্রিদ হইয়া যাইবেন।

৪। উমরা ফাসেদ করার পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা। যদি কেহ উমরা ফাসেদ হওয়ার পর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন, তাহা হইলে উহা ক্বেরান হইবে না; বরং এফ্রাদ হইবে।

৫। হজ্জ এবং উমরাকে স্ত্রী সহবাস এবং স্ব-ধর্মত্যাগ দ্বারা ফাসেদ না করা। যদি কেহ উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা উমরা ফাসেদ করিয়া দেন অথবা অকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা হজ্জ ফাসেদ করিয়া দেন, তাহা হইলে ক্বেরান বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্বেরানের দমও রহিত হইয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট ঃ

ক্বেরানের জন্য হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহ্রাম মীকাত হইতে বাঁধা শর্ত নহে; বরং মীকাতে শুধু যে কোন একটির ইহ্রাম বাঁধাই জরুরী।[১] যদি কেহ মীকাতে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন এবং পরে ক্বেরানের ইচ্ছা করেন, তবে তাওয়াফের চার চক্কর সম্পন্ন করার আগে আগে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিয়া 'ক্বারেন' হইতে পারিবেন। এমনিভাবে যদি কেহ মীকাতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন এবং তারপর ক্বেরানের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অকুফে আরাফার আগে আগে উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া 'ক্বারেন' হইতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নহে। মীকাত হইতেই একসঙ্গে উভয়ের ইহ্রাম বাঁধা সুন্নত।

মাসআলা ঃ যদি কেহ উমরার তাওয়াফ করার পরে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন অথবা অকুফে আরাফার পরে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, তবে তিনি ক্বারেন হইতে পারিবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বারেন ইহ্রাম বাঁধার পর অথবা উমরা সমাপ্ত করার পর ইহ্রাম না খুলিয়া বাড়ী চলিয়া যান, তাহা হইলে ক্বেরান বাতিল হইবে না। ক্বেরানের জন্য বাড়ী গমন না করা শর্ত নহে।

ক্বেরানের মাসায়েল ঃ

মাসআলা ঃ ক্বারেনের উপরে জামরাতুল উখ্রার রামির পরে ক্বেরানের শুকরিয়া-স্বরূপ একটি দম বা কোরবানী করা ওয়াজিব। উহাকে 'দমে ক্বেরান' অথবা 'দমে শোক্র' বলা হয়।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরানের শর্তাবলী ঠিক কোরবানীর শর্তসমূহেরই অনুরূপ।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরান হইতে ক্বারেনের জন্য খাওয়া জায়েয। কোরবানীর মত এক তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদেরে প্রদান করা মুস্তাহাব। এক তৃতীয়াংশ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বন্টন করিবেন এবং এক তৃতীয়াংশ নিজের কাজে লাগাইবেন অথবা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। এই কোরবানীর গোশ্ত সদ্কা করা ওয়াজিব নহে।

টীকা

১· এখানে জরুরী দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো হইয়াছে। কেননা, ইহ্রাম না বাঁধিয়া মীকাত আতিক্রম করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরানের নিয়ত করা জরুরী। নিয়তের মাধ্যমেই ইহা জেনায়াতের দম হইতে আলাদা হইয়া যাইবে। নিয়ত ছাড়া দমে ক্বেরান আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরান ওয়াজিব হওয়ার জন্য ক্বেরান শুদ্ধ হওয়া জরুরী। পশু অথবা উহার মূল্যের উপর সক্ষম হওয়া এবং ক্বারেনের আকেল, বালেগ ও আযাদ হওয়া শর্ত। গোলাম এবং না-বালেগের উপরে দম ওয়াজিব নহে। গোলামের উপরে ইহার পরিবর্তে রোযা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরান শুধু পশু যবেহ করায় আদায় হইয়া যায়। উহার গোশ্‌ত সদ্‌কা করা ওয়াজিব নহে। এই জন্য যবেহ্ করার পর যদি কেহ উহা চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে উহার পরিবর্তে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরানকে হরমে যবেহ করা জরুরী। যদি কেহ হরমের পরিবর্তে অন্য কোথাও যবেহ করেন, তাহা হইলে আদায় হইবে না। এমনিভাবে আইয়ামে নহর অর্থাৎ, ১০ হইতে ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে যবেহ করা ওয়াজিব। উক্ত দিবসসমূহের পূর্বে যবেহ করা জায়েয নহে। পরে জায়েয আছে, কিন্তু উহাতে ওয়াজিব তরক হইবে।

মাসআলা ঃ যবেহ করার প্রথম ওয়াক্ত হইতেছে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক; আর সুন্নত ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর। ক্বারেনের জন্য রামি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যবর্তী সময়ে যবেহ করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ মক্কা মুকাররামা এবং হরম শরীফের যে কোন জায়গায় যবেহ করিতে পারিবেন। কিন্তু মিনায় যবেহ করা সুন্নত।[১]

মাসআলা ঃ ক্বারেন বা মুতামাত্তে' যদি কোরবানী যবেহ করার পূর্বে মারা যায়, তবে যবেহ করার ওসিয়ত করিয়া যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। ওসিয়ত করিয়া গেলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। ওছিয়ত না করিলে উত্তরাধিকারীদের উপর তাহা ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি তাহারা মৃতের পক্ষ হইতে যবেহ করিয়া দেন, তবে মৃত ব্যক্তি দম হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ ক্বারেনের জন্য যথাক্রমে রামি, যবেহ এবং ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, প্রথমে রামি, তারপর যবেহ এবং তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা ওয়াজিব নহে। যদি কেহ সেই তিন কাজের পূর্বে, পরে অথবা মাঝখানে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তবুও জায়েয। তবে ক্ষৌর কার্যের পরই তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নত। মুফ্‌রিদের জন্য যবেহ ওয়াজিব নহে। কিন্তু রামি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যে তাহার জন্যও ক্রমানুবর্তিতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

টীকা

১· মিনায় ঐ সময় সুন্নত যখন আইয়ামে নহরে যবেহ করা হইবে। উহার পরে মক্কায়ই যবেহ করা উত্তম। হরমের সর্বত্র যবেহ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ ঈদের কোরবানী ক্বেরান বা তামাত্তো'-এর দমের স্থলাভিষিক্ত হইবে না। ঈদের কোরবানী স্থায়ী বাসিন্দাদের উপর ওয়াজিব, মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নহে। যেসব লোক হজ্জের পূর্বে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছিয়া ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত করেন, তাহাদের উপরও ঈদের কোরবানী ওয়াজিব।

ক্বেরান ও তামাত্তো'-এর বদল ঃ

মাসআলা ঃ যদি ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারীর নিকট এই পরিমাণ টাকা পয়সা না থাকে যাহা দম খরিদ করিয়া বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছার জন্য উদ্বৃত্ত হয় এবং তাহার কাছে পশুও না থাকে, তবে তাহাকে দমের পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে ৩টি ১০ই যিলহজ্জের পূর্বে এবং অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন সময়ে রাখিতে হইবে। তবে বিরতিহীনভাবে রাখাই উত্তম। প্রথমোক্ত ৩টি রোযা ৭, ৮ ও ৯ই যিলহজ্জ তারিখে রাখাই ভাল। কিন্তু যদি রোযা রাখিলে দুর্বল হইয়া পড়ার এবং অকুফে আরাফায় ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে ৯ই যিলহজ্জের পূর্বেই রাখিয়া ফেলা উত্তম। বরং এই ধরনের লোকের জন্য আরাফাত দিবসের রোযা রাখাও মাক্‌রূহ্। অবশিষ্ট ৭টি রোযা আইয়ামে তাশ্‌রীক অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কা মুকাররামায় অথবা অন্য যে কোন জায়গায় রাখিতে পারিবেন। তবে বাড়ী আসিয়া রাখাই উত্তম। এই ৭টি রোযাও ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখা জায়েয। তবে একটানা রাখাই ভাল। কিন্তু আইয়ামে তাশ্‌রীকে রাখা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ এই রোযা ৩টি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৫টি শর্ত রহিয়াছে।

১। এই রোযাগুলি ক্বারেনকে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রামের পরে এবং তামাত্তো' পালনকারীকে উমরার ইহ্‌রামের পরে রাখিতে হইবে।[১] ইহ্‌রামের পূর্বে রাখা জায়েয নহে।

২। এই রোযাগুলি হজ্জের মাসসমূহে রাখিতে হইবে।

৩। ১০ই যিলহজ্জের পূর্বে রাখিতে হইবে।

৪। এই রোযাগুলির নিয়ত রাত হইতে করিতে হইবে।

৫। আইয়ামে নহর পর্যন্ত কোরবানী করিতে অক্ষম থাকা।

মাসআলা ঃ যদি কেহ রোযা তিনটি প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত রাখিতে না পারেন এবং ৯ই যিলহজ্জ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর রোযা রাখিতে পারিবেন না; বরং তাহার উপর দম ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি এই সময় দম আদায় করার সঙ্গতি না থাকে, তবে ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিয়া হালাল হওয়ার পর[২] দুইটি দম আদায় করিবেন। একটি ক্বেরানের জন্য এবং অন্যটি যবেহের পূর্বে হালাল হওয়ার জন্য।

টীকা

১· যদিও হজ্জের ইহ্‌রামের পূর্বে হয়। তবে উভয় ইহ্‌রামের পরেই উত্তম।

২· যদি কেহ আইয়ামে নহরের পরে যবেহ করে, তাহা হইলে আইয়ামে নহর হইতে বিলম্ব করার কারণে তৃতীয় আরেকটি দমও ওয়াজিব হইবে। —গুন্‌ইয়াহ্

মাসআলা ঃ যদি কেহ দম আদায় করিতে অপারগ হওয়ায় রোযা রাখিতে শুরু করেন আর আইয়ামে নহরের পূর্বে বা আইয়ামে নহরের মধ্যে ক্ষৌর কার্যের পূর্বেই দম আদায় করিতে সক্ষম হইয়া যান, তবে রোযার হুকুম বাতিল হইয়া যাইবে। রোযা রাখা যথেষ্ট হইবে না; বরং যবেহ করা ওয়াজিব হইবে। আর যদি আইয়ামে নহরের পরে অথবা আইয়ামে নহরে মাথা মুণ্ডানোর পরে সক্ষম হন, তবে অবশিষ্ট ৭টি রোযা রাখিতে হইবে, যবেহ ওয়াজিব হইবে না। এমনিভাবে যদি কেহ প্রথম তিনটি রোযা রাখেন এবং আই-য়ামে নহর অতিবাহিত হওয়ার পরেও হালাল না হন এবং অতঃপর দম আদায় করিতে সক্ষম হন, তবে এমতাবস্থায়ও দম ওয়াজিব হইবে না; রোযা রাখাই যথেষ্ট হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ দম আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক ৩টি রোযা রাখিয়া ফেলেন, এমতাবস্থায় যদি দম ১০ই যিলহজ্জ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে তবে দমই ওয়াজিব হইবে। আর যদি যবেহ করিবার পূর্বে দম হালাক হইয়া যায়, তবে এই রোযা ৩টিই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবশিষ্ট ৭টি রোযা আইয়ামে তাশ্‌রীক অতিবাহিত হওয়ার পর রাখিতে হইবে।

মাসআলা ঃ ৭টি রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য রাত্র হইতে নিয়ত করা এবং দশ রোযার মধ্য হইতে ৩টি রোযা ১০ই যিলহজ্জের পূর্বে রাখা শর্ত।

মাসআলা ঃ মক্কা, মীকাত[১] এবং 'হিল্ল'-এর অধিবাসীদের জন্য ক্বেরান হজ্জ নিষিদ্ধ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে মক্কায় বসবাস করেন, তাহার জন্যও ক্বেরান জায়েয নহে। অবশ্য যদি এইসব লোক হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে মীকাতের বাহিরে কোথাও গমন করেন এবং ফিরিবার পথে ক্বেরান পালন করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ হজ্জে ক্বেরান হজ্জে তামাত্তো' ও এফ্‌রাদ হইতে উত্তম। তবে শর্ত এই যে, ইহ্‌রামের দীর্ঘসূত্রতার জন্য যেন ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

হজ্জে তামাত্তো'

[অর্থাৎ, প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ সমাপন করা]

তামাত্তো' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকারিতা অর্জন করা। শরীঅতের দৃষ্টিতে তামাত্তো' হইতেছে উমরা অথবা উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাসসমূহে সম্পন্ন করিয়া কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া গিয়া থাকিলে ইহ্‌রাম না খোলা আর কোরবানীর পশু

টীকা

১. যে হাজী সাহেব মক্কা মুকাররামায় শরীয়তসিদ্ধভাবে মক্কাবাসীদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান এবং মক্কা মুকাররামায় তাহার উপর হজ্জের মাস শুরু হইয়া যায়; আর তিনি ঐ মাসসমূহে মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন, তাহা হইলে সেখান হইতে ফিরিবার পথে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করার সময় ক্বেরান করিবেন না। অধিকাংশ হাজী এই ব্যাপারে ভুল করিয়া থাকেন।

সঙ্গে লইয়া না গেলে ইহ্‌রাম খুলিয়া হালাল হইয়া যাওয়া এবং ঐ বৎসরই দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ পালন করা।

ইহাকে তামাত্তো' বলার কারণ এই যে, তামাত্তো' পালনকারী উমরার ইহ্‌রাম এবং হজ্জের মাঝখানে সে সকল বস্তু হইতে উপকারিতা অর্জন করিতে পারেন, যাহা ইহ্‌রামের কারণে নিষিদ্ধ থাকে। ক্বারেনের হুকুম ঠিক ইহার বিপরীত। ক্বারেন উমরা সমাপ্ত করার পরও মুহ্‌রিম থাকেন এবং সে সকল বস্তু হইতে উপকারিতা অর্জন করিতে পারেন না। তামাত্তো' ক্বেরান হইতে উত্তম নহে; তবে এফ্‌রাদ হইতে উত্তম।

তামাত্তো' পালনের নিয়ম ঃ

তামাত্তো' পালনের নিয়ম এই যে, প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করিবেন। তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিয়া হালাল হইয়া যাইবেন। (যদি কোরবানীর পশু সঙ্গে না থাকে)। হালাল হইয়া মক্কায় অথবা নিজের জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করিবেন। যখন হজ্জের সময় আসিবে তখন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ পালন করিবেন। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় যাইবেন এবং যোহর, আসর, মাগরেব, এশা ও ফজর মিনায় পড়িবেন। রাত্রি সেখানে কাটাইবেন। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে গমন করিবেন। সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অকুফে আরাফা করিবেন। ১০ই যিলহজ্জের রাত্রি মুযদালিফায় অতিবাহিত করিবেন এবং ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়িয়া দো'আ পাঠ করিতে থাকিবেন আর সূর্যোদয়ের দুই রাকাআতে পরিমিত সময় অবশিষ্ট থাকিতে মুযদালিফা হইতে মিনা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। এখান হইতে ৭০টি কংকর সঙ্গে নিয়া যাইবেন। ওয়াদিয়ে মুহাসসার হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইবেন। মিনায় আসিয়া জামরায়ে উখ্‌রায় রামি করতঃ দমে তামাত্তো' যবেহ করিবেন। তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিবেন। প্রথম তিন চক্করে রমল করিবেন, কিন্তু ইযতেবা' করিবেন না। তাওয়াফ শেষে সাঈ করিবেন। তারপর ১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করিবেন এবং প্রত্যহ সূর্য হেলিয়া পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে রামি করিবেন। অতঃপর মিনা হইতে আসার পথে যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে 'মুহাস্‌সাব' নামক স্থানে যোহর আসর, মাগরেব ও এশার নামায আদায় করিবেন। তারপর অল্প কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া মক্কায় আগমন করিবেন। যদি এই পরিমাণ থামা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অল্প কিছুক্ষণ হইলেও সেখানে অবস্থান করিবেন। তারপর মক্কা মুকাররামা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাওয়াফে বিদা' সমাপন করিবেন। হজ্জে ক্বেরান ও তামাত্তো'র আহ্‌কাম হজ্জে এফ্‌রাদ ও উমরার বর্ণনায় দেখিয়া লইবেন। যাবতীয় আদব, সুন্নত প্রভৃতির খেয়াল রাখিবেন এবং প্রত্যেক কাজের বিবরণ ভালভাবে দেখিয়া লইবেন। যদি তামাত্তো' পালনকারীর সহিত দমে তামাত্তো'ও থাকে, তাহা হইলে তিনি উমরার পরে মাথা মুণ্ডাইবেন না; বরং এভাবেই ইহ্‌রামরত থাকিয়া যাইবেন।

৮ই যিলহজ্জ হজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধিবেন। উমরার কাজ শেষ হওয়ার পরও ইহ্-রামের কোন নিষিদ্ধ কাজ করিবেন না। অন্যথায় দম ওয়াজিব হইবে।

তামাত্তো'-এর শর্তসমূহঃ

তামাত্তো' শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৯টি শর্ত রহিয়াছেঃ

১। তামাত্তো'-এর জন্য আফাকী অর্থাৎ, মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী হওয়া শর্ত। মক্কা মুকাররামায় বসবাসকারী এবং মীকাতের ভিতরে বসবাসকারীদের জন্য তামাত্তো' জায়েয নহে।

২। পূর্ণ উমরা অথবা উমরার তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর হজ্জের মাসসমূহে সম্পন্ন করা। যদিও উমরার ইহ্রাম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই বাঁধিয়া থাকেন।

৩। হজ্জের ইহ্রামের পূর্বে উমরার সমগ্র তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ সমাপন করা। যদি কেহ পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ চক্কর সমাপ্ত করার পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন তাহা হইলে তামাত্তো' শুদ্ধ হইবে না, ক্বেরান হইবে।

৪। হজ্জ এবং উমরা একই বৎসরে সমাপন করিতে হইবে। যদি কেহ হজ্জের মাসসমূহে এক বৎসরে উমরার তাওয়াফ সমাপন করেন এবং দ্বিতীয় বৎসর হজ্জ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না। যদি নিজের বাড়ী-ঘরে নাও গিয়া থাকেন।

৫। হজ্জ এবং উমরা উভয়কে একই সফরে সমাপন করা। যদি কেহ হজ্জের মাস-সমূহে উমরা সম্পন্ন করতঃ ইহ্রাম খুলিয়া বাড়ী চলিয়া যান এবং পরে হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না। আর যদি তাওয়াফে উমরার পূর্বে অথবা তাওয়াফে উমরার পরে মাথা মুণ্ডনের পূর্বেই বাড়ী চলিয়া যান এবং তারপর ফিরিয়া আসিয়া হজ্জ সম্পন্ন করেন, তবে তামাত্তো' হইয়া যাইবে। এইভাবে যদি মাথা মুণ্ডনের পরে হরম হইতে বাহিরে চলিয়া যান, কিন্তু মীকাতের ভিতরে থাকেন আর ফিরিয়া আসিয়া হজ্জ সমাপন করেন, তবে তাতেও তামাত্তো' হইয়া যাইবে।[১]

৬। উমরা ফাসিদ না করা। যদি কেহ উমরা ফাসেদ করিয়া উমরার পরে হজ্জ করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না।

৭। হজ্জ ফাসেদ না করা। যদি কেহ উমরা ফাসেদ না করেন এবং হজ্জ ফাসেদ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না

টীকা

১. এমনিভাবে যদি কেহ উমরা পালন করিয়া মীকাতের বাহিরে যেমনঃ মদীনায় চলিয়া গিয়া পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসার সময় শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিয়া আসেন এবং হজ্জ পালন করেন, তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে তামাত্তো' শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে প্রথম তামাত্তো' বাতিল হইয়া যাইবে। তবে তিনি যদি পুনরায় মদীনা হইতে উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া আসেন এবং পরে হজ্জ পালন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে তামাত্তো' শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মতে এরূপ করা ঠিক নহে।

৮। হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করিয়া মক্কা মুকাররামাকে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বাসস্থানে পরিণত না করা। যদি কেহ হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করার পর মক্কা মুকাররামায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন এবং অতঃপর হজ্জ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না। আর যদি উমরা পালনের পর অস্থায়ীভাবে দুই এক মাসের জন্য অবস্থান করেন এবং তারপর হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইয়া যাইবে।

৯। মক্কা মুকাররামা অথবা উহার আশেপাশে কোথাও অবস্থানকালে হালাল হওয়া অবস্থায় হজ্জের মাস শুরু না হওয়া। অনুরূপভাবে ইহ্রাম বাঁধিয়া হজ্জের মাসের পূর্বে উমরার তাওয়াফ করার পর হজ্জের মাস শুরু না হওয়া। যদি মক্কা মুকাররামায় হালাল থাকাবস্থায় হজ্জের মাস শুরু হইয়া যায় অথবা ইহ্রাম বাঁধার পরে উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের মাস শুরু হইয়া যায় এবং অতঃপর হজ্জ সম্পন্ন করেন, অথবা দ্বিতীয় উমরার ইহ্রাম বাঁধেন এবং তারপর হজ্জ পালন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইবে না। অবশ্য যদি দেশে চলিয়া যান এবং তারপর ফিরিয়া আসিয়া উমরার ইহ্রাম বাঁধেন আর তারপর হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' হইয়া যাইবে।

পরিশিষ্টঃ

তামাত্তো'-এর জন্য মীকাত হইতেই উমরার ইহ্রাম বাঁধা শর্ত নহে। যদি কেহ মীকাত অতিক্রম করিয়া অথবা মক্কা মুকাররামা পৌঁছার পর উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, তাহা হইলে তামাত্তো' শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে দম ওয়াজিব হইবে। কারণ, বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। এমনিভাবে তামাত্তো' পালনকারীর জন্য হরম হইতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা শর্ত নহে। যদি কেহ 'হিল্ল' অথবা আরাফাত হইতেও হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন, তাহা হইলেও তামাত্তো' শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এমতাবস্থায় দম ওয়াজিব হইবে। কেননা, যাহারা মক্কা মুকাররামা হইতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিবেন, তাহাদের মীকাত হইতেছে হরম এবং বিনা ইহ্রামে মীকাত অতিক্রম করিলে দম অথবা পুনরায় মীকাতে ফিরিয়া আসিয়া ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব হইবে। যেমন, মীকাতের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তামাত্তো' শুদ্ধ হওয়ার জন্য উমরার ইহ্রাম হজ্জের মাসসমূহে বাঁধা শর্ত নহে। বরং উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ হজ্জের মাসসমূহে অনুষ্ঠিত হওয়া শর্ত। যদিও ইহ্রাম আগে বাঁধিয়া থাকেন। তামাত্তো' শুদ্ধ হওয়ার জন্য হজ্জ ও উমরা একই ব্যক্তির পক্ষ হইতে হওয়া শর্ত নহে। বরং যদি কেহ এক বস্তু নিজের পক্ষ হইতে এবং অন্যটি অপর ব্যক্তির পক্ষ হইতে সম্পন্ন করেন, তবে তাহাও জায়েয হইবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে উমরা পালন করার জন্য কাহাকেও নিয়োগ করেন এবং অন্য আরেকজন একই ব্যক্তিকে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন এবং উভয়ে তাহাকে তামাত্তো' পালনের অনুমতি দিয়া দেন; আর নিয়োজিত ব্যক্তি তামাত্তো' পালন করেন তাহা হইলে

তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু নিয়োজিত ব্যক্তির মাল হইতেই দমে তামাত্তো' ওয়াজিব হইবে। যদি তিনি দরিদ্র হন, তবে উহার পরিবর্তে রোযা রাখিলেই চলিবে। তামাত্তো'র জন্য নিয়ত করা শর্ত নহে; বরং নিয়ত ছাড়া যদি কেহ তামাত্তো'র শর্ত মোতাবেক হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ ও উমরা সমাপন করেন, তাহা হইলে তামাত্তো' শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

তামাত্তো' পালনকারীর প্রকারভেদ

তামাত্তো' পালনকারী দুই প্রকারঃ

১। যাহারা তামাত্তো'-এর কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া আসেন।[১]

২। যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনেন না।

উভয় প্রকার তামাত্তো' পালনকারীই হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে উমরা পালন করিবেন। অতঃপর যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তাহারা ইহ্‌রাম খুলিবেন না। এমনিভাবে ইহ্‌রামরত থাকিয়া যাইবেন এবং হজ্জের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া মুফ্‌রিদের ন্যায় হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন। আর যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনেন নাই, তাহারা উমরা পালন করার পর মাথা মুণ্ডনপূর্বক হালাল হইয়া যাইবেন এবং তারপর হজ্জের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া মুফ্‌রিদের ন্যায় হজ্জ পালন করিবেন।

তামাত্তো'-এর মাসআলা

মাসআলা ঃ তামাত্তো' পালনকারীর জন্য ক্বারেন-এর ন্যায় দমে তামাত্তো' ওয়াজিব। দম জামরায়ে উখরায় রামি সম্পন্ন করার পরে যবেহ করিতে হইবে। যদি কেহ দম বা কোরবানী করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে দশটি রোযা রাখিবেন। যেমন ক্বেরানের বর্ণনায় বলা হইয়াছে এবং অন্যান্য আহ্‌কামও সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ তামাত্তো' পালনকারীর জন্য কোরবানীর পশু সঙ্গে করিয়া আনা উত্তম। যদি কোরবানীর পশু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে এবং পরে কোরবানীর জন্তুকে হাঁকাইয়া নিয়া যাইতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোরবানীর পশু গরু অথবা উট হয়, তবে উহার গলায় মালা বা হার পরাইতে হইবে। হারের অর্থ ঃ জুতা অথবা ঝুলির টুকরা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদি রশিতে বাঁধিয়া পশুর গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া।

মাসআলা ঃ ইশ্‌আর করা মুস্তাহাব। তবে এই শর্তে যে, ইশ্‌আর করা জানিতে হইবে। নতুবা মাক্‌রূহ। ইশ্‌আর এই যে, উটের কুঁজের নীচের অংশে এমন হালকা গর্ত করা

টীকা

১. পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের লোক যেহেতু অধিকাংশই কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া যান না, তাই মাসআলাটি অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইল না।

যাহাতে শুধু চামড়া চিরিবে, কিন্তু গোশ্‌ত এবং হাঁড় পর্যন্ত গর্ত পৌঁছিবে না। যখম হইতে যে রক্ত ক্ষরণ হইবে, তাহা দ্বারা পশুর কুঁজ রঞ্জিত করিয়া দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ কোরবানীর পশু সঙ্গে করিয়া আনয়নকারী উমরা সমাপন করিয়া মাথা মুণ্ডন করিবে না। যদি মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলেন অথবা ইহ্‌রামের আরো কোন নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ কোরাবানীর পশু সঙ্গে আনয়নকারী যখন রামি সম্পন্ন করতঃ দমে তামাত্তো' যবেহ করিয়া মাথা মুণ্ডন করিবেন, তখন উভয় ইহ্‌রাম হইতেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত উভয় ইহ্‌রামই বহাল থাকিবে।

মাসআলা ঃ তামাত্তো' পালনকারী এক উমরার পরে হজ্জের পূর্বে দ্বিতীয় উমরাও করিতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ তামাত্তো' পালনকারী ৮ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিবেন। বরং উহার পূর্বেই বাঁধা উত্তম। হরমের যেখান হইতে ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধিতে পারিবেন। কিন্তু মসজিদে হারাম হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। আর হাতীম হইতে বাঁধা তদপেক্ষাও অধিকতর উত্তম।

মাসআলা ঃ তামাত্তো' সমাপনকারী যদি ৮ই যিলহজ্জে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া প্রথমেই হজ্জের সাঈ করিতে চাহেন, তবে রমল ও ইযতেবা সহকারে একটি নফল তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া তবেই সাঈ করিবেন। অন্যথায় তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করিবেন।

মাসআলা ঃ তামাত্তো' পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব নহে। উমরা পালন করার পর যত বেশী ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করিতে পারিবেন।

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরার সংক্ষিপ্ত তালিকা

উমরা, হজ্জে এফ্‌রাদ, তামাত্তো' ও ক্বেরানের যাবতীয় কর্ম সংক্ষিপ্ত তালিকার আকারে ক্রম অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল। হাজী সাহেবগণ এই তালিকাটি উমরা এবং হজ্জ সমাপনের সময় সঙ্গে রাখিবেন এবং প্রত্যেক কাজের আহ্‌কাম তাহা পালন করার সময় উহার বর্ণনায় দেখিয়া লইবেন। এই তালিকায় তাওয়াফে কুদুম ব্যতীত শুধু অবশিষ্ট সেই সকল কর্মই গণনা করা হইয়াছে, যাহা শর্ত, রুকন অথবা ওয়াজিব। সুন্নত এবং মুস্তাহাব কর্মসমূহ গণনা করা হয় নাই। কেননা, সেগুলির তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। সেসব আলোচনা প্রত্যেক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় করা হইয়াছে। সেখানে দেখিয়া লইবেন।

উমরার কার্যাবলী ঃ

কার্য	হুকুম
১। উমরার ইহ্‌রাম	শর্ত
২। রমল* সহকারে তাওয়াফ	রুকন
৩। সাঈ	ওয়াজিব
৪। মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছাঁটানো	ওয়াজিব

হজ্জে এফ্‌রাদের কার্যাবলী ঃ

কার্য	হুকুম
১। ইহ্‌রাম	শর্ত
২। তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত
৩। অকুফে আরাফা	রুকন
৪। অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৫। রামিয়ে জামরায়ে উকবা	ওয়াজিব
৬। কোরবানী	ঐচ্ছিক
৭। মাথা মুণ্ডন বা ছাঁটানো	ওয়াজিব
৮। তাওয়াফে যিয়ারত	রুকন
৯। সাঈ	ওয়াজিব
১০। রামিয়ে জেমার	ওয়াজিব
১১। তাওয়াফে বিদা’	ওয়াজিব

হজ্জে ক্বেরানের কার্যাবলী ঃ

কার্য	হুকুম
১। হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম	শর্ত
২। রমল* সহকারে উমরার তাওয়াফ	রুকন
৩। উমরার সাঈ	ওয়াজিব
৪। রমল সহকারে তাওয়াফে কুদুম	সুন্নত
৫। সাঈ	ওয়াজিব
৬। অকুফে আরাফা	রুকন
৭। অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৮। রামিয়ে জামরায়ে উকবা	ওয়াজিব
৯। কোরবানী	ওয়াজিব
১০। মাথা মুণ্ডন অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
১১। তাওয়াফে যিয়ারত	রুকন
১২। রামিয়ে জেমার	ওয়াজিব
১৩। তাওয়াফে বিদা’	ওয়াজিব

টীকা

* রমল করা সুন্নত।

হজ্জে তামাত্তো’-এর কার্যাবলী

[যখন কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকিবে না]

কার্য	হুকুম
১। উমরার ইহ্‌রাম	শর্ত
২। রমল সহকারে উমরার তাওয়াফ	রুকন
৩। উমরার সাঈ	ওয়াজিব
৪। মাথা মুণ্ডন অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
৫। ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা	শর্ত
৬। অকুফে আরাফা	রুকন
৭। অকুফে মুযদালিফা	ওয়াজিব
৮। রামিয়ে জামরায়ে উকবা	ওয়াজিব
৯। কোরবানী	ওয়াজিব
১০। মাথা মুণ্ডন অথবা ছাঁটানো	ওয়াজিব
১১। তাওয়াফে যিয়ারত	রুকন
১২। সাঈ	ওয়াজিব
১৩। রামিয়ে জেমার	ওয়াজিব
১৪। তাওয়াফে বিদা’	ওয়াজিব

হুঁশিয়ারি ঃ

১। হজ্জে কেরান পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ সম্পন্ন করা উত্তম। ইহার পরে যদি আর সাঈ করার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে রমল এবং ইযতেবাও করিতে হইবে না; আর তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই সাঈ সম্পন্ন করিতে হইবে।

২। মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে বিদা’ ওয়াজিব নহে।

৩। উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু কোরবানীর পশু সঙ্গে নেন না, কাজেই আমরা তামাত্তো’-এর শুধু সে প্রকারের আহ্‌কামই বর্ণনা করিয়াছি। যদি কেহ কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়া যান, তাহা হইলে উমরার সাঈ করার পর মাথা মুণ্ডন করিবেন না; বরং এইভাবেই ইহ্‌রামে রত থাকিবেন এবং ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের জন্য পুনরায় আরেকটি ইহ্‌রাম বাঁধিবেন।

৪। হজ্জে এফ্‌রাদ পালনকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করেন, তাহা হইলে তাওয়াফে কুদুমে রমল এবং ইযতেবাও করিতে হইবে। তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই সাঈ করা উত্তম।

ইহ্‌রাম ও হরমের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ও তার ক্ষতিপূরণ

'জিনায়াত' শব্দটি 'জিনায়াতুন'-এর বহুবচন। জিনায়াত-এর আভিধানিক অর্থ অপরাধ এবং ভুল-ত্রুটি। হজ্জের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেকটি কাজকেই জিনায়াত বলা হয়, যাহা করা ইহ্‌রামের অবস্থায় অথবা হরমের জন্য নিষিদ্ধ। ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ ৮টিঃ

১। সুগন্ধি ব্যবহার করা। ২। সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। ৩। মাথা ও মুখ আবৃত করা। ৪। চুল বা পশম পরিষ্কার করা। (এমনিভাবে নিজের দেহ হইতে উকুন মারা বা অপসারিত করা।) ৫। নখ কাটা। ৬। সহবাস করা। ৭। হজ্জের ওয়াজিবসমূহ হইতে কোন কিছু ছাড়িয়া দেওয়া। ৮। স্থলজ প্রাণী শিকার করা।

হরমের নিষিদ্ধ কাজ ২টি।

১। হরমের কোন প্রাণী শিকার করা অথবা উহাকে কষ্ট দেওয়া। ২। হরমের বৃক্ষ অথবা ঘাস কর্তন করা।

এইসব বিষয়ই ক্রমান্বয়ে তাহার ক্ষতিপূরণের বর্ণনাসহ ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে উল্লেখ করা হইবে।

সাধারণ নীতিমালাঃ

প্রথমেই কিছু মূলনীতি জানিয়া রাখা উচিত। ইহাতে জিনায়াতের ব্যাপারে যথেষ্ট উপকার হইবে। বরং এসব বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলা উচিত।

নিয়ম ১ঃ যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম বিনা ওযরে সংঘটিত হয় এবং সেই কাজটি পরিপূর্ণরূপেই সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে দম অবশ্যই ওয়াজিব হইয়া যায়। আর যদি বিনা ওযরে অসম্পূর্ণরূপে করা হয়, তাহা হইলে শুধু সদকাই ওয়াজিব হইবে। পক্ষান্তরে যদি ওযরবশতঃ করা হয় এবং পরিপূর্ণরূপেই করা হয়, তাহা হইলে দম, রোযা অথবা সদকা ওয়াজিব হইবে এবং ইহার যে কোন একটি আদায় করিলেই আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি ওযরবশতঃ অসম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে রোযা অথবা সদকা ওয়াজিব হইবে এবং যেটি ইচ্ছা আদায় করিলেই চলিবে।

নিয়ম ২ঃ হরমের নিষিদ্ধ কাজ এবং স্থলজ প্রাণী শিকারের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে। উহার সমমূল্যের প্রাণী ক্রয় করিয়া যবেহ করিবে যদি ঐ টাকায় প্রাণী ক্রয় করা যায়। অথবা উহার মূল্য সদকা করিয়া দিতে হইবে অথবা উহার পরিবর্তে রোযা রাখিতে হইবে।

নিয়ম ৩ঃ ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হইলে কেরান পালনকারীর উপর উমরা আদায় করার পূর্বে দুইটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। কেননা, তাহার দুইটি ইহ্‌রাম থাকে।

আর মুফ্‌রিদের উপরে একটিমাত্র ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। অবশ্য ক্বারেন যদি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করেন, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হইবে।

নিয়ম ৪ঃ যে জায়গায় ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে 'দমে মুতলক' বলা হয়, সেখানে উহা দ্বারা একটি বকরী অথবা একটি ভেড়া অথবা একটি মেষকে বুঝানো হইয়া থাকে। গরু অথবা উটের সপ্তমাংশও উহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। 'দম'-এর মধ্যে কোরবানীর যাবতীয় শর্তই বিবেচ্য।

আস্ত উট অথবা গরু মাত্র দুই ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। (এক) জানাবত অথবা হায়েয অথবা নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করিলে। (দুই) অকুফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডনের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করিলে।

নিয়ম ৫ঃ যে জায়গায় সাধারণভাবে 'সদকা' বলা হয়, সেখানে উহা দ্বারা পৌণে দুই সের গম অথবা সাড়ে তিন সের যব বুঝানো হয়। আর যে জায়গায় সদকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে সেই বিশেষ পরিমাণই উদ্দেশ্য করা হয়। সদকার পরিমাণ আশি তোলার সেরের হিসাবে সাড়ে তিন সের হইয়া থাকে।

নিয়ম ৬ঃ ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কোন কাজ যদি ওযরবশতঃও হইয়া থাকে, তবুও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

নিয়ম ৭ঃ হজ্জের ওয়াজিবসমূহ যদি বিনা ওযরে ছুটিয়া যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। আর যদি ওযরবশতঃ বাদ পড়ে, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহঃ

ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুসলমান, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। কাফের, পাগল ও না-বালেগের উপর কিংবা তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাদের অভিভাবকদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য যদি কেহ ইহ্‌রামের পরে পাগল হন এবং তারপর কয়েক বৎসর পরেও স্থির মস্তিষ্ক হইয়া যান, তাহা হইলে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ক্ষতিপূরণ এবং কাফ্‌ফারা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু শেষ জীবনে যখন মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা বিরাজ করে, তখন আদায় করা ওয়াজিব হইয়া যায়। যদি বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে গুনাহ্ হইবে এবং ওসিয়ত করা ওয়াজিব হইবে। যদি উত্তরাধিকারীরা ওসিয়ত ছাড়াই ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দেয়, তবে আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীর জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে রোযা রাখা জায়েয নহে। কাফফারাসমূহ যথাশীঘ্র আদায় করাই উত্তম।

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ কর্ম কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে করুক অথবা ভুলক্রমে, মাসআলা জানুক অথবা না জানুক, স্বেচ্ছায় করুক অথবা কাহারও চাপের মুখে বলপূর্বক করুক, ঘুমন্ত অবস্থায় করুক অথবা জাগ্রত অবস্থায়, ধনী হউক অথবা দরিদ্র, নিজে করুক

অথবা অন্য কাহারও প্ররোচনায় করুক, সক্ষম হউক বা অক্ষম, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা কঠিন গুনাহ। উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেও গুনাহ্ মাফ হয় না। গুনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য খালেস তওবা করা জরুরী। নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিলে হজ্জ মাবরুর হয় না। অর্থাৎ, মকবূল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যায় না।

সুগন্ধি এবং তেল ব্যবহার করা ঃ

প্রত্যেক এমন বস্তুকে সুগন্ধি[১] বলা হয়, যাহার মধ্যে উত্তম ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং উহাকে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং তদ্দ্বারা সুগন্ধি তৈরী করা হয়; আর জ্ঞানী-গুণীরা উহাকে সুগন্ধি বা খুশবু হিসাবে গণ্য করেন, যেমন ঃ মৃগনাভি, কর্পূর, আম্বর, চন্দন, গোলাপ, ওয়ারাস, যাফ্‌রান, কুসুম, মেহেদী, গুল বনফ্‌শা, চামেলী, বেলী, নার্গিস, তিলের তৈল, যয়তুনের তৈল, খত্‌মী, আগর, এসেন্স এবং আরো অন্যান্য আতর ও সুগন্ধি বস্তু।

খুশবু লাগানোর অর্থ শরীর অথবা কাপড়ে এমনভাবে সুগন্ধি লাগিয়া যাওয়া, যাহাতে শরীর অথবা কাপড় হইতে সুগন্ধি আসিতে থাকে। যদিও খুশবুর কোন অংশ লাগিয়া না থাকে।

মাসআলা ঃ ফুল এবং সুগন্ধিযুক্ত ফল শুঁকার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু শুঁকা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে খুশবু লাগানো হউক অথবা ভুলক্রমে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছা-জবরদস্তিক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়—প্রত্যেক অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ শরীর, লুঙ্গি, চাদর, বিছানা এবং কাপড়-চোপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনিভাবে সুগন্ধিযুক্ত খেযাব, ঔষধ অথবা তৈল লাগানো অথবা কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তু দ্বারা শরীর অথবা চুল ধৌত করা অথবা খাওয়া ও পান করা সবই নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই ইহ্‌রামের অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কোন সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মুহ্‌রিম কোন সমগ্র বড় অঙ্গ যেমন ঃ মাথা, গোড়ালী, মুখমণ্ডল, দাড়ি, উরু, হাত, হাতের তালু প্রভৃতির উপরে সুগন্ধি লাগান অথবা এক অঙ্গের চাইতে বেশী অংশে লাগান, তবে দম ওয়াজিব হইবে। যদিও লাগানোর সাথে সাথে দূরীভূত করিয়া ফেলেন অথবা ধৌত করিয়া ফেলেন। আর যদি পূর্ণ অঙ্গের উপরে না লাগাইয়া অল্প অথবা অধিকাংশের উপরে লাগান অথবা কোন ছোট্ট অংগ যেমন ঃ নাক, কান, চক্ষু, অঙ্গুলি, কজ্জা প্রভৃতির উপরে লাগান, তাহা হইলে সদকা ওয়াজিব হইবে।

টীকা ঃ ১· আলমগীরি ও গুনিয়াহ

মাসআলা ঃ অংগ ছোট-বড় হওয়ার বিবেচনা তখন করিতে হইবে, যখন সুগন্ধি অল্প হইবে। যদি বেশী হয়, তাহা হইলে যদি কেহ বড় অংগের অল্প অংশে অথবা ছোট অংগেও লাগান, তবুও দম ওয়াজিব হইবে। 'অল্প' এবং 'বেশী' উহা সাধারণের প্রচলন অনুযায়ী সাব্যস্ত হইবে। অর্থাৎ, যাহা সাধারণের প্রচলনে 'বেশী' তাহা বেশী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যাহা সাধারণের প্রচলনে 'অল্প' তাহা অল্প বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রামের নিয়ত করার পূর্বে খুশবু লাগান এবং তারপর উহা অন্য অংগে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না এবং উহা শুঁকাও মাক্‌রূহ হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে আতর লাগান এবং ইহ্‌রামের পর উহার সুগন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কোন অসুবিধা নাই, উহা যত দীর্ঘকালই স্থায়ী থাকুক না কেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ এক জায়গায় বসিয়া সারা দেহে সুগন্ধি লাগান, তবে শুধু একটি দমই ওয়াজিব হইবে। আর যদি বিভিন্ন স্থানে লাগান, তবে প্রত্যেক স্থানের জন্য স্বতন্ত্র দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সুগন্ধি লাগান এবং সব জায়গাকে একত্রিত করিলে একটি বড় অংগের সমান হয়, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। নতুবা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হাতের তালুতে মেহেদী লাগান, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ আতরের দোকানে বসাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য শুঁকার নিয়তে বসা মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অন্য মুহরিমকে সুগন্ধি লাগাইয়া দেন, তাহা হইলে যিনি সুগন্ধি লাগাইয়া দিবেন তাহার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। যিনি অন্যকে দিয়া নিজ দেহে সুগন্ধি লাগাইবেন, তাহার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও লাগানো হারাম।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কাপড়ে সুগন্ধি লাগান অথবা সুগন্ধি লাগানো কাপড় পরিধান করেন, আর তাহা অর্ধ বর্গহাত পরিমিত স্থান অথবা ততোধিক স্থানে লাগানো হইয়া থাকে এবং তাহা পূর্ণ একদিন অথবা পূর্ণ একরাত পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি অর্ধহাত অপেক্ষা কম জায়গায় লাগানো হয় অথবা পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করা না হয়, তবে শুধু সদকা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি সুগন্ধি লাগানো কাপড় এমনভাবে সেলাই করা হয়, যাহা মুহ্‌রিমের জন্য পরিধান করা নিষিদ্ধ; তাহা পরিধান করিলে দুইটি নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হইবে।

(এক) সুগন্ধি লাগানো এবং (দুই) সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান। এই কারণে তাহার উপরে দুইটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ চাদর অথবা লুঙ্গির প্রান্তে কর্পূর, আম্বর, মৃগনাভি প্রভৃতি কোন সুগন্ধি বাঁধিয়া নেন এবং তার সুগন্ধি বেশী হয়, তবে পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা থাকিলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি অল্প সময় থাকে অর্থাৎ, পূর্ণ একদিন ও একরাত বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে সদকা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ যাফ্‌রান অথবা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি তদপেক্ষা কম সময় পরিধান করেন, তবে সদকা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কাপড়ে ধূপ-ধুনা দেন এবং তাহাতে কাপড়ে খুব বেশী সুগন্ধি লাগিয়া যায়, আর তাহা একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি অল্প লাগিয়া থাকে অথবা পূর্ণ একদিন অথবা একরাত না পরেন, তবে সদকা প্রদান করিতে হইবে। আর যদি মোটেও সুগন্ধি না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ এমন কোন গৃহে প্রবেশ করেন যেখানে ধূপ-ধুনা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে যদি কাপড়ে সুগন্ধি অনুভূত হইতে থাকে, কিন্তু সুগন্ধি কাপড়ে মোটেও না লাগে, তবে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রামের পূর্বে কাপড়ে ধূপ-ধুনা প্রদান করেন এবং সেই কাপড় পরিয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিমের জন্য যাফ্‌রান বা কুসুম রঞ্জিত তাকিয়ায় ঠেস দেওয়া মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ সুগন্ধির কারণে যখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে, তখন শরীর এবং কাপড় হইতে তাড়াতাড়ি সুগন্ধি দূরীভূত করা ওয়াজিব। যদি কাফ্‌ফারা আদায় করার পরও তাহা শরীর হইতে অপসারিত করা না হয়, তবে দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। যদি কোন গায়রে মুহ্‌রিম ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া সেই সুগন্ধি ধৌত করাইবেন, নিজে ধৌত করিবেন না। অথবা নিজে পানি ঢালিবেন, কিন্তু হাত লাগাইবেন না।[১]

মাসআলা ঃ যদি কেহ প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি ভক্ষণ করিয়া নেন অর্থাৎ এতবেশী ভক্ষণ করেন যে, মুখের অধিকাংশ স্থানেই তাহা লাগিয়া যায়, তবে দম ওয়াজিব হইবে। তবে তাহা তখনই হইবে, যখন সরাসরি সুগন্ধি ভক্ষণ করিবেন। আর যদি কেহ খাদ্যের সঙ্গে সুগন্ধি মিশাইয়া রান্না করেন, তবে সুগন্ধের প্রাধান্য থাকিলেও কোন কিছু ওয়াজিব

টীকা

১. যদি কাপড়ে সুগন্ধি লাগার সাথে সাথে উহা শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেয়, অথবা ধৌত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। পক্ষান্তরে যদি দেহে লাগে, তাহা হইলে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইয়া যায়।

হইবে না। পক্ষান্তরে যদি খাদ্যবস্তু রান্না করা না হয় তবে তাহার ব্যাখ্যা এই যে, যদি তাহাতে সুগন্ধি বস্তুর প্রাধান্য থাকে, তবে উহাতে সুগন্ধ না থাকিলেও দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি সুগন্ধির প্রাধান্য না থাকে, তাহা হইলে সুগন্ধ পাওয়া গেলেও দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু মাক্‌রূহ হইবে।

মাসআলা ঃ এলাচি-দারচিনি প্রভৃতি গরম মসলার সমন্বয়ে খাদ্য-দ্রব্য রান্না করা এবং তাহা ভক্ষণ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কেহ পানীয় দ্রব্য যেমনঃ চা, কফি প্রভৃতিতে সুগন্ধি মিশান, তবে যদি খুশবু প্রাধান্য বিস্তার করে, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি প্রাধান্য বিস্তার না করে, তবে সদকা দিতে হইবে। কিন্তু যদি এমন পানীয় একাধিকবার পান করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশাইয়া পাক করিলে হুকুমের কোন পার্থক্য হয় না অর্থাৎ পানীয় দ্রব্যে খুশবু মিশাইয়া পান করিলে তাহা রান্না করা হউক অথবা না হউক সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ লেমন, সোডা অথবা অন্য কোন পানির বোতল অথবা শরবত— যাহাতে খুশবু মিশানো হয় নাই, তাহা ইহ্‌রামের অবস্থায় পান করা জায়েয। আর যে বোতলে খুশবু মিশানো হয় এবং যদি তাহা নামেমাত্র হয়, তবে উহা পান করিলে সদকা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি উশ্‌নান (এক প্রকার ঘাস) হইতে এত ঘ্রাণ বাহির হয় যে, দর্শক উহাকে উশ্‌নান অথবা সাবান বলিয়া বুঝিতে পারে এবং বলে; তাহা হইলে সদকা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি কেহ কয়েকবার ব্যবহার করেন, অথবা দর্শক উহাকে খুশবু বলিয়া মন্তব্য করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। খাঁটি সাবান[১] দ্বারা ধৌত করিলে কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু যাফরানের রঙে রঞ্জিত হালুয়া খাওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ পানের সহিত লং, এলাচি প্রভৃতি খাওয়া মাক্‌রূহ। তবে তদ্দরুন কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সুগন্ধি বস্তু ঔষধ হিসাবে লাগান অথবা যদি এমন কোন ঔষধ লাগান যাহাতে সুগন্ধির প্রাধান্য থাকে এবং তাহা রান্না করা না হয়, এমতাবস্থায় যদি তাহা একটি বড় অংগের সমান অথবা তদপেক্ষা বেশী না হয়, তবে সদকা ওয়াজিব হইবে। আর যদি কোন বড় অংগ অথবা তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ হয়, তবে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোন যখমের উপরে কয়েকবার সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ লাগান অথবা ঐ স্থানে অন্য আরেকটি যখম হইয়া যায় এবং ইহার উপরেও ঔষধ লাগান অথবা অন্য আরো কোন স্থানে যখম হইয়া যায় এবং প্রথম যখম ভাল না হয় এবং উভয় যখমের উপরেই ঔষধ লাগান, তাহা হইলে উভয়ের জন্য একই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হইবে।

টীকা

১. গুনিয়াহ ও লুবাব

আর যদি প্রথম যখম ভাল হওয়ার পর দ্বিতীয় যখম হয় এবং ইহার উপরে সুগন্ধি লাগান, তাহা হইলে উহার জন্য দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ যয়তুন অথবা তিলের খাঁটি তৈল শরীরের কোন বড় অংগে অথবা উহার চাইতে বেশী অংশে সুগন্ধিস্বরূপ লাগান, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি উহার চাইতে কম অংশে লাগান, তাহা হইলে শুধু সদকা ওয়াজিব হইবে। পক্ষান্তরে যদি উহাকে খাইয়া ফেলেন অথবা ঔষধস্বরূপ লাগান, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ যয়তুন অথবা তিলের তৈল যখমের উপরে অথবা হাত পায়ের অংগুলিসমূহের ফাঁকে লাগান অথবা নাক-কানে প্রবেশ করান, তাহা হইলে দম অথবা সদকা কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি তিল অথবা যয়তুনের তৈলে সুগন্ধি থাকে, যেমন ঃ গোলাপ অথবা চামেলী প্রভৃতি ফুল মিশানো হয় এবং উহাকে গোলাপ অথবা চামেলীর তৈল বলিয়া অভিহিত করা হয়, অথবা অন্য কোন প্রকার সুগন্ধিযুক্ত তৈল কোন পূর্ণ অংগে লাগানো হয়, তবে দম ওয়াজিব হইবে এবং তদপেক্ষা কম পরিমিত স্থানে লাগাইলে সদকা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ সুগন্ধিহীন সুরমা লাগানো জায়েয। সুগন্ধিযুক্ত হইলে সদকা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি কেহ দুইবারের বেশী লাগান, তবে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সারা মাথা অথবা মাথার এক চতুর্থাংশ মেহেদী দ্বারা খেযাব করেন এবং হাল্কা করিয়া মেহেদী লাগান, তাহা হইলে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি খুব গাঢ় করিয়া লাগান এবং সারা দিন অথবা সারা রাত লাগাইয়া রাখেন, তাহা হইলে দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি একদিন অথবা একরাত হইতে কম লাগান, তাহা হইলে একটি দম অথবা একটি সদকা ওয়াজিব হইবে। একটি দম খুশবু লাগানোর কারণে এবং অপরটি মস্তক আবৃত করার কারণে। ইহা পুরুষদের হুকুম। মহিলাদের বেলায় শুধু একটি দমই ওয়াজিব হইবে। কারণ, তাহার জন্য মস্তক আবৃত করা নিষিদ্ধ নহে।

মাসআলা ঃ সমস্ত দাড়ি অথবা সম্পূর্ণ হাতের তালুতে মেহেদী লাগাইলে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ নীলের খেযাব যদি এত গাঢ় হয় যে, মাথা আবৃত হইয়া যায় এবং একদিন অথবা একরাত লাগানো থাকে, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য সদকা ওয়াজিব হইবে। তবে যদি কেহ হাল্কা করিয়া লাগান তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। তবুও সদকা আদায় করা ভাল।

মাসআলা ঃ কেহ মাথা ব্যথার জন্য খেযাব লাগাইলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্রামের পূর্বে মাথায় আঠা অথবা অন্য কোন বস্তু এত গাঢ় করিয়া লাগান যে, মাথা আবৃত হইয়া যায়, তবে ইহ্রামের অবস্থায় উহা বহাল রাখা

জায়েয হইবে না। অবশ্য অল্প-স্বল্প কোন বস্তু—যদ্দ্বারা মস্তক আবৃত হয় না ইহরাম আরম্ভ করার সময় হাল্কাভাবে লাগানো জায়েয, কিন্তু ইহ্রাম বাঁধার পরে এই অল্প পরিমাণ লাগানোও মাক্রূহ।

সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা ঃ

পুরুষের জন্য ইহ্রামের অবস্থায় যে সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ উহা দ্বারা এমন সব কাপড় বুঝানো হয়, যাহা পূর্ণ দেহের অথবা কোন অঙ্গের মাপ অনুসারে তৈরী করা হয় এবং উহা পুরা দেহ অথবা অঙ্গকে আবৃত করিয়া ফেলে। চাই এই অবস্থা সেলাই-এর মাধ্যমেই হউক কিংবা অন্য কোন উপায়ে হউক এবং এই কাপড় রীতি-অভ্যাস মোতাবেক ব্যবহার করা হয়।

মাসআলা ঃ যদি কোন পুরুষ ইহ্রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করেন এবং যেভাবে সাধারণতঃ পরিধান করা হয় তেমনিভাবেই পূর্ণ একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে, আর যদি উহা হইতে কম অর্থাৎ এক ঘন্টা পরিমিত সময় পরিধান করেন, তবে পৌণে দুই সের গম সদকা করিবেন, আর যদি এক ঘন্টা হইতেও কম সময় পরিধান করেন, তাহা হইলে এক মুষ্টি গম সদকা করিবেন। আর একদিনের বেশী যতদিনই পরিধান করেন, একটি দমই ওয়াজিব হইবে। যদি কেহ রাত্রে তাহা এই নিয়তে খুলিয়া রাখেন যে, সকালে পরিয়া লইবেন এবং প্রত্যহ এইভাবে রাত্রে খুলিয়া রাখিয়া পরবর্তী ভোর থেকে পুনরায় পরিধান করেন, তবুও একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়তে না খুলিবেন যে, এখন হইতে আর পরিব না। যদি কেহ এই নিয়তে খুলিয়া থাকেন যে, আর পরিধান করিবেন না এবং তারপরও পরিধান করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে, চাই প্রথম কাফ্ফারা আদায় করিয়া থাকুন বা নাই থাকুন।

মাসআলা ঃ একদিন অথবা একরাত্রি বলিতে একদিন অথবা এক রাত্রি পরিমিত সময় বুঝিতে হইবে, চাই পূর্ণ দিন অথবা পূর্ণ রাত হোক আর না হউক। যেমন, কেহ মধ্য দিন হইতে মধ্যরাত পর্যন্ত অথবা মধ্যরাত হইতে মধ্যদিন পর্যন্ত যদি পরিধান করেন, তবুও দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সারাদিন কাপড় পরার জন্য দম আদায় করেন এবং কাপড় না খোলেন বরং উহা পরিয়াই থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি দম দান না করেন এবং কয়েক দিন পরার পর খোলেন, তাহা হইলে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কয়েকটি সেলাইকৃত কাপড় যেমন ঃ কোর্তা, পায়জামা, পাগড়ী প্রভৃতি একই প্রয়োজনে[১] অথবা সব কয়টি বিনা প্রয়োজনে একই মজলিসে অথবা

টীকা

১. একই প্রয়োজনের অর্থ একই সময়ে প্রয়োজন, চাই বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন থাকুক না কেন।

কয়েক মজলিসে একদিন অথবা একরাত পরিধান করেন, তাহা হইলে একই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। আর যদি একটি কাপড় প্রয়োজনবশতঃ এবং অন্য কাপড় বিনা প্রয়োজনে পরিধান করেন, তাহা হইলে দুইটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও একটি কোর্তা পরিধান করার প্রয়োজন হয় এবং তদস্থলে দুইটি কোর্তা পরিধান[১] করিয়া নেন অথবা টুপির প্রয়োজন ছিল কিন্তু পাগড়ীও বাঁধিয়া নেন, তবে একটি মাত্র কাফ্‌ফারাই প্রদান করিতে হইবে। অথবা কাহারও যদি একই মজলিসে পাগড়ী ও কোর্তা পরার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তিনি একই সময়ে উভয়ই পরিয়া নেন, তাহা হইলে একটি কাফ্‌ফারাই দিতে হইবে। আর যদি শুধু কোর্তার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পাগড়ীর প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি পাগড়ীও পরিয়া নেন, তবে দুইটি কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। একটি প্রয়োজনের জন্য এবং অন্যটি বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিয়া ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং একদিন অথবা একরাত পরিমিত সময় তাহা পরিহিত থাকেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং উহার চাইতে কম সময়ের জন্য সদকা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ জ্বরের কারণে সেলাই করা কাপড় পরেন, কিন্তু জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পরও সে কাপড় না খোলেন এবং তারপর আবার জ্বর দেখা দেয় অথবা অন্য কোন অসুখ দেখা দেয়, তাহা হইলে দুইটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। সারকথা এই যে, প্রত্যেক অসুখকে স্বতন্ত্র কারণ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং প্রত্যেকটিরই জন্য সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করার স্বতন্ত্র কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ প্রয়োজনের দরুন সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করেন এবং পরে প্রয়োজন না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হন, কিন্তু তবু উহা পরিয়া থাকেন, তাহা হইলে যদি একদিন অথবা একরাত পরিমাণ সময় পরিয়া থাকেন, তবে দম ওয়াজিব হইবে। অন্যথায় সদ্‌কা দিতে হইবে। আর যদি নিশ্চিত না হন; বরং সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে শুধু একটি কাফ্‌ফারাই যথেষ্ট হইবে।

মাসআলা ঃ যদি প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে প্রবল জ্বর আসে অথবা কোন শত্রু মোকাবেলায় থাকে এবং তাহার জন্য প্রত্যহ কাপড় পরিধান করিতে ও খুলিতে হয়, তবে উহাকে একটি মাত্র কারণ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং একটি মাত্র কাফ্‌ফারাই

টীকা

+ যেমনঃ পাগড়ী মাথা ব্যথার জন্য, কোর্তা ঠাণ্ডার জন্য এবং মোজা ফোড়া-ফুসকুরির জন্য পরিধান করে এবং একই দিনে এই তিনটি বস্তু পরিধান করে, তাহা হইলে এই অবস্থায় একই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। হাঁ, যদি এক প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রয়োজনের জন্য দ্বিতীয় কাপড় পরিধান করে, তাহা হইলে দুইটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

১· কিন্তু বিনা প্রয়োজনে দুইটি কোর্তা পরিধান করা গুনাহ্।

ওয়াজিব হইবে। আর যদি দ্বিতীয় শত্রু উপস্থিত হয়, তবে সেটি দ্বিতীয় কারণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে জন্য দ্বিতীয় কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোর্তাকে চাদরের ন্যায় জড়াইয়া নেন অথবা লুঙ্গির ন্যায় বাঁধেন, অথবা সেলওয়ারকে গায়ে জড়াইয়া নেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করার নিয়ম রহিয়াছে। কেহ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া পরিধান করিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ চোগা অথবা কাবা কাঁধের উপরে ফেলিয়া রাখেন এবং বোতাম না লাগান আর আস্তিনে হাত না ঢোকান, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু এইভাবে পরিধান করাও মাকরূহ। আর যদি বোতাম লাগাইয়া নেন অথবা হাত আস্তিনের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে একদিন অথবা একরাত পরিধানের অবস্থায় দম ওয়াজিব হইবে এবং কম সময়ের জন্য সদ্‌কা দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ চাদরকে রশি দ্বারা বাঁধিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না কিন্তু তাহা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ যদি শুধু সেলওয়ার অথবা পায়জামাই সঙ্গে থাকে এবং অন্য কোন কাপড় না থাকে; আর এই কারণে সেটি না ছিঁড়িয়া যথারীতি পরিয়া নেন, তাহা হইলে ঐ সেলওয়ার অথবা পায়জামা যদি এত বড় হয় যে, সেটি ছিঁড়িয়া লুঙ্গি বানানো যাইতে পারে, তবে দম ওয়াজিব হইবে। নতুবা ফিদ্‌ইয়া অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয রহিয়াছে। এজন্য তাহাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম অপর মুহ্‌রিমকে কাপড় পরাইয়া দেন, তাহা হইলে যিনি পরাইয়া দিবেন তাহার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ নাই, কিন্তু গুনাহ্ হইবে এবং পরিধানকারীর উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় মোজা অথবা বুট জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ। যদি জুতা না থাকে, তাহা হইলে উহাকে পায়ের মধ্যবর্তী উত্থিত হাড়ের[১] নীচ হইতে কাটিয়া পরিধান করা জায়েয। এভাবে কাটিয়া পরিধান করিলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। আর যদি এমন জুতা বা মোজা—যাহা পায়ের মাঝখানের উত্থিত হাড় আবৃত করিয়া ফেলে, তাহা না কাটিয়া একদিন অথবা একরাত পর্যন্ত পরিধান করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং উহার চাইতে কম সময়ের জন্য সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মোজা কাটিয়া পরার পর চপ্পল[২] অথবা এমন কোন জুতা পাইয়া যান, যাহা পায়ের মাঝখানের হাড়কে আবৃত[৩] করে না, তাহা হইলে সেই কাটা মোজা

টীকা

১· রদ্দুল মোহতার

২· চপ্পলও এমন হইতে হইবে যাহা পায়ের উপরের উত্থিত হাড়কে আবৃত না করে। নতুবা উহাও জুতার হুকুমের আওতাভুক্ত হইবে।

৩· শুধু পায়ের মাঝখানের উত্থিত হাড়ই খোলা রাখিতে হইবে—তাহা নহে; বরং সাবধানতাস্বরূপ +

খুলিয়া ফেলা জরুরী নহে। যদি উহাই পরিয়া থাকেন, তবে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু চপ্পল থাকাবস্থায় উহা পরিধান করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ লৌহ-নির্মিত বর্ম এবং বৃষ্টি নিরোধক টুপিবিশিষ্ট অভারকোট পরিধান করাও না জায়েয।

মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা ঃ

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা এবং মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য শুধু মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। যদি কোন পুরুষ ইহ্‌রাম অবস্থায় সমগ্র মাথা অথবা মুখমণ্ডল অথবা মাথা কিংবা মুখমণ্ডলের এক চতুর্থাংশ এমন কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করেন, সাধারণতঃ যেসব বস্তু দ্বারা আবৃত করা হইয়া থাকে যেমনঃ পাগড়ী, টুপি অথবা অন্য কোন কাপড়, সেলাইযুক্ত হউক অথবা সেলাইবিহীন, নিদ্রিতাবস্থায় হউক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, ইচ্ছাকৃত হউক অথবা ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায় হউক অথবা বলপূর্বক, নিজে আবৃত করুক অথবা অন্য কেহ আবৃত করিয়া দিক, ওযরবশতঃ হউক অথবা বিনা ওযরে—সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ পূর্ণ এক দিন অথবা রাত অথবা তদপেক্ষা বেশী সময় মাথা অথবা মুখমণ্ডল অথবা উহার চতুর্থাংশ কোন কাপড় দ্বারা আবৃত করেন অথবা কোন মহিলা শুধু মুখমণ্ডলকে আবৃত করেন, তবে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি চতুর্থাংশ হইতে কম আবৃত করেন অথবা একদিন অথবা একরাত হইতে কম সময় আবৃত করেন, তাহা হইলে শুধু সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ এমন কোন কিছুর দ্বারা মাথা আবৃত করেন যাহা দ্বারা স্বভাবতঃ এবং সাধারণতঃ আবৃত করা হয় না (যেমন ঃ বড় থালা, পেয়ালা, টুক্‌রী, পাথর, লোহা, তামা প্রভৃতি)—তাহা হইলে কোন কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাথায় কাদার প্রলেপ দেন, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ নিদ্রিতাবস্থায় কোন মুহ্‌রিমের মাথা আবৃত করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা যদি বিনা ওযরে করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি ওযরবশতঃ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দম অথবা 'জাযা'-এর মধ্যে এখ্‌তিয়ার থাকিবে এবং এই দম মুহ্‌রিমের উপরই ওয়াজিব হইবে।

চুল বা লোম মুণ্ডন এবং ছাঁটা ঃ

মাসআলা ঃ চুল বা লোম মুণ্ডন করা, ছাঁটানো, উপড়ানো, চুন অথবা লোমনাশক দ্বারা দূরীভূত করা, জ্বালানো ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের একই হুকুম। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই।

+ উহার উপরের গোড়ালী হইতে লইয়া ঐ হাড়ের নীচ পর্যন্ত খোলা রাখা জরুরী।

মাসআলা ঃ নিজে নিজে লোম মুণ্ডাক অথবা অন্যের সাহায্যে, জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা সন্তুষ্টচিত্তে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলক্রমে, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাথা অথবা দাড়ির এক চতুর্থাংশ অথবা উহার চাইতে বেশী পরিমাণ চুল ইহ্‌রাম খোলার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দূরীভূত করিয়া ফেলেন অথবা করান, তবে দম ওয়াজিব হইবে এবং উহার চাইতে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা হালাল হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এক অঙ্গুলির সমান মাথার চতুর্থাংশ অথবা উহার চাইতে বেশীর চুল ছাঁটাইয়া ফেলেন তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং চতুর্থাংশ হইতে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ সারা ঘাড় অথবা পুরা বগল অথবা নাভির নিম্ন দেশের পশম দূর করিলে দম ওয়াজিব হইবে; আর উহার চাইতে কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সারা বুক, উরু অথবা পায়ের গোছার লোম কামাইয়া ফেলেন অথবা উভয় গোঁফ ছাঁটাইয়া ফেলেন তাহা হইলে সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন টেকোর মাথায় চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল থাকে আর উহা কামাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং কমের ক্ষেত্রে সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে মাথা, দাড়ি, উভয় বগল এবং সারা দেহের পশম কামাইয়া ফেলেন, তবে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হইবে। আর যদি বিভিন্ন মজলিসে কামান, তাহা হইলে প্রত্যেক মজলিসের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম হইবে এবং প্রত্যেক মজলিসের ক্ষতিপূরণের জন্য স্বতন্ত্র হিসাব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা কামান এবং উহার দমও আদায় করেন; আর তারপর খোদা না করুক দাড়ি কামাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম চার মজলিসে এক চতুর্থাংশ করিয়া মাথা মুণ্ডন করেন এবং মাঝখানে কোন কাফ্‌ফারা প্রদান না করেন, তাহা হইলে একটি মাত্র দমই ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম বিভিন্ন জায়গা হইতে অল্প অল্প করিয়া মাথা মুণ্ডন করেন এবং তার সমষ্টি মাথার এক চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে দম ওয়াজিব হইবে। নতুবা সদ্‌কা দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি রুটি ভাজিতে গিয়া কোন ব্যক্তির অল্প কিছু চুল পুড়িয়া যায়, তবে সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে। আর যদি অসুখ-বিসুখের কারণে পড়িয়া যায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি ওযূ করিতে গিয়া অথবা অন্য কোনভাবে কাহারও মাথা অথবা দাড়ি হইতে তিনটি চুল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক মুষ্টি গম সদ্‌কা করিতে হইবে। আর

যদি নিজে উঠাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে এক মুষ্টি করিয়া গম দান করিতে হইবে। যদি কেহ তিন-এর অধিক চুল উঠাইয়া ফেলে, তাহা হইলে পৌণে দুই সের গম সদ্‌কা করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম অপর মুহ্‌রিমের মাথার এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করিয়া দেন, তবে যিনি মুণ্ডন করিয়া দিবেন তাহার উপর সদ্‌কা এবং যাহার মাথা মুণ্ডানো হইবে, তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুড়াইয়া দেন, তাহা হইলে হালাল ব্যক্তির উপরে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। মুহ্‌রিমকে সামান্য কিছু সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিমের মাথা মুণ্ডন করেন, তাহা হইলে মুহ্‌রিমের উপরে দম এবং হালাল ব্যক্তির উপর পূর্ণ সদ্‌কা অর্থাৎ, পৌণে দুই সের গম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ চোখের মধ্যে পতিত চুল উঠাইয়া ফেলা জায়েয এবং উহার দরুন কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তির গোঁফ মুণ্ডন করিয়া কিংবা কাটিয়া দেন অথবা নখ কাটেন, তবে সে জন্য ইচ্ছা মত একটা কিছু সদ্‌কা করিয়া দিলেই চলিবে।

নখ কর্তন করা ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম একই মজলিসে এক হাত অথবা এক পা অথবা উভয় হাত অথবা উভয় পা অথবা উভয় হাত-পায়ের নখ কর্তন করেন তাহা হইলে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি চার অংগের নখ চার মজলিসে কর্তন করেন, তাহা হইলে চারটি দম ওয়াজিব হইবে। এমনিভাবে যদি এক মজলিসে এক হাতের নখ কাটেন এবং অন্য মজলিসে অন্য হাতের কাটেন, তাহা হইলে দুইটি দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ পাঁচটি নখের কম কর্তন করেন অথবা বিচ্ছিন্নভাবে পাঁচটি নখ কাটেন যেমন ঃ এক হাতের দুইটি এবং দ্বিতীয় হাতের তিনটি অথবা চার হাত পায়ের ষোলটি নখ বিচ্ছিন্নভাবে কাটেন, তাহা হইলে অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক নখের বদলে পৌণে দুই সের করিয়া গম ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি সব নখের সদ্‌কা দম-এর মূল্যের সমান হইয়া যায়, তবে কিছু কম করিয়া দেওয়া উচিত। যেন দম-এর মূল্য হইতে কম থাকে; অল্প ও বেশীর হুকুম এক হইয়া না যায়।

মাসআলা ঃ ভাঙ্গা-চোরা নখ ভাঙ্গিয়া ফেলার দরুন কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ নখ ও আঙ্গুলসহ নিজের হাত কাটিয়া ফেলেন, তাহা হইলে দম বা সদ্‌কা কিছুই দিতে হইবে না।

হুঁশিয়ারি ঃ

১। যদি কেহ ওযরবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিয়া ফেলেন এবং দম ওয়াজিব হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা আদায়ের ব্যাপারে তাহার অধিকার থাকিবে। তিনি দমও দিতে পারিবেন কিংবা ছয় জন মিসকীনকে সাড়ে দশ সের গম দিয়া দিবেন অথবা তিনটি রোযা[১] রাখিবেন। চাই তিনি গরীবই হউন কি ধনী। আর যদি তাহার উপরে সদ্‌কা ওয়াজিব হইয়া থাকে, তবে রোযা এবং সদ্‌কার মধ্যে এখতিয়ার থাকিবে। যেইটি ইচ্ছা আদায় করিলেই চলিবে। বিনা ওযরে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করার জন্য যে ক্ষেত্রে দম অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হয়, তাহা সুনির্দিষ্টভাবেই ওয়াজিব হয়। উহাতে রোযা রাখার কোন অধিকার নাই।

২। যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দম ওয়াজিব হয়, সেখানে দম-এর পরিবর্তে খাদ্য অথবা রোযা জায়েয হইবে না।

৩। শরীঅতসম্মত ওযর হইতেছে এইগুলি ঃ

(ক) সব ধরনের জ্বর। (খ) অত্যধিক ঠাণ্ডা। (গ) অত্যধিক গরম। (ঘ) যখম—ফোস্কা উঠার কারণে হউক অথবা অস্ত্রের কারণে। (ঙ) সারা মাথা জুড়িয়া অথবা অর্ধেক মাথায় ব্যথা। (চ) মাথায় খুব বেশী উকুন হইয়া যাওয়া। (ছ) শিঙ্গা লাগানো। (জ) অসুখ অথবা ঠাণ্ডার দরুন মৃত্যুর প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া। (ঝ) যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-সজ্জিত হওয়া।

৪। নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই দম যবেহ করিলে যথেষ্ট হইবে না। বরং পরে যবেহ করা শর্ত।

৫। গম অথবা গমের আটা দ্বারা সদ্‌কা ইংরেজী সেরের হিসাবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক এবং যব ও যবের আটা, খেজুর, কিশ্‌মিশ দ্বারা তিন সের ৯ ছটাক প্রদান করিতে হইবে। উহার মূল্য সদ্‌কা করাও জায়েয; বরং মূল্য সদ্‌কা করাই উত্তম।

সহবাস ইত্যাদি সংঘটিত করা ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কামনার সহিত কোন মহিলা অথবা বালককে চুম্বন করেন অথবা জড়াইয়া ধরেন অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করেন অথবা সামনের এবং পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সঙ্গম করেন অথবা লজ্জাস্থানের সহিত লজ্জাস্থান মিলিত করেন তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে, তাহাতে বীর্যপাত হউক বা না হউক। কিন্তু হজ্জ ফাসেদ হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কোন মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকান অথবা অন্তরে তাহার কামনা করার দরুন বীর্যপাত হইয়া যায় অথবা স্বপ্নদোষ হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু গোসল ওয়াজিব হইবে।

টীকা

১· এই রোযা তিনটি বিশেষভাবে ইহ্‌রামের অবস্থায় কাপড় পরা অথবা খুশবু লাগানো অথবা হলক করা অথবা নখ কাটা—এই চার অপরাধের সহিত নির্দিষ্ট। শিকারের অপরাধ ও উহার ক্ষতিপূরণ ইহার বিপরীত।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম হাত দ্বারা বীর্যপাত ঘটান অথবা পশুর সহিত সঙ্গম করেন অথবা মৃত মহিলা অথবা কামনার উপযুক্ত নহে এরূপ ছোট্ট বালিকার সহিত রতিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে যদি বীর্যপাত হয়, তবে দম ওয়াজিব হইবে। নতুবা কিছুই ওয়াজিব হইবে না এবং হজ্জও ফাসেদ হইবে না।[১]

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোন মহিলার সহিত সামনের অথবা পিছনের রাস্তায় যৌন সঙ্গম করেন এবং লিঙ্গের সুপারী অর্থাৎ অগ্রভাগ ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে, চাই নিদ্রিতাবস্থায় হউক অথবা জাগ্রতাবস্থায়, স্বেচ্ছায় হউক অথবা জোর জবরদস্তিক্রমে, ওযরবশতঃ হউক অথবা বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে হউক অথবা ভুলক্রমে, বীর্যপাত হউক অথবা না হউক, যদি অকুফে আরাফার পূর্বে এহেন কর্ম সংঘটিত হয়, তাহা হইলে হজ্জ ফাসেদ হইয়া যাইবে এবং দমও ওয়াজিব হইবে। যদি পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই মুহ্‌রিম হন, তাহা হইলে উভয়ের উপরেই এক একটি করিয়া দম ওয়াজিব হইবে। দমের জন্য বকরীই যথেষ্ট হইবে। তাহাকে হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী বিশুদ্ধ হজ্জের ন্যায় সমাপন করিতে হইবে এবং ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হইতেও বিরত থাকিতে হইবে। যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার কাফ্‌ফারা প্রদান করা ওয়াজিব হইবে এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে—যদি উহা নফল হজ্জও হইয়া থাকে। হজ্জক্রিয়া সম্পূর্ণ না করিয়া ইহ্‌রাম হইতে বাহির হইতে পারিবেন না। পরবর্তী বৎসর ক্বাযা সমাপন করার সময় স্ত্রী হইতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে, তাহা হইলে ইহ্‌রামের সময় হইতে পৃথক থাকা মুস্তাহাব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ অকুফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডন করেন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে হজ্জ ফাসেদ হইবে না, কিন্তু তাহার উপরে একটি গরু অথবা উট কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে, বকরী যথেষ্ট হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাথা মুণ্ডানোর পর তাওয়াফে যিয়ারতের[২] পূর্বে অথবা তাওয়াফে যিয়ারতের পরে, মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে বকরী ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ ফাসেদ হইবে না।

মাসআলা ঃ তাওয়াফে যিয়ারত ও মাথা মুণ্ডানোর পরে স্ত্রী সহবাস করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ মাথা মুণ্ডান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে একবার স্ত্রী সহবাস করেন এবং উহার পর পুনরায় আবার সহবাসে মিলিত হন; আর দ্বিতীয় সহবাস দ্বারা ইহ্‌রাম হইতে হালাল হওয়ার নিয়ত না করেন, তাহা হইলে যদি একই মজলিসে

টীকা

১· অবশ্য উহাদের কোন কোন অবস্থা যেহেতু না জায়েয, তাই গুনাহ্ হইবে।

২· ইহা জমহুর উলামাদের অভিমত। কিন্তু মুহাক্কেকীনদের মতে তাওয়াফ ও হলকের পূর্বে অথবা হলকের পরে এবং তাওয়াফের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করিলে গরু অথবা উট ওয়াজিব হইবে।

দ্বিতীয় সহবাস করিয়া থাকেন, তবে একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হইবে। আর যদি দুই মজলিসে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রথম সহবাসের জন্য একটি গরু অথবা উট এবং দ্বিতীয় সহবাসের জন্য একটি বকরী ওয়াজিব হইবে। আর যদি দ্বিতীয় সহবাস ইহ্‌রাম হইতে বাহির হওয়ার জন্য করিয়া থাকেন, তবে শুধু একটি গরু অথবা উট ওয়াজিব হইবে, যদিও ইহা বিভিন্ন মজলিসেও করিয়া থাকেন।[১]

মাসআলা ঃ যদি কেহ অকুফে আরাফার পূর্বে একই মজলিসে একজন মহিলা অথবা কয়েকজন মহিলার সহিত সহবাস করেন, তাহা হইলে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি কয়েক মজলিসে একজন মহিলা অথবা কয়েকজন মহিলার সহিত সহবাস করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক মজলিসের জন্য একটি করিয়া দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বেরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ এবং অকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে হজ্জ এবং উমরা উভয়ই ফাসেদ হইয়া যাইবে এবং দমে ক্বেরান রহিত হইবে। তাহাকে হজ্জ ও উমরা উভয়টিরই ক্বাযা করিতে হইবে এবং হজ্জ ও উমরা ফাসেদ হওয়ার জন্য দুইটি দম আদায় করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। হজ্জ ও উমরা ফাসেদ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার জন্য অবশিষ্ট কর্ম-সমূহ সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব থাকিবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বেরান সমাপনকারী ব্যক্তি উমরার তাওয়াফ এবং অকুফে আরাফার পরে মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে হজ্জ এবং উমরা ফাসেদ হইবে না। কিন্তু একটি গরু অথবা উট এবং একটি বকরী ওয়াজিব হইবে সঙ্গে সঙ্গে পৃথকভাবে দমে ক্বেরানও প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বেরান সমাপনকারী অকুফে আরাফার পূর্বে এবং উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ পূর্ণ করার পর স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে শুধু হজ্জই ফাসেদ হইবে, উমরা ফাসেদ হইবে না। ইহাতে তাহার উপরে হজ্জের ক্বাযা এবং দুইটি বকরী ওয়াজিব হইবে। একটি হজ্জ ফাসেদ হওয়ার জন্য এবং আরেকটি উমরার ইহ্‌রামের মধ্যে সহবাস করার জন্য। অবশ্য দমে ক্বেরান রহিত হইয়া যাইবে। আর যদি মাথা মুণ্ডনের পর তাওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে দুইটি বকরী ওয়াজিব হইবে। কাহারও কাহারও মতে হজ্জের জন্য একটি গরু অথবা একটি উট এবং উমরার জন্য কিছুই ওয়াজিব হইবে না। শাইখ ইবনে হুমাম এই মতকেই সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আর যদি মাথা মুণ্ডন না করিয়া তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর পূর্ণ করেন এবং এই অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে দুইটি বকরী ওয়াজিব হইবে।

টীকা

১· ইহা ঐ সময়ই প্রযোজ্য হইবে যখন সহবাসকারী ভাল করিয়াই অবগত থাকিবেন যে, তিনি দ্বিতীয় সহবাসের মাধ্যমে ইহ্‌রাম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। নতুবা দ্বিতীয় সহবাসের জন্যও দম ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি কোন পাগল অথবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী বালক সহবাস করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে হজ্জ এবং উমরা ফাসেদ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের উপরে কোন ক্ষতিপূরণ ও ক্বাযা ওয়াজিব হইবে না এবং হজ্জের কার্যাবলী সম্পূর্ণ করাও জরুরী হইবে না। তবে তাহাদিগের দ্বারা হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করানো মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ ইহ্রাম অবস্থায় সহবাসের ব্যাপারে পুরুষ-মহিলা এবং আযাদ-গোলাম সকলের হুকুম একই রকম।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সহবাসের অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধেন, তাহা হইলে ইহ্রাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু হজ্জ ফাসেদ হইবে এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করা জরুরী হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মুফ্রিদের হজ্জ ফাসেদ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপর শুধু হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে, উমরার কাযা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ উমরা পালন করার সময় তাওয়াফের চার চক্কর সম্পূর্ণ করার পূর্বেই স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে উমরা ফাসেদ হইয়া যাইবে এবং একটি বকরী ওয়াজিব হইবে। তাহাকে উমরার অবশিষ্ট কাজসমূহ সম্পূর্ণ করিয়া হালাল হইতে হইবে এবং উমরার ক্বাযা করিতে হইবে। আর যদি চার চক্কর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী সহবাস করিয়া থাকেন, তবে উমরা ফাসেদ হইবে না, কিন্তু একটি বকরী ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন উমরা পালনকারী একই মজলিসে দ্বিতীয়বার স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে দ্বিতীয়বারের জন্য আরো একটি বকরী ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন উমরা পালনকারী তাওয়াফের পরে এবং সাঈ-এর পূর্বে অথবা তাওয়াফ এবং সাঈ-এর পরে মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে উমরা ফাসেদ হইবে না। কিন্তু একটি বকরী ওয়াজিব হইবে। মাথা মুণ্ডানোর পর স্ত্রী সহবাস করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ হইতে কোন ওয়াজিব তরক করা

মাসআলা ঃ যদি কেহ সম্পূর্ণ তাওয়াফে যিয়ারত অথবা উহার অধিকাংশ বিনা ওযূতে সম্পূর্ণ করেন, তাহা হইলে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বিদা' অথবা তাওয়াফে নফল অথবা অর্ধেকের চাইতে কম তাওয়াফে যিয়ারত বিনা ওযূতে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক চক্করের জন্য এক সের সাড়ে বার ছটাক গম সদ্কা করিতে হইবে। যদি সকল চক্করের সদ্কা দম-এর সমান হইয়া যায়, তাহা হইলে সদ্কার পরিমাণ অল্প কমাইয়া দিতে হইবে। আর যদি উপরোক্ত সকল অবস্থায় ওযূ করিয়া নতুনভাবে তাওয়াফ করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে কাফ্ফারা এবং দম মাফ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি ফরয, ওয়াজিব অথবা নফল তাওয়াফ করার সময় শরীর অথবা কাপড়ে অপবিত্র বস্তু লাগিয়া থাকে, তবে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু তাওয়াফ মাক্রূহ হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সম্পূর্ণ তাওয়াফে যিয়ারত অথবা উহার অধিকাংশ জানাবত অথবা হায়েয বা নেফাসের অবস্থায় সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে একটি পূর্ণ গরু অথবা একটি পূর্ণ উট ওয়াজিব হইবে। আর যদি এই অবস্থায় তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বিদা' অথবা নফল তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে একটি বকরী ওয়াজিব হইবে। তবে উপরোক্ত সকল অবস্থায় যদি পবিত্রতার সহিত তাওয়াফ নবায়ন করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কাফ্ফারা[১] মাফ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যে তাওয়াফ জানাবত অথবা হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় করা হয়, উহা ফিরাইয়া করা ওয়াজিব। আর যে তাওয়াফ বিনা ওযূতে করা হয়, উহা ফিরাইয়া করা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ প্রথম তাওয়াফের পরে সাঈ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনরায় সাঈ করিতে হইবে না। কেননা, প্রথম তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। তবে, অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে ফিরাইয়া করিতে হইবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ শুধু উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে যিয়ারত জানাবতের অবস্থায় করেন এবং তাওয়াফে বিদা' পবিত্র অবস্থায় করেন, তবে যদি তাওয়াফে বিদা' কোরবানীর দিবসসমূহে (১০ই যিলহজ্জ হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত) করিয়া থাকেন, তবে এই তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারতে পরিণত হইবে এবং তাওয়াফে বিদা' ছুটিয়া যাওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি পরে অন্য কোন তাওয়াফ করেন, তবে সেটিই তাওয়াফে বিদা' হইয়া যাইবে এবং দম মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি তাওয়াফে বিদা' কোরবানীর দিবসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পন্ন করেন তবুও উহা তাওয়াফে যিয়ারত হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু এমতাবস্থায় দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। একটি তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্ব করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি তাওয়াফে বিদা' ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য। তবে যদি অতঃপর আরো কোন তাওয়াফ করেন, তাহা হইলে উহা তাওয়াফে বিদা' হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় দম—যাহা তাওয়াফে বিদা' ছাড়ার কারণে ওয়াজিব হইয়াছিল, তাহা মাফ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে যিয়ারত কোরবানীর দিবসসমূহে বিনা ওযূতে সম্পন্ন করেন এবং তারপর তাওয়াফে বিদা' কোরবানীর দিবসসমূহেই ওযূ সহকারে করেন, তবে তাহা তাওয়াফে যিয়ারতে পরিণত হইয়া যাইবে। আর যদি কোরবানীর দিবসসমূহের পরে করেন, তবে তাহা তাওয়াফে যিয়ারতের বদল হইবে না; বরং দম ওয়াজিব হইবে।

টীকা

১· যদি অর্ধেক হইতে কম তাওয়াফে যিয়ারত জানাবতের অবস্থায় করা হয়, তবুও কোরবানী ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ উমরার তাওয়াফ সম্পূর্ণভাবে অথবা অধিকাংশ অথবা নিম্নতম সংখ্যা এমনকি এক চক্করও জানাবত অথবা হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় অথবা বিনা ওযূতে করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ উমরার তাওয়াফে উট, গরু এবং সদ্‌কা ওয়াজিব হয় না।

মাসআলা ঃ উমরার কোন ওয়াজিব তরক করিলে উট, গরু অথবা সদ্‌কা ওয়াজিব হয় না; বরং শুধু দম ওয়াজিব হয়। কিন্তু উমরার ইহ্‌রামের মধ্যে ইহ্‌রামের কোন নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিলে হজ্জের ইহ্‌রামের ন্যায়ই সদ্‌কা ওয়াজিব হয়।

মাসআলা ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের এক অথবা দুই-তিন চক্কর ছাড়িয়া দিলে 'দম' ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি কেহ তাওয়াফে বিদা' কোরবানীর দিবসসমূহে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তাওয়াফে যিয়ারতকে তাওয়াফে বিদা' দ্বারা পূরণ করিতে হইবে এবং দম রহিত হইয়া যাইবে; আর তাওয়াফে বিদা'-এর ক্ষতিপূরণ করার জন্য প্রত্যেক চক্করের বদলে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম প্রদান করিতে হইবে। আর যদি কেহ কোরবানীর দিবসসমূহের পরে তাওয়াফে বিদা' সম্পন্ন করেন, তাহা হইলেও তাওয়াফে যিয়ারত পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু ফরয তাওয়াফের চক্করসমূহকে কোরবানীর দিবসসমূহ হইতে বিলম্বিত করার কারণে প্রত্যেক চক্করের বদলে ১ সের সাড়ে বার ছটাক গম প্রদান করিতে হইবে এবং তাওয়াফে বিদা'র চক্কর ছুটিয়া যাওয়ার জন্যও পৃথক সদ্‌কা প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর অথবা পুরা তাওয়াফই ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে সারা জীবনেও স্ত্রী হালাল হইবে না এবং স্ত্রীর ব্যাপারে ইহ্‌রাম বহাল থাকিয়া যাইবে এবং সেই ইহ্‌রামেই আসিয়া তাওয়াফ সম্পন্ন করা ওয়াজিব হইবে। বদলী হজ্জ করানো যথেষ্ট হইবে না। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পরেই স্ত্রী হালাল হইবে এবং এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী সহবাস করিয়া ফেলেন, তবে প্রত্যেক সহবাসের পরিবর্তে স্থান বিভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে একটি করিয়া দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে বিদার এক চক্কর অথবা দুই-তিন চক্কর তরক করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক চক্করের বদলে ১ সের সাড়ে বার ছটাক গম সদ্‌কা করা ওয়াজিব হইবে। আর যদি চার চক্কর অথবা ততোধিক চক্কর ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। তাওয়াফে কুদুম সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলেও কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু ছাড়িয়া দেওয়া মাক্‌রূহ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সম্পূর্ণ সাঈ অথবা সাঈ-এর অধিকাংশ চক্কর বিনা ওযরে ছাড়িয়া দেন অথবা বিনা ওযরে সওয়ার হইয়া সাঈ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে হজ্জ শুদ্ধ হইয়া যাইবে, কিন্তু দম ওয়াজিব হইবে। তবে যদি পদব্রজে সাঈ পুনরায় করিয়া নেন, তাহা হইলে দম মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি ওযরবশতঃ সাঈ তরক করেন অথবা সওয়ার হইয়া সাঈ করেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর যদি বিনা ওযরে

সাঈ-এর এক অথবা দুই তিন চক্কর ছাড়িয়া দেন অথবা সওয়ার হইয়া সাঈ করেন, তাহা হইলে প্রতি চক্করের বদলে সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাত হইতে বাহির হইয়া পড়েন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। যদিও দৌড়াইয়া উট ধরিবার জন্য বাহির হন। অবশ্য যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে দম মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে আসিলে দম মাফ হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বিনা ওযরে মুযদালিফার অবস্থান তরক করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি কোন ওযরবশতঃ তরক করেন অথবা কোন মহিলা ভিড়ের ভয়ে অবস্থান তরক করেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ পুরা চার দিনের রামিই তরক করিয়া বসেন অথবা এক দিনের পুরা রামি তরক করেন, চাই তাহা ১০ই যিলহজ্জেরই হউক না কেন, অথবা একদিনের রামির অধিকাংশ কংকর তরক করেন—যেমন ঃ ১০ তারিখের রামি হইতে ৪ কংকর অথবা অন্যান্য দিবসসমূহের রামি হইতে ১১টি কংকর ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে এইসব অবস্থায় দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি ১ দিনের রামি হইতে অল্পসংখ্যক কংকর ছাড়িয়া থাকেন যেমন ঃ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে তিন অথবা উহা হইতে কম এবং অন্যান্য দিবসে ১০ অথবা উহা হইতে কম—তাহা হইলে প্রত্যেক কংকরের বদলে সদ্‌কা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি মোট সদ্‌কা দম-এর সমান হইয়া যায়, তাহা হইলে সদ্‌কার পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ উমরার ইহ্‌রাম হইতে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে হরমের বাহিরে মাথা মুণ্ডন করেন অথবা হজ্জের ইহ্‌রাম হইতে হালাল হওয়ার জন্য হরমের বাহিরে কোরবানীর দিবসসমূহে মাথা মুণ্ডন করেন, তাহা হইলে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি হজ্জের মধ্যে হরমের বাহিরে কোরবানীর দিবসসমূহের পরে মাথা মুণ্ডন করেন, তাহা হইলে দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। একটি হরমের বাহিরে মাথা মুণ্ডন করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি বিলম্বের জন্য।

মাসআলা ঃ যদি কোন উমরা পালনকারী ব্যক্তি অথবা হজ্জ পালনকারী হরমের বাহিরে চলিয়া যান এবং পরে হরমে ফিরিয়া আসিয়া মাথা মুণ্ডন করেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু যদি কোন হাজী কোরবানীর দিবসসমূহের পরে হরমে আসিয়া মাথা মুণ্ডন করেন, তাহা হইলে বিলম্বের জন্য একটি দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন এফ্‌রাদ অথবা কেরান অথবা তামাত্তো' হজ্জ পালনকারী রামি-এর পূর্বে মাথা মুন্ডন করেন অথবা কোন কেরান এবং তামাত্তো' পালনকারী কোরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলেন অথবা কোন কেরান এবং তামাত্তো' পালনকারী রামি-এর পূর্বে যবেহ করেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে। কেননা, এইসব কাজে ধারাক্রম বজায় রাখা ওয়াজিব। মুফ্‌রিদের জন্য শুধু রামি এবং মাথা মুণ্ডনে ধারাক্রম

রজায় রাখা ওয়াজিব। কারণ, তাহার উপরে যবেহ ওয়াজিব নহে। ক্বেরান ও তামাত্তো' পালনকারীর জন্য রামি, যবেহ এবং মাথা মুণ্ডনে ধারাক্রম বজায় রাখা ওয়াজিব । অর্থাৎ, প্রথমে রামি তারপর যবেহ এবং সব শেষে মাথা মুণ্ডন করিতে হইবে। যদি এই ধারাক্রম উল্টা-পাল্টা করা হয়, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।

স্থলজ প্রাণী শিকার করা এবং উহাকে কষ্ট দেওয়া

মাসআলা ঃ স্থলজ প্রাণী বলিতে সেই সমস্ত প্রাণীকে বোঝানো হইয়াছে, যেগুলির জন্ম ডাঙ্গায় হইয়াছে, যদিও পরে পানিতে বাস করে। আর জলজ প্রাণী বলিতে সেই প্রাণীকে বোঝানো হইয়াছে যাহার জন্ম পানিতে হইয়াছে, যদিও পরে ডাঙ্গায় বাস করে। এই ব্যাপারে আসল পয়দায়েশ্ই বিবেচ্য। পরে পানিতে অথবা ডাঙ্গায় বাস করার কারণে আসলের পরিবর্তন হইবে না।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিমের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার করা হারাম। শিকার করিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যে সকল প্রাণী এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা শিকার করিলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। মুহ্‌রিমের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা জায়েয। তাহা শিকার করার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না, যদি হরমের ভিতরেও হইয়া থাকে।

মাসআলা ঃ মুহরিমের জন্য কোন ব্যক্তিকে শিকার দেখাইয়া দেওয়া অথবা শিকারের দিকে ইঙ্গিত করাও হারাম। যদি কেহ শিকার দেখাইয়া দেন অথবা শিকারের দিকে ইঙ্গিত করেন, চাই তাহা প্রথমবারই হউক অথবা দ্বিতীয়বার ভুলক্রমেই হউক অথবা ইচ্ছাকৃত-ভাবে, মুক্ত প্রাণীই হউক অথবা পালিতই হোক, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। দেখাইয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে মৌখিকভাবে বলিয়া দেওয়া যে, শিকারটি অমুক স্থানে রহিয়াছে। কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া[১] এবং ইঙ্গিতের কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইতে হইলে পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে।

১। বক্তা দেখাইয়া দেনেওয়ালার সত্যতা স্বীকার করিবে। সত্যতা স্বীকার করার জন্য এরূপ বলা জরুরী নহে যে, তুমি দেখাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী। বরং তাহাকে অস্বীকার না করাই যথেষ্ট। যদি কেহ অস্বীকার করার পরে শিকার করেন, তাহা হইলে যে দেখাইয়া দিবে তাহার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

২। দেখাইয়া দেওয়ার পূর্বে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে শিকারীর অবগত না থাকা এবং শিকার তাহার দৃষ্টিগোচর না হওয়া। যদি শিকারী শিকার সম্পর্কে পূর্বেই অবগত

টীকা

১· গুনিয়াহ

থাকেন অথবা শিকার তাহার দৃষ্টিসীমার ভিতরে থাকে, তাহা হইলে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য মুহ্‌রিমের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

৩। শিকার দেখাইয়া দেওয়া অথবা ইঙ্গিত করার সাথে সাথে আঘাত করা। যদি কেহ সঙ্গে সঙ্গে শিকার না করেন, তাহা হইলে যিনি দেখাইয়া দিবেন কিংবা ইশারা করি-বেন, তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

৪। মুহ্‌রিম ব্যক্তির দেখাইয়া দেওয়া এবং ইঙ্গিত করার সময় হইতে শিকার করার সময় পর্যন্ত মুহ্‌রিম থাকা। যদি কেহ দেখাইয়া দিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া হালাল হইয়া যান এবং অতঃপর শিকারী শিকার করেন, তাহা হইলে ইঙ্গিতকারীর উপর কোন ক্ষতি-পূরণ ওয়াজিব হইবে না।

৫। শিকারী ঠিক সেই জায়গায়ই শিকারকে মারিতে অথবা ধরিতে হইবে যেখানে মুহ্‌রিম দেখাইয়া থাকিবেন। যদি সেখানে হস্তগত না হয়; বরং অন্য কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ শিকারী ব্যক্তির মুহ্‌রিম হওয়া শর্ত নহে। যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখাইয়া দেন অথবা উহার প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং তিনি উপরোল্লিখিত শর্ত মোতাবেক শিকার করেন, তাহা হইলে যে দেখাইবে তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ শিকারী ব্যক্তি যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তির নিকট হইতে যবেহ করার জন্য ছুরি, চাকু, তীর, বর্শা প্রভৃতি চান অথবা মুহ্‌রিম ব্যক্তি শিকারীকে শিকার করার নির্দেশ দেন, তাহা হইলে মুহ্‌রিমের উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি মুহ্‌রিমের দেওয়া ছুরি, চাকু প্রভৃতি ছাড়াও অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা শিকার করিতে সক্ষম থাকে, তাহা হইলে সে সকল অস্ত্র দেওয়ার কারণে দাতার উপরে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু কাজটি মাকরূহ হইবে।

মাসআলা ঃ যে প্রাণী পানিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ডাঙ্গায় বাস করে যেমন ঃ সামুদ্রিক কুকুর, ব্যাঙ, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি, ইহাদিগকে শিকার করা জায়েয। কিন্তু মাছ ব্যতীত অন্য কোন জলজ প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম।

মাসআলা ঃ স্থলজ প্রাণী হারাম প্রাণী হইলেও উহাকে হত্যা করিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ নেকড়ে কুকুর, দাঁড়কাক ব্যতীত চিল, বৃশ্চিক, সাপ, ইঁদুর, কুকুর— যদিও বন্য হয়, শহুরে বিড়াল, পিঁপড়া, মশা, পতঙ্গ, গুই সাপ, গিরগিট, মাছি, টিকটিকি, বেজী, সর্বপ্রকার সরীসৃপ এবং বিষাক্ত প্রাণীর হত্যার জন্যও কোন ক্ষতি- পূরণ ওয়াজিব হইবে না। তাহা হরমের ভিতরে হত্যা করুক অথবা হিল্ল এলাকায়, কিন্তু যেসব প্রাণী কোন অনিষ্ট করে না সেগুলি হত্যা করা জায়েয নহে।

মাসআলাঃ যদি কোন হিংস্র প্রাণী হরমের ভিতরে অথবা বাহিরে মুহ্‌রিমের উপর আক্রমণ করে অথবা হরমের ভিতরে কোন হালাল ব্যক্তির উপরে আক্রমণ করে এবং মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তি উহাকে বধ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে যদি উহাকে হত্যা করা ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকে, তবে কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। আর যদি উহাকে হত্যা করা ছাড়াই আত্মরক্ষা সম্ভব হয় অথবা যদি সে আদৌ আক্রমণই না করে এবং তাহা সত্ত্বেও হত্যা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে এবং উহার ক্ষতিপূরণ বকরীর মূল্য হইতে বেশী হইবে না, সেটি যদি হাতীও হয়। আর যদি কোন হিংস্র প্রাণী কাহারও অধিকৃত হয় অথবা উট প্রভৃতি জাতীয় হালাল প্রাণী হয়[১] তাহা হইলে মালিককে উহার মূল্যও পরিশোধ করিতে হইবে। উহার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই। যে পরিমাণই হউক আদায় করিতে বাধ্য থাকিবেন। আর যদি এমন কোন প্রাণী আক্রমণ করে যাহা ভক্ষণ করা হালাল, যেমনঃ বন্যগাভী প্রভৃতি এবং মুহ্‌রিম উহাকে বধ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। হিংস্র প্রাণী বলিতে এমন প্রাণীকেই বুঝায় যাহা ভক্ষণ করা হালাল নহে এবং ঐ সকল প্রাণীদেরও অন্তর্ভুক্ত নহে যাহা হত্যা করা মুহ্‌রিমের জন্য হালাল।

মাসআলাঃ যেসব কবুতরের পায়ে পালক থাকে, উহাদিগকে হত্যা করিলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিমের জন্য বকরী, গাভী, উট, মহিষ[২] মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যবেহ করা এবং ভক্ষণ করা জায়েয।

মাসআলাঃ বন্য হাঁস যবেহ করা জায়েয নহে। কেননা, সেগুলি শিকারের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলি বধ করিলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। গৃহপালিত হাঁস যবেহ করা জায়েয।

মাসআলাঃ যদি কেহ নিজের জন্য তাঁবু খাটান এবং কোন শিকার তাহাতে আটকাইয়া মরিয়া যায়, তবে সেজন্য কোন কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলাঃ যদি কেহ কোন শিকারকে আহত করেন অথবা উহার পালক অথবা পশম মূলশুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলেন এবং উহা প্রাণে না মরে, তাহা হইলে যতটুকু পরিমাণ ক্ষতি হইবে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণই প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলাঃ যদি কাহারও শিকারের উদ্দেশ্য না থাকে বরং প্রাণীর মঙ্গল সাধনই কাম্য হয়—কিন্তু তাহা করিতে গিয়া সে যখমী হইয়া পড়ে, যেমনঃ কবুতর প্রভৃতিকে বিড়ালের হাত হইতে বাঁচাইতে গিয়া অথবা জাল হইতে ছাড়াইতে গিয়া যখমী হইয়া

টীকা

১· উটের দাম মালিককে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কিছুই দিতে হইবে না। কেননা, উট শিকার নহে।

২· যেসব দেশে মহিষ প্রভৃতি প্রাণী বন্য হয়, উহাও সেখানে শিকারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেমনঃ সুদানে।

যায় অথবা ডানা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। এমনকি প্রাণীটি মরিয়া গেলেও না।

মাসআলাঃ যদি কেহ শিকারের ডানা অথবা পা এমনভাবে ভাঙ্গিয়া দেন যে, সে উড়িয়া অথবা দৌড়াইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তবে সেটি মারা না গেলেও উহার পূর্ণ মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলাঃ যদি শিকার যখমী হইয়া উধাও হইয়া যায় এবং উহার বাঁচা-মরা সম্পর্কে কোন তথ্য অবগত হওয়া না যায়, তবে সাবধানতাবশতঃ পূর্ণ মূল্যই আদায় করিতে হইবে।

মাসআলাঃ যদি কেহ কোন শিকারকে যখমী করার পর উহা মরিয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলাঃ যদি শিকার যখমী হওয়ার পর উধাও হইয়া যায় অথবা শিকারী উহাকে যখমী করিয়া চলিয়া যায় এবং অতঃপর শিকারটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়; আর জানা যায় যে, উহা অন্য কোন কারণে মারা গিয়াছে—যখমের কারণে নহে, তাহা হইলে যখমের দরুন যতটুকু ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইত শুধু ততটুকু ক্ষতিপূরণই প্রদান করিতে হইবে। পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। আর যদি যখমের কারণে মরিয়া থাকে, তবে পূর্ণ মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন শিকারকে যখমী করেন এবং যখমী হইয়া উহা হরমে প্রবেশ করে এবং উহাকে দ্বিতীয়বার কোন মুহ্‌রিম অথবা গায়র-মুহ্‌রিম যখমী করিয়া ফেলেন এবং উভয় যখমের কারণে উহা মারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় যখমের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। কেননা, প্রথম যখমটি হালাল ব্যক্তি হরমের বাহিরে করিয়াছিলেন—উহার কারণে কিছুই ওয়াজিব হয় নাই।

মাসআলাঃ শিকারের ডিম ভাঙ্গিলে ডিমের মূল্য ওয়াজিব হইবে। তবে শর্ত এই যে, উহা যেন পচা না হয়। যদি পচা হয়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

শিকারের ক্ষতিপূরণঃ

মাসআলাঃ শিকারের ক্ষতিপূরণ এই যে, শিকারী ব্যতীত দুই জন সৎ মুসলমান উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন। মূল্য নির্ধারণের জন্য একজন সৎলোকও যথেষ্ট। মূল্য নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবেঃ

১। মূল্যের অনুমান সেই স্থানের অনুপাতে করা হইবে যেখানে শিকার করা হইয়াছে। যদি জঙ্গলে শিকার করা হইয়া থাকে এবং উহার মূল্যের অনুমান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী জনপদের অনুপাতে—যেখানে শিকার বিক্রয় হইতে পারে—মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

২। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে ঘটনার স্থান এবং কালের বিবেচনা করা জরুরী। কেননা, স্থান ও কালের পরিবর্তনে মূল্যেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৩। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে জন্মগত সৌন্দর্য ও গুণাগুণের বিবেচনা করা হইবে। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিবেচনা করা হইবে না। তবে অধিকৃত হওয়ার অবস্থায় মালিককে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিসাবে মূল্য পরিশোধ করা হইবে।

মাসআলা ঃ মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করানোর পর হত্যাকারীর এখতিয়ার আছে যে, তিনি উহার মূল্য দ্বারা কোরবানীর পশু ক্রয় করিয়া হরমের ভিতরে যবেহ করিবেন অথবা গম ক্রয় করিয়া প্রত্যেক মিসকীনকে ফেতরার পরিমাণ অনুযায়ী যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রদান করিবেন। প্রত্যেক মিসকীনকে ফেতরা হইতে কম প্রদান করা জায়েয হইবে না। অবশ্য প্রত্যেক মিসকীনকে শস্য প্রদানের পরিবর্তে এক একটি রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখিতে পারিবেন। যদি শস্য ফেতরার পরিমাণ হইতে কম বাঁচে অথবা কোন প্রাণীর ক্ষতিপূরণে প্রাথমিক পর্যায়ে এত অল্প পরিমাণ অর্থ ওয়াজিব হয় যে, উহা ফেতরার পরিমাণ হইতে কম হয়—যেমনঃ চড়ুই পাখীর মূল্য, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ একজন মিসকীনকে দিয়া দিতে হইবে অথবা একটি রোযা রাখিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনকে খানা খাওয়ানো কিংবা মূল্য প্রদান করাও জায়েয। কিন্তু প্রত্যেক মিসকীনকে ফেতরার পরিমাণ হইতে কম অথবা বেশী প্রদান করা জায়েয নহে। যদি কম অথবা বেশী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নফল হইতে আদায় হইবে—ওয়াজিব হইতে আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ প্রত্যহ একই মিসকীনকে ফেতরা পরিমাণ প্রদান করাও জায়েয।

মাসআলা ঃ ক্ষতিপূরণে শস্য অথবা উহার মূল্য নিজের রক্ত সম্পর্কের লোককে কিংবা তার শাখার লোককে অর্থাৎ, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং সন্তান-সন্ততিকে প্রদান করা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হাদী যবেহ করেন তবে তাহাতে কোরবানীর যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। ইহার সমগ্র মাংস একজন মিসকীনকে অথবা কয়েকজন মিস-কীনকে দান করা যাইতে পারে।

মাসআলা ঃ কোরবানী অথবা শস্য প্রদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বাবদ রোযা রাখা জায়েয। এবং এক শিকারের ক্ষতিপূরণে কোরবানী, শস্য এবং রোযা এই তিন প্রকার ক্ষতিপূরণ একত্রিত করাও জায়েয। যেমনঃ একটি শিকারের মূল্য এই পরিমাণ হইল যে, উহা দ্বারা তিনটি কোরবানীর পশু ক্রয় করা যায়—এমতাবস্থায় একটি পশু যবেহ করা, একটির পরিবর্তে মিসকীনদের গম দান এবং একটির পরিবর্তে রোযা রাখা যাইতে পারে।

মাসআলা ঃ শস্য প্রদানের ব্যাপারে শিকারের মূল্যের বিবেচনা করিতে হইবে। আর রোযার ক্ষেত্রে শস্যের মূল্যের বিবেচনা করা হইবে।

মাসআলা ঃ যদি দুই জন মুহ্‌রিম অথবা দুই-এর অধিক মুহ্‌রিম মিলিয়া কোন শিকার বধ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেকের উপরই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে এবং

প্রত্যেককেই সুস্থ সম্পূর্ণ পশুর মূল্য আদায় করিতে হইবে। আর যদি সবাই ক্বেরান পালনকারী হন, তাহা হইলে প্রত্যেকের উপরে ক্বেরানের কারণে দুই দুইটি ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি একজন একবার আঘাত করেন এবং উহার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আঘাত হানেন, তাহা হইলে প্রত্যেকের উপরে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণই ওয়া-জিব হইবে—যে পরিমাণ ক্ষতি তাহার আঘাতের কারণে পশুর মূল্যের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। এবং উক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও পশুর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকিবে উহার অর্ধেক অর্ধেক উভয়ের দায়িত্বে বিভক্ত হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মুহ্‌রিমের সহিত শিকার হত্যার কাজে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অথবা পাগল অথবা কাফের শরীক থাকে, তবুও মুহ্‌রিমের উপর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। বালক, পাগল অথবা কাফেরের উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম কতিপয় শিকার বধ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক শিকারের বিনিময়ে স্বতন্ত্র ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি প্রথম শিকার হালাল হওয়ার জন্য এবং ইহ্‌রাম হইতে বাহির হওয়ার নিয়তে করিয়া থাকেন, তারপর অন্যান্য শিকার বধ করেন, তাহা হইলে মাত্র একটিরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

পশুকে আহত করার পর মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সংঘটিত হওয়া

মাসআলা ঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি হরমের শিকারকে আহত করেন এবং পরে তাহার দেহ বাড়িয়া যাওয়ায় অথবা মূল্য বৃদ্ধির কারণে উহার দামও বাড়িয়া যায়, যেমনঃ যখন আহত করিয়াছিলেন তখন উহার মূল্য ছিল দুই টাকা, কিন্তু পরে পশম অথবা চামড়ার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার মূল্য চার টাকা হইয়া যায়, এবং পশুটি যখমের কারণে মারা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর দিন পশুটির যে মূল্য ছিল, তাহাই দিতে হইবে এবং যখমী করার কারণে আসল মূল্যে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে অর্থাৎ, যখমী করার সময়ের বিবে-চনায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও প্রদান করিতে হইবে। আর যদি যখমী করার পরে মূল্য কমিয়া যায় এবং পশুটি যখমের কারণে মারা যায়, তবে এই মূল্য হ্রাস যদি বাজার কমার কারণে হইয়া থাকে অথবা যখমের কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঘটিয়া থাকে, তবে যখমী করার দিনের মূল্য ওয়াজিব হইবে এবং যাহা ক্ষতির যামানত হিসাবে প্রদান করিয়াছে, তাহা সেই মূল্য হইতে বাদ দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম হরমের কোন শিকারকে যখমী করেন এবং উহার কাফ্‌ফারা দিয়া দেন অথবা উহার পর শিকার মরিয়া যায় এবং মূল্য বাজার বৃদ্ধির কিংবা দেহ বৃদ্ধির দরুন বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে অতিরিক্তটুকু আদায় করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম 'হিল্ল' এলাকার শিকারকে যখমী করেন এবং তারপর ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলেন এবং শিকারের মূল্য বাড়িয়া যায়; আর শিকার কাফ্‌ফারা প্রদানের আগেই মরিয়া যায়, তাহা হইলে যখমের কারণে যে ক্ষতি হইয়াছে উহার যামানত এবং মারা যাওয়ার দিনের পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হইবে। আর যদি হালাল হওয়ার এবং কাফ্‌ফারা প্রদানের পরে পশুটি মারা যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

উকুন এবং টিড্ডি বধ করা ঃ

মাসআলা ঃ যদি কেহ একটি উকুন মারেন অথবা উকুন মারার উদ্দেশ্যে কাপড় রোদে ফেলিয়া রাখেন অথবা উকুন মারার জন্য কাপড় ধৌত করেন, তাহা হইলে একটি উকুনের পরিবর্তে এক টুকরা রুটি অথবা একটি খেজুর দান করিতে হইবে এবং দুই-তিনটি উকুনের পরিবর্তে এক মুষ্টি গম প্রদান করিবেন; আর তিনের অধিক উকুনের পরিবর্তে একসের সাড়ে বার ছটাক গম সদকা করিবেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কাপড় রোদে ফেলিয়া রাখেন অথবা ধৌত করেন; আর উহার দরুন উকুন মরিয়া যায়—কিন্তু তাহার উকুন মারার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ অন্য কোন লোকের দ্বারা উকুন মারানো অথবা ধরিয়া জীবিত রোদে ফেলিয়া রাখা অথবা নিজে ধরিয়া অন্য লোককে মারার জন্য দেওয়া সবই সমান। সকল অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ উকুনের দিকে ঈশারা করা অথবা মুখে নির্দেশ করাও নিষিদ্ধ। যদি কেহ ঈশারা করেন অথবা মুখে নির্দেশ দেন এবং উকুন বধ করা হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন গায়রে মুহ্‌রিমের উকুন মারেন অথবা উকুন যদি শরীরে না থাকিয়া মাটি ইত্যাদির উপরে চলাফেরা করার অবস্থায় মুহ্‌রিম উহাকে মারিয়া ফেলেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি হরমের ভিতরে উকুন মারেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ টিড্ডিও শিকারের হুকুমভুক্ত। ইহ্‌রামের অবস্থায় অথবা হরমের অভ্যন্তরে টিড্ডি বধ করিলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। টিড্ডির ক্ষতিপূরণও উকুনের ক্ষতিপূরণের অনুরূপ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে টিড্ডি বধ করেন অথবা অসাবধানতাবশতঃ পায়ের নীচে পড়িয়া মারা যায়, সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি সমগ্র রাস্তা টিড্ডিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, কোন দিকে বাহির হওয়ার জায়গা না থাকে; আর পায়ের নীচে চাপা পড়িয়া টিড্ডি মারা যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

শিকার বিক্রয় বা যবেহ করা ইত্যাদি ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম শিকার ধরিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ক্রেতা হালাল ব্যক্তি হইলেও সেই বিক্রি বাতিল হইয়া যাইবে। এমনিভাবে বিক্রয়কারী হালাল হইলেও মুহ্‌রিমের জন্য শিকার ক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকার দান করা অথবা ওসিয়ত করা অথবা মহর অথবা খোলা তালাকের বদল নির্ধারণ করাও বাতিল, চাই সেই শিকার জীবিত হউক[১] অথবা যবেহ্‌কৃত।

মাসআলা ঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি হরমের শিকার ধরিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে বিক্রয় বাতিল হইবে—চাই হরমের ভিতরে বিক্রয় করুন অথবা হরম হইতে বাহিরে মুহ্‌রিমের নিকট বিক্রয় করুন অথবা হালাল ব্যক্তির নিকট। এমনিভাবে হরমের অভ্যন্তরে শিকার ক্রয় করাও বাতিল।

মাসআলা ঃ যদি বিক্রয় করার পর শিকার মরিয়া যায় এবং ক্রয়-বিক্রয়কারী উভয়েই মুহ্‌রিম হন, তাহা হইলে উভয়ের উপরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। আর যদি তাহাদের একজন হালাল হন এবং ঘটনাটি হরমের বাহিরে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু মুহ্‌রি-মের উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতাকে জামানতও প্রদান করিবেন। আর যদি উভয়েই হালাল হন এবং ক্রয়-বিক্রয় হরমে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের উপরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মুহ্‌রিম ইহ্‌রাম বাঁধার পর অথবা হালাল ব্যক্তি হরমের অভ্যন্তরে শিকার বিক্রয় করেন, তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যদি শিকার মরিয়া যায় অথবা ক্রেতা শিকার ক্রয় করার পর উহা উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিমের যবেহ্‌কৃত শিকার মৃতবৎ। উহা ভক্ষণ করা হারাম। উহা যেমন, মুহ্‌রিমের জন্য জায়েয নহে তেমনি অপর কোন মুহ্‌রিম বা হালাল ব্যক্তির জন্যও জায়েয নহে। এমনিভাবে হরমের শিকারও হারাম। চাই উহা মুহ্‌রিম যবেহ্ করুক অথবা হালাল ব্যক্তি যবেহ করুক। কিন্তু[২] কাহারও কাহারও মতে যদি হালাল ব্যক্তি হরমের শিকার যবেহ করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে, কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। আর ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর তন্মধ্য হইতে যতটুকু ভক্ষণ করিয়াছেন উহার বদলা ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য তওবা ও ইস্তিগফার জরুরী হইবে।

টীকা

১· অর্থাৎ, যখন মুহ্‌রিম ব্যক্তি ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকার যবেহ করিবেন। পক্ষান্তরে যে শিকার হালাল ব্যক্তি হিল্ল এলাকায় যবেহ করিবেন এবং তারপর ইহ্‌রাম বাঁধিবেন, উহা ভক্ষণ করা এবং অন্যকে দেওয়া জায়েয।

২· كذا فى رد المحتار عن شرح القارى و زبدة المناسك

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ব্যক্তি শিকার যবেহ করেন এবং উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে যদি ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে শুধু শিকারের ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হইবে এবং যাহা ভক্ষণ করিয়াছেন উহার বদলা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পরে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে যতটুকু ভক্ষণ করিয়াছেন—শিকারের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও উহার মূল্য পৃথকভাবে ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম শিকারের ডিম অথবা টিড্ডি ভাজা করেন অথবা শিকারের দুধ দোহন করেন, তাহা হইলে উহার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর যদি ঐ সব বস্তু ভক্ষণ করেন অথবা পান করেন, তাহা হইলে শুধু তওবা ও ইস্তিগফার ওয়াজিব হইবে; কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের দুধ অথবা ডিম খাওয়া মাক্‌রূহ। হালালের জন্য অবশ্য নির্দ্বিধায় জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করেন এবং মুহ্‌রিম যবেহ করেন, তাহা হইলে উভয় অবস্থায়ই প্রাণী মৃত বলিয়া গণ্য হইবে। উহা ভক্ষণ করা হারাম। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি হালাল থাকাবস্থায় শিকার করেন অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধিয়া সেই শিকারকে যবেহ করেন অথবা মুহ্‌রিম থাকাবস্থায় শিকার করেন এবং হালাল হইয়া যবেহ করেন, তবুও তাহা হারাম হইবে।

মাসআলা ঃ নিরুপায় অবস্থায় শিকার করিলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

হরমে শিকার ঃ

মাসআলা ঃ হরমের কোন প্রাণী শিকার করা মুহ্‌রিম এবং হালাল উভয়ের জন্যই হারাম। অবশ্য শরীঅত যেসব প্রাণী হত্যার অনুমতি দান করিয়াছে, সেগুলি হত্যা করা জায়েয এবং সেগুলি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম হরমের প্রাণী হত্যা করেন, তাহা হইলে একটি মাত্র ক্ষতিপূরণ ইহ্‌রামের জন্য ওয়াজিব হইবে। হরমের জন্য দ্বিতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। হরমের ক্ষতিপূরণ তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তি 'হিল্ল' এলাকার প্রাণীকে হরমে প্রবেশ করান, তাহা হইলে উহাও হরমের প্রাণীর মধ্যে গণ্য হইবে। উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে এবং হত্যা করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি একটি দাঁড়ানো প্রাণীর সব কয়টি পা হরমের ভিতরে থাকে অথবা একটি পা হরমের বাহিরে থাকে তাহা হইলে উহাকে হরমের প্রাণী বলিয়া গণ্য করা হইবে। আর যদি সব কয়টি পা হিল্ল এলাকায় থাকে এবং মাথাটি হরমের ভিতরে থাকে, তাহা হইলে উহা হত্যা করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর যদি প্রাণী হিল্ল এলাকায় শায়িতাবস্থায় থাকে এবং উহার কোন একটি অংশ হরমের ভিতরে থাকে, তাহা হইলে উহাও হরমের প্রাণী বলিয়া গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন প্রাণী এমন গাছের ডালে বসে যাহার শাখাসমূহ হরমের অভ্যন্তরে এবং মূল হিল্ল এলাকায় রহিয়াছে—তাহা হইলে উহা হরমেরই শিকার বলিয়া গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ হরমের আকাশের হুকুমও হরমেরই অনুরূপ। সুতরাং যদি হরমের আকাশসীমায় উড়ন্ত অবস্থায় কোন প্রাণী শিকার করিয়া উপর হইতেই ধরিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন প্রাণী নিজেই হরম হইতে বাহির হইয়া হিল্ল এলাকায় চলিয়া যায়, তবে উহাকে ধরা জায়েয। আর যদি কোন ব্যক্তি উহাকে হরম হইতে বাহির করিয়া দেন, সে নিজে নিজে বাহির না হয়, তবে উহাকে ধরা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ হিল্ল এলাকার কোন প্রাণী যদি নিজে নিজেই হরমে ঢুকিয়া পড়ে অথবা কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তি উহাকে হরমে প্রবেশ করান, তাহা হইলে উহাও হরমের প্রাণীতে পরিণত হইয়া যাইবে, চাই উহা কাহারও মালিকানাভুক্ত হউক বা না হউক।

মাসআলা ঃ যদি কোন হালাল ব্যক্তি হরমের শিকার ধরিয়া অপর কোন হালাল ব্যক্তিকে দিয়া দেন—তিনি আবার অন্য আরেকজনকে দিয়া দেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি উহাকে যবেহ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রত্যেকের উপরেই পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হরমের ভিতরে নেকড়ের প্রতি কুকুর লেলাইয়া দেন এবং উহা হরমের কোন শিকার মারিয়া ফেলে, অথবা কেহ যদি নেকড়ের জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখেন এবং তাহাতে হরমের কোন প্রাণী জড়াইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। এমনিভাবে যদি কেহ তাঁবু খাটান এবং উহার রশিতে কোন শিকার জড়াইয়া পড়ে অথবা যদি কেহ পানির জন্য নিজের যমীনে কূপ খনন করেন এবং উহাতে পড়িয়া কোন প্রাণী মারা যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন প্রাণীর বাচ্চা হরমের ভিতরে থাকে এবং প্রাণীটি 'হিল্ল' এলাকায় থাকে; আর কোন হালাল ব্যক্তি হিল্ল এলাকায় সেটিকে ধরিয়া ফেলেন আর উহা সেখানেই মরিয়া যায়, তাহা হইলে শুধু বাচ্চাদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, উহাদের মায়ের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিমের ঘরের মধ্যে কয়েকটি পাখি বাস করে আর তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মিনা অথবা অন্য কোথাও চলিয়া যান; আর পাখিরা বন্দী অবস্থায় পিপাসায় মারা যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি দুই জন হালাল ব্যক্তি মিলিয়া হরমের শিকার ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে দুই জনের উপরে শুধু একটি প্রাণীরই মূল্য ওয়াজিব হইবে।

শিকার ধরা এবং ছাড়িয়া দেওয়া ঃ

মাসআলা ঃ তিনভাবে শিকার নিরাপত্তা লাভ করে এবং উহাকে ধরা বা বধ করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যথা—

১। শিকারী ব্যক্তির মুহ্‌রিম হওয়া।

২। শিকারী ব্যক্তির হরমের ভিতরে থাকা।

৩। শিকারটি হরমের ভিতরে থাকা।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম ইহ্‌রামের অবস্থায় হিল্ল এলাকায় কোন শিকার ধরেন অথবা কোন হালাল ব্যক্তি হরমের ভিতরে কোন শিকার ধরেন, তাহা হইলে তিনি উহার মালিক হইবেন না এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। চাই সেই শিকার হাতেই থাকুক অথবা খাঁচায় অথবা ঘরে থাকুক। যদি না ছাড়েন আর উহা মরিয়া যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি এক মুহ্‌রিম শিকার ধরেন এবং অন্য মুহ্‌রিম উহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে উভয়েই ক্ষতিপূরণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। আর যদি দ্বিতীয় জন উহাকে বধ করিয়া ফেলেন, তবে উভয়ের উপরই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি উহাকে ধরিয়াছিলেন তিনি হত্যাকারীর নিকট হইতে নিজের ক্ষতিপূরণের টাকা উসুল করিতে পারিবেন যদি মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকেন। আর যদি রোযা দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হয়, তবে উসুল করিতে পারিবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হালাল অবস্থায় হিল্ল এলাকায় শিকার ধরেন এবং তারপর ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে উহা ধারকের অধিকারভুক্ত থাকিবে। ইহ্‌রামের কারণে তাহার মালিকানা হইতে খারিজ হইবে না। কিন্তু যদি শিকার হাতে থাকে এবং উহা না মারিয়া নিজের অধিকার বজায় থাকার ইচ্ছা করেন, তবে উহাকে কোন গৃহে নিরাপদে ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। আর যদি উহাকে না ছাড়েন এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্‌রিম অথবা হালাল ব্যক্তির হরমে প্রবেশের সময় কোন শিকার হাতে থাকে, তবে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব; আর যদি মুহ্‌রিমের ঘরে অথবা খাঁচায় কোন শিকার আবদ্ধ থাকে, তবে উহা ছাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে।

মাসআলা ঃ যদি কাহারও নিকট বাজ অথবা অন্য কোন শিকারী প্রাণী থাকে এবং তিনি হরমে প্রবেশ করার সময় উহা ছাড়িয়া দেন আর সেটি হরমের কোন কবুতর মারিয়া ফেলে, তবে যিনি বাজটি ছাড়িবেন তাহার উপরে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। অবশ্য যদি হরমের কোন প্রাণী শিকার করার উদ্দেশ্যেই বাজ ছাড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে।

হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ কর্তন ঃ

মাসআলা ঃ হরমের বৃক্ষ এবং উদ্ভিদ অপরাধ অনুপাতে চার প্রকার। যথা ঃ

প্রথম ঃ সেই সকল উদ্ভিদ যাহা মানুষ সাধারণতঃ বপন করিয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তি উহা হরমের অভ্যন্তরে বপন অথবা রোপণ করিয়াছে। যথা—গম, যব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ঃ যাহা কোন ব্যক্তি বপন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ সেইগুলি বপন করে না। যেমন ঃ পীলু ইত্যাদি।

তৃতীয় ঃ যাহা নিজে নিজে জন্মিয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ সেইগুলি মানুষ বপন করিয়া থাকে।

চতুর্থ ঃ যাহা নিজে নিজে জন্মিয়াছে, কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে উহা বপন করে না। যেমন ঃ বাবলা গাছ প্রভৃতি।

প্রথমোক্ত তিন প্রকারের বৃক্ষ কর্তন করিলে হরমের কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। সেইগুলি কাটা, উপড়াইয়া ফেলা এবং কাজে লাগানো জায়েয। কিন্তু যদি কাহারও অধিকারভুক্ত হয়, তবে মালিককে উহার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হইবে। চতুর্থ প্রকারের বৃক্ষ কাটা, উপড়ানো মুহ্‌রিম এবং হালাল উভয়ের জন্যই হারাম। চাই সেইগুলি কাহারও অধিকারভুক্ত ভূমিতে হউক অথবা মালিকবিহীন ভূমিতে হউক। অবশ্য শুকনা বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয। ইযখির নামক ঘাস কর্তন করাও জায়েয। ইযখির এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ—যাহা ছাদ এবং কবরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

মাসআলা ঃ হরমের ঘাস বা উদ্ভিদ কর্তন করিলে উহার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ব্যাঙের ছাতা এবং শুকনা ঘাস অথবা শুকনা বৃক্ষ—যাহার পুনরায় সজীব হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই অথবা ভাঙ্গা বৃক্ষ অথবা উদ্ভিদ এবং ইযখির প্রভৃতি,[১] চাই সেইগুলি তাজাই হউক অথবা শুকনা, উহা কর্তন করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি কোন বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলে গাছের ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে পাতা ছেঁড়া জায়েয, নতুবা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যে ধরনের বৃক্ষে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় সেইগুলি যদি কাহারও অধিকৃত হয় অর্থাৎ, তাহার জমিতে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে দুইটি মূল্য প্রদান করিতে হইবে। একটি হরমের কারণে এবং দ্বিতীয়টি মালিককে প্রদান করিতে হইবে। আর যদি মালিক নিজে কাটিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু একটি মূল্য হরমের জন্য ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ফলবান বৃক্ষ—উহা নিজে নিজে জন্মিয়া থাকিলেও কর্তন জায়েয, কিন্তু অধিকৃত ভূমিতে হইলে মালিকের অনুমতি শর্ত।

মাসআলা ঃ তাঁবু টানানোর কারণে অথবা চুলা প্রভৃতি খনন করার কারণে অথবা সওয়ারী অথবা নিজে চলাফেরা করার কারণে যদি কোন উদ্ভিদ অথবা কাঠ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ বৃক্ষের মূলের বিবেচনা করা হইবে। যদি মূল হরমে থাকে এবং শাখা-প্রশাখা হিল্ল এলাকায় থাকে তাহা হইলে উহা হরমের বৃক্ষ। আর যদি মূল 'হিল্ল' এলাকায়

টীকা

১· উহাকে হিন্দীতে গন্ধেস, গন্ধেল এবং ভড়াইচও বলা হয়।

থাকে এবং শাখা-প্রশাখা হরমে থাকে, তাহা হইলে উহা 'হিল্ল'-এর বৃক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি অর্ধেক মূল হিল্ল এলাকায় এবং অর্ধেক হরমে থাকে, তাহা হইলেও উহা হরমের বৃক্ষ বলিয়াই গণ্য হইবে।

মাসআলা ঃ বৃক্ষ অথবা উদ্ভিদের মূল্য দ্বারা খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া সদ্‌কা করিয়া দিতে হইবে এবং মিসকীনকে মাথাপিছু এক সের সাড়ে বার ছটাক গম যেখানে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারিবেন। যদি সেই মূল্যে কোরবানীর পশু ক্রয় করা যায়, তবে উহা যবেহ করিবেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর উদ্ভিদ এবং কাঠ কর্তনকারীর অধিকারভুক্ত হইয়া যাইবে এবং উহা ব্যবহার করা জায়েয হইবে। কিন্তু বিক্রয় করা মাকরূহে তাহ্‌রীমী। অবশ্য ক্রেতার জন্য মাক্‌রূহ নহে। যদি বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে উহার মূল্য সদ্‌কা করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ হরমের তাজা বৃক্ষের দ্বারা মিস্‌ওয়াক তৈরী করাও নাজায়েয।

মাসআলা ঃ মুহ্‌রিম এবং হালাল ব্যক্তির জন্য হরমের উদ্ভিদ এবং বৃক্ষ উপড়ানো সমভাবে হারাম। এইজন্য উভয়ের উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। আর যদি দুই জন মুহ্‌রিম মিলিয়া একটি বৃক্ষ কর্তন করেন, তাহা হইলে উভয়ের উপরে একটি মূল্য ওয়াজিব হইবে। এমনিভাবে ক্বেরান পালনকারীর উপরেও একটি ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হইবে। হরমের বৃক্ষ দেখাইয়া দেওয়ার কারণে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ বৃক্ষের ক্ষতিপূরণে রোযা রাখা জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ উদ্ভিদ কর্তন করার পর যদি পুনরায় গজাইয়া পূর্ববৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি পূর্বের চাইতে অল্প কম থাকে, তাহা হইলে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর যদি উহার মূল একেবারে শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ কাঁটা প্রভৃতি কর্তন করাও হারাম। কিন্তু তাহা কাটিলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না।

কাফ্‌ফারার শর্তসমূহ ঃ

অপরাধের ক্ষতিপূরণ এবং কাফ্‌ফারায় তিনটি বিষয় ওয়াজিব হইয়া থাকে। যথা ঃ (১) দম, (২) সদ্‌কা এবং (৩) রোযা। এইজন্য প্রত্যেকটি আদায় হওয়ার শর্ত নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে ঃ

দম জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

দম আদায় হওয়ার জন্য ১৫টি শর্ত রহিয়াছে।

১। পশুতে নিজের মালিকানা হওয়া। যদি কেহ অপর কোন ব্যক্তির বকরী যবেহ করেন এবং তারপর উহার মালিক অনুমতি প্রদান করেন অথবা উহার ক্ষতিপূরণ দিয়া দেন এবং যবেহ করার পর মালিক হন, তাহা হইলে দম আদায় হইবে না।

২। পশু কোরবানীর প্রকারসমূহের মধ্য হইতে অর্থাৎ গরু, মহিষ, উট, বকরী, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি হওয়া। যদি অন্য কোন প্রকার পশু হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে না।

৩। সেই সমস্ত ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে যাহা কোরবানীর জন্য প্রতিবন্ধক।

৪। উট পূর্ণ পাঁচ বৎসরের, গরু, মহিষ দুই বৎসরের এবং বকরী এক বৎসরের হওয়া শর্ত। যদি মেষ অথবা দুম্বার বাচ্চা এমন মোটা-তাজা হয় যে, ৬ মাসের বাচ্চাকে এক বৎসরের বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ৬ মাসের বাচ্চা হইলেও জায়েয হইবে।

৫। যবেহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা।

৬। যবেহ করা। যদি জীবিত সদ্‌কা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আদায় হইবে না। অবশ্য যদি কোন ফকীরকে দান করা হয়[১] এবং যবেহর জন্য উকীল বানাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

৭। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যবেহ করা।

৮। হরমের ভিতরে যবেহ করা।

৯। যবেহকারীর মুসলমান অথবা আহ্‌লে কিতাব হওয়া।

১০। যদি ফকীর উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সদ্‌কার গোশ্‌ত তাহাকে দিয়া দেওয়া, নিজে না খাওয়া। যদি ফকীর উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে যবেহ করিয়া ফেলিয়া রাখাই যথেষ্ট।

১১। যবেহ করার পর নিজে গোশ্‌ত নষ্ট না করা। যদি কেহ নিজে নষ্ট করিয়া ফেলে অথবা বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে মূল্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং ফকীর-মিসকীনকে উহা সদ্‌কা করা ওয়াজিব হইবে। আর যদি যবেহ করার পর উহা আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়—যেমন ঃ চুরি হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। আর যদি যবেহর পূর্বে আপনা আপনি পশুটি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার পরিবর্তে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে। অবশ্য দমে ক্বেরান অথবা দমে তামাত্তো' এবং নফল কোরবানীর গোশ্‌ত যদি যবেহর পরে নিজে নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

১২। ফকীর-মিসকীনদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন ফকীরগণকে গোশ্‌ত প্রদান করা যাহারা সদ্‌কার উপযুক্ত। যদি কেহ নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় অথবা শাখা অথবা গোলাম অথবা স্বামী অথবা স্ত্রী অথবা হাশেমীকে দান করেন, তাহা হইলে উহার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হইবে। কাফের যিম্মী হইলেও তাহাকে এই গোশ্‌ত প্রদান করা জায়েয নহে।

টীকা

১. অর্থাৎ, কোন ফকীরকে যবেহর জন্য উকীল বানাইয়া দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, যবেহর পরে যবেহকৃত পশুটি তোমার। কিন্তু যদি যবেহর পূর্বেই তাহাকে মালিক বানাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে না।

১৩। দম-এর নিয়ত করা।

১৪। এমন কোন লোক শরীক না হওয়া, যাহার নিয়ত আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য এবং সওয়াব নহে।

১৫। দমে তামাত্তো' এবং দমে ক্বেরানের জন্য কোরবানীর দিবস হওয়াও শর্ত। অন্যান্য দম-এর জন্য ইহা শর্ত নহে।

মাসআলা ঃ দম-এর পরিবর্তে মূল্য সদ্‌কা করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি কেহ এমন কোন দম হইতে গোশ্‌ত ভক্ষণ করিয়া ফেলেন যাহা হইতে ভক্ষণ করা জায়েয নহে, অথবা উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ভক্ষণকৃত ও বিনষ্টকৃত পশুর মূল্য সদ্‌কা করা ওয়াজিব।

প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ঃ হজ্জের মাসআলায় যেখানেই সাধারণভাবে 'দম' শব্দের ব্যবহার হইবে সেখানে উহার অর্থ হইবে একটি বকরী।

সদ্‌কা জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

সদ্‌কা জায়েয হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত রহিয়াছে।

১। পরিমাণ—অর্থাৎ, এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা গমের আটা অথবা গমের ছাতু অথবা তিন সের নয় ছটাক যব অথবা যবের আটা অথবা যবের ছাতু অথবা খেজুর অথবা কিশ্‌মিশ্‌। যদি নির্ধারিত পরিমাণ হইতে কম হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে না।

২। জাতি—অর্থাৎ, গম, যব, খেজুর, কিশ্‌মিশ্‌—এই চার প্রকারের মধ্য হইতে হওয়া শর্ত। উহাদের মধ্যে বর্ণিত ওজন বিবেচ্য। বাকী অন্যান্য যত রকম শস্য দানা রহিয়াছে, সেগুলির ওজনের হিসাবে সদ্‌কা প্রদান করা জায়েয নহে; বরং উহাতে মূল্যের বিবেচনা করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—চাউল এই পরিমাণ দান করা ওয়াজিব হইবে— যাহা এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা তিন সের নয় ছটাক যবের মূল্যের সমান হইবে। এমনিভাবে জোয়ার, বাজরা, চানা প্রভৃতিরও হুকুম একই। রুটি (যদি গমের হয়) এবং পনিরের মধ্যে মূল্যের বিবেচনা করা হইবে এবং টাকা-পয়সা প্রভৃতিও মূল্য নির্ধারণ করিয়া প্রদান করা জায়েয; বরং উত্তম।

৩। একজন ফকীরকে এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের চাইতে কম দেওয়া ঠিক নহে। ফেতরার কথা আলাদা—উহার মধ্যে এক সের সাড়ে বার ছটাক গম কয়েকজন ফকীরের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়াও জায়েয। এমনিভাবে যদি মূল্য দান করা হয়, তাহা হইলে উহাতেও এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের মূল্যের চাইতে কম কোন ফকীরকে দান করা ঠিক হইবে না। অবশ্য যদি এই সদ্‌কা এক সের সাড়ে বার ছটাকের চাইতে কমই ওয়াজিব হইয়া থাকে; তাহা হইলে তাহা একজন ফকীরকে দেওয়া জায়েয।

৪। এমন ব্যক্তিকে দান করিতে হইবে যিনি সদ্‌কা গ্রহণের উপযুক্ত। নেসাব পরিমাণ মালের অধিকারী ব্যক্তি এবং নিজের গোলাম অথবা হাশেম বংশীয় কোন লোক অথবা কোন দারুল হরবের কাফের অথবা যিম্মীকে[১] দান করিলে আদায় হইবে না। মুসাফির এবং এমন সব লোক যাহারা জেহাদ ও হজ্জে গমন করিতে সক্ষম নহেন—তাহাদিগকে দান করা জায়েয। নিজের মূল, শাখা, স্ত্রী এবং স্বামীকে দান করা জায়েয নহে। ভাই, বোন, চাচা, তালই, ফুফু, খালা, মামু প্রভৃতিকে দান করা জায়েয। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে দানের পাত্র মনে করিয়া দান করার পর জানিতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তি দান গ্রহণের উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আদায় হইয়া যাইবে। তবে ঐ ব্যক্তি যদি দাতার গোলাম বলিয়া ধরা পড়ে, তাহা হইলে আদায় হইবে না।

৫। যদি কেহ মুবাহ হিসাবে খানা খাওয়ান, তাহা হইলে ফকীরকে মোটামুটি দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ানোর উপরে সক্ষম থাকা যথেষ্ট। যে বালক বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে, তাহাকেও খাওয়ানো যথেষ্ট হইবে। যে বালক খুবই ছোট এবং তাহার বালেগ হওয়ার যথেষ্ট দেরী আছে, তাহাকে খাওয়াইলে যথেষ্ট হইবে না।

৬। মুবাহ হিসাবে খাওয়ানোর জন্য ইহাও একটি শর্ত যে, দুই ওয়াক্ত সকাল-সন্ধ্যা খাওয়াইতে হইবে। অথবা দুই দিন সকালে অথবা দুই দিন বিকালে খাওয়াইতে হইবে। অর্থাৎ, দুই বেলা খাওয়ানো জরুরী। শুধু এক বেলা খাওয়ানো জায়েয নহে।

৭। উভয় বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ানো শর্ত। যদি কাহারও প্রথম হইতেই পেট ভরা থাকে এবং সে খাওয়ায় শরীক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার খাওয়া যথেষ্ট হইবে না।[২] পরিমাণের কোন নিশ্চয়তা নাই। পেট পূর্ণ হওয়াই বিবেচ্য। যদি খানা আবশ্যকীয় পরিমাণ হইতে কম হয় এবং সবার পেট ভরিয়া যায়, তাহা হইলে জায়েয হইবে। আর যদি পেট না ভরে, তাহা হইলে জায়েয হইবে না—যদিও আবশ্যকীয় পরিমাণ খাবারই রান্না করা হইয়া থাকে।[৩] বরং আরো এই পরিমাণ খাবার খাওয়ানো জরুরী হইবে যাহাতে তাহাদের পেট ভরিয়া যায়। যদি এক বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ানো হয় এবং আরেক বেলার মূল্য অথবা সোয়া চৌদ্দ ছটাক গম দিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও জায়েয হইবে।

৮। কাফ্‌ফারা দেওয়ার সময় কাফ্‌ফারার নিয়ত থাকা। যদি দান করার সময় নিয়ত না থাকে বরং দেওয়ার পূর্বে অথবা পরে নিয়ত করা হয়, তাহা হইলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না।

পরিশিষ্ট ঃ

গমের রুটির সহিত তরকারী হওয়া শর্ত নহে, তবে মুস্তাহাব। যবের রুটির সহিত তরকারী শর্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এই জন্য সাবধানতাস্বরূপ যবের রুটির সহিত তরকারী প্রদান করা উত্তম। মিসকীন বিভিন্ন হওয়া শর্ত নহে। যদি একই মিসকীনকে

টীকা

১. في الغنية ولا كافرا ولو ذميا على المفتى به

২. শরহে লুবাব

৩. রদ্দুল মুহতার

ছয় জন মিসকীনের খাদ্য ছয় দিনে প্রদান করা হয় অর্থাৎ, প্রত্যহ এক সের সাড়ে বার ছটাক করিয়া দেওয়া হয়, তাহাও জায়েয হইবে। আর যদি একই দিনে সকল মিসকীনের খাদ্য একই মিসকীনকে দান করা হয়, তাহা হইলে মাত্র এক দিনেরই আদায় হইবে এবং যদি সবটুকু দুই জনকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে শুধু দুই জন মিসকীনেরই আদায় হইবে—অবশিষ্ট আরো আদায় করিতে হইবে।

প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ঃ

হজ্জের মাসআলায় যেখানে সাধারণভাবে সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার হইবে তাহার অর্থ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা তিন সের নয় ছটাক যব প্রভৃতি অথবা উহার মূল্য বুঝিতে হইবে। আর যদি সাধারণভাবে বলা না হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণের কথা বলা হইবে তাহাই আদায় করা ওয়াজিব হইবে।

রোযার শর্তসমূহ ঃ কেহ ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে রোযা রাখিলে উহা জায়েয হওয়ার পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে। যথা ঃ

১। বিশেষভাবে ক্ষতিপূরণের নিয়ত করা।

২। রাত্র হইতে রোযার নিয়ত করা। যদি কেহ সুবহে সাদিকের পরে নিয়ত করেন, তাহা হইলে এই রোযা ক্ষতিপূরণ হিসাবে যথেষ্ট হইবে না।

৩। বিশেষভাবে নিয়তের মধ্যে কাফ্‌ফারার কথা নির্দিষ্ট করা। যদি কেহ শুধু রোযার নিয়ত করেন অথবা নফল রোযা অথবা অন্য কোন ওয়াজিবের নিয়ত করেন, তাহা হইলে আদায় হইবে না।

৪। যে জিনিসের পরিবর্তে রোযা রাখা তাহা নির্দিষ্ট করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিবেন ঃ দমে তামাত্তো' অথবা মাথা মুণ্ডন ইত্যাদির পরিবর্তে রোযা রাখিতেছি।

৫। রমযান, ঈদুল ফিতর এবং আইয়্যামে তাশ্‌রীক অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ ব্যতীত অন্যান্য দিবসে রোযা রাখা। যদি উক্ত দিবসসমূহে কেহ রোযা রাখেন, তাহা হইলে পুনরায় রাখা ওয়াজিব হইবে।

পরিশিষ্ট ঃ

ক্ষতিপূরণের রোযাসমূহ পর পর রাখা শর্ত নহে। অবশ্য পর পর রাখাই উত্তম। হর-মের মধ্যে অথবা ইহ্‌রামের অবস্থায় রোযা রাখাও শর্ত নহে। অবশ্য ক্বেরানের তিন রোযা হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রামের পরে এবং তামাত্তো'র তিন রোযা উমরার ইহ্‌রামের পরে রাখা শর্ত। যেমন পূর্বে ক্বেরান ও তামাত্তো'র বর্ণনায় বলা হইয়াছে।

দুই হজ্জ অথবা দুই উমরাকে একত্রিত করা

মাসআলা ঃ দুই হজ্জ অথবা দুই উমরাকে ইহ্‌রাম অথবা কর্মের দিক দিয়া একত্রিত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কেহ দুই হজ্জ অথবা দুই উমরাকে একত্রিত করিয়া নেন, তাহা

হইলে উভয়টিই তাহার দায়িত্বে ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে, কিন্তু উভয়ের কাজ এক সঙ্গে সমাপন করা জায়েয হইবে না; বরং একটিকে তরক করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জের ক্বাযা পরবর্তী বৎসর এবং উমরার ক্বাযা উমরা সমাপ্ত করার পর ওয়াজিব হইবে। হজ্জ ও উমরা তরক করার কারণে দমও ওয়াজিব হইবে।

দুই হজ্জের ইহ্‌রাম ঃ

মাসআলা ঃ যদি কেহ দুই হজ্জের[১] ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধেন অথবা প্রথমে এক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং তারপর দ্বিতীয় হজ্জের ইহ্‌রামও বাঁধিয়া নেন আর অকুফে আরাফার দেরী থাকে, তাহা হইলে উভয় ইহ্‌রাম অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যখন উভয় ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধিবেন, তখন অনির্দিষ্টভাবে এক ইহ্‌রাম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, যখন একটির পর অপর ইহ্‌রাম বাঁধিবেন, তখন দ্বিতীয় ইহ্‌রাম পরিত্যক্ত হইবে। পরিত্যক্ত হওয়ার হুকুম তখনই লাগানো হইবে যখন মক্কা মুকাররামার দিকে রওয়ানা হইবেন। আর যদি মক্কা মুকাররামার দিকে যাত্রা না করেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধিয়া কিছু দিন অবস্থান করেন, তাহা হইলে মক্কা মুকাররামার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি কোন অপরাধ বা নিষিদ্ধ কাজ করিয়া বসেন অথবা হজ্জ আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। কেননা, তাহার দুইটি ইহ্‌রাম রহিয়াছে। আর যদি মক্কা মুকাররামার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেন, তাহা হইলে তিনটি দম ওয়াজিব হইবে। একটি ইহ্‌রাম তরক করার কারণে এবং দুইটি স্ত্রী সহবাসের কারণে। এই অবস্থায় একটি ইহ্‌রাম তরক করার নিয়তও জরুরী নহে; বরং যখন মক্কা মুকাররামার দিকে রওয়ানা হইবেন তখন নিয়ত ছাড়াও তরকের হুকুম প্রদান করা হইবে।

মাসআলা ঃ যে হজ্জের ইহ্‌রাম পরিত্যক্ত হইবে পরবর্তী বৎসর উহার ক্বাযা এবং একটি উমরা ও একটি দম উহা তরক করার কারণে ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং অকুফে আরাফা করেন; আর তারপর কোরবানীর দিবসে অর্থাৎ, ১০ই যিলহজ্জ তারিখে মাথা মুণ্ডানোর পর দ্বিতীয় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় হজ্জ অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে। এখন পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত মুহ্‌রিম থাকিতে হইবে এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ সমাপন করিতে হইবে। এই অবস্থায় কোন দম দুই ইহ্‌রাম একত্রিত করার কারণে অথবা তরক করার কারণে ওয়াজিব হইবে না। কেননা, এখানে একত্রীকরণ এবং পরিত্যাগ পাওয়া যায় নাই। আর যদি কেহ মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে দ্বিতীয় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় হজ্জ অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে। এখন পরবর্তী বৎসর দ্বিতীয় হজ্জ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু এই অবস্থায় দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। একটি দুই ইহ্‌রাম একত্রিত করার কারণে এবং একটি দ্বিতীয় ইহ্‌রামের উপরে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করার কারণে—যদি

টীকা

১· ইহা কর্মের দিক দিয়া দুই ইহ্‌রামকে একত্রিত করার অবস্থা।

প্রথম ইহ্‌রামের জন্য মাথা মুণ্ডন করান—আর যদি দ্বিতীয় হজ্জ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন না করেন, তাহা হইলে ওয়াজিব পালনে বিলম্ব করার কারণে। আর যদি কোরবানীর দিবস-সমূহের পরে মাথা মুণ্ডান, তাহা হইলে তিনটি দম ওয়াজিব হইবে। একটি ইহ্‌রাম একত্রিত করার কারণে, একটি দ্বিতীয় ইহ্‌রামের উপরে অপরাধ সংঘটিত করার কারণে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে মাথা মুণ্ডন করার কারণে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, কিন্তু হজ্জ ছুটিয়া যায় এবং তারপর দ্বিতীয় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় ইহ্‌রামকে তরক করা অবশ্য কর্তব্য হইবে এবং তরক করার কারণে একটি দম প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য হইবে; আর দুইটি হজ্জ ও একটি উমরা পালন করা ওয়াজিব হইবে; আর প্রথম হজ্জের ইহ্‌রাম দ্বারা উমরার কাজ সম্পাদন করিয়া হালাল হইয়া যাইতে হইবে।[১]

দুই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা ঃ

মাসআলা ঃ উমরার দুই ইহ্‌রাম একত্রিত করার অবস্থাসমূহ এবং আহ্‌কাম দুই হজ্জের ইহ্‌রামেরই অনুরূপ।

মাসআলা ঃ যদি কেহ দুইটি উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বাঁধেন অথবা প্রথমে এক উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন উহার পর প্রথম উমরার সাঈ সামাপ্ত করার পূর্বেই দ্বিতীয় উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে উভয় উমরা অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে। প্রথম অবস্থায় অনির্দিষ্ট-ভাবে একটি তরক হইবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় পরবর্তীটি তরক হইবে। আর তরক করার কারণে একটি দম এবং পরিত্যক্ত উমরার ক্বাযা অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে। অবশ্য যখন ইচ্ছা, তাহার ক্বাযা করা যাইবে। আর যদি প্রথম উমরার সাঈ সমাপ্ত করার পরে এবং মাথা মুণ্ডনের পূর্বে দ্বিতীয় উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় উমরা অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে এবং দুইটির মধ্য হইতে কোন একটিকেও তরক করিতে পারিবেন না; আর একত্রিত করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি দ্বিতীয় উমরা সমাপ্ত করার পূর্বে প্রথম ইহ্‌রাম হইতে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করেন, তবে দ্বিতীয় ইহ্‌রামের উপরে অপরাধ সংঘটিত করার কারণে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি দ্বিতীয় উমরা সমাপ্ত করিয়া প্রথম উমরার জন্য মাথা মুণ্ডন করেন, তবে দ্বিতীয় দম ওয়াজিব হইবে না। শুধু একত্রিত করার কারণে একটি দম অবশ্য ওয়াজিব হইবে।

হজ্জ এবং উমরার একত্রীকরণ

মাসআলা ঃ হজ্জ এবং উমরা পালনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ইহ্‌রাম বাঁধা অর্থাৎ, হজ্জে ক্বেরান সমাপন করা শুধু মীকাতের বাহিরের লোকজনদের জন্য সুন্নত; বরং উহা

টীকা

১· অর্থাৎ, উমরার মাথা মুণ্ডনের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম তরক করার নিয়ত করিতে হইবে।

এফ্‌রাদ এবং তামাত্তো' হইতে উত্তম। ইহা মক্কার অধিবাসী এবং মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য মাক্‌রূহ। যদি কোন মক্কী অথবা মিকাতী হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেন, তবে তাহার উমরা তরক করিতে হইবে এবং শুধু হজ্জ সমাপন করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ হজ্জ এবং উমরাকে একত্রিত করার দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। এক ঃ প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে এবং তারপর উমরার তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে অথবা পরে হালাল হওয়ার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। দ্বিতীয় ঃ প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে এবং পরে তাওয়াফে কুদুমের পূর্বে অথবা পরে হজ্জের জন্যও ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। প্রথম অবস্থা বহিরাগতদের জন্য নির্দ্বিধায় জায়েয; বরং মুস্তাহাব। তবে মক্কাবাসীদের জন্য মাক্‌রূহ। আর দ্বিতীয় অবস্থা উভয়ের জন্যই মাক্‌রূহ। কিন্তু মক্কাবাসীদের জন্য অতিশয় গর্হিত কাজ।

উমরার ইহ্‌রামের উপরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন বহিরাগত প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং উমরার তাওয়া-ফের অধিকাংশ চক্কর সমাপ্ত করার পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন, তবে উহা ক্বেরান হইয়া যাইবে এবং তাহার উপরে দমে ক্বেরান ওয়াজিব হইবে। আর যদি উমরার তাওয়া-ফের অধিকাংশ চক্কর হজ্জের মাসসমূহে সমাপ্ত করার পর ঐ বৎসরই বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করিয়া হজ্জ সমাপন করেন, তাহা হইলে উহা তামাত্তো' হইয়া যাইবে। আর যদি ঐ বৎসর হজ্জ পালন না করেন অথবা বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সম্পন্ন করেন, তবে উহা এফ্‌রাদ[১] হইয়া যাইবে। আর যদি কোন মক্কাবাসী উমরার তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে তাহাকে উমরা[২] ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং সেজন্য দম আদায় করিতে হইবে। আর যদি উভয়টিই করিয়া ফেলেন, তবে আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু একত্রিত করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি কোন মক্কাবাসী উমরার তাওয়াফের চার চক্করের পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তবে তাহাকে হজ্জ ছাড়িয়া দিতে হইবে।[৩] ইহাতে তাহার উপরে একটি দম এবং হজ্জ ও উমরার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। আর যদি উমরা সমাপ্ত করিয়া সেই বৎসরই হজ্জ করিয়া নেন, তাহা হইলে শুধু উমরার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি উভয়ের কর্ম সম্পাদন করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে, কিন্তু এরূপ করা ভাল নয় এবং একত্রিত করার কারণে দম[৪] ওয়াজিব হইবে।

টীকা ঃ ১· এফ্‌রাদ তখন হইবে যখন উমরার ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া বাড়ী চলিয়া যাইবেন—নতুবা তামাত্তো' শুদ্ধ হইয়া যাইবে। যেমন ঃ উমরা করিলেন বটে, কিন্তু মাথা মুণ্ডন করিলেন না, তাহা হইলে তামাত্তো' বাতিল হইবে না।

২· উহা ছাড়ার নিয়ম এই যে, উমরার কোন কাজ মোটেও সম্পাদন করিবেন না। যখন সূর্য হেলিয়া পড়ার পর অকুফে আরাফা করিবেন, তখন বিনা নিয়তেই উমরা ছুটিয়া যাইবে।

৩· উহা ছাড়ার নিয়ম এই যে, যখন উমরার মাথা মুণ্ডন করিবেন, তখন হজ্জ ভঙ্গ করার নিয়তও করিয়া লইবেন। এই পদ্ধতি ছাড়া ইহ্‌রাম হইতে বাহির হওয়ার আর কোন পথ নাই।

৪· উহা ক্ষতিপূরণের দম—দমে তামাত্তো' নহে।

হজ্জের ইহ্রামের উপরে উমরার ইহ্রাম বাঁধা ঃ

মাসআলা ঃ যদি কোন মক্কাবাসী প্রথমে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন এবং পরে উমরার ইহ্রামও বাঁধিয়া নেন, তবে তাহার জন্য উমরা ছাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। আর যদি উমরা না ছাড়েন বরং এমনিভাবে করিয়া নেন, তাহা হইলে আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু একটি দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন বহিরাগত প্রথমে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন এবং পরে উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া নেন, তবে যদি এই ইহ্রাম তাওয়াফে কুদুম শুরু করার পূর্বে বাঁধিয়া থাকেন, তবে তিনি ক্বেরান সমাপনকারী হইয়া যাইবেন। কিন্তু এমনটি করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাহার জন্য উমরা ছাড়িয়া দেওয়া মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি কেহ উমরার ইহ্রাম আইয়্যামে নহর এবং আইয়্যামে তাশ্রীকে হজ্জের ইহ্রাম হইতে মাথা মুণ্ডনের পূর্বে অথবা পরে বাঁধিয়া থাকেন, তাহা হইলে উমরা তরক করা ওয়াজিব হইবে। এক্ষেত্রে দম ও ক্বাযা উভয়টিই ওয়াজিব হইবে। আর যদি তরক না করেন, তাহা হইলে উভয় অবস্থায় উমরা আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু একত্রিত করার কারণে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যে সকল মাসআলায় হজ্জ অথবা উমরা পরিহার করার হুকুম রহিয়াছে সেখানে পরিহার করার নিয়ত করা জরুরী। অবশ্য দুই জায়গায় নিয়ত জরুরী নহে। বিনা নিয়তেই বর্জিত হইয়া যাইবে। প্রথম ঃ যে ব্যক্তি দুই হজ্জের ইহ্রাম অকুফে আরাফা ছুটিয়া যাওয়ার পূর্বে বাঁধিয়াছেন। দ্বিতীয় ঃ যে ব্যক্তি দ্বিতীয় উমরার ইহ্রাম প্রথম উমরার সাঈ সম্পন্ন করার পূর্বে বাঁধিয়াছেন। উক্ত দুই অবস্থায় যখন মুহ্রিম মক্কা মুকাররামার দিকে রওয়ানা হইবেন, তখন নিয়ত ছাড়াই এক ইহ্রাম ছুটিয়া যাইবে।

হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম ভঙ্গ করা ঃ

মাসআলা ঃ হজ্জ অথবা উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর ইহ্রাম ভঙ্গ করা অথবা পরিবর্তন করা জায়েয নহে। ভঙ্গ করার অর্থ—হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর হজ্জের ইচ্ছাকে স্থগিত করা এবং হজ্জের কাজ-কর্ম ছাড়িয়া দিয়া উমরার কার্য সম্পাদন করা আর ঐ ইহ্রামকে উমরার ইহরামে পরিণত করা অথবা উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর উমরার ইচ্ছাকে স্থগিত করা এবং ঐ ইহ্রামকে হজ্জের ইহ্রামে পরিণত করা; আর উমরার কাজ-কর্ম সম্পাদন না করা।

ইহ্সার অর্থাৎ, শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী অথবা পীড়ার কারণে হজ্জ পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়া ঃ

ইহ্সার শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা এবং বন্দী করা। আর শরীঅতের পরিভাষায় হজ্জ অথবা উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর কোন শত্রু অথবা হিংস্র জীব-জন্তু অথবা রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে আরাফাত এবং তাওয়াফ পালনে অথবা উমরার রুকন অর্থাৎ, শুধু তাওয়াফ পালনে বাধাগ্রস্ত হওয়া। যিনি বাধাগ্রস্ত হন তাহাকে মুহসার বলা হয়। মুহসার শব্দের অর্থ 'যিনি বাধাগ্রস্ত হইয়াছেন'।

মাসআলা ঃ যদি কোন ক্বেরান অথবা এফ্রাদ হজ্জ পালনকারী তাওয়াফে যিয়ারত অথবা অকুফে আরাফা—এই দুইটির কোন একটিও সম্পন্ন করিতে সক্ষম থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে মুহসার বলা যাইবে না। যদি কেহ অকুফে আরাফা সম্পন্ন করেন এবং তাওয়াফে যিয়ারত পালনে বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। তিনি মাথা মুণ্ডন করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন না করিবেন, স্ত্রী সহবাস করা হালাল হইবে না। তবে তাওয়াফে যিয়ারত যখন ইচ্ছা তখনই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি আইয়ামে নহর অতিবাহিত হওয়ার পর করেন, তাহা হইলে বিলম্বের জন্য একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি শুধু অকুফে আরাফা সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে যতক্ষণ হজ্জের সময় থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিবেন। যখন হজ্জ শেষ হইয়া যাইবে তখন উমরার কাজ সম্পাদন করিয়া হালাল হইয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ যদি কোন মুহ্রিম মক্কা মুকাররামায়ই এমন কোন বাধার সম্মুখীন হন যদ্দরুন অকুফে আরাফা এবং তাওয়াফে যিয়ারতের কোনটাই সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাকেও মুহসার বলা হইবে। আর যদি শুধু একটি কাজ সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে মুহসার বিবেচিত হইবেন না। কারণ, যদি অকুফে আরাফা হইতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উমরা করিয়া হালাল হইয়া যাইবেন। আর যদি তাওয়াফে যিয়ারত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এই তাওয়াফ সারাজীবন ব্যাপিয়া আদায় করিতে পারিবেন। অবশ্য আইয়্যামে নহর-এর পরে করিলে দম ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ ইহ্সার-এর কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যদি কেহ নিম্নবর্ণিত কোন একটি কারণেরও সম্মুখীন হন, তাহা হইলে তাহাকে মুহসার বলা হইবে।

১। কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া—চাই সেই শত্রু মুসলমানই হউক অথবা কাফের।

২। এমন কোন হিংস্র প্রাণী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া যাহাকে পরাভূত করা তাহার ক্ষমতার বাহিরে।

৩। বন্দী হওয়া অথবা বাদশাহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

৪। হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা এমনভাবে খোঁড়া হইয়া পড়া যাহাতে চলাফেরা করা সম্ভব নহে।

৫। সফরের কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়া, চাই এই ভয় নিজের প্রবল ধারণা হইতে জাগ্রত হউক বা কোন ধর্ম পরায়ণ চিকিৎসকের কথায় জাগ্রত হউক।

৬। মহিলার মাহ্রাম অথবা স্বামী রাস্তায় মক্কা মুকার্রামা হইতে সফরের দূরত্বে মারা যাওয়া অথবা প্রথম দিকেই ইহ্রাম বাঁধার পর মাহ্রাম অথবা স্বামী বিদ্যমান না

হওয়া— যখন মক্কা মুকার্‌রামা হইতে তিন দিন অথবা ততোধিক দূরত্বে অবস্থান করিবেন।

৭। পাথেয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়া।

৮। সওয়ারী হালাক হইয়া যাওয়া। কিন্তু যদি পদাতিকভাবে চলিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে এক্ষেত্রে মুহসার বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। অথবা সক্ষম বটে, কিন্তু হালাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

৯। পদাতিকভাবে চলিতে অক্ষম হওয়া এবং সওয়ারী গ্রহণ করিতে সক্ষম না থাকা—শুধু রাহা-খরচের সক্ষমতা থাকা।

১০। মক্কা মুকাররামা অথবা আরাফাতের রাস্তা ভুলিয়া যাওয়া।

১১। স্বামীর বিনা অনুমতিতে ইহ্‌রাম বাঁধার অবস্থায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নফল হজ্জ অথবা উমরা পালনে বাধা প্রদান করা। এমনিভাবে মালিক কর্তৃক তাহার গোলাম অথবা বাঁদীকে বাধা প্রদান করা।

১২। ইহ্‌রামের পরে মহিলার উপরে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া। যদিও মাহ্‌রাম বিদ্যমান থাকেন।

যখন কোন পুরুষ অথবা মহিলা ইহ্‌রাম বাঁধার পর অকুফে আরাফার পূর্বে উপরোল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে কোন কারণের সম্মুখীন হইবেন, তখন তাহাকে মুহসার বলা হইবে। আর যদি অকুফে আরাফার পরে এই ধরনের কোন কারণের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে শরীঅতের দৃষ্টিতে তিনি মুহসার হইবেন না।

মুহ্‌সার-এর হুকুম ঃ

মাসআলা ঃ যখন কোন ব্যক্তি উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য শরীঅতের দৃষ্টিতে মুহসার হইয়া পড়িবেন, তখন হয় সেই কারণ দূরীভূত হওয়ার অপেক্ষা করিবেন এবং বাধা অপসারিত হওয়ার পর যদি হজ্জ পাওয়া যায়, তাহা হইলে হজ্জ সমাপন করিবেন। অন্যথায় উমরা সম্পন্ন করিয়া হালাল হইয়া যাইবেন। আর যদি অপেক্ষা করা কষ্টকর হয় এবং যথাশীঘ্র হালাল হওয়ার তাড়া থাকে, তাহা হইলে—

১। যদি তিনি শুধু হজ্জ অথবা শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিকে একটি দম অথবা দুইটি দম-এর মূল্য দিয়া হরমে পাঠাইয়া দিবেন—যেন সে তাহার পক্ষ হইতে হরমে সেই দম যবেহ্ করে এবং যবেহ্ করার দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারিত করিয়া দিবেন। অথবা

২। ইচ্ছা করিলে যে জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেখানেই অবস্থান করিবেন। অথবা

৩। নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। অথবা

৪। অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ মুহসার-এর জন্য ইহ্‌রাম খোলার ব্যাপারে চুল কাটা অথবা মাথা মুণ্ডন করা শর্ত নহে। যেই দিনটি দম যবেহ্ করার জন্য নির্ধারিত করিবেন সেই দিন নির্ধারিত

সময়ে শুধু যবেহ্[১]-এর মাধ্যমেই হালাল হইয়া যাইবেন। তবে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। যদি মুহসার ক্বেরান আদায়কারী হন, তাহা হইলে তাহার জন্য দুইটি দম যবেহ্ করানো ওয়াজিব। একটি হজ্জের ইহ্‌রামের জন্য এবং অপরটি উমরার ইহ্‌রামের জন্য। প্রত্যেকটির জন্য দম নির্দিষ্ট করা শর্ত নহে, তবে উত্তম। যদি ক্বেরান পালনকারী মাত্র একটি দম যবেহ্ করান, তাহা হইলে তাহার ইহ্‌রাম ততক্ষণ পর্যন্ত খুলিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় দম যবেহ্ না করাইবেন। কেননা, ক্বেরান পালনকারী একই সময়ে উভয় ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া থাকেন।

মাসআলা ঃ যদি কেহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হালাল হইয়া যান অর্থাৎ, কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিয়া ফেলেন অথবা জানিতে পারেন যে, যবেহ্ হরমে অনুষ্ঠিত হয় নাই; বরং হিল্ল এলাকায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপরাধের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। যদি অপরাধ বার বার সংঘটিত হয়, তাহা হইলে কাফ্‌ফারাও বার বারই আরোপিত হইবে।

মাসআলা ঃ যিনি যবেহ্ করিবেন তাহাকে যেই দিন যবেহ্ করার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি যদি নির্ধারিত দিবসের দুই একদিন পূর্বে যবেহ্ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে উক্ত দম দ্বারা মুহসার-এর হালাল হওয়া জায়েয হইবে। আর যদি উক্ত দিবসের সামান্য সময় পরেও যবেহ্ করেন—তাহা হইলে হালাল হওয়া জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ ইহ্‌সার-এর ক্ষেত্রে আইয়ামে নহর-এর মধ্যে যবেহ্ করা শর্ত নহে। হরমের অভ্যন্তরে যবেহ্ করাই শর্ত। যদি যবেহ্ করার পরে জানা যায় যে, যবেহ্ হরমে হয় নাই; বরং হিল্ল এলাকায় হইয়াছে, তাহা হইলে পুনরায় দ্বিতীয় দম হরমে[২] যবেহ্ করা জরুরী হইবে।

টীকা

১· অধিকাংশ ফকীহ্‌গণের মতে শুধু যবেহ্‌র মাধ্যমেই হালাল হইয়া যাইবেন। কিন্তু 'লুবাবের' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, শুধু যবেহ্ দ্বারা ইহ্‌রাম হইতে বাহির হইতে পারিবেন না—যতক্ষণ না কোন নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করিবেন। তাহা মাথা মুণ্ডন ছাড়া অন্য কোন কর্ম হইতে পারে। কিন্তু 'রাদ্দুল মুহ্‌তার' এবং 'গুনিয়াহ্' গ্রন্থে যেহেতু লুবারের গ্রন্থকারের অভিমতকে খণ্ডন করা হইয়াছে এবং 'যুবদাতুল মানাসিক' গ্রন্থেও শুধু যবেহ্ দ্বারা হালাল হওয়াকে গ্রহণ করা হইয়াছে। সেইহেতু উহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যে, শুধু যবেহ্ দ্বারাই হালাল হইয়া যাইবেন।

২· অবশ্য যদি এমন কোন জায়গায় অবরুদ্ধ হন যেখান থেকে হরম পর্যন্ত দম পৌঁছানো সম্ভব নহে—যেমন ঃ জাহাজ কর্তৃপক্ষ জাহাজ আটকাইয়া ফেরত পাঠাইয়া দিল। এমতাবস্থায় হরমের বাহিরে কোরবানীর পশু যবেহ্ করিয়া হালাল হওয়ার অবকাশ নিম্নোক্ত ভাষ্য হইতে পাওয়া যায়। 'হেদায়া' গ্রন্থের অনুবাদ 'আইনুল হেদায়া' গ্রন্থে আছে—হানাফী আলেমগণ জওয়াব দিয়াছেন যে, হোদায়বিয়া প্রান্তর অর্ধেক হিল্ল এবং অর্ধেক হরম। হয়তো হুযুর (দঃ) হরম অংশেই যবেহ্ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, মুশরেকীনরা শুধু কোরবানীর পশুকেই আটকাইয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

هم الذين كفرواصدوكم عن المسجدالحرام والهدى معكوفا ان يبلغ محله

মোটের উপর তাহারা কোরবানীর পশুকে তাহার অভীষ্ট স্থানে যাইতে দেয় নাই। 'মাবসুত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, হুযূর (দঃ) হিল্ল এলাকাতেই যবেহ্ করিয়াছিলেন। কেননা, তখন তিনি এমন কাহাকেও পান নাই +

বাধা বা অবরোধ অপসারিত হওয়ার পর হজ্জ অথবা উমরার ক্বাযা ওয়াজিব হওয়াঃ

মাসআলাঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তি হরমে দম যবেহ করানোর পর হালাল হইয়া থাকে এবং যে কাজের ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়াছে, বাধা অপসারিত হওয়ার পর তাহার উপর উহার ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। যদি হজ্জের ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া থাকেন, তবে উহার ক্বাযাস্বরূপ একটি হজ্জ ও একটি উমরা আদায় করা ওয়াজিব হইবে। তবে শর্ত এই যে, হজ্জের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে হইবে এবং অবরুদ্ধ হওয়ার বৎসর হজ্জ সমাপনে অক্ষম থাকিতেও হইবে। আর যদি তখন সেই বৎসরের হজ্জ সমাপ্ত না হয় এবং সেই বৎসরই পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ করিয়া নেন, তবে ক্বাযার নিয়ত করার প্রয়োজন হইবে না এবং উমরাও ওয়াজিব হইবে না। আর যদি ক্বেরানের ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার জন্য ক্বাযা স্বরূপ একটি হজ্জ এবং দুইটি উমরা ওয়াজিব হইবে। তাহার এখ্‌তিয়ার থাকিবে—ইচ্ছা করিলে ক্বেরান পালন করিবেন এবং পরে একটি উমরা আদায় করিয়া নিবেন, অথবা পৃথকভাবে একটি হজ্জ এবং দুইটি উমরা পালন করিবেন। ইহাও শুধু তখনই করিতে পারিবেন, যখন অবরুদ্ধ হওয়ার বৎসর ক্বেরান পালনে অপারগ হইবেন। আর যদি সেই বৎসরই আদায় করিয়া নেন তাহা হইলে ক্বেরানের উমরাই ওয়াজিব হইবে। ক্বাযার দ্বিতীয় উমরা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি উমরার ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু একটি উমরাই করিতে হইবে এবং যখন ইচ্ছা উমরা পালন করিতে পারিবেন।

মাসআলাঃ যদি কেহ এমন ইহ্‌রাম হইতে হালাল হন যন্মধ্যে হজ্জ অথবা উমরার নিয়ত ছিল না, তাহা হইলে ইস্তিহ্‌সান হিসাবে একটি উমরা আদায় করিবেন। আর যদি ইহ্‌রামের সময় নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরে ভুলিয়া যান—অর্থাৎ, হজ্জের ইহ্‌রাম ছিল, না উমরার ইহ্‌রাম—কোনটি বাঁধিয়াছিলেন তাহা মনে করিতে না পারেন, তাহা হইলে শুধু একটি মাত্র দম হালাল হওয়ার জন্য প্রেরণ করাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরে একটি হজ্জ ও একটি উমরা আদায় করিতে হইবে।

+ যাহার মাধ্যমে পশুকে হরমে পৌঁছাইতে পারেন। তাহা হইলে হুযূর (দঃ)-এর জন্য উহা ছিল বিশেষ হুকুম। হেদায়ার অনুবাদক বলেন, আমি বলিতেছি যে, এই ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি হরমে প্রেরণের জন্য লোক না পাইবেন তিনি যেন অবরুদ্ধ হওয়ার স্থানেই যবেহ করিয়া ফেলেন। আর উহাতে সন্দেহ নাই যে, যদি নিয়া যাওয়া সম্ভব না হয় অথবা মানুষ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উহা ছাড়া গত্যন্তরও নাই। ইহা আমাদের মতে প্রয়োজন এবং সংকটের কারণে জায়েযের অবকাশস্বরূপ। ইমাম শাফেয়ীর মতে সাধারণভাবেই জায়েয। উহা দ্বারা জাহাজ প্রভৃতি স্থানে অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্যও অবকাশ বাহির হইল। আসল মাযহাব এই যে, এই ইহ্‌রামের অবস্থায় হালাল হওয়ার শর্তকরণ কোন উপকারী বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান যুগেও যদি কঠিন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলেও অবকাশ থাকিবে। তাহাও ঐ সময়, যখন আলেমগণ উহাকে যথার্থ মনে করিয়া উহাকে এই কিতাবের মধ্যে শামিল করিতে ইচ্ছা করিবেন।

মাসআলাঃ যদি কেহ অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে নফল হজ্জ হইতে হালাল হন, তবে যদি অবরুদ্ধ হওয়ার বৎসরই হজ্জ সম্পন্ন করিয়া নেন, তবে ক্বাযার নিয়ত করা জরুরী নহে। আর যদি সেই বৎসর সম্পন্ন করিতে না পারেন; বরং পরে করেন, তাহা হইলে ক্বাযার নিয়ত ওয়াজিব হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন অবরুদ্ধ ব্যক্তি ফরয হজ্জ হইতে হালাল হন, তবে তাহার জন্য ক্বাযার নিয়ত করা ওয়াজিব নহে। চাই অবরুদ্ধ হওয়ার বৎসর হজ্জ করুন অথবা পরে করুন। আর হজ্জের সহিত উমরাও শুধু তখনই ওয়াজিব হইবে যখন অবরুদ্ধ হওয়ার বৎসর হজ্জ সমাপন না করিবেন এবং শুধু কোরবানীর পশু যবেহ করাইয়াই হালাল হইবেন। যদি উমরার কাজ সম্পন্ন করিয়া হালাল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্বাযাস্বরূপ উমরা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলাঃ প্রত্যেক অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপরই ক্বাযা ওয়াজিব। চাই উহা ফরয হজ্জ হউক অথবা নফল, নিজের হউক অথবা বদল, বিশুদ্ধ হজ্জ হউক অথবা ফাসেদ, স্বাধীন হউক অথবা গোলাম। অবশ্য গোলামের উপরে স্বাধীন হওয়ার পরে ক্বাযা ওয়াজিব হইবে।

দমে ইহ্‌সার প্রেরণ করার পর ইহ্‌সার দূরীভূত হইয়া যাওয়াঃ

মাসআলাঃ (১) যদি দমে ইহসার প্রেরণের পূর্বেই ইহ্‌সার অপসারিত হইয়া যায় এবং হজ্জ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, হজ্জে গমন করা ওয়াজিব হইবে।

(২) আর যদি দমে ইহ্‌সার রওয়ানা করার পর ইহ্‌সার দূরীভূত হয়, তাহা হইলে যদি এই পরিমাণ সময় থাকে যে, দমে ইহসার এবং হজ্জ উভয়ই পাওয়া যাইবে—তবে হজ্জে গমন করা ওয়াজিব হইবে এবং কোরবানীর পশু অর্থাৎ, দমে ইহ্‌সার সম্পর্কে যাহা ভাল মনে হয় তাহাই করিতে পারিবেন; উহা যবেহ করা ওয়াজিব হইবে না।

(৩) আর যদি হজ্জ এবং কোরবানীর পশু কোনটিই পাওয়া না যায়, অথবা

(৪) কোরবানীর পশু পাওয়া যায়, হজ্জ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে হজ্জে গমন করা জরুরী নহে। তবে গমন করা না করার ব্যাপারে এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে। আর যদি,

(৫) কোরবানীর পশু পাওয়া না যায়, কিন্তু হজ্জ পাওয়া যায়, তাহা হইলে হালাল হওয়া জায়েয। তবে হজ্জে গমন করাই উত্তম। যদি না যান, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না।

মাসআলাঃ যদি ক্বেরান পালনকারীর প্রতিবন্ধকতা কোরবানীর পশু রওয়ানা করার পর অপসারিত হইয়া যায় এবং এখন তিনি হজ্জ অথবা কোরবানীর পশু কোনটাই না পান, তবে হজ্জে গমন করা ওয়াজিব নহে। বরং তাহার এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে—ইচ্ছা হয় এখানে অবস্থান করিয়া কোরবানীর পশু যবেহ হওয়ার অপেক্ষাও করিতে পারেন যাহাতে হালাল হইয়া যাইবেন কিংবা মক্কা মুবার্‌রামা গমন করতঃ উমরা পালন করিয়া হালাল

হইয়া যাইবেন। যদি গিয়া উমরা করিয়া নেন তাহা হইলে ক্বাযাস্বরূপ দ্বিতীয় উমরা ওয়াজিব হইবে না। নতুবা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি উমরা পালনকারীর প্রতিবন্ধকতা কোরবানীর পশুর রওয়ানা করার পূর্বে অথবা পরে এমন সময় অপসারিত হয় যে, কোরবানীর পশু পাওয়া যাইবে—তাহা হইলে তাহার মক্কায় গমন করা ওয়াজিব। আর যদি কোরবানীর পশু পাওয়া না যায়, তাহা হইলে গমন করা ওয়াজিব নহে এবং উমরা যখন ইচ্ছা করিতে পারিবেন। কেননা, হজ্জের মত উহার কোন বিশেষ সময় নির্ধারিত নাই।

এক ইহ্‌সারের পর দ্বিতীয় ইহ্‌সার ঃ

মাসআলা ঃ যদি অবরুদ্ধ ব্যক্তি কোরবানীর পশু রওয়ানা করার পর অবরোধ অপসারিত হইয়া যায়, কিন্তু আবার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, তাহা হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তির যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, যদি এই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা দেখা না দিত, তাহা হইলে তিনি কোরবানীর পশুটি জীবিত পাইতেন, তবে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রথম কোরবানীর পশুকে নিয়ত করিয়া নিলেই উহা দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার জন্যও যথেষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার নিয়ত না করেন, আর কোরবানীর পশুটি যবেহ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার যবেহর উপরে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হইতে হালাল হওয়া জায়েয হইবে না। দ্বিতীয় আরেকটি পশু প্রেরণ করা জরুরী হইবে।

দমে ইহ্‌সার প্রেরণে সক্ষম না হওয়া ঃ

মাসআলা ঃ যদি অবরুদ্ধ ব্যক্তির নিকট কোরবানীর পশু না থাকে অথবা এই পরিমাণ অর্থও না থাকে, যদ্দ্বারা পশু ক্রয় করা যাইতে পারে অথবা পশু ও টাকা থাকা সত্ত্বেও এমন কোন লোক পাওয়া না যায় যাহার মাধ্যমে পশু অথবা টাকা পাঠাইয়া দম যবেহ করাইবেন, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত পশু হরমে যবেহ না করাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলিতে পারিবেন না অথবা নিজে মক্কা মুকার্‌রমায় উপস্থিত হইয়া উমরা পালন করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এতদুভয়ের যে কোন একটি ব্যবস্থা না করিবেন, মুহ্‌রিম অবস্থায়ই থাকিয়া যাইবেন।

মাসআলা ঃ দমে ইহ্‌সারের পরিবর্তে রোযা রাখা অথবা সদকা প্রদান করা যথেষ্ট নহে। ইহাই প্রসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে একটি রেওয়ায়ত বর্ণিত রহিয়াছে যে, যদি কোরবানীর পশু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ঠিক করিয়া প্রত্যেক মিসকীনকে এক সের সাড়ে বার ছটাক হারে গম সদকা করিতে হইবে। যদি কেহ সদকা প্রদান করিতেও সক্ষম না হন, তাহা হইলে প্রত্যেক অর্ধছা'-এর বদলে একটি করিয়া রোযা রাখিবেন এবং পরে হালাল হইয়া যাইবেন। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইহার উপরে আমল করার অবকাশ রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ইহ্‌রামের সময় এই শর্ত করিয়া থাকেন যে, যদি অবরুদ্ধ হইয়া যাই, তবে দমে ইহ্‌সার প্রেরণ করিব না, তবুও দমে ইহ্‌সার প্রেরণ করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি ক্বেরান আদায়কারী দুইটি দমের কিছু মূল্য প্রেরণ করেন, কিন্তু উহা দ্বারা শুধু একটি মাত্র দম ক্রয় করা সম্ভব হয় এবং তাহা যবেহ করা হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় দম যবেহ করা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হইবেন না।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং মাহ্‌রাম সঙ্গে থাকেন, কিন্তু স্বামী তাহাকে যাইতে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি মুহ্‌সারে গণ্য হইবেন। অবশ্য দমে ইহ্‌সার যবেহর অপেক্ষা না করিয়া স্ত্রীর ইহ্‌রাম সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া ফেলার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে।[১] কিন্তু এমতাবস্থায় সেই মহিলার উপরে একটি দম, একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হইবে। তবে ফরয হজ্জের কথা আলাদা। সেখানে যদি মাহ্‌রাম সঙ্গে না থাকেন এবং স্বামী তাহাকে আটকাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে কোরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত হালাল হইতে পারিবেন না।

হজ্জ ছুটিয়া যাওয়া ঃ

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত মোটেও অকুফে আরাফা না করেন, তবে তাহার হজ্জ ছুটিয়া যাইবে। আর যদি ৯ই যিলহজ্জের সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় অল্প কিছুক্ষণও অকুফে আরাফা করেন, হজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ যখন কোন ওযরবশতঃ অথবা বিনা ওযরে হজ্জ ছুটিয়া যাইবে, তখন হজ্জের অবশিষ্ট কাজ পরিহার করিতে হইবে এবং এই ইহ্‌রামেই উমরার কর্ম সম্পাদন অর্থাৎ, তাওয়াফ ও সাঈ সমাপন করতঃ মাথা মুণ্ডন করিয়া ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন এফ্‌রাদ হজ্জ পালনকারী হজ্জ না পান এবং উমরা করিয়া হালাল হইয়া যান, তাহা হইলে তাহার উপরে শুধু হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। উমরা, দম কিংবা তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হইবে না। আর যদি ক্বেরান আদায়কারী হন, তাহা হইলে যদি হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার পূর্বে উমরাও না করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে উমরার জন্য প্রথমে একটি তাওয়াফ এবং সাঈ আদায় করিতে হইবে। তারপর হজ্জের জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ সমাপন করিয়া মাথা মুণ্ডন করতঃ হালাল হইয়া যাইবেন। তাহার উপর এমতাবস্থায় শুধু হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে, দমে ক্বেরান মাফ হইয়া যাইবে। ক্বাযার ক্ষেত্রে উমরাও ওয়াজিব হইবে না। তাওয়াফ করার সময় হইতে ক্বেরান পালন-কারী তাল্‌বিয়াহ্ মুলতবী করিবেন না। ইহাতেই তাহার ইহ্‌রাম খুলিয়া যাইবে। আর যদি তামাত্তো' পালনকারী হন, তবে হজ্জ ছুটিয়া গেলেই তামাত্তো'ও বাতিল হইয়া যাইবে এবং

টীকা

১. এমতাবস্থায় ইহ্‌রাম খোলাইবার নিয়ম এই যে, স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধ যেমন; নখ কর্তন চুম্বন কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার প্রভৃতির সাহায্যে হালাল করিবেন। সহবাস দ্বারা হালাল করার তুলনায় এভাবে হালাল করাই উত্তম। বরং সহবাস দ্বারা হালাল করা মাক্‌রূহ বলিয়া উল্লেখ আছে। —লুবাব, গুনিয়াহ্

দমে তামাত্তো'ও মাফ হইয়া যাইবে। তাহাকে উমরা সমাপন করিয়া হালাল হইতে হইবে এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জের ক্বাযা করিতে হইবে।

মাসআলাঃ যাহার হজ্জ ছুটিয়া যায় তাহার উপর তাওয়াফে সদর এবং কোরবানী ওয়াজিব হয় না।

মাসআলাঃ হজ্জ চাই নফল হউক অথবা ফরয অথবা মান্নতের, প্রথম হইতেই ফাসেদ হউক অথবা পরে ফাসেদ হউক, ছুটিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় একই হুকুম।

মাসআলাঃ যদি কোন তামাত্তো' পালনকারীর সহিত কোরবানীর পশু থাকে, তাহা হইলে হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার পর উহাকে যাহা খুশী তাহাই করার এখ্‌তিয়ার আছে।

মাসআলাঃ উল্লেখ্য যে, উমরা ছুটিয়া যাইতে পারে না। কারণ, ইহা আরাফাতের দিবস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আইয়ামে তাশ্‌রীক ব্যতীত সব সময়ই করা জায়েয। তবে উপরোক্ত দিনগুলিতে মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমী। তবু যদি কেহ উক্ত দিবসসমূহে উমরা পালন করেন, তাহা হইলে শুদ্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু গুনাহ্‌ হইবে।

ক্বাযা হজ্জের কারণসমূহঃ

মাসআলাঃ হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য চারটি কারণ রহিয়াছে। যথাঃ

১। অকুফে আরাফা ছুটিয়া যাওয়া।

২। ইহ্‌সার অর্থাৎ, অকুফে আরাফা হইতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

৩। সহবাসের মাধ্যমে হজ্জ ভঙ্গ করা।

৪। হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর ছাড়িয়া দেওয়া।

বদলী হজ্জ

[অর্থাৎ, অন্যকে দিয়া হজ্জ করানো]

যিনি অন্যের মাধ্যমে হজ্জ করাইবেন তাহাকে আদেশদাতা এবং যিনি অন্যের আদেশে বদলী হজ্জ করিবেন, তাহাকে আদিষ্ট ব্যক্তি বলা হয়।

মাসআলাঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আমলের সওয়াব অন্য ব্যক্তিকে (তিনি জীবিতই হউন অথবা মৃত) বখশিয়া দিতে পারেন। চাই সেই আমল রোযা হউক অথবা নামায, হজ্জ হউক অথবা সদকা, অথবা অন্য কোন এবাদত।

মাসআলাঃ এবাদত ৩ প্রকার। যথাঃ

১। আর্থিক এবাদত। যেমনঃ যাকাত, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি। এই জাতীয় এবাদত প্রতিনিধির মাধ্যমে আদায় করানো যাইতে পারে। চাই প্রয়োজনের কারণে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হউক অথবা বিনা প্রয়োজনে।

২। শারীরিক এবাদত। যেমনঃ নামায, রোযা ইত্যাদি। এই জাতীয় এবাদত প্রতি-নিধির মাধ্যমে আদায় করানো জায়েয নহে।

৩। আর্থিক ও শারীরিক মিশ্র এবাদত। যেমনঃ হজ্জ। উহা শুধু তখনই প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো যাইবে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং হজ্জ সমাপন করিতে শারীরিকভাবে অপারগ হইবেন। যদি কেহ নিজে আদায় করিতে সক্ষম থাকেন, তাহা হইলে অন্যের দ্বারা আদায় করাইতে পারিবেন না।

মাসআলাঃ নফল হজ্জ এবং নফল উমরা সর্বাবস্থায় অন্যের মাধ্যমে আদায় করানো জায়েয। অর্থাৎ, যিনি নফল হজ্জ করাইবেন তিনি স্বয়ং আদায় করিতে সক্ষম থাকুন বা না থাকুন—অন্যের মাধ্যমে আদায় করাইতে পারিবেন।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির উপরে হজ্জ ফরয এবং আদায় করার সময় পাওয়া সত্ত্বেও আদায় করেন নাই এবং পরে আদায় করিতে (শারীরিকভাবে) অপারগ হইয়া পড়েন—তাহার উপর অন্য কাহারো দ্বারা হজ্জ করানো ফরয। চাই নিজের জীবদ্দশায় করাইবেন অথবা মৃত্যুর পরে করাইবার ওসিয়ত করিয়া যাইবেন। তাহার উপর ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি আদায় করার সময় না পান অথবা হজ্জে যাওয়ার পথে[১] মারা যান, তাহা হইলে তাহার উপর হইতে হজ্জ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহার উপর হজ্জ করাইবার ওসিয়ত করা ওয়াজিব নহে।

মাসআলাঃ অপারগ হওয়ার কারণগুলি এই—(১) মৃত্যু, (২) বন্দীত্ব, (৩) এমন পীড়া যাহা হইতে আরোগ্য লাভের কোন আশা নাই। যেমনঃ অর্ধাঙ্গ রোগ, অন্ধত্ব, (৪) খোঁড়া হইয়া যাওয়া, (৫) এতবেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়া—যদ্দরুন সওয়ারীর উপরে বসিবার ক্ষমতাও না থাকা, (৬) মহিলাদের জন্য মাহ্‌রাম না থাকা এবং (৭) পথ-ঘাট নিরাপদ না হওয়া। উপরোক্ত ওযরসমূহ আমৃত্যু বহাল থাকা অক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য শর্ত।

বদলী হজ্জের শর্তসমূহ

নফল হজ্জ অন্য লোকের সাহায্যে করানোর জন্য হজ্জ সমাপনকারীর মধ্যে শুধু উপযুক্ততা অর্থাৎ, ইসলাম, বুদ্ধি এবং ভাল মন্দ বুঝার বিচার ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট; অন্য কোন শর্ত নাই। অবশ্য ফরয হজ্জ অন্য কাহারও দ্বারা করাইতে হইলে ২০টি শর্ত রহিয়াছে। উক্ত শর্তসমূহ পাওয়া ছাড়া যদি অন্যের দ্বারা হজ্জ করানো হয়, তাহা হইলে আদায় হইবে না।

(১) যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করাইবেন, তাহার উপর হজ্জ ফরয হইতে হইবে। অর্থাৎ, হজ্জ করার মত মাল থাকিতে হইবে এবং সুস্থ-সবল হইতে হইবে। যদি কেহ

টীকা

১· ইহা তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার বৎসর হজ্জে গমন করিবেন এবং মারা যাই-বেন। যদি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসর গমন করেন, তাহা হইলে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইবে।

হজ্জ ফরয হইবার পূর্বেই হজ্জ করাইয়া ফেলেন এবং পরে মালদার হন, তাহা হইলে পুনরায় হজ্জ করা বা করানো ফরয হইবে। এমতাবস্থায় প্রথম হজ্জ নফল বলিয়া গণ্য হইবে—ফরয হিসাবে পরিগণিত হইবে না।

(২) হজ্জ ফরয হওয়ার পর স্বয়ং হজ্জ করিতে দরিদ্র হইয়া যাওয়ার কারণে অথবা কোন পীড়ার কারণে অপারগ হইয়া যাওয়া। যদি কেহ হজ্জ ফরয হওয়ার পর অপারগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করান এবং তারপর অপারগ হন, তাহা হইলে ফরয হজ্জ আদায় হইবে না—দ্বিতীয়বার করানো ওয়াজিব হইবে।

(৩) আমৃত্যু অক্ষমতা বজায় থাকা। যদি মৃত্যুর পূর্বে ওযর দূরীভূত হইতে থাকে এবং স্বয়ং হজ্জ করিতে সক্ষম হইয়া যান, তাহা হইলে নিজে হজ্জ সমাপন করা ওয়াজিব হইবে, অবশ্য যদি এমন কোন ওযর থাকে যাহা সাধারণতঃ দূর হয় না—যেমনঃ অন্ধত্ব —তাহা হইলে এমন ওযরের অবস্থায় হজ্জ সমাপন করানোর পর যদি প্রকৃতিগতভাবেই ভাল হইয়া যান, তবে পুনরায় হজ্জ করানো ওয়াজিব হইবে না।[১]

(৪) জীবিত লোকের জন্য অপর ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ হইতে হজ্জ করার আদেশ করা আর মৃত ব্যক্তি যদি হজ্জ করাইবার ওসিয়ত করিয়া যান, তাহা হইলে ওছী অথবা উত্তরাধিকারীর আদেশ করা শর্ত। অবশ্য ওয়ারিস যদি নিজের মুরিস-এর পক্ষ হইতে অথবা সন্তান তাহার পিতা-মাতার পক্ষ হইতে তাহাদের মৃত্যুর পর বিনা অনুমতিতে হজ্জ করেন তাহা হইলে জায়েয হইবে। যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত না করেন এবং অতঃপর ওয়ারিস অথবা অপরিচিত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

(৫) হজ্জের সফরের যাবতীয় ব্যয়ভার তাহারই বহন করা যিনি হজ্জ করাইতেছেন। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাহার নিজের হজ্জ হইবে, আদেশদাতার হইবে না। অবশ্য যদি অধিকাংশ টাকা আদেশদাতার ব্যয় হয় এবং অল্প কিছু টাকা আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যয় করে, অথবা সমস্ত টাকা নিজে ব্যয় করে এবং তাহাকে হজ্জ করার জন্য যে মাল দেওয়া হইয়াছিল উহা হজ্জের খরচের জন্য যথেষ্ট ছিল; আর পরে হজ্জের আদেশদাতার মাল হইতে ব্যয়িত টাকা নিয়া নেন তাহা হইলে হজ্জের আদেশদাতার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি হজ্জ করার মত পর্যাপ্ত মাল ছিল না তাহা হইলে অধিকাংশের বিবেচনা করা হইবে। যদি অধিকাংশ খরচ আদেশ-দাতার মাল হইতে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে। নতুবা আদায় হইবে না।

টীকা

১· এই হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যিনি এমনভাবে অন্ধ হইয়া যান যে, তাহার চক্ষু আর ভাল হইবার আশা থাকে না। যদি চক্ষুর ছানি প্রভৃতির কারণে অন্ধ হন এবং চক্ষু ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ইহা ওযর নহে।

৬। ইহ্‌রামের সময় আদেশদাতার পক্ষ হইতে হজ্জের নিয়ত করা। যদি ইহ্‌রামের সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করেন এবং হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে আদেশদাতার পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট করিয়া নেন, তবে তাহাও জায়েয হইবে। যদি হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পর আদেশদাতার পক্ষ হইতে নিয়ত করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার ফরয আদায় হইবে না; বরং আদেশদাতার টাকা-পয়সা ফেরত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হইবে।

মাসআলাঃ এইভাবে বলা যে, অমুকের পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিতেছি—মুখে বলা উত্তম, কিন্তু জরুরী নহে। মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট।

মাসআলাঃ যদি কেহ আদেশদাতার নাম ভুলিয়া যান, তাহা হইলে এমতাবস্থায় শুধু আদেশদাতার পক্ষ হইতে নিয়ত করাই যথেষ্ট হইবে।

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তির উপরে হজ্জ ফরয থাকে এবং তাহার আদেশে কেহ তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করেন; আর ফরয বা নফল ইত্যাদি কিছুই নিয়ত না করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার ফরয আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি নফলের নিয়ত করেন, তাহা হইলে ফরয আদায় হইবে না।

৭। শুধু এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা। যদি কেহ দুই ব্যক্তির পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ করেন, তাহা হইলে দুই জনের কাহারই হজ্জ শুদ্ধ হইবে না। উহা হজ্জ-আদিষ্ট ব্যক্তির হইয়া যাইবে এবং এই দুই জনের টাকাই ফেরত দিতে হইবে। হজ্জ করার পর উহাকে কোন একজনের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট করার এখ্‌তিয়ার নাই।

মাসআলাঃ যদি কেহ নফল হিসাবে আদেশ ছাড়াই দুই জন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে অথবা নিজের পিতা-মাতার পক্ষ হইতে এক ইহ্‌রামে হজ্জের নিয়ত করেন, তাহা হইলে ইহ্‌রামের পরে হজ্জের কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বে অথবা হজ্জ সমাপন করিয়া কোন একজনের জন্য উক্ত হজ্জকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে দুরস্ত হইবে। কেননা, এই হজ্জ আদায়কারীর হইয়াছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহার সওয়াব বখ্‌শিয়া দিতে পারেন। চাই একজনকে অথবা উভয়কে।[১]

৮। শুধু এক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা। যদি কেহ প্রথমে এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং পরে দ্বিতীয় ইহ্‌রাম নিজের পক্ষ হইতে বাঁধিয়া নেন, তাহা হইলে আদেশ-দাতার হজ্জ শুদ্ধ হইবে না যতক্ষণ দ্বিতীয় ইহ্‌রাম বর্জন না করিবেন।

৯। আদিষ্ট ব্যক্তির স্বয়ং আদেশদাতার পক্ষ হইতে হজ্জ করা। যদি আদেশদাতা কোন বিশেষ লোককে নির্দিষ্ট করেন—এমতাবস্থায় এই আদিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন ওযরবশতঃ অপর ব্যক্তির দ্বারা হজ্জ করান, তাহা হইলে হজ্জ হইবে না এবং উভয় ব্যক্তিই জামিন থাকিবেন। অবশ্য যদি আদেশদাতা এখ্‌তিয়ার দিয়া থাকেন যে, ইচ্ছা হইলে নিজে করিবেন অথবা অপর কাহারও দ্বারা করাইবেন, তাহা হইলে শুদ্ধ হইয়া

টীকা

১· উহা দ্বারা মাতা-পিতার ফরয হজ্জ মাফ হইবে না; বরং তাহা শর্ত মোতাবেক সমাপন করিতে হইবে।

যাইবে। আদেশদাতার জন্য সমীচীন এই যে, তিনি যেন আদিষ্ট ব্যক্তিকে এখ্‌তিয়ার দিয়া রাখেন। তাহা হইলে ওযরের অবস্থায় অন্যকে দিয়া করাইতে পারিবেন।

১০। নিয়োগপ্রাপ্ত আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট হওয়া। যদি আদেশদাতা এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেন যে, অমুক ব্যক্তি হজ্জ করিবেন—অপর কেহ করিবেন না, এমতাবস্থায় যদি এই অমুক ব্যক্তি মরিয়া যান, তাহা হইলে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির হজ্জ করা জায়েয হইবে না। আর যদি শুধু অমুকের নাম নেন এবং অন্য কাহারও কথা নিষেধ না করেন এবং অমুক ব্যক্তি মারা যান ও অপর ব্যক্তির দ্বারা হজ্জ করাইয়া নেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ ওসিয়ত করিয়া যান যে, অমুক ব্যক্তি হজ্জ করিবেন এবং এই অমুক ব্যক্তি হজ্জ করিতে অস্বীকার করেন আর ওছী অন্য কাহারও দ্বারা হজ্জ করাইয়া নেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে। আর যদি অস্বীকার না করেন এবং এতদ্‌সত্ত্বেও অপর কোন লোককে দিয়া হজ্জ করান, তাহা হইলেও জায়েয হইবে।

১১। আদেশদাতার জন্মস্থান হইতে হজ্জ করা—যদি এক-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে ইহার সুযোগ থাকে। নতুবা মীকাতের বাহিরে যে জায়গা হইতে সম্ভব হয় সেখান হইতে করাইয়া লইবেন। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে ওসিয়ত বাতিল হইয়া যাইবে।

১২। সওয়ারীতে চড়িয়া হজ্জ করা যদি এক-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে ইহার সুযোগ থাকে। যদি কেহ পদব্রজে হজ্জ করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না এবং আদিষ্ট ব্যক্তির উপরে টাকা ফেরত দেওয়া[১] ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি খরচের টাকায় ঘাটতি পড়ার দরুন পদব্রজে চলাফেরা করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ খরচের ব্যাপারে এবং সওয়ারীর উপরে চলাফেরা করার ব্যাপারে অধিকাংশের বিবেচনা হইবে। যদি আদেশদাতার অধিকাংশ টাকা খরচ করা হয় অথবা অধিকাংশ রাস্তা সওয়ারীর উপরে চলা হয়, তাহা হইলে ফরয আদায় হইয়া যাইবে, অন্যথায় আদায় হইবে না।

১৩। হজ্জ অথবা উমরা যাহার জন্য আদেশ করা হইয়াছে—উহার জন্য সফর করা। যদি কেহ হজ্জের আদেশ করেন কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে উমরা পালন করিয়া পরে মীকাতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৎসরই অথবা পরবর্তী বৎসর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না।

টীকা

১· টাকা শুধু তখনই ফেরত দিতে হইবে যখন সাধারণভাবে হজ্জ সমাপনের আদেশ থাকিবে। আর যদি পদাতিকভাবে হজ্জ করার অনুমতি দেওয়া থাকে, তাহা হইলে এই হজ্জ আদেশদাতার নফল হিসাবে গণ্য হইবে এবং খরচের টাকার জামানত অবশ্য কর্তব্য হইবে না। কেননা, তাহারই আদেশে পদাতিকভাবে হজ্জ সমাপন করা হইয়াছে।

﴿تحرير المختار ورد المحتار و ارشاد السارى الى مناسك الملاعلى قارى و غنية المناسك﴾

১৪। আদেশদাতার মীকাত হইতে ইহ্‌রাম বাঁধা। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি মীকাত হইতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়া হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়া নেন এবং হজ্জ করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না।

১৫। আদেশদাতার অবাধ্যতা না করা। যদি আদেশদাতা হজ্জে এফ্‌রাদের আদেশ করিয়া থাকেন, আর আদিষ্ট ব্যক্তি তামাত্তো' আদায় করেন, তাহা হইলে তিনি বিরুদ্ধাচরণকারী হইবেন এবং তাহার উপরে জামানত ওয়াজিব হইবে। অবশ্য সেই হজ্জটি আদিষ্ট ব্যক্তির বলিয়াই গণ্য হইবে। এমনিভাবে যদি হজ্জে ক্বেরান আদায় করেন, তাহা হইলেও বিরুদ্ধাচরণকারী হইবেন এবং তাহাকে জামানত প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য আদেশদাতার অনুমতিতে ক্বেরান আদায় করা জায়েয। কিন্তু দমে ক্বেরান নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করিতে হইবে। আদেশদাতার টাকা হইতে আদায় করা জায়েয হইবে না। আদেশদাতা অনুমতি দিলেও তামাত্তো'[১] আদায় করা জায়েয হইবে না। তবে অনুমতিক্রমে তামাত্তো' আদায় করিলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে জামানত প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না।

১৬। আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক হজ্জ ফাসেদ না করা। যদি অকুফে আরাফার পূর্বে সহবাস দ্বারা হজ্জ ফাসেদ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না এবং জামানত ওয়াজিব হইবে। আর নিজের মাল দ্বারা ফাসেদ হজ্জের ক্বাযা ওয়াজিব হইবে। ক্বাযা হজ্জও আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হইতেই অনুষ্ঠিত হইবে; উহা দ্বারা আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না। যদি আদেশদাতার জন্য হজ্জ করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য আরেক হজ্জ করিতে হইবে—ক্বাযা হজ্জ যথেষ্ট হইবে না।

১৭। হজ্জ ছুটিয়া না যাওয়া। যদি হজ্জ ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ হইবে না। যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতা অথবা কর্মব্যস্ততার কারণে হজ্জ ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে জামানত ওয়াজিব হইবে। আর যদি কোন আসমানী বিপদের কারণে ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে জামানত দিতে হইবে না।

টীকা

১· বদলী হজ্জকারীর জন্য আদেশদাতার অনুমতি ছাড়া তামাত্তো' সমাপন করা কাহারও মতে জায়েয নহে। তবে যদি আদেশদাতা তামাত্তো' পালনের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে কোন কোন আলেম ইহাকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু মুহাক্কেক আলেমগণের মতে বদলী হজ্জ পালনকারীর জন্য আদেশদাতার অনুমতি সত্ত্বেও তামাত্তো' পালন করা জায়েয নহে। যদি কেহ আদেশদাতার অনুমতিক্রমে তামাত্তো' আদায় করেন, তাহা হইলে যদিও জামানত দিতে হইবে না, কিন্তু আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না। ইমামুন্‌-নাসিকীন মুল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) 'শরহে লুবাব' গ্রন্থে এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রঃ) 'যুবদাতুল মানাসিক' গ্রন্থে জায়েয না হওয়ার অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। সুনানে আবু দাউদ-এর ব্যাখ্যাকার হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবও জায়েয না হওয়ার ফতোয়া প্রদান করিতেন। এই জন্য বদলী হজ্জকারীদের শুধু আরামের জন্য এবং ইহ্‌রামের দীর্ঘসূত্রিতা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য তামাত্তো' সমাপন করিয়া আদেশদাতার হজ্জ নষ্ট না করা উচিত। আর আদেশদাতাগণেরও উচিত যে, তাহারা যেন বদলী হজ্জ সমাপনকারীগণকে বিশেষভাবে তামাত্তো' পালন করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

১৮। আদেশদাতা এবং আদিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের মুসলমান হওয়া। ওছীর মুসলমান হওয়া শর্ত নহে।

১৯। আদেশদাতা এবং আদিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের আক্কেল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। যদি ওছী হন তাহা হইলে ওছীর জন্যও আক্কেল বা বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত।

২০। আদিষ্ট ব্যক্তির ভাল-মন্দ বুঝার এতটুকু ক্ষমতা থাকা, যাহাতে হজ্জের কাজ-কর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন।

মাসআলা ঃ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করা বা করানো জায়েয নহে। সুতরাং এমন শব্দ দ্বারা হজ্জের আদেশ করিতে নাই যাহাতে পারিশ্রমিকের অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু যদি কেহ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হজ্জ করেন, তাহা হইলে হজ্জ আদেশদাতারই বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে পারিশ্রমিক ফেরত লওয়া হইবে। তবে খরচ পরিমিত টাকা হজ্জ সমাপনকারীকে প্রদান করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করেন নাই, তিনি যদি অন্য লোকের পক্ষ হইতে হজ্জ করেন, তাহা হইলে হজ্জ শুদ্ধ হইবে, কিন্তু মাক্রূহ হইবে।[১]

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্য যদি মাহ্রাম সঙ্গে থাকেন এবং স্বামী অনুমতি প্রদান করেন, তবে অন্য পুরুষ অথবা মহিলার পক্ষ হইতে হজ্জ করা জায়েয। কিন্তু পুরুষের দ্বারা বদলী হজ্জ করানোই উত্তম।

মাসআলা ঃ এমন লোককে দিয়া বদলী হজ্জ করানো উত্তম যিনি আলেমে বা-আমল ও মাসায়েল সম্পর্কে অবগত এবং নিজের ফরয হজ্জ পূর্বে আদায় করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ মুরাহিক অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়স্ক কিশোরকে দিয়া বদলী হজ্জ করানো জায়েয। তবে শর্ত এই যে, তাহাকে হুঁশিয়ার হইতে হইবে এবং মাসায়েল ও আহ্কাম বুঝার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। কিন্তু মুরাহিকের দ্বারা হজ্জ করানো সম্পর্কে কোন কোন ফকীহ ভিন্নমত পোষণ করেন। এইজন্য সাবধানতা স্বরূপ মুরাহিকের দ্বারা হজ্জ না করানোই উচিত।

মাসআলা ঃ গোলাম এবং বাঁদীর দ্বারা প্রভুর অনুমতিসাপেক্ষে হজ্জ করানো জায়েয, কিন্তু মাক্রূহ।

মাসআলা ঃ যদি আদিষ্ট ব্যক্তির অলসতার কারণে হজ্জ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জামানত প্রদান করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি পরবর্তী বৎসর নিজের পয়সায় আদেশদাতার হজ্জ আদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইয়া

টীকা

১· কোন কোন আলেমের মতে ঐ ব্যক্তির মক্কা পৌঁছার পর নিজের হজ্জও ফরয হইয়া যাইবে এবং তাহাকে সেখানে অবস্থান করিয়া পরবর্তী বৎসর নিজের হজ্জ সমাপন করা ওয়াজিব হইবে। ইহা বড্ড কঠিন কাজ। এই জন্য সাবধানতাস্বরূপ এই ধরনের লোকের দ্বারা হজ্জ না করানোই উচিত।

যাইবে।[১] আর যদি আদিষ্ট ব্যক্তি কোন অলসতা না করেন এবং তারপরেও হজ্জ ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে জামানত ওয়াজিব হইবে না। পরে পরবর্তী বৎসর আদেশদাতার পক্ষ হইতে হজ্জ করিয়া দিবেন।[২]

মাসআলা ঃ দমে ইহ্সার আদেশদাতার মাল হইতে প্রদান করিতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, স্টীমার প্রভৃতি চড়িয়া হজ্জের জন্য সফর করা জায়েয।

মাসআলা ঃ আদেশদাতা যে বৎসর হজ্জ করার আদেশ প্রদান করেন, যদি এই বৎসর হজ্জ না করিয়া দ্বিতীয় বৎসর করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির উপরে জামানত ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ হজ্জ সমাপন করার পর আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসা উত্তম। যদি মক্কা মুকাররামায় থাকিয়া যান, তাহা হইলেও কোন অসুবিধা হইবে না।

বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য সফরের খরচ ঃ

মাসআলা ঃ বদলী হজ্জ আদায়কারীকে এই পরিমাণ টাকা-পয়সা দেওয়া উচিত যাহা আদেশদাতার অবস্থান হইতে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত মধ্যমভাবে আসা-যাওয়া করার জন্য যথেষ্ট হইতে পারে এবং যাহাতে ব্যয় সংকোচন কিংবা অপব্যয় কোনটারই সুযোগ না হয়।

মাসআলা ঃ খরচের মধ্যে সওয়ারী, রুটি, গোশ্ত, তরকারী, ঘি, বাতির তৈল, ইহ্রা-মের কাপড়, পানির সামান, সফরের কাপড়-চোপড়, কাপড় ধোয়ার ও গোসলের সাবান, পরিবহন খরচ, শীলের মজুরি, ঘর ভাড়া, নিরাপত্তার মজুরি এবং আরো অন্যান্য প্রয়োজ-নীয় ব্যয় আদেশদাতার মর্যাদা অনুসারে অন্তর্ভুক্ত হইবে; আর আদেশদাতার মাল হইতে কোন সংকীর্ণতা ও অপব্যয় না করিয়া উল্লেখিত খাতে খরচ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদেশদাতার মাল হইতে কাহাকেও দাওয়াত করা অথবা খানায় শরীক করা অথবা সদ্কা দেওয়া অথবা ঋণ দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি আদেশদাতা এসব বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে জায়েয হইবে।

টীকা

১· ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার অবস্থায় প্রথমে ছুটিয়া যাওয়া হজ্জের ক্বাযা সমাপন করিতে হইবে। তারপর আদেশদাতার হজ্জ করিতে হইবে অর্থাৎ, পরবর্তী বৎসর ছুটিয়া যাওয়া হজ্জের ক্বাযা করিতে হইবে। উহার পর আদেশদাতার হজ্জ সমাপন করিবেন। আদিষ্ট ব্যক্তির উপরে নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি অবশ্য কর্তব্য হইবে ঃ হয়ত আদেশদাতার হজ্জ সমাপন করিবেন অথবা তাহার টাকা ফিরাইয়া দিবেন।

২· যেহেতু তাহার উপর জামানত নাই, তাই হজ্জ সমাপন করাও তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য নহে। বাকী এই কথা যে, তাহার দ্বারা পুনরায় হজ্জ করানো হইবে অথবা অন্য কাহারও দ্বারা, ইহা ওয়ারিসদের মতামতের উপর নির্ভর করিবে।

و عليه قضاء ما فاته و يستانف الحج عن الميت و حاصله ان على الورثة الاحجاج عن الميت من ماله و على المامور حج أخر عن نفسه بماله قضاء لما لزمه بالشروع الخ

মাসআলা ঃ যদি আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত মাল না থাকে, তবে আদেশদাতার মাল হইতে ওযূ এবং জানাবতের গোসলের জন্য পানি ক্রয় করা জায়েয নহে; বরং এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করিতে হইবে। এমনিভাবে আদেশদাতার মাল হইতে শিঙ্গা লাগানো অথবা চিকিৎসাও জায়েয নহে। কিন্তু ফকীহ আবুল লাইস এমন যাবতীয় কাজেও আদেশদাতার মাল ব্যয় করাকে জায়েয বলিয়াছেন, যাহা সাধারণভাবে হাজীগণ করিয়া থাকেন। 'যখীরা' গ্রন্থে এই মতই গ্রহণযোগ্য মত বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও সাবধানতাস্বরূপ আদেশদাতার নিকট হইতে এসব ব্যাপারে খরচ করার অনুমতি নিয়া নেওয়াই উত্তম। তাহা হইলেই চলাফেরার সংকীর্ণতা এবং জওয়াবদিহির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।[১]

মাসআলা ঃ যদি কেহ হজ্জ সমাপনের পর মক্কা মুকাররামাকে বাসস্থান বানাইবার ইচ্ছা করেন এবং আদেশদাতার জন্মস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা মুলতবী হইয়া যায়, তাহা হইলে তখন আদেশদাতার অনুমতি ব্যতীত তাহার মাল হইতে খরচ করা জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি আদিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিজের মাল হইতেই উহার দম প্রদান করিতে হইবে। আদেশদাতার মাল হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা জায়েয হইবে না। এমনিভাবে যদি আদিষ্ট ব্যক্তি ক্বেরান অথবা তামাত্তো' পালন করেন, তাহা হইলে দমে ক্বেরান ও তামাত্তো' নিজের মাল হইতেই প্রদান করিবেন। আদেশদাতার মাল হইতে যদি ক্বেরান অথবা তামাত্তো' বিনা অনুমতিতে আদায় করেন, তাহা হইলে জামানত ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ আদিষ্ট ব্যক্তি ইহ্রাম না বাঁধা পর্যন্ত আদেশদাতা নিজের টাকা-পয়সা ফিরাইয়া নিতে পারিবেন। ইহ্রাম বাঁধার পর ফিরাইয়া নিতে পারিবেন না।

মাসআলা ঃ হজ্জ সমাপ্ত করার পর যাহাকিছু নগদ টাকা-পয়সা অথবা বস্ত্রসামগ্রী আদেশদাতার মাল হইতে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আদেশদাতা অথবা তাহার উত্তরাধিকারীদের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাহারা যদি তাহাকে সেইগুলি দিয়া দেন, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা জায়েয। আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত যেমনভাবে এবং যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করার সাধারণ অনুমতি দিয়া রাখা উচিত।

মাসআলা ঃ বদলী হজ্জ সমাপন করা নফল হজ্জ সমাপন করার চাইতে উত্তম।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোন হজ্জ পালনকারীর সাহায্য করিতে চান, তাহা হইলে এমন ব্যক্তির সাহায্য করাই উত্তম যিনি পূর্বে আর কখনও হজ্জ পালন করেন নাই। কেননা,

টীকা

১. বরং আদেশদাতার উচিত যে, তিনি আদিষ্ট ব্যক্তিকে হজ্জের যাবতীয় খরচের টাকা প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা প্রদান করিবেন, তাহা হেবা করিয়া দিবেন। তাহা হইলে উহা সকল ব্যাপারে খরচ করিতে সুবিধা হইবে; আর হিসাব রাখিতে কষ্ট হইবে না। অবশ্য ইহা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখা উচিত যে, যে টাকা হজ্জের জন্য দিবেন তাহা যেন আদিষ্ট ব্যক্তিকে হেবা না করেন। কেননা, তাহা হইলে উহা আদিষ্ট ব্যক্তির অধিকৃত মাল হইয়া যাইবে। ফলে, উহা দ্বারা আদেশদাতার হজ্জ জায়েয হইবে না।

যিনি পূর্বে হজ্জ সমাপন করেন নাই, তাহার জন্য উহা ফরয হজ্জ; আর যিনি পূর্বে হজ্জ করিয়াছেন, তাহার জন্য উহা নফল হজ্জ। যেহেতু ফরযের স্থান নফলের উর্ধ্বে। তাই, ফরযের সহায়তার মর্যাদা নফলের সহায়তা হইতে বেশী হইবে।

হজ্জের ওসিয়ত ঃ

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির উপরে হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং আদায় করার পর্যাপ্ত সময়ও পাইয়াছেন, কিন্তু তবুও আদায় করেন নাই, তাহার উপর হজ্জ আদায় করাইবার জন্য ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব। যদি ওসিয়ত না করিয়া মারা যান, তাহা হইলে গুনাহ্-গার হইবেন। কিন্তু যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর সে বৎসরই হজ্জে গমন করেন এবং পথে মারা যান, তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ আদায় করাইবার ওসিয়ত ওয়াজিব নহে।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করিয়া না যান এবং উত্তরাধিকারীরা অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করাইয়া দেন, তাহা হইলে ইমাম আবু হানীফার মতে ইন্শাআল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির ফরয আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কোন অপারগ আদেশদাতা অথবা উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ পালন করার আদেশ করেন বটে, কিন্তু টাকা-পয়সা প্রদান না করেন, তবুও ফরয আদায় হইবে না। অবশ্য যদি আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে টাকা খরচ করিয়া পরে আদেশদাতার নিকট হইতে উসুল করিয়া নেন, তবে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

মাসআলা ঃ বদলী হজ্জের জন্য যে সকল শর্ত রহিয়াছে সেইগুলি ওসিয়ত মোতাবেক হজ্জ পালনকারীর জন্যও জরুরী।

মাসআলা ঃ ওসিয়ত শুধু এক-তৃতীয়াংশ মালের মধ্যে কার্যকর হইয়া থাকে। সুতরাং এক-তৃতীয়াংশ মাল হইতে হজ্জ করাইতে হইবে। চাই ওসিয়তকারী এক-তৃতীয়াংশের শর্ত আরোপ করিয়া থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য যদি উত্তরাধিকারী এক-তৃতীয়াংশ হইতে বেশী প্রদানে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে তাহার এখ্তিয়ার রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হজ্জের খরচের চাইতে বেশী হয়, অথবা হজ্জের পরে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়, তবে তাহা উত্তরাধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। তাহাদের অনুমতি ব্যতীত রাখিয়া দেওয়া বদলী হজ্জকারীর জন্য জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা সংকুলান হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির অবস্থান হইতে হজ্জ করানো উচিত। অথবা যদি মৃত ব্যক্তি কোন বিশেষ স্থানের কথা নির্দিষ্ট করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখান হইতেই হজ্জ করানো উচিত। চাই সেই স্থানটি মক্কা মুকাররামা হইতে নিকটে হউক অথবা দূরে। অন্যথায় যে স্থান হইতে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা হজ্জ সম্পন্ন করা সম্ভব, সেখান হইতেই হজ্জ করাইতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির কোন স্থায়ী বাসস্থান না থাকে, তাহা হইলে যে স্থানে মারা গিয়াছেন সেখান হইতেই হজ্জ করাইতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক বাসস্থান থাকে, তবে যে বাসস্থান মক্কার অধিকতর নিকটবর্তী সেখান হইতে হজ্জ করাইতে হইবে। যে স্থান সর্বাধিক দূরবর্তী সেখান হইতে হজ্জ করানো উচিত নহে।

মাসআলা ঃ যদি ওছী মৃত ব্যক্তির জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন জায়গা হইতে হজ্জ করান, অথচ এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা জন্মস্থান হইতে হজ্জ সমাপন করাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ওছী দায়ী হইবেন এবং এই হজ্জ ওছীর বলিয়া গণ্য হইবে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে দ্বিতীয়বার হজ্জ করাইতে হইবে। কিন্তু যদি এই জায়গা অর্থাৎ, যেখান হইতে হজ্জ করানো হইয়াছে মৃত ব্যক্তির বাসস্থানের এত নিকটবর্তী হয় যে, সেখানে গমন করিয়া একজন লোক সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ হইয়া যাইবে এবং ওছীর উপরে জামানত ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তি ওছীকে বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবেন, তাহাকে এই পরিমাণ মাল দান করিতে হইবে, তবে এমতাবস্থায় ওছীর জন্য নিজে হজ্জ করা জায়েয হইবে না। আর যদি শুধু এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, আমার পক্ষ হইতে যেন হজ্জ করানো হয়; ইহার অধিক কোন কথা না বলেন, তাহা হইলে ওছীর অধিকার থাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেও হজ্জ করিতে পারিবেন অথবা অন্যের সাহায্যেও হজ্জ করাইতে পারিবেন। অবশ্য যদি ওছী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হন অথবা তিনি সম্পত্তি ওয়ারিসদের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়া থাকেন; আর ওয়ারিসরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে ওছী নিজেও হজ্জ করিতে পারিবেন, নতুবা পারিবেন না।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করেন যে, তাহার মাল হইতে যেন হজ্জ করানো হয় এবং হজ্জ সম্পন্ন করার পর যে মাল উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা যেন হজ্জ পালনকারীকে দিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ওসিয়ত জায়েয আছে এবং হজ্জ পালনকারীর জন্য ওসিয়তের ভিত্তিতে সেই মাল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ মতানুসারে জায়েয রহিয়াছে।

মাসআলা ঃ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সব টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ওছীর উপরে তাহার ফিরিয়া আসার জন্য টাকা-পয়সা প্রেরণ করা ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি যদি অকুফে আরাফার পরে মরিয়া যান, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির হজ্জ হইয়া যাইবে।[১] আর যদি মারা না যান,

টীকা

১· কিন্তু যদি সম্পূর্ণ করার জন্য মাল থাকে, তাহা হইলে ফরয তাওয়াফ তরক করার জন্য কোরবানীর পশু প্রেরণ করিতে হইবে। —শরহে লুবাব

কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বেই ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যতক্ষণ মক্কা মুকাররামায় গমন করিয়া তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য স্ত্রী হালাল হইবে না। তাহাকে ফিরিয়া গিয়া বিনা ইহ্‌রামে নিজের মাল হইতে তাওয়াফের ক্বাযা সম্পন্ন করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যদি আদেশদাতা এইভাবে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন যে, প্রয়োজনের সময় ঋণ গ্রহণ করিবেন—আমি পরে আদায় করিয়া দিব, তাহা হইলে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি মক্কা মুকাররামায় অথবা উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে টাকা-পয়সা নষ্ট হইয়া যায় এবং আদিষ্ট ব্যক্তি নিজের মাল হইতে খরচ করেন, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হজ্জ এবং উমরার মান্নত করা ঃ

মাসআলা ঃ হজ্জ অথবা উমরার মান্নত করিলে উহা পালন করা ওয়াজিব হইয়া যায়। যেমন ঃ কেহ বলিল—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপরে হজ্জ রহিয়াছে, অথবা শুধু বলিল, আমার উপরে হজ্জ রহিয়াছে, তাহা হইলে এই কথার কারণে মান্নত হইয়া যাইবে এবং তাহা পূরণ করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ কেহ বলিল ঃ যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে এই পীড়া হইতে আরোগ্য দান করেন অথবা আমার রোগীকে আরোগ্য দান করেন, তাহা হইলে আমার উপরে হজ্জ অথবা উমরা রহিয়াছে—এমতাবস্থায় যাহা মান্নত করিবে তাহা পূরণ করা ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বলে ঃ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার দায়িত্বে ইহ্‌রাম রহিয়াছে, অথবা হজ্জের ইহ্‌রাম রহিয়াছে, তাহা হইলে হজ্জ অথবা উমরা পালন করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া যাইবে এবং হজ্জ অথবা উমরার মধ্য হইতে যে কোন একটি পালন করিলেই চলিবে।

হুঁশিয়ারি ঃ যেহেতু সাধারণভাবে হজ্জ অথবা উমরার মান্নতের মাসআলাসমূহের প্রয়োজন খুব কম দেখা দেয়, এইজন্য আমরা অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ ছাড়িয়া দিতেছি। প্রয়োজনবোধে তাহা উলামাদের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন।

হাদ্‌য়ি বা কোরবানীর পশুর আহ্‌কাম ঃ

হাদ্‌য়ি[১] সেই পশুকে বলা হয় যাহা হরমে যবেহ করার জন্য হাদিয়া হিসাবে হাজীগণ সঙ্গে করিয়া নিয়া যান যাহাতে উহা হরমে যবেহ করিয়া আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিল করিতে পারেন।

টীকা

১· আজকাল উপ-মহাদেশের হাজীগণ হাদ্‌য়ি সঙ্গে লইয়া যান না। এইজন্য উহার অধিকাংশ আহ্‌কামে তাহাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কিছু কিছু আহ্‌কাম জরুরী এবং উহার প্রতি সবারই প্রয়োজন পড়ে, এইজন্য আমরা সংক্ষেপে হাদ্‌য়ি-এর ঐ সকল আহ্‌কাম বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। মিনায় কোরবানীর দিবসসমূহে যবেহ করার জায়গার নিকটে বকরী, উট, গরু, সবই বিক্রয় হয়। যে পরিমাণ প্রয়োজন হাজীগণ সেখান হইতে ক্রয় করিয়া লন।

হাদ্‌য়ি-এর পশু ঃ

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়ি শুধু বকরী, উট, গরু অথবা মহিষের মধ্য হইতেই হয় এবং অন্য প্রকারের পশু হইতে হয় না। এইগুলির মধ্যেও আবার সবচাইতে উত্তম উট, তারপর গাভী, বলদ ও মহিষ। তারপর দুম্বা, মেষ ও বকরী।

মাসআলা ঃ দুম্বা, মেষ, বকরী শুধু একজনের পক্ষ হইতে কোরবানী করা এবং গরু, মহিষ ও উটে সাত জন পর্যন্ত শরীক হইতে পারেন।

হাদ্‌য়ি এবং উহার কোন কিছুকে কাজে লাগানো ঃ

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়ি-এর উপরে সওয়ার হওয়া উচিত নহে। অবশ্য যদি কেহ অনন্যোপায় হন এবং অন্য কোন সওয়ারী না পাওয়া যায়, তবে হাদ্‌য়িতে সওয়ার হওয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি অনন্যোপায় অবস্থায় হাদ্‌য়ি-এর উপরে আরোহন করার কারণে অথবা বোঝা বহন করার কারণে হাদ্‌য়িতে কোন খুঁত দেখা দেয়, তবে সেই ক্ষতির সমান টাকা-পয়সা মিসকীনকে সদ্‌কা করিতে হইবে। মালদারকে দিলে যথেষ্ট হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি হাদ্‌য়ি বাচ্চা প্রসব করে, তবে উহা হয় সদ্‌কা করিয়া দিতে হইবে, অথবা উহার সহিত যবেহ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বাচ্চার গোশ্‌ত নিজে ভক্ষণ করিতে পারিবেন না; বরং তাহা দরিদ্রদের মধ্যে সদ্‌কা করিয়া দিতে হইবে। যদি কেহ খাইয়া ফেলেন, তবে যতটুকু ভক্ষণ করিবেন, তাহার মূল্য সদ্‌কা করিয়া দিবেন। জীবিত সদ্‌কা করা অথবা বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দান করা অথবা তাহার মূল্যের দ্বারা হাদ্‌য়ি ক্রয় করিয়া যবেহ করা ইত্যাদি সবই মুস্তাহাব। আর যদি বাচ্চা নিজের হাতে মারা যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য দান করিয়া দিতে হইবে।

হাদ্‌য়িকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ঃ

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়িকে পিছন দিক হইতে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়াকে سُوْقٌ বা হাঁকানো বলা হয় এবং সামনের দিক হইতে রশি দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়াকে قَوْدٌ বা টানা বলা হয়। হাঁকাইয়া নিয়া যাওয়া টানিয়া নেওয়ার চাইতে উত্তম।

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়ি যদি উট, গরু প্রভৃতি হয় এবং ক্বেরান অথবা তামাত্তো' অথবা নফল বা মান্নতের হয়, তাহা হইলে উহার গলায় قَلَادَةٌ অর্থাৎ, জুতা অথবা চামড়ার টুকরা অথবা গাছের ছাল ইত্যাদির হার পরানো শালু কাপড়ে আবৃত করা অপেক্ষা উত্তম।

মাসআলা ঃ বকরীর গলায় হার পরাইতে নাই। কারণ, বকরীর গলায় হার পরানো সুন্নত নহে।

যবেহ এবং নহর করা ঃ

মাসআলা ঃ উটকে নহর করা এবং গরু, বকরী প্রভৃতিকে যবেহ করা উত্তম। নহর অর্থ উটকে দাঁড় করাইয়া উহার বাম পা বাঁধিয়া ঘাড়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করা। ইচ্ছা করিলে শোয়াইয়াও বর্শা মারা যায়। তবে প্রথম পদ্ধতিই সুন্নত। গরু, বকরী, প্রভৃতিকে দাঁড় করাইয়া যবেহ করা উচিত নহে। এইগুলিকে শোয়াইয়া যবেহ করাই সুন্নত।

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরান এবং দমে তামাত্তো' আইয়ামে নহর ব্যতীত অন্য কোন দিবসে যবেহ করা জায়েয নহে। যদি কেহ পূর্বে যবেহ করিয়া ফেলেন, তবে তাহা গ্রহণ-যোগ্য হইবে না। আর যদি আইয়ামে নহরের পরে যবেহ করেন, তবে জায়েয হইয়া যাইবে। কিন্তু বিলম্বের জন্য দম প্রদান করা ওয়াজিব হইবে। নফল হাদ্‌য়ি আইয়ামে নহরের মধ্যে যবেহ করা শর্ত নহে, তবে উত্তম।

মাসআলা ঃ মান্নতের হাদ্‌য়ি বৎসরের যে কোন সময়ে যবেহ করা জায়েয।

মাসআলা ঃ সকল প্রকার হাদ্‌য়ি হরমের অভ্যন্তরে যবেহ করা শর্ত। হরমের বাহিরে যবেহ করা জায়েয নহে। মিনা-এর কোন বিশেষত্ব নাই। হরমের যেখানে ইচ্ছা যবেহ করিলেই চলিবে।

হাদ্‌য়ির গোশ্‌ত বন্টন এবং নিজে ভক্ষণ ঃ

মাসআলা ঃ দমে ক্বেরান এবং তামাত্তো' হইতে ভক্ষণ করা মুস্তাহাব। নফল হাদ্‌য়ি যদি হরমে পৌঁছাইয়া যবেহ করা হয়, তাহা হইলে উহা হইতেও খাওয়া জায়েয। দমে ইহ্‌সার এবং দমে জিনায়াত হইতে নিজে খাওয়া কিংবা কোন মালদারকে খাওয়ানো জায়েয নহে। নফল হাদ্‌য়িও যদি হরম পর্যন্ত না পৌঁছে এবং রাস্তায় যবেহ করা হয়, তাহা হইলে উহা হইতে হাদ্‌য়ির মালিক এবং মালদারগণের ভক্ষণ করা জায়েয হইবে না। যদি উহাদের কেহ ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে জামানত দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়ি-এর গোশত কোরবানীর গোশতের ন্যায় মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। শুধু হরমের মিসকীনগণকেই প্রদান করা জরুরী নহে, হরমের বাহিরের মিসকীনগণকেও প্রদান করা জায়েয। তবে হরমের ফকীরগণকে দান করা উত্তম।

মাসআলা ঃ হাদ্‌য়ির চামড়া, শালু, লাগাম, দড়ি প্রভৃতি সবকিছু সদকা করিয়া দিতে হইবে।

মাসআলা ঃ চামড়া বিক্রয় না করিয়া কাহাকেও দিয়া দেওয়া অথবা নিজের কাজে লাগানো জায়েয,[১] কিন্তু বিক্রয় করিলে উহার সমুদয় মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

যেসব ত্রুটি থাকিলে হাদ্‌য়ি জায়েয হইবে না ঃ

মাসআলা ঃ যেসব পশুর কোরবানী জায়েয নহে, সেইগুলির হাদ্‌য়িও জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যে পশু অন্ধ অথবা কানা অথবা চক্ষুর এক-চতুর্থাংশের জ্যোতি নষ্ট অথবা ইহারও অধিক জ্যোতি নষ্ট হওয়ার পথে অথবা কান এক-তৃতীয়াংশ অথবা তৃতীয়াংশের চাইতে বেশী কাটিয়া গিয়াছে অথবা লেজ অথবা নাক অথবা চোয়ালের এক তৃতীয়াংশ কর্তিত, উহার হাদ্‌য়ি জায়েয নহে।

টীকা

১· ঐ হাদ্‌য়ির চামড়া নিজের কাজে লাগানো জায়েয যাহা ক্বেরান, তামাত্তো' অথবা নফলের হইবে। যদি দমে জিনায়াত অথবা মান্নতের হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি পশু এমন খোঁড়া হয় যে, শুধু তিন পায়েই চলিতে পারে, চতুর্থ পা মাটিতে রাখিতেই পারে না অথবা রাখিতে পারিলেও ইহার উপরে ভর দিতে পারে না, তাহা হইলে উহার হাদ্‌য়িও জায়েয হইবে না। আর যদি খোঁড়াইয়া হইলেও পায়ের উপরে ভর দিয়া চলিতে সক্ষম হয়, তবে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যে পশুর দাঁত নাই, কিন্তু ঘাস-ভূষি ইত্যাদি খাইতে পারে, উহার হাদ্‌য়ি জায়েয। আর যদি ঘাস-ভূষি ইত্যাদি খাইতে না পারে, তবে জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যে পশুর জন্মগতভাবেই দুইটি অথবা একটি কান নাই, উহার হাদ্‌য়ি জায়েয নহে। আর যদি কান থাকে, কিন্তু তাহা আকারে খুব ছোট হয়, তাহা হইলে উহার হাদ্‌য়ি জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ যে পশুর জন্মগতভাবেই শিং নাই অথবা শিং ছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে উহার হাদ্‌য়ি জায়েয। কিন্তু যদি মূলশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ খাসীর হাদ্‌য়ি জায়েয; বরং উত্তম।

মাসআলা ঃ অত্যন্ত কৃশ ও জীর্ণ পশু, যাহার হাড়ে মজ্জা বলিতে কিছুই নাই, উহার হাদয়ি জায়েয নহে। আর যদি এমন কৃশ না হয়, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ পাগল এবং খোস-পাঁচড়াবিশিষ্ট পশুর হাদ্‌য়ি জায়েয, যদি দেখিতে উহা তাজা হয় এবং ঘাস-ভূষি খায়। আর যদি খুব কৃশ হয় অথবা ঘাস ভূষি ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ ঘাস-ভূষি খায় এমন অসুস্থ পশু এবং গর্ভবতী পশুর হাদ্‌য়িও জায়েয, কিন্তু যদি খুব শীঘ্রই বাচ্চা প্রসবকারী হয়, তাহা হইলে মাক্‌রূহ হইবে।

মাসআলা ঃ যদি বকরীর একটি বাঁট না থাকে কিংবা কোন কারণে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং একটি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহার হাদ্‌য়ি জায়েয নহে। আর যদি গরু, মহিষ ও উটনীর একটি বাঁট না থাকে, তবে জায়েয হইবে, কিন্তু যদি দুইটি বাঁট না থাকে, তবে জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যে পশুর সামনের অথবা পিছনের একটি পা কর্তিত থাকে এবং যে পশু বাছুরকে দুধ পান করাইতে পারে না এবং যে বকরীর এক বাঁটের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে; আর যে উটনী ও গাভীর উভয় বাঁটেরই দুধ শুকাইয়া গিয়াছে উহার হাদ্‌য়ি জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ যে পশু সহবাস করিতে সক্ষম নহে এবং যাহা বার্ধক্যজনিত কারণে বাচ্চা প্রসব করিতে অপারগ এবং যাহার কোন কারণ ছাড়া দুগ্ধ নির্গত না হয়, উহারও হাদ্‌য়ি জায়েয।

মাসআলা ঃ যে পশুর কান চিরা অথবা কানে ছিদ্র রহিয়াছে, উহার হাদ্‌য়ি জায়েয।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত ক্রটিসমূহের জন্য পশুদের হাদ্‌য়ি তখনই না জায়েয হইবে, যখন উল্লেখিত ক্রটিসমূহ উহার মধ্যে যবেহ করার পূর্বে দেখা যাইবে। যদি যবেহ করার সময় কোন ক্রটি সৃষ্টি হয়, যেমন ঃ যবেহ করার সময় পা ভাঙ্গিয়া যায় অথবা চোখে ছুরি লাগিয়া যায়—তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ কোন খুঁতবিশিষ্ট পশু হাদ্‌য়ির জন্য ক্রয় করেন এবং পরে সেই খুঁত দূরীভূত হইয়া যায়, তবে উহার হাদ্‌য়ি জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ সুস্থ-সবল পশু ক্রয় করেন এবং পরে যবেহ করার পূর্বে এমন কোন ক্রটি সৃষ্টি হইয়া যায় যদ্দরুন হাদ্‌য়ি জায়েয হয় না, এমতাবস্থায় যদি ঐ হাদ্‌য়ি ওয়াজিব হয়, তবে উহার পরিবর্তে দ্বিতীয় হাদ্‌য়ি ওয়াজিব হইবে এবং খুঁতবিশিষ্টকে নিজের কাজে লাগানো জায়েয হইবে। আর যদি নফল হাদ্‌য়ি হয়, অথবা কোন পশু নির্দিষ্ট করিয়া মান্নত করা হয়, তাহা হইলে ক্রটিবিশিষ্ট হইলেও জায়েয হইবে—চাই উহা ক্রটিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করিয়া থাকুক অথবা পরে ক্রটি সৃষ্টি হউক, উভয় অবস্থাই সমান এবং ক্ষতির জামানতও ওয়াজিব হইবে না।

যবেহ জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

হাদ্‌য়ি আদায় হওয়ার যেসব শর্ত রহিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা ঃ

১। আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং সওয়াবের নিয়তে যবেহ করা। যদি শুধু গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়তে যবেহ করা হয়, তাহা হইলে হাদ্‌য়িও আদায় হইবে না।

২। হাদ্‌য়ির নিয়তে যবেহ করা, যেন কোরবানী হইতে পৃথক হইয়া যায়; বরং বিশেষভাবে যে প্রকারের হাদ্‌য়ি উহার নিয়ত করাও শর্ত। কেননা, হাদ্‌য়ির অনেক প্রকার আছে। সুতরাং যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে যে, উহা ক্বেরানের হাদ্‌য়ি না তামাত্তো' প্রভৃতির হাদ্‌য়ি। যদি নির্দিষ্ট না করিয়া যবেহ করা হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট হইবে না। নিয়তেরই বিবেচনা করা হইবে। মৌখিক কথার কোন দাম নাই। যবেহর সময় নিয়ত হওয়া শর্ত। যবেহ করার পরে নিয়ত করিলে যথেষ্ট হইবে না। অবশ্য যদি কেহ ক্রয় করার সময় সেই নিয়তেই ক্রয় করেন এবং যবেহর সময় নিয়ত না করেন, তাহা হইলে পূর্ববর্তী নিয়তই যথেষ্ট হইবে।

৩। যবেহর সময় অথবা যবেহর পূর্বে অধিক বিরতি না দিয়া বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা। যবেহকারী এবং ছুরি-ধারী ব্যক্তি উভয়ের[১] জন্যেই বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া শর্ত। এই দুই জনের একজনও যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে হালাল হইবে না। যদিও এই কথা ভাবিয়াই ত্যাগ করেন যে, একজনের পাঠই যথেষ্ট।

মাসআলা ঃ যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করার পর পশু ছুটিয়া পালাইয়া যায় এবং পুনরায় ধরিয়া যবেহ করার জন্য শোয়ানো হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয়বার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা জরুরী; প্রথম বিস্‌মিল্লাহ্‌ যথেষ্ট হইবে না।

টীকা

১· যে ব্যক্তি ছুরিতে হাত রাখেন না, শুধু পশুকে শোয়াইতে এবং ধরিতে সাহায্য করেন, তিনি যদি বিস্‌মিল্লাহ না পড়েন, তাহা হইলে কোন অসুবিধা হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেহ পশুকে শোয়াইয়া বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করেন এবং হাতের ছুরি ফেলিয়া দিয়া অন্য আরেক ছুরি দ্বারা যবেহ্ করেন, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করার পর সামান্য কোন কাজ-কর্ম করেন—যথা ঃ সামান্য কথাবার্তা বলেন অথবা একগ্রাস খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তারপর যবেহ করেন, তাহা হইলে প্রথম বিস্‌মিল্লাহ্ যথেষ্ট হইবে, দ্বিতীয়বার পাঠ করা জরুরী নহে।

৪। পশুর উপর নিজের মালিকানা থাকাও শর্ত। যদি কেহ অপর কোন ব্যক্তির বকরী বিনা অনুমতিতে অথবা চুরি করিয়া যবেহ্ করেন, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় উহার যে মূল্য হইতে পারিত তাহা যদি মালিককে দিয়া দেন, তবে জায়েয হইবে, কিন্তু গুনাহ্ হইবে। যদি যবেহ্ করার পরের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তবে জায়েয হইবে না। এমনি-ভাবে যদি কেহ কোন বকরী ক্রয় করিয়া যবেহ্ করেন এবং পরে অপর কোন ব্যক্তি বকরীটির মালিকানা দাবী করেন, তবে এমতাবস্থায় দাবীদার ব্যক্তি যদি উক্ত বিক্রয়কে অনুমোদন করেন, তবে যবেহ্ জায়েয হইয়া যাইবে। আর যদি অনুমোদন না করেন, তবে জায়েয হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি একজনের পশু অন্যের নিকট আমানত থাকে অথবা অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনা হয় অথবা ভাড়ায় আনা হয় এবং উহা হাদ্‌য়িস্বরূপ যবেহ্ করিয়া ফেলেন; আর পরে উহার মূল্য দিয়া দেন, তবুও তাহা জায়েয হইবে না।

হাদ্‌য়িকে নষ্ট এবং হালাক করা ঃ

মাসআলা ঃ যদি হাদ্‌য়ি রাস্তায় হরমে প্রবেশ করার পূর্বে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মরার উপক্রম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যদি উহা নফল হাদ্‌য়ি হইয়া থাকে এবং উট হয়, তবে উহাকে নহর করিতে হইবে; আর যদি গরু প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে যবেহ করিতে হইবে এবং গোশ্‌ত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। মালিক নিজে এবং কোন ধনী ব্যক্তি উহা হইতে ভক্ষণ করিতে পারিবেন না। যদি মালিক নিজে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে খাওয়ান, তাহা হইলে মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হইবে। তবে উহার বদলে দ্বিতীয় হাদ্‌য়ি ওয়াজিব হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি হাদ্‌য়ির মধ্যে এমন কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয় যদ্দরুন হাদ্‌য়ি না জায়েয হইয়া পড়ে—যেমন ঃ এক-তৃতীয়াংশের বেশী কান অথবা লেজ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে যদি উহা নফল হাদ্‌য়ি হইয়া থাকে, তবে তাহার স্থলে দ্বিতীয় হাদ্‌য়ি ওয়াজিব হইবে না। সেটিই যবেহ্ করিতে হইবে। আর যদি ওয়াজিব হাদ্‌য়ি হয়, তাহা হইলে তদস্থলে অন্য হাদ্‌য়ি যবেহ্ করিতে হইবে এবং প্রথমটাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ যদি হাদ্‌য়ি হরমে পৌঁছিয়া আইয়ামে নহরের পূর্বে হালাক হইয়া যায়, তাহা হইলে যদি উহা নফল হাদ্‌য়ি হইয়া থাকে, তবে উহা যবেহ করিয়া উহার গোশ্‌ত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে; নিজে খাইতে পারিবেন না। আর যদি ত্রুটি

সামান্য হয়, তাহা হইলে উহাকে যবেহ করিয়া গোশ্‌ত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন এবং নিজেও খাইতে পারিবেন।

মাসআলা ঃ যদি হাদ্‌য়ি চুরি হইয়া যায় অথবা হারাইয়া যায় এবং উহার পরিবর্তে দ্বিতীয় হাদ্‌য়ি ক্রয় করা হয় এবং উহার গলায় হার বা পট্টি পরাইয়া হরমের দিকে ধাবিত করা হয়, তারপর প্রথম হাদ্‌য়িটি পাইয়া যান, তাহা হইলে উভয় হাদ্‌য়িই যবেহ্ করা উত্তম। তবে প্রথমটিকে যবেহ করিয়া দ্বিতীয়টিকে বিক্রয়ও করিয়া দিতে পারেন, অথবা দ্বিতীয়টিকে যবেহ্ করিয়া প্রথমটি বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টি যবেহ্ করেন এবং প্রথমটি বিক্রয় করেন, তাহা হইলে যদি উভয়ের মূল্য সমান হয়, তাহা হইলে তো তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না; আর যদি দ্বিতীয়টির মূল্য কম হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ প্রথমটির মূল্য বেশী হইবে তাহা সদকা করিতে হইবে।

হাদ্‌য়ি মান্নত করা ঃ

মাসআলা ঃ মান্নত করিলেও হাদ্‌য়ি ওয়াজিব হইয়া যায়।

মাসআলা ঃ যদি কেহ বলেন ঃ আমার উপরে হাদ্‌য়ি আছে অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর হাদ্‌য়ি রহিয়াছে, তবে মান্নত হইয়া যাইবে। অথবা যদি কেহ মান্নতের নিয়তে বলেন, যদি আমি অমুক কাজ করি, তাহা হইলে হাদ্‌য়ি প্রদান করিব, তবুও মান্নত হইয়া যাইবে। আর যদি কোন বিশেষ পশুর নিয়ত না করেন, তাহা হইলে একটি বকরী অবশ্যই কর্তব্য হইবে। আর যদি উট অথবা গরুর নিয়ত করেন, তাহা হইলে যে পশুর নিয়ত করিবেন তাহাই ওয়াজিব হইবে।

মাসআলা ঃ মান্নতের হাদ্‌য়ি হইতে মালিকের ভক্ষণ করা এবং মালদার ব্যক্তিকে খাওয়ানো জায়েয নহে।

মাসআলা ঃ মান্নতের হাদ্‌য়ি হরম ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় যবেহ্ করা জায়েয নহে। হরমের যেখানে ইচ্ছা যবেহ্ করিতে পারিবেন। অবশ্য যদি আইয়ামে নহর হয়, তাহা হইলে মিনায় যবেহ্ করা সুন্নত।

বিবিধ

তাবাররুকসমূহ ঃ

হরমের মাটি, পাথর, শুকনা কাঠ এবং ইয্‌খির নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস প্রভৃতি হরম হইতে বাহির করা এবং নিজ বাড়ী-ঘরে নিয়া আসা জায়েয। তবে শর্ত এই যে, উহার দরুন যেন হরমের ভূমির কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর মতে এমন কাজ করা হারাম। তবে বায়তুল্লাহ্ হইতে অল্প কিছু মাটি বরকতের জন্য নিয়া আসা জায়েয। কিন্তু শর্ত হইল এই যে, মাটি তুলিয়া নেওয়ার কারণে যেন কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। আল্লামা ইবনে ওয়াহ্‌বান (রহঃ) বায়তুল্লাহ্ হইতে মাটি

উঠানো নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, মূর্খ লোকরা যদি অল্প-অল্প করিয়াও মাটি তুলিয়া নেয় তাহা হইলেও বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং মাটি না উঠানোই উত্তম।

মাসআলা ঃ বায়তুল্লাহ্‌র পুরাতন গিলাফ—যাহা লোকজন তাবাররুক হিসাবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান—উহার হুকুম এই যে, যদি তাহা বায়তুল মাল হইতে তৈরী কৃত হয়, তবে উহার এখ্‌তিয়ার সমসাময়িক বাদশাহ্‌র উপর বর্তাইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা বিক্রয় করিয়া বায়তুল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করিতে পারেন অথবা ফকীর-মিসকীন-দের মধ্যে বন্টনও করিয়া দিতে পারেন অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষকেও মালিক বানাইয়া দিতে পারেন। তখন সে সকল লোকের নিকট হইতে অন্যান্য লোকজনদের ক্রয় করা জায়েয হইবে। আর যদি তাহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হইতে তৈরী হইয়া থাকে, তবে ওয়াক্‌ফ-কারীর শর্ত অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে এবং ওয়াক্‌ফকারী যে কাজের জন্য নির্দিষ্ট করিবেন শুধু সেই কাজেই প্রদত্ত হইবে। তারপর সেইমতে মালিক হইলে তাহার নিকট হইতে অন্যান্য লোকজনদের গ্রহণ করা জায়েয হইবে। আর যদি ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত জানা না থাকে, তাহা হইলে পুরাতন রেওয়াজ মোতাবেক ব্যয় করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ কা'বা শরীফের সুগন্ধি তাবাররুক হিসাবে লওয়া জায়েয নহে। উহা লাগানো অবস্থায়ই থাকুক অথবা আলাদা। যদি কেহ উহা নেন, তাহা হইলে ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদি কেহ তাবাররুক হিসাবে আনিতে চান, তাহা হইলে নিজের পক্ষ হইতে সুগন্ধি লইয়া কা'বা ঘরে লাগাইবেন অতঃপর উহা হইতে যতটুকু ইচ্ছা তুলিয়া লইবেন। কাবার খাদেমগণের নিকট হইতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাতি, তৈল, কিংবা অন্য কিছু ক্রয় করা জায়েয নহে।

যমযমের পানির ফযীলত ঃ

যমযম একটি কূপের নাম। মসজিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্ শরীফ হইতে পূর্ব-দিকে ৩৮ হাত দূরে মাতাফের সন্নিকটে অবস্থিত। যমযম শব্দের অর্থ প্রচুর। যেমন বলা হয়; مَاءٌ زَمْزَمٌ অর্থাৎ, প্রচুর পানি। যেহেতু উহাতে প্রচুর পানি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই উহাকেও যমযম নামে অভিহিত করা হয়। ইহা ছাড়াও উহার আরো অনেক নাম রহিয়াছে। যেমন তাইয়্যিবা, সাইয়্যিদা, সালিমা, কাফিয়াহ্, মুনিসাহ প্রভৃতি। যমযমের পানি নির্গত হওয়ার কাহিনী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে সেই বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আলেমগণ এই ব্যাপারে একমত যে, যমযমের পানি পৃথিবীর সকল পানি হইতে উত্তম, উপাদেয় এবং সকল পানির সরদার। অবশ্য যে পানি হুযূর (দঃ)-এর অঙ্গুলি মোবারক হইতে মোজেযাস্বরূপ নির্গত হইয়াছিল, উহা যমযমের পানি হইতেও উত্তম ছিল। এই ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, যমযমের পানি উত্তম না কাওসারের পানি। মুহাক্কেকগণের অভিমত এই যে, যমযমের পানি কাওসারের পানি অপেক্ষাও উত্তম।

যমযমের ফযীলত এবং উপকারিতার কথা অনেক হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। আমরা এখানে উহার ফযীলত ও উপকারিতা সম্বলিত দুইখানি সংক্ষিপ্ত হাদীস তুলিয়া ধরিলাম।[১]

১। عن ابن عباس ﴿رض﴾ قال قال رسول الله ﷺ خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم الحديث ـ رواه الطبرانى فى الكبير و قال المحقق ابن الهمام رواته ثقات ورواه ابن حبان اَيْضًا

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়া-ছেন, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে উত্তম পানি হইতেছে যমযমের পানি। ইহাতে খাদ্য-সামগ্রীর মত খাদ্যপ্রাণও রহিয়াছে এবং রোগীদের জন্য নিরাময়ও রহিয়াছে।

২। ماء زمزم لما شرب له من شرب لمرض شفاه الله او لجوع اشبعه الله او لحاجة قضاها الله-رواه المستغفرى فى الطب عن جابر الجامع الصغير للسيوطى

অর্থাৎ, যমযমের পানি প্রত্যেক এমন কাজের জন্যই উপকারী যাহার নিমিত্ত তাহা পান করা হইবে। যদি কেহ রোগ-বালাই-এর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইহা পান করে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে সুস্থতা দান করিবেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পান করিলে আল্লাহ্ পাক তাহার পেট ভরিয়া দিবেন এবং কোন প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পান করিলে আল্লাহ্ পাক তাহার প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিবেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমযমের পানি খাদ্য, ঔষধ এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হওয়ার জন্য মোক্ষম বস্তু। তবে ইহার জন্য নিয়তের পবিত্রতা এবং বিশ্বাসের আন্তরিকতা পূর্বশর্ত। আল্লামা ইব্‌নুল কাইয়্যেম 'যা দুল মা'আদ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আমি কোন কোন লোককে অর্ধ-মাস পর্যন্ত বরং তার চাইতেও বেশী সময় শুধু যমযমের পানি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি এবং তাহার কোন ক্ষুধা পাইতে দেখি নাই। তিনি স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য লোকদের ন্যায়ই তাওয়াফ করিতেন। সেই লোকটি আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি কোন কোন সময় দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুধু যমযমের পানির উপরে কাটাইয়া দিয়াছি এবং খাদ্যের ব্যাপারে কোন তাগিদ অনুভব করি নাই। রোযাও রাখিতাম আবার তাওয়াফ এবং স্ত্রীসহবাসও করিতাম।

ঔষধ এবং প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে তো হাজার হাজার লোক নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অধম লেখকেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। হুযুরে পাক (দঃ)-এর পবিত্র এরশাদ মোতাবেক রোগ-মুক্তি এবং এল্‌মুল্ ইয়াকীন হইতে আইনুল ইয়াকীন-এর মরতবা অর্জিত হইয়াছে।

টীকা

১· শায়খ ইব্‌নে হুমাম 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে যমযম সংক্রান্ত বর্ণনায় খুবই তত্ত্ব ও তথ্য বহুল আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন।

যমযমের পানির মাসআলাসমূহঃ

মাসআলাঃ যমযমের পানি অধিক পরিমাণ পান করা মুস্তাহাব; বরং ঈমানের আলামত।

মাসআলাঃ যমযমকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অবলোকন করাও এবাদত। যেমন, কা'বা শরীফকে অবলোকন করা এবাদত।

মাসআলাঃ যমযমের পানি দ্বারা বরকত হিসাবে ওযূ-গোসল করা জায়েয।

মাসআলাঃ যমযমের পানি দ্বারা কোন না-পাক বস্তু ধৌত করা উচিৎ নহে—চাই কাপড়ই হউক অথবা অন্য কোন না-পাক বস্তু। না-পাক ব্যক্তির জন্য উহা দ্বারা গোসল করাও উচিত নহে। (শরহে লুবাব) কিন্তু 'দুররে মুখ্তার' এবং 'রাদ্দুল মুহতার' হইতে জানা যায় যে, যমযমের পানি দ্বারা বিনা কারাহাতে হাদাসে আসগর (ছোট না-পাকী) এবং হাদাসে আকবর (বড় না-পাকী) দূরীভূত করা জায়েয, কিন্তু না-পাক বস্তু দূরীভূত করা মাক্রূহ।

মাসআলাঃ যমযমের পানি দ্বারা ইস্তেনজা করা মাক্রূহ। কোন কোন আলেমের মতে হারাম। কথিত আছেঃ জনৈক ব্যক্তি যমযমের পানি দ্বারা ইস্তেনজা করিয়াছিল। ফলে তাহার অর্শ্ব রোগ দেখা দেয়।

মাসআলাঃ যমযমের পানি অন্যত্র তাবাররুক হিসাবে নিয়া যাওয়া এবং মানুষকে পান করানো মুস্তাহাব। এই পানি পীড়িত লোকদের উপরে ঢালাও জায়েয।

মাসআলাঃ যদি যমযমের পানি টিন বা ক্যানেস্তারা প্রভৃতিতে ভরা অবস্থায় হাজীদের নিকট বিদ্যমান থাকে এবং উহা ছাড়া ওযূ-গোসলের অন্য কোন পানি পাওয়া না যায়, তবে উহার দ্বারা ওযূ-গোসল ওয়াজিব হইবে, তাইয়াম্মুম করা জায়েয হইবে না।

মাসআলাঃ যমযম কূপ মসজিদের ভিতরে অবস্থিত। উহার চারপাশের ভূমি মসজিদ। এইজন্য উহাতে ওযূ অথবা জানাবতের গোসল জায়েয নহে। এমনিভাবে থুথু ফেলা, নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করা অথবা জানাবতের অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করাও জায়েয নহে।

মাসআলাঃ যমযমের পানি আনয়ন করা জায়েয।

মসজিদে হারামের ভিতরে যমযমের পানি ক্রয়-বিক্রয় করা

যমযমের পানি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে, কিন্তু মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নহে। এমনিভাবে আজকাল সাধারণভাবে যে প্রচলন দেখা যায় যে, লোক-জন মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে পানি পান করাইয়া থাকে; আর পানকারীরা তাহাদিগকে পয়সা দান করেন। সাধারণভাবে যাহারা পানি পান করায় তাহাদের অভ্যাসও

এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা বিনিময়ের প্রত্যাশী হইয়া থাকে এবং পানকারীরাও প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাও এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয়। যদিও ইহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের শব্দ থাকে না, কিন্তু হানাফীদের মতে এই ধরনের পানি পান করানো এবং উহার বিনিময় প্রদান করা 'বাইয়ে তা'আতী'-এর অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ (প্রচলিত রীতি শর্তেরই অনুরূপ)-এর নীতি অনুযায়ী মসজিদের ভিতরে পানি পান করানো এবং পান করা জায়েয নহে। হাজীদের জন্য উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। উহার বিপরীতে 'সবীলের সুরাহী' (পথে রক্ষিত পানপাত্র) হইতে পানি পান করাই উত্তম। যদিও আমি হানাফী মতের গ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে এই মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাই নাই, কিন্তু উসূল বা মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থের আলোকে উহার জায়েয না হওয়াই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী 'মুদখাল' নামক গ্রন্থে এই মাসআলার উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা এভাবে পানি পান করায় তাহাদিগকে মসজিদে প্রবেশ করিতে বারণ করিতে হইবে। এইভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়া পানি পান করাইয়া বিনিময় গ্রহণ করা এবং দো'আ প্রদান করা বেদআতী প্রথা। ইহাতে বহুবিধ মন্দ দিকও রহিয়াছে। যথাঃ

১। তাহারা ঘন্টার ন্যায় গ্লাসগুলি বাজাইতে থাকে।

২। শরীঅতসম্মত প্রয়োজন ছাড়াই মসজিদের অভ্যন্তরে উচ্চ শব্দ করে।

৩। মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করে এবং কাতারসমূহ ডিঙ্গাইয়া চলাফেরা করে। যাহাদের পিপাসা লাগে তাহারা উহাদিগকে ডাকিয়া পানি পান করেন এবং বিনিময় প্রদান করেন। ইহা নিঃসন্দেহে বিক্রয়। কেননা, এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইমাম মালেক (রহঃ) এবং তাঁহার অনুসারীগণের মতে বাইয়ে তা'আতীর অন্তর্ভুক্ত।

৪। মানুষের উপর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। এই ধরনের লাফাইয়া চলা মানুষের কষ্টের কারণ হয়।

৫। উহা দ্বারা মসজিদ অনিবার্যভাবে ময়লা হয়। কেননা, কিছু না কিছু পানি নিশ্চয়ই নীচে পড়িতে থাকে। এই পানি যদিও পবিত্র, কিন্তু মসজিদে এইভাবে পানি ফেলাও নিষিদ্ধ।

৬। উহাদের কেহ কেহ খালি পায়ে চলাফেরা করে। পা ধৌত না করিয়া না-পাক পায়ে মসজিদে প্রবেশ করিয়া মসজিদের বিছানাপত্র এবং নামাযীদের কাপড়-চোপড় না-পাক করে। আজকাল এই বেদআত বায়তুল্লাহ্ এবং মসজিদে নববী উভয় স্থানেই সমানভাবে প্রচলিত। আশ্চর্যের ব্যাপার; রাষ্ট্রীয়ভাবে ইহার বিরুদ্ধে কোন যথাযথ ব্যবস্থা নাই। উত্তম এই যে, হাজীগণ নিজেদের সাথে পাত্র রাখিবেন এবং যমযম হইতে পানি ভরিয়া আনিবেন।

দো'আ কবূল হওয়ার স্থান ঃ

এমনিতে তো মক্কা মুকাররামার সব জায়গাতেই দো'আ কবূল হয়, কিন্তু কোন কোন বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে দো'আ কবূল হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল স্থানে বিশেষভাবে দো'আ প্রার্থনা করা উচিত। যথা ঃ

১। মাতাফ ঃ অর্থাৎ, তাওয়াফ করার জায়গায়।

২। মুল্‌তাযাম ঃ অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ্‌র দরজা এবং হাজারে আস্‌ওয়াদের মাঝখানে বায়তুল্লাহ্‌র যে দেওয়াল।

৩। মীযাবে রহ্‌মত ঃ অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ্‌র প্রণালীর নীচে।

৪। বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে।

৫। যমযম কূপের নিকটে।

৬। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।

৭। সাফার উপরে।

৮। মারওয়ার উপরে।

৯। মাস্‌আ ঃ অর্থাৎ, সাঈ করার স্থানে। বিশেষভাবে সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে।

১০। আরাফাতের ময়দানে।

১১। মুযদালিফায়। বিশেষভাবে মাশ্‌'আরে হারামে।

১২। মিনায়।

১৩। জামারাতের নিকটে।

১৪। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের দিকে চোখ পড়ার সময়।

১৫। হাতীমের ভিতরে।

১৬। হাজারে আস্‌ওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে।

কোন কোন আলেম দারে আরকাম, নবী করীম (দঃ)-এর জন্মস্থান, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহ, রুকনে ইয়ামানী, খানায়ে কা'বার সেই বন্ধ দরজার মাঝখানে, যাহা বর্তমান দরজার বিপরীত দিকে অর্থাৎ, পশ্চিম দিকে ছিল—এতদ্ব্যতীত গারে সওর, গারে হেরা প্রভৃতিকেও দো'আ কবূল হওয়ার স্থান হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

মক্কা মুকাররামার দর্শনীয় স্থান এবং কবরসমূহ

গৃহসমূহ ঃ

১। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সেই গৃহ, যেখানে হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বসবাস করিতেন। কোন কোন আলেমের মতে এই গৃহটি মক্কা মুকাররামায় মসজিদে হারাম ব্যতীত সকল স্থান হইতে উত্তম।

২। হুযূর (দঃ)-এর ভূমিষ্ঠ স্থল যাহা শি'অ'ব-ই-আলীতে অবস্থিত।

৩। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গৃহ।[১] যেখানে দুইটি পাথর ছিল। উহাদের একটির নাম মুতাকাল্লিম বা কথক[২] এবং অন্যটির নাম মুত্তাকা' বা হেলানস্থল।[৩]

৪। যুকাক—যাহা সাওয়াগীনে অবস্থিত।

৫। হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্মস্থান যাহা শি'অ'বে বনী-হাশিমে অবস্থিত।

৬। দারে আরকাম। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে এবং সাফা -এর নিকটে অবস্থিত। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সেই ঘরেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই জায়গাটিকে সাফা ও মারওয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে।

জান্নাতুল মা'লার যিয়ারত ঃ

জান্নাতুল মা'লা হইতেছে মক্কা মুকাররামার কবরস্তান। ইহা বাকী' অর্থাৎ, মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্তান ব্যতীত সকল কবরস্তান হইতে উত্তম। ইহার যিয়ারত করা মুস্তাহাব। জান্নাতুল মা'লায় সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের যিয়ারতের নিয়তে গমন করিবেন এবং সেখানে সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ করিবেন না।

কবর যিয়ারতের নিয়ম ঃ

যখন কোন কবরের নিকট গমন করিবেন, তখন তাহার পায়ের দিক হইতে কেবলার দিকে আগমন করিবেন। মাথার দিক হইতে কবরের সম্মুখে আসিবেন না। তখন এই দো'আ-যোগে সালাম পাঠ করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

তারপর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া দো'আ করিবেন। মৃত ব্যক্তির সহিত নৈকট্য ও দূরত্বের দিক দিয়া দাঁড়ানো এবং বসার ক্ষেত্রে সেই অবস্থাই বজায় রাখিবেন যাহা তিনি জীবিত থাকিলে করিতেন। আর সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ, সূরা ইয়াসীন, সূরা কাওসার ও সূরা এখ্‌লাস ১২ অথবা ১১ অথবা ৭ অথবা ৩ বার পাঠ করিয়া এইভাবে সওয়াব পৌঁছাইবেন যে, ইয়া আল্লাহ্‌! আমি যাহাকিছু পাঠ করিয়াছি উহার সওয়াব অমুকের রূহের উপর পৌঁছুক। খবরদার! কবরের উপরে বসিবেন না এবং ইহার উপর দিয়া চলাফেরাও করিবেন না।

টীকা

১· বর্তমানে সেখানে মসজিদে আবু বকর নামে একটি মসজিদ রহিয়াছে।

২· সেই পাথরটি নবী করীম (দঃ)-কে সালাম প্রদান করিয়াছিল।

৩· ইহার উপরে হুযূর (দঃ) হেলান দিয়াছিলেন।

মক্কা মুকাররামা ও মিনার মসজিদসমূহ

মসজিদে হারাম ছাড়াও মক্কা মুকাররামা এবং তাহার আশেপাশে আরো অসংখ্য দর্শনীয় ও যিয়ারত করার উপযুক্ত মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ প্রসিদ্ধঃ

মসজিদে রায়াহ্ঃ নবী করীম (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন এই স্থানে বিজয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। ইহা জান্নাতুল্ মা'লার রাস্তায় অবস্থিত।

মসজিদে জ্বিনঃ এখানে জ্বিনেরা উপস্থিত হইয়া কোরআন শরীফ শ্রবণ করিয়াছিল।

মসজিদে তান্ঈমঃ এখানে লোকজন উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া থাকেন। ইহা মক্কা মুকাররামা হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহাকে মসজিদে আয়েশাও বলা হয়।

মসজিদে গনম বা মসজিদুল ইজাবাহঃ ইহা ওয়াদিয়ে মুহাস্সাবের নিটবর্তী মুয়াবিদাহ মহল্লায় অবস্থিত।

মসজিদে যি-তুয়াঃ এটি তান্ঈমের রাস্তায় অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহ্রাম অবস্থায় এখানে অবতরণ করিয়াছিলেন।

মসজিদে খায়েফঃ ইহা মিনার সবচাইতে বড় মসজিদ। কথিত আছে যে, এখানে ৭০ জন নবী সমাহিত রহিয়াছেন।

মসজিদে নামিরাহঃ ইহা আরাফাতের প্রান্তদেশে অবস্থিত।

মসজিদে মাশ্আরুল-হারামঃ ইহা মুযদালিফায় অবস্থিত।

মসজিদে জাবালে[১] আবি কুবাইসঃ ইহা জাবালে আবি কুবাইসে অবস্থিত।

মসজিদে আকাবাঃ ইহা মিনার সন্নিকটে বাম দিকে রাস্তা হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত।

মসজিদে দারুন্নাহ্রঃ ইহা মিনায় জামরায়ে উলা এবং উসতার মাঝখানে অবস্থিত।

মসজিদে কাবাশঃ ইহা ঠিক সেই স্থানে অবস্থিত যেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইস্মাঈল (আঃ)-কে যবেহ করার জন্য শোয়াইয়াছিলেন।

মসজিদে জিইর্রানাঃ ইহা তায়েফের পথে অবস্থিত। এখান হইতেও উমরার ইহ্রাম বাঁধা সুন্নত। কিন্তু তান্ঈম হইতে বাঁধাই উত্তম।

টীকা

১· এখানে অধিকাংশ লোক বকরীর মাথা ভূনা করিয়া আহার করেন এবং প্রচার করেন যে, যে ব্যক্তি এখানে মাথা ভক্ষণ করিবে, তাহার কোন দিন মাথা ব্যথা প্রভৃতি হইবে না। ইহা ভিত্তিহীন।
—মোল্লা আলী ক্বারী

মক্কার পবিত্র পাহাড়সমূহ

জাবালে সাওরঃ ইহা মক্কা মুকাররামা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হিজরতের সময় এই পাহাড়েই নবী করীম (দঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তিন রাত অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার চূড়ার নিকটেই গারে সাওর অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় দেড় মাইল। ইহাতে আরোহণের জন্য সম্প্রতি পাহাড়ী সিঁড়ি কাটা হইয়াছে।

গারে হেরাঃ ইহা মক্কা মুকাররামা হইতে মিনায় যাওয়ার পথে বাম দিকে অবস্থিত। উক্ত গুহায় নবী করীম (দঃ) নুবুওয়ত লাভের পূর্বে এবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকিতেন, ইহার উচ্চতা বেশী নহে। পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত সওয়ারী পৌঁছিয়া যায়। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল।

জাবালে আবি কুবাইস্ঃ ইহা বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মুখে অবস্থিত। সাফা পর্বত হইয়া উহাতে আরোহণ করা যায়। উচ্চতা বেশী নহে। কেহ কেহ বলেনঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা এখানেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু বোখারীর রেওয়ায়তে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনা মিনায় সংঘটিত হইয়াছিল। জাহেলিয়া যুগে উক্ত পাহাড়ের নাম ছিল 'আমীন'। কারণ, নূহ আলাইহিস্সালামের মহাপ্লাবনের পর হইতে এখানে হাজারে আস্ওয়াদ সংরক্ষিত ছিল। আবু কুবাইস্ নামক জনৈক ব্যক্তি যখন সেখানে গৃহ নির্মাণ করেন, তখন হইতেই ইহা জাবালে আবি কুবাইস নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইমাম মুজাহিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সকল পাহাড়ের পূর্বে পৃথিবীর বুকে উক্ত পাহাড়টি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারার সফর

মদীনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররামা হইতে ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত। জাহেলিয়া যুগে ইহাকে 'ইয়াস্রিব' বা 'আস্রাব' বলা হইত। কোন কোন রেওয়ায়তে এই নামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছে। ইয়াস্রিব অর্থ অপমান এবং ধূলি-মলিনতা। সুতরাং নবী করীম (দঃ) এই নাম পাল্টাইয়া ইহার নাম মদীনা রাখিয়াছেন। কোরআন পাকে অধিকাংশ স্থানে এই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমনঃ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا ইত্যাদি। ইহার বরকতের প্রভাবেই উহার তামাদ্দুন ও সভ্যতা হইতে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে। 'ওয়াফাউল—ওয়াফা' গ্রন্থে মদীনা মুনাওয়ারার চৌরা-নব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার গৌরব ও মর্যাদা

প্রতীয়মান হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার বহু ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান ও মর্যাদার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ইহা সরদারে দো-আলম, হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসস্থান এবং সমাধিস্থল।

মক্কা মুকাররামা উত্তম,
না মদীনা মুনাওয়ারা ঃ

এতদ্সম্পর্কে উম্মতের ঐকমত্য রহিয়াছে যে, মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা পৃথিবীর সকল নগরী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, এই ব্যাপারে আলেমদের মতপার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের মতে মক্কা মুকাররামা মদীনা মুনাওয়ারা অপেক্ষা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহ্‌মদের অভিমতও তাই। ইমাম মালেকের মতে মদীনা মুনাওয়ারা উত্তম।

হরমে মদীনা ঃ

হানাফীদের মতে মদীনা মুনাওয়ারার জন্য হরম নাই এবং বাকী তিন ইমামের মতে মদীনা মুনাওয়ারার জন্যও হরম রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে সেখানকার শিকার ধরা অথবা বৃক্ষ-লতা-পাতা ইত্যাদি কর্তন করা জায়েয নহে। কেননা, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলিয়াছেন, "আমি মদীনাকে হরম ঘোষণা করিতেছি।" অন্য আরেক রেওয়ায়তে আছে, হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর এরশাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারার জাবালে ইর এবং জাবালে সওরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হরম। জাবালে ইর মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ পাহাড়। জাবালে সওর উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নাম। এই ব্যাপারে সাধারণভাবে লোকজন অবহিত নহে। কিন্তু 'কামুস' গ্রন্থকার এবং অন্যান্য আলেমগণের মতে ইহা মুহাক্কাকভাবে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, সওর মদীনা মুনাওয়ারায় উহুদ পাহাড়ের পিছনে একটি ছোট্ট গোলাকার পাহাড়। কিন্তু অন্য রেওয়ায়তের ভিত্তিতে হানাফীদের নিকট হরমে মদীনার হুকুম হরমে মক্কার অনুরূপ নহে। বরং উহার দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার হুরমত এবং সম্মানই উদ্দেশ্য। ইহার অর্থ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার সীমানার ভিতরে প্রাণী ধরা এবং উহার গাছ-বৃক্ষ কর্তন করা যদিও হারাম নহে, কিন্তু আদবের পরিপন্থী।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন (দঃ)-এর যিয়ারত

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখ্‌রে মওজুদাত, তাজ্‌দারে মদীনা সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত সর্বসম্মতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য এবং সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ এবং সম্মান, মর্যাদা, উন্নতির জন্য সমস্ত মাধ্যমের চাইতে

সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কোন কোন আলেম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য ইহাকে ওয়াজিব গণ্য করিয়াছেন।

স্বয়ং ফখ্‌রে আলম (দঃ) যিয়ারতের প্রতি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিয়ারত না করিবে তাহাদিগকে অভদ্র এবং জালেম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান যাহাকে এই দৌলত দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই সর্বোত্তম নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকে।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ زَارَنِيْ كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحديث رواه البيهقى فى شعب الايمان ﴿مشكوة﴾

অর্থাৎ, "হুযূর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশেপাশে থাকিবে।"

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ رواه البيهقى فى شعب الايمان ﴿مشكوة﴾

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করিল এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করিল, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করিল।"

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ ﴿رواه ابن عدى بسند حسن﴾ ﴿شرح لباب﴾

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করিল অথচ আমার কবর যিয়ারত করিল না, সে আমার উপর জুলুম করিল।"

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ رواه الدار قطنى والبزار ﴿فتح القدير﴾

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিল, আমার উপর তাহার শাফাআত ওয়াজিব হইয়া গেল।"

উপরোক্ত রেওয়ায়তসমূহে আকায়ে নামদার (দঃ) যিয়ারতের প্রতি যারপরনাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এইজন্য প্রত্যেক মুসলমানের (যাহাকে আল্লাহ্‌ সচ্ছলতা দান করিয়াছেন) এই পরম সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত।

মাসায়েল ও আদব ঃ

মাসআলা ঃ যাহার উপরে হজ্জ ফরয তাহার জন্য হজ্জ আদায়ের পূর্বেও রওযা শরীফের যিয়ারত করা জায়েয। তবে শর্ত এই যে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা না দেখা দেয়। তবে তাহার জন্য আগে হজ্জ সমাপন করা উত্তম। নফল হজ্জ আদায়কারীরা ইচ্ছা করিলে আগে হজ্জ করিবেন অথবা যিয়ারত সম্পন্ন করিবেন।

যেসব লোককে হজ্জে আসার পথে মদীনা মুনাওয়ারা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়—যেমনঃ সিরিয়া হইতে আগমনকারী, তাহাদের জন্য পূর্বেই যিয়ারত সম্পন্ন করা উচিত।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির[১] উপরে হজ্জ ফরয, তিনি যদি মক্কা মুকাররামায় হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে আসিয়া যান, তাহা হইলে হজ্জের মাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তাহার জন্য মদীনা গমন করা জায়েয এবং হজ্জের মাস আরম্ভ হওয়ার পর যদি মদীনা মুনাওয়ারা সফরের কারণে হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে মদীনা গমন করা জায়েয হইবে না। আর যদি হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং সওয়ারী সন্তোষজনক ও রাস্তা-ঘাট নিরাপদ হয়, তবে গমন করা জায়েয।

মাসআলাঃ যখন মদীনা মুনাওয়ারার সফর শুরু করিবেন, তখন যিয়ারতের নিয়তের সাথে সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতেরও নিয়ত করিবেন। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম রাহেমাহুল্লাহ্র মতে শুধু পবিত্র রওযা মোবারকের নিয়ত করাই উত্তম। মসজিদে নববীর যিয়ারতও উহার সহিত হাসিল হইয়া যাইবে। অথবা যদি আল্লাহ্ পাক দ্বিতীয়বার ইহার তাওফীক দান করেন, তবে তখন উভয়ের নিয়তে সফর করিবেন।

মাসআলাঃ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করিবেন, তখন রাস্তায় অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন; বরং ফরয এবং প্রয়োজনীয় কাজের পর যে সময়টুকু বাঁচিবে তাহা সম্পূর্ণভাবে এই কাজেই ব্যয় করিবেন; আর অন্তরে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবেন এবং ভালবাসার প্রকাশে কোন প্রকার ত্রুটি প্রদর্শন করিবেন না। যদি নিজ হইতে এই অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে লৌকিকতাস্বরূপ উহার ভান করিবেন এবং নিজের মধ্যে প্রেমিকদের ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি করিবেন। কেননা, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য বজায় রাখিবে সে সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।" পথে যেসব পবিত্র স্থান পড়িবে সেইগুলির যিয়ারত করিবেন এবং যে সকল বিশেষ মস্‌জিদ হুযূর (দঃ) অথবা সাহাবায়ে কেরামদের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত রহিয়াছে—উহাতে নামায আদায় করিবেন। শুধু তামাশা এবং ভ্রমণ ও চিত্তবিনো-দনের জন্য মসজিদসমূহে গমন করিবেন না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "ইহাও কিয়ামতের একটি লক্ষণ যে, মানুষ মসজিদসমূহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অতিক্রম করিবে, অথচ তাহাতে নামায পড়িবে না। (জামেউল ফাওয়াইদিল কবীর) সুতরাং যখনই কোন মসজিদের যিয়ারত করিবেন, তখন দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা

টীকা

১· অবশ্য যে তামাত্তো'কারী উমরা সম্পন্ন করিয়া নিয়াছেন, তাহার জন্য হজ্জ সম্পন্ন করার পূর্বে মক্কা মুকাররামার বাহিরে গমন না করাই উত্তম। এই প্রক্রিয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তাহার তামাত্তো' শুদ্ধ হইবে।

উচিত। তবে শর্ত এই যে, উহা যেন মাক্রূহ ওয়াক্ত না হয়। পথে যেসব বরকতময় কূপ পাইবেন, তাবাররুক হিসাবে উহার পানি পান করিবেন।

মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী পথের মসজিদসমূহঃ

মদীনার পথে অনেকগুলি মস্‌জিদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বারটি প্রসিদ্ধঃ

মস্‌জিদে যুল-হোলায়ফাঃ ইহাকে বীরে আলী (রাঃ)-ও বলা হয়। ইহা মদীনাবাসী-দের জন্য মীকাত।

মসজিদে মুয়াররাসঃ এখানে নবী করীম (দঃ) শেষ রজনীতে আরাম করিয়াছিলেন। ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

মস্‌জিদে ইরকুয্ যাবিয়াহ্ঃ উক্ত স্থানে নবী করীম (দঃ) নামায আদায় করিয়াছিলেন। ইহা রাওহা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত। কথিত আছে যে, উক্ত স্থানে ৭০ জন নবী নামায পড়িয়াছেন।

মাস্‌জিদুল্ গাযালাহ্ঃ ইহা রাওহা উপত্যকার প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। এই জায়গায়ও হুযূর (দঃ) নামায পড়িয়াছিলেন।

মস্‌জিদুস্ সাফ্‌রাঃ ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় ৩ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এখানেই সাহাবী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল হারেস (রাঃ)-এর কবর রহিয়াছে।

মস্‌জিদে বদরঃ এই স্থানটিতেই প্রসিদ্ধ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা পবিত্র কোরআনে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছেঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ বদরের শহীদ-গণেরও যিয়ারত করা উচিত। আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, বর্তমানকালে রাস্তা পাকা হইয়া যাওয়ার কারণে বদরের এবং মস্‌জিদে বদরের যিয়ারত অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। এখন উক্ত ময়দানে প্রচুর সময় অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া যায়। হাজী সাহেবগণের উচিত, যদি সেখানে গাড়ী থামে, তবে এই স্থানটির যিয়ারত করা। ইসলামের এই আজীমুশ্‌শান ঘটনার[১] স্মৃতি তাজা করা প্রত্যেক হাজী সাহেবেরই কর্তব্য।

মস্‌জিদে জাহ্‌ফাহ্ঃ এখানে তিনটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। একটি জাহ্‌ফার শুরুতে, দ্বিতীয়টি জাহ্‌ফার শেষ সীমানায় মীকাতের চিহ্নের নিকটবর্তী এবং তৃতীয়টি জাহ্‌ফা হইতে তিন মাইল পরে রাস্তার বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

মস্‌জিদে মাররুয্‌যাহ্‌রানঃ মদীনা হইতে মক্কা মুকাররামা যাওয়ার পথে মক্কা হইতে এক মন্‌জিল দূরে বাম পার্শ্বে অবস্থিত। ইহাকে মস্‌জিদে ফাতাহও বলা হয়।

মস্‌জিদে সারিফঃ ইহা ওয়াদিয়ে ফাতেমা (রাঃ) হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানেই উম্মুল মো'মেনীন হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর সহিত নবী করীম (দঃ)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। বাসর রাত্রিও এখানে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল এবং এখানেই হযরত মায়মূনা (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সমাহিত হন।

টীকাঃ ১· অর্থাৎ, বদর যুদ্ধের।

মস্‌জিদে তান্‌ঈম অথবা মস্‌জিদে আয়েশা ঃ এখানে সাধারণতঃ লোকজন উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গমন করিয়া থাকেন। ইহা মক্কা হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত।

মস্‌জিদে যি-তুওয়া ঃ ইহা 'তুওয়া' নামক কূপের নিকটে অবস্থিত। এখানে নবী করীম (দঃ) মক্কা মুকাররামা গমনের পথে অবস্থান করিয়াছিলেন।

পথের[১] কূপসমূহ ঃ

মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা মুনাওয়ারার মাঝখানে বেশ কয়টি কূপ রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টিই প্রসিদ্ধ। যথা ঃ

(১) বীরে খালীস, (২) বীরে কুযাইমা, (৩) বীরে মাস্‌তুরা, (৪) বীরে শায়খ, (৫) বীরে গার, (৬) বীরে রওহা, (৭) বীরে হায়সানী, (৮) বীরুল্ আশ্‌হাব, (৯) বীরে মাশী।

মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী হওয়া ঃ

মদীনা মুনাওয়ারার নিকটে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবেন, সওয়ারীকে সামান্য দ্রুত চালাইবেন; আর প্রচুর পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠ করিবেন।

মাসআলা ঃ যখন মদীনা মুনাওয়ারা দৃষ্টিগোচর হইবে এবং উহার গাছ-পালা চোখে পড়িবে, তখন দো'আ প্রার্থনা করিবেন আর দরূদ ও সালাম পাঠ করিবেন। সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া খালি পায়ে ক্রন্দন করিতে করিতে আগাইয়া যাওয়া এবং যথা-সম্ভব আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। সত্য বলিতে কি, এই পবিত্র ভূমিতে যদি মাথার উপর ভর দিয়াও চলাফেরা করা হয় তবুও হক আদায় হইবে না, কিন্তু যতটুকু করা সম্ভব সেই ব্যাপারে কোন ত্রুটি করিতে নাই।

মাসআলা ঃ যখন মদীনার নগর প্রাচীর সম্মুখে আসিবে, তখন দরূদের পর এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ اَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَ سُوْءِ الْحِسَابِ

নগরীতে প্রবেশের পূর্বে যদি সম্ভব হয় গোসল করিয়া নিবেন। অগত্যা যদি প্রবেশ করার সময় তাহা সম্ভব না হয়, তবে প্রবেশ করার পর গোসল করিবেন। যদি গোসল করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ওযূ অবশ্যই করিবেন। কিন্তু গোসল করাই উত্তম। তারপর পাক-সাফ কাপড় পরিধান করিবেন। নূতন কাপড়ই উত্তম। খুশ্‌বু লাগাইবেন। যখন নগরের দরজায় উপনীত হইবেন, তখন পড়িবেন ঃ

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ

টীকা

১· মস্‌জিদ এবং কূপসমূহের সব কয়টি কিন্তু মোটরের পথে পড়ে না। কারণ, মোটর জিদ্দা হইয়া গমন করে।

صِدْقٍ وَّارْزُقْنِيْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَ اَهْلَ طَاعَتِكَ وَ انْقِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا

মাসআলা ঃ যখন সবুজ গম্বুজ (উহার অধিকারীর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম) দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন উহার পরিপূর্ণ মর্যাদা, সম্মান ও আভিজাত্যের কথা স্মৃতিতে ফুটাইয়া তুলিবেন। কেননা, ইহা সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত স্থান।

মাসআলা ঃ নগরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করিবেন। যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে উহা সারিয়া সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে চলিয়া আসিবেন এবং যিয়ারত করিবেন। অবশ্য মহিলাদের জন্য রাত্রি বেলাই যিয়ারত করা উত্তম।

মাসআলা ঃ মস্‌জিদে নববীতে প্রবেশ করিবার সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত ডান পা প্রথমে রাখিবেন এবং এই দো'আ পাঠ করিবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারেন, তবে বাবে জিব্রাইল (আঃ) দিয়া প্রবেশ করাই উত্তম এবং চিরাচরিত নিয়ম। মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া মিম্বর এবং কবর শরীফের মাঝখানে রওযায় দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল্ মস্‌জিদ নামায পড়িবেন। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এই নামায যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্তে না হয়। প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখ্‌লাস পাঠ করিবেন। মিম্বর এবং হুযূর (দঃ)-এর কবর শরীফের মাঝখানে যে ভূমিখণ্ড রহিয়াছে উহাকে 'রওযা' এবং 'রিয়াযুল জান্নাহ্' বলা হয়। এ সম্পর্কে হুযূর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন—

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ, "আমার ঘর (বর্তমানে কবর) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশ্‌-তের বাগানসমূহের একটি বাগান।"

রওযার মধ্যে মিহ্‌রাবে নববীতে তাহিয়্যাতুল্ মসজিদ পাঠ করা উত্তম। আর যদি সেখানে জায়গা না পাওয়া যায়, তবে রওযার ভিতরে যেখানে জায়গা পাওয়া যাইবে সেখানেই পড়িয়া লইবেন। সালাম ফিরাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা এবং শুকরিয়া আদায় করিবেন; আর যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য দো'আ করিবেন। কোন কোন আলেমের মতে আল্লাহ্ তা'আলা এই সর্বোত্তম নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সজ্‌দায়ে শোকরও করিতে হইবে। তবে শোকরিয়া আদায়ের নিয়তে দুই রাকাআত শোকরানার নামায আদায় করাই উত্তম। শুধু সজ্‌দা করিবেন না, যদিও তাহা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ যদি তখন ফরয নামাযের জামাআত হইতে থাকে অথবা নামায ক্বাযা হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহা হইলে প্রথমে ফরয নামায আদায় করিয়া নিবেন। ইহাতে তাহিয়্যাতুল মস্‌জিদও আদায় হইয়া যাইবে।

রওযা মোবারকে সালাম পাঠ করার নিয়ম

মাসআলা ঃ নামাযে তাহিয়্যাতুল্ মস্‌জিদ সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আদব সহকারে পবিত্র রওযা মোবারকের নিকটে আগমন করিবেন এবং অন্তরকে পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া রওযা মোবারকের নিকটে আগমন করিবেন এবং রওযা শরীফের শিয়রের দেওয়ালের কোণায় যে স্তম্ভ রহিয়াছে তাহা হইতে ৪ হাত দূরে দাঁড়াইবেন এবং কেবলার দিকে পিঠ করিয়া সামান্য বাম দিকে ঝুঁকিয়া যাইবেন—যেন হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র চেহারা সামনে পড়ে। এদিক সেদিক তাকাইবেন না। চক্ষু নিম্নগামী করিবেন। আদবের পরিপন্থী কোন প্রকার নড়াচড়া করিবেন না। খুব নিকটেও দাঁড়াইবেন না। জালির মধ্যে হাত লাগাইবেন না, চুমা দিবেন না, সজ্‌দাও করিবেন না। এসব কাজ আদব ও সম্মানের পরিপন্থী ও নাজায়েয। সজ্‌দা করা শিরক। এরূপ খেয়াল করিবেন যে, নবী করীম (দঃ) কবর মোবারকে কেবলার দিকে মুখ করিয়া আরাম ফরমাইতেছেন এবং সালাম-কালাম শ্রবণ করিতেছেন। নবী করীম (দঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া মধ্যম আওয়াজে সালাম পাঠ করিবেন। খুব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিবেন না এবং অত্যন্ত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না। সালাম এভাবে পাঠ করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرًا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَا جَزٰى بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

তারপর নবী করীম (দঃ)-এর উসীলায় দো'আ করিবেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে শাফাআতের আবেদন জানাইবেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِيْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَ سُنَّتِكَ

সালামের শব্দে যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সালেহীনদের অভ্যাস ছিল সংক্ষিপ্তভাবে সালাম প্রদান করা। তাঁহারা সংক্ষিপ্তভাবে সালাম প্রদান করাকেই মুস্তাহ্‌সান মনে করিতেন। সালামের মধ্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবেন না যদ্দ্বারা নৈকট্যজনিত মান-অভিমান প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাও এক প্রকার বে-আদবী। যদি কেহ এই শব্দসমূহ পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ রাখিতে না পারেন, অথবা সময়ের স্বল্পতা থাকে, তাহা হইলে যতটুকু মনে থাকে অথবা যতটুকু বলিতে পারেন ততটুকুই বলিবেন। সালাম পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হইতেছে— اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ বলা।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে সালাম পেশ করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির সালামও আপনার সালামের পর এইভাবে নিবেদন করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ[১] فُلَانٍ يَّسْتَشْفِعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ

আর যদি অনেক অনেক লোক সালাম পেশ করার জন্য বলিয়া থাকেন; আর তাহাদের নাম মনে না থাকে, তাহা হইলে সবার পক্ষ হইতে এইভাবে সালাম নিবেদন করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنْ اَوْصَانِيْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ

হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম পাঠ করার পর ডান দিকে এক হাত সরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখমণ্ডল বরাবর দাঁড়াইয়া এইভাবে সালাম পাঠ করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهٗ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهٗ فِى الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهٗ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

তারপর এক হাত আরো ডান দিকে সরিয়া হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেহারা বরাবর দাঁড়াইয়া এইভাবে সালাম পাঠ করিবেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِيْ اَعَزَّ اللهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَّمَيِّتًا جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

টীকা

১· فلان بن فلان এর জায়গায় যিনি সালাম নিবেদন করিয়াছেন তাহার নাম পিতার নামসহ এইভাবে বলিবেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ . . . . . . بن . . . . . يَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ

হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর উপরে সালাম পাঠ করার শব্দ বাড়ানো কমানোর এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে। যদি কেহ সালাম পৌঁছানোর জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার সালামও পৌঁছাইয়া দিবেন। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপরে সালাম পাঠ করার পর অর্ধ হাতের মত সরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আবার এইভাবে সালাম পাঠ করিবেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَزِيْرَيْهِ جَزَاكُمَا اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ جِئْنَا كُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدْعُوَلَنَا رَبَّنَا اَنْ يُحْيِيَنَا عَلَى مِلَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَ يَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اٰمِيْنَ

তারপর দ্বিতীয়বার হুযূর (দঃ)-এর কবর মোবারকের সামনে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করিবেন এবং দরূদ পড়িবেন; আর হুযূর (দঃ)-এর উসীলায় দো'আ করিবেন এবং শাফাআতের দরখাস্ত করিবেন; আর হাত উঠাইয়া নিজের জন্য, নিজের মাতা-পিতা, মাশায়েখ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আর মেহেরবানী করিয়া অত্র পুস্তকের প্রকাশকের জন্যও মনে-প্রাণে দো'আ করিবেন। সালাম পাঠ করিবার পর এই কথাগুলি উচ্চারণ করা উত্তমঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى سُبْحَانَهٗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا فَجِئْنٰكَ ظَالِمِيْنَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ مِنْ ذُنُوْبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّنَا وَاسْئَلْهُ اَنْ يُّمِيْتَنَا عَلَى سُنَّتِكَ وَاَنْ يَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِكَ

অতঃপর নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য দো'আ করিবেন।

মুয়াল্লিমুল্-হুজ্জাজ গ্রন্থের সকল পাঠকের নিকট দরখাস্ত এই যে, এই অধম লেখক এবং উক্ত কিতাবের প্রকাশকের সালামও হুযূর (দঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর পবিত্র দরবারে সহস্র আদব সহকারে পৌঁছাইয়া খাতেমা বিল-খায়র (শুভ সমাপ্তি) ও মাগ্‌ফেরাতের দো'আ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আল্লাহ্ পাক উহার দরুন আপনাদিগকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। যিয়ারত শেষে দো'আ সমাপ্ত করিয়া আবু লুবাবার স্তম্ভের নিকটে আসিয়া দুই রাকাআত নফল পড়িয়া দো'আ প্রার্থনা করিবেন। অতঃপর রওযা মোবারকে আসিয়া নফল নামায আদায় করিবেন। তবে তাহা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। রওযা মোবারকে যত বেশী সম্ভব নামায ও দো'আ পাঠ করিবেন। তারপর মিম্বরের নিকটে আসিয়া হাত তুলিয়া দো'আ-দরূদ

পাঠ করিবেন। অতঃপর হান্নানার স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্তম্ভসমূহের নিকটে আসিয়া দো'আ ও ইস্তিগ্‌ফার করিবেন।

রওযায়ে জান্নাতে রহ্‌মতের স্তম্ভসমূহ

রওযায়ে জান্নাতে প্রাচীন মস্‌জিদে নববীর অভ্যন্তরে সাতটি স্তম্ভ রহিয়াছে। সেই-গুলিকে রহমতের খুঁটি বলা হয়। এইগুলির উপরে মর্মর পাথর বসানো রহিয়াছে এবং স্বর্ণের কারুকার্য বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম কাতারে চারটি স্তম্ভ লাল পাথরের এবং পার্থক্য করার সুবিধার জন্য সেইগুলির গায়ে নাম অঙ্কিত রহিয়াছে।

১। **হান্নানার স্তম্ভঃ** এই স্তম্ভটি সেই খেজুর গাছের গুড়ির স্থানে তৈরী হইয়াছে যাহা নবী করীম (দঃ)-এর মিম্বর স্থানান্তর হওয়ার সময় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল।

২। **হারাস বা পাহারার স্তম্ভঃ** যখন হুযূর (দঃ) পবিত্র হুজরা শরীফে তশরীফ লইয়া যাইতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারা দেওয়ার নিমিত্ত এখানে আসিয়া বসিতেন।

৩। **উফুদ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভঃ** বাহির হইতে যে সকল প্রতিনিধি দল ইস্‌লাম গ্রহণের জন্য আগমন করিতেন, তাহারা এখানে বসিয়া হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করিতেন।

৪। **আবু লুবাবার স্তম্ভঃ** সাহাবী হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) হইতে মানবিক দুর্বলতা-স্বরূপ তবুক যুদ্ধের সময় একটি ভুল সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। যাহার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের ১১ পারায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্দরুন হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) নিজেকে স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া দিলেন এবং বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং না খুলিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইহার সহিত বাঁধা থাকিব। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলিয়া দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে আদেশ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলিব না। সুতরাং ৫০ দিনের দীর্ঘ অবকাশের পর আল্লাহ্ পাক আবু লুবাবা (রাঃ)-এর তওবা কবূল করিলেন এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হস্তে তাঁহার বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

৫। **সরীর বা খাটের স্তম্ভঃ** এখানে হুযূর (দঃ) এতেকাফ ফরমাইতেন এবং রাত্রিবেলা আরাম করার জন্য তাঁহার বিছানা মোবারক এখানেই স্থাপন করা হইত।

৬। **জিব্রাঈল (আঃ)-এর স্তম্ভঃ** হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখনই হযরত দেহ্‌ইয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করিয়া ওহী নিয়া আসিতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁহাকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যাইত।

৭। **হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তম্ভঃ** হুযূর (দঃ) এরশাদ করিয়াছিলেন, আমার মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা এমন রহিয়াছে যে, যদি লোকজন সেখানে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে অবগত হইত, তাহা হইলে সেখানে স্থান পওয়ার জন্য লটারীর

প্রয়োজন দেখা দিত। ঐ সময় হইতে সাহাবীগণ সেই জায়গাটি চিহ্নিত করিবার জন্য তালাশ অব্যাহত রাখিলেন। হুযূর (দঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার বোনপো হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে সেই জায়গাটি চিনাইয়া দেন। সেখানেই বর্তমানে এই স্তম্ভটি রহিয়াছে। উপরোক্ত স্তম্ভসমূহের নিকটে গিয়া দো'আ প্রার্থনা করিবেন।

তারপর নিজের থাকার জায়গায় চলিয়া আসিবেন এবং যতদিন ইচ্ছা মদীনায় অবস্থান করিবেন। এই অবস্থানকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিবেন।

মসজিদে নববীতে নামাযের সওয়াব

অধিকাংশ সময় মসজিদে নববীতে এতেকাফের নিয়তে কাটাইবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত -এর নামায জমাআতের সহিত মসজিদে নববীতে আদায় করিবেন। তকবীরে উলা এবং প্রথম কাতারে শামিল হইতে চেষ্টা করিবেন। মসজিদে নববীতে এক নামাযের সওয়াব বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী এক হাজারের অপেক্ষাও বেশী।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﴿رض﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِیْ مَسْجِدِیْ هٰذَا خَیرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِی مَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ متفق علیه ﴿مشکوۃ﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের এক হাজার নামায অপেক্ষাও উত্তম।"

ইব্‌নে মাজার এক রেওয়ায়তে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ নামায আদায় করিবে এবং একটি নামাযও বাদ দিবে না, তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তির ছাড়পত্র লিখিয়া দেওয়া হইবে; আর আযাব ও নেফাক হইতেও মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে। এইজন্য মসজিদে নববীতে জামাআতে নামায পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় মসজিদে নববীতে স্বতন্ত্রভাবে এতেফাকও করিবেন এবং কোরআন শরীফ খতম করিবেন। সাধ্যানুযায়ী সদকা-খয়রাত করিবেন। মদীনার মিসকীন, প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবেন। তাহাদের সহিত ব্যবহারে ভালবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখিবেন। যদি তাহাদের পক্ষ হইতে কোন প্রকার বাড়াবাড়িও হইয়া যায়, তবুও ধৈর্যধারণ করিবেন এবং ভদ্র ব্যবহার করিবেন। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাহাদের সাহায্যের নিয়ত করিবেন, তাহা হইলে সওয়াব পাইবেন।

বিবিধ মাসায়েলঃ

মাসআলাঃ প্রত্যহ পাঁচবার অথবা যখনই সুযোগ হয় রওযা মুবারকে উপস্থিত হইয়া সালাম পাঠ করা জায়েয।

মাসআলাঃ যিয়ারতের সময় রওযা মোবারকের দেওয়ালসমূহ স্পর্শ অথবা চুম্বন করা অথবা জড়াইয়া ধরা না-জায়েয, বে-আদবী।

মাসআলাঃ রওযা মোবারকের তাওয়াফ করা হারাম। উহার সম্মুখে মাথানত করা এবং সজ্‌দা করাও হারাম।

মাসআলাঃ অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া রওযা মোবারকের দিকে পিঠ দিবেন না। না নামাযের মধ্যে, না নামাযের বাহিরে।

মাসআলাঃ যখনই রওযা মোবারকের সমরেখার উপর দিয়া অতিক্রম করিবেন, তখন মসজিদের বাহিরে হইলেও সুযোগ অনুযায়ী অল্প বেশী থামিয়া সালাম পাঠ করিবেন।

মাসআলাঃ মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে, দরূদ, সালাম, সদকা, মসজিদের বিশেষ বিশেষ স্তম্ভসমূহের নিকটে দো'আ প্রার্থনা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে করিতে থাকিবেন। বিশেষভাবে হুযূর (দঃ)-এর যামানার যেসব মসজিদ রহিয়াছে সেইগুলির প্রতি খেয়াল রাখিবেন—যদিও সওয়াব সকল মসজিদেই সমান।

মাসআলাঃ রওযা মোবারকের দিকে তাকানোও সওয়াব। মসজিদের বাহিরে থাকিলে সবুজ গম্বুজের প্রতি তাকাইলেও সওয়াব হইবে।

মাসআলাঃ যিয়ারতের সময় নামাযের ন্যায় হাত বাঁধা সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা কিরমানী হানাফী, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) প্রমুখ জায়েয বলিয়াছেন। ইব্‌নে হাজার মক্কী নিষেধ করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী 'সিআয়াহ্' নামক গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং ওলামায়ে কেরামের মতামত লিপিবদ্ধ করার পর জায়েয হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়া লিখিয়াছেন[১] যে, হুযূর (দঃ)-এর যিয়ারতের সময় তো এইভাবে হাত বাঁধাই উত্তম। কিন্তু অন্যান্য লোকদের যিয়ারতের সময় বিশেষভাবে সাধারণ লোকদের কবরে এমন করা ভাল নহে।

অধম লেখকের অভিমত এই যে, যিয়ারতে নববীর সময় যদিও হাত বাঁধা সেই সব বুযুর্গগণের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয, কিন্তু তবুও হাত না বাঁধাই উত্তম। তবে যতবেশী বিনয় ও নম্রতা এবং আদব রক্ষা করা সম্ভব তাহা অবশ্যই রক্ষা করিবেন। হাত বাঁধার ব্যাপারে প্রথমতঃ উলামাদের মতভেদ আছেই দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের ফাসেদ আকীদার ভয়ও রহিয়াছে। كما لا يخفى على من له خبرة باحوالهم

টীকা

১· সায়াহ ২য় জিলদ

মাসআলা ঃ হুজরা শরীফের পিছনে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর যিয়ারতের জন্য যাওয়া জায়েয। কোন কোন আলেম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর সেখানেই রহিয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন।

মাসআলা ঃ কোন কোন অজ্ঞ লোক রওযা মোবারকে বসিয়া সায়হানী খেজুর ভক্ষণ করাকে সওয়াব মনে করেন এবং নিজের চুল কাটিয়া ঝাড়বাতির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহা ছাড়াও আরো অনেক আজে-বাজে কাজ-কর্ম করিয়া থাকেন। এই সবই ভিত্তিহীন, গর্হিত ও বে-আদবীমূলক কাজ। এইসব গর্হিত কাজ হইতে নিজেও বাঁচিয়া থাকিবেন এবং এইসব কাজে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও কোমল ভাষায় বিরত রাখার চেষ্টা করিবেন।

মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতযোগ্য পবিত্র স্থানসমূহ ঃ

মাসআলা ঃ আহ্‌লে বাকী' ও অন্যান্য দর্শনীয় পবিত্র স্থানসমূহ এবং হুযূর (দঃ)-এর মসজিদ ও কূপসমূহের যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

আহ্‌লে বাকী'[১]-এর যিয়ারত ঃ

বাকী' হইতেছে মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্তান। ইহা মদীনার সন্নিকটে উত্তর দিকে অবস্থিত। এই কবরস্তানে অসংখ্য সাহাবী এবং আওলিয়ার সমাধি রহিয়াছে। হুযূর (দঃ) এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর যিয়ারতের পর আহ্‌লে বাকী'-এর যিয়ারতও প্রাত্যহিক বিশেষ করিয়া শুক্রবারে মুস্তাহাব। আমীরুল মো'মেনীন হযরত উসমান গনী (রাঃ)-ও বাকী'-এর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমাহিত। আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (হযরত খাদীজা[২] ও মায়মূনা [রাঃ] ব্যাতীত), হযরত ইবরাহীম ইব্‌নে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ), উসমান ইব্‌নে মাযঊন (রাঃ), রুকাইয়্যাহ বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ), ফাতেমা বিনতে আসাদ (হযরত আলী [রাঃ]-এর জননী), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), আসাদ ইব্‌নে যারারাহ (রাঃ) প্রমুখ এই গোরস্তানেই সমাহিত রহিয়াছেন। নবী করীম (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-ও এখানে সমাহিত। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এখানে সমাহিত আছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাযার সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মসজিদ নববীতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পিছনে তাঁহার হুজরার মধ্যে সমাহিত। কাহারও কাহারও মতে দারুল আহ্‌যানে তাঁহার মসজিদে সমাহিত। কাহারও কাহারও মতে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে সমাহিত। সকলের

টীকা

১· এখানে দশ হাজারেরও বেশী সাহাবী সমাহিত রহিয়াছেন।

২· হযরত খাদীজা (রাঃ) মক্কা মুকাররমায় এবং হযরত মায়মূনা (রাঃ) মক্কা মুকাররমার নিকটে সারাফ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।

উপরেই সালাম পাঠ করিবেন। মালেকী মাযহাবের ইমাম মালেক (রহঃ) এবং অন্যান্য তাবেয়ীগণও এখানে সমাহিত রহিয়াছেন।[১]

বাকী'তে সর্বাগ্রে কাহার কবর যিয়ারত করিতে হইবে সে সম্পর্কে আলেমগণের মত-ভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে আমীরুল মো'মেনীন হযরত উসমান (রাঃ)-এর যিয়ারত করিতে হইবে। কেননা, এখানে যত লোক সমাহিত রহিয়াছেন তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেহ কেহ বলেন, নবী তনয় হযরত ইবরাহীম (রাঃ) দ্বারা শুরু করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর যিয়ারত করিতে হইবে। কেননা, তাঁহার মাযারই শুরুতে রহিয়াছে। তাঁহার নিকট দিয়া বিনা সালামে অতিক্রম করা ঠিক নহে। কেননা, তিনি নবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতৃব্য। তারপর যাহার মাযার প্রথমে পড়িবে তাহার উপর সালাম পাঠ করিবেন এবং হযরত সাফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর মাযারে সমাপ্ত করিবেন। ইহাতে যিয়ারতকারীগণের সুবিধা রহিয়াছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, সম্মানের দিক দিয়াও এই ব্যবস্থাই সঠিক। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা হযরত মালেক ইবনে সিনান (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় শহরের ভিতরে সমাহিত আছেন। তাঁহার কবরও যিয়ারত করিবেন। নাফ্‌সে যাকিয়্যা হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হাসান ইব্‌নে আলী (রঃ) শহরের নিকটে শামী দরজার দিকে সমাহিত রহিয়াছেন। তাঁহারও যিয়ারত করিবেন। হযরত ইস্‌মাঈল ইব্‌নে জা'ফর সাদিক (রহঃ)-এর মাযার নগর প্রাচীরের ভিতরে অবস্থিত। বাকী' হইতে ফিরিবার সময় তাঁহারও যিয়ারত করিবেন। বাকী'তে প্রবেশ করিয়া পড়িবেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

অতঃপর যেসব লোকের কবরের চিহ্ন জানা আছে তাহাদের যিয়ারত করিবেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপরে এইভাবে সালাম পাঠ করিবেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ذَاالنُّوْرَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْاٰنِ بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْاَكْدَارِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

টীকা

১· শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)-এর কবর শরীফও আহ্‌লে বাইতের মাযারের নিকটে অবস্থিত।

মসজিদসমূহের যিয়ারতঃ

মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী ছাড়াও শহরের আশেপাশে বহু মসজিদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যেসব মসজিদে নবী করীম (দঃ) অথবা তাঁহার সাহাবীগণ নামায পড়িয়াছেন সেইগুলির যিয়ারত করাও মুস্তাহাব। উহাদের বেশ কয়টি এখনও আবাদ রহিয়াছে এবং অনেকগুলি বিধ্বস্ত ও অনাবাদ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার নির্মাণরীতির উপরে এখন কোন মসজিদই বর্তমান নাই। বরং পরে উহাদের অনেকবার নবায়ন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু জায়গা উহাই—এইজন্য বরকত ও রহমতের নিদর্শন হইতে খালি নহে। সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকের উপকারের উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রসিদ্ধ মসজিদসমূহের বর্ণনা প্রদান করা যাইতেছে।

মসজিদে কোবাঃ ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মসজিদে নববী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা মুসলমানদের সর্বপ্রথম মসজিদ। যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররামা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় তশ্‌রীফ আনয়ন করেন এবং বনী আউফ গোত্রে অবস্থান করেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে লইয়া নিজের পবিত্র হাতে তৈরী করিয়াছিলেন। ইহা মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার পর সমস্ত মসজিদ হইতে উত্তম। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রায়ই মদীনা মুনাওয়ারা হইতে মসজিদে কোবায় তশরীফ লইয়া যাইতেন। যেদিন ইচ্ছা পদব্রজে অথবা সওয়ারীযোগে মসজিদে কোবার যিয়ারত করিবেন। তবে শনিবারেই উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

إِنَّ صَلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ فِيْهِ كَعُمْرَةٍ

অর্থাৎ, "মসজিদে কোবায় দুই রাকাআত নামাযের সওয়াব উমরার মত।"

মসজিদে জুম্‌আঃ ইহা কোবার নূতন রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে যানূনা উপত্যকায় 'বুস্তানুল জাযাঅ'-এর নিকট অবস্থিত। এখানে তখন বনী সুলাইম গোত্রের লোকেরা আবাদ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জুম্‌আর নামায এই মসজিদে আদায় করিয়াছিলেন।

মসজিদে মুসাল্লা অথবা মসজিদে গামামাঃ

ইহা মানাখার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এখানেই উভয় ঈদের নামায আদায় করিতেন।

মসজিদে সুক্ইয়্যাঃ বাবে আম্বরিয়ার নিকটে রেল-ষ্টেশনের ভিতরে একটি গম্বুজ রহিয়াছে। উহাকে 'কুব্বাতুর রউস্' বলা হয়। এখানে একটি কূপ রহিয়াছে। ইহাকে 'বীরুস সুক্ইয়্যা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়া-এ-বদরে গমনকালে এখানে নামায আদায় করিয়াছিলেন এবং মদীনাবাসীদের জন্য বরকতের দো'আ করিয়াছিলেন।

মসজিদে আহ্‌যাব বা মসজিদে ফাতাহ্ঃ

ইহা সিলা'অ পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। গাযওয়া-এ-আহ্‌যাবের সময় অর্থাৎ, যখন আরবের সমস্ত কাফের গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল এবং খন্দক খনন করা হইয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এখানে তিন দিন—সোম, মঙ্গল ও বুধবার দো'আ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দো'আ কবূল করেন এবং মুসলমানগণ বিজয়ী হন।

মসজিদে যুবাবঃ উহুদ পাহাড়ের রাস্তায় 'সানিয়্যাতুল্ বিদা' হইতে অবতরণ করিয়া উহুদের রাস্তার বাম পাশে জাবালে যুবাবের উপরে এই মসজিদটি অবস্থিত। খন্দকের যুদ্ধে এখানে নবী-করীম (দঃ)-এর তাঁবু টানানো হইয়াছিল এবং তিনি এই জায়গায় নামায আদায় করিয়াছিলেন।

মসজিদে কেবলাতাইনঃ ইহা মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর-পশ্চিমে আকীফ উপত্যকার নিকটবর্তী এক টিলার উপর অবস্থিত। ইহাতে একটি মিহ্‌রাব বায়তুল মুকাদ্দাস[১]-মুখী এবং অন্যটি কা'বামুখী নির্মিত রহিয়াছে। কেবলা পরির্তনের ঘটনাটি এই মসজিদে সংঘটিত হওয়ায় ইহাকে মসজিদে কেবলাতাইন, (দুই কেবলার মসজিদ) বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা মসজিদে কোবায় সংঘটিত হইয়াছিল।

মসজিদুল ফাযীহ্ঃ ইহা আওয়ালিয়ে মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত। নবী করীম (দঃ) এখানে ইহুদী গোত্র বনী নাযীরের অবরোধের সময় নামায আদায় করিয়াছিলেন। খেজুরের মদকে ফাযীহ্ বলা হয়। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) একদল লোকের সহিত মদ্যপানে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মদ্য হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁহারা উহা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদের সকল মটকা ও কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এইজন্য ইহাকে 'মসজিদে ফাযীহ' বলা হয়। এই মসজিদের আরেক নাম 'মসজিদে শাম্‌স'। যেহেতু ইহা উঁচুতে অবস্থিত এবং অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানেই সূর্যোদয় প্রথমে চোখে পড়ে, তাই উহাকে মসজিদে শাম্‌সও বলা হয়।

মসজিদে বনী কুরায়যাঃ ইহা মসজিদে ফাযীহ্ হইতে সামান্য উত্তরে অবস্থিত। ইহুদী গোত্র বনী কুরায়যার অবরোধের সময় নবী করীম (দঃ) এই জায়গায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ইহুদীরা হযরত সা'দ ইবনে মায়ায (রাঃ)-কে বিচারক মনোনীত করিয়াছিল। হযরত সা'দ ইবনে মায়ায (রাঃ) এখানেই ইহুদী পুরুষদেরকে হত্যা এবং শিশু ও মহিলাদিগকে বন্দী করার ফায়সালা শুনাইয়াছিলেন।

মসজিদে বনী যাফর বা মসজিদুল বাগ্‌লাহ্ঃ ইহা বাকী' হইতে উত্তর দিকে হুররায়ে ওয়াকিমের প্রান্তে অবস্থিত। বনী যাফর গোত্র এখানে বসবাস করিত। একবার নবী করীম

টীকা

১. বর্তমানে শুধু একটি মিহরাব কা'বামুখী করিয়া তৈরী আছে।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হন এবং জনৈক সাহাবীকে কোরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন। ক্বারী—

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

অনুবাদ ঃ "অনন্তর কাফেরদের অবস্থা তখন কেমন হইবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী অর্থাৎ, তাহাদের নবীকে ডাকিয়া পাঠাইব এবং আপনাকে তাহাদের অর্থাৎ, নবীগণের উপরে সাক্ষীস্বরূপ আনয়ন করিব"—এই আয়াতে পৌঁছার পর নবী করীম (দঃ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। দাড়ি মোবারক নড়াচড়া করিতে থাকে এবং তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠেন, "ইয়া আল্লাহ্! যেসব লোক আমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাদের উপর তো আমি সাক্ষী হইতে পারিব, কিন্তু যাহাদিগকে কোনদিন দেখি নাই তাহাদের উপরে কেমন করিয়া সাক্ষী হইব? এই মসজিদের নিকটে একটি পাথরের উপরে হুযূর (দঃ)-এর খচ্চরের ক্ষুরের চিহ্ন রহিয়াছে। এইজন্য উহাকে 'মস্‌জিদে বাগলাহ্'ও বলা হয়।

মস্‌জিদুল ইজাবাহ ঃ ইহা বাকী' হইতে উত্তর দিকে 'বুস্তানে সাম্মান'-এর নিকটে অবস্থিত। এখানে 'বনী মুয়াবিয়া ইবনে মালিক ইবনে আউফ'গণ বসবাস করিত। নবী করীম (দঃ) একদা এখানে তশ্‌রীফ আনয়ন করেন এবং নামায আদায় করার পর দীর্ঘক্ষণ দো'আয় লিপ্ত থাকেন। অতঃপর বলেন, আমি আমার রব সমীপে তিনটি আবেদন করিয়াছি। এক ঃ আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করা না হয়। দুই ঃ আমার উম্মতকে যেন পাইকারীভাবে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া হালাক করা না হয়। এই দুইটি দো'আ মঞ্জুর হইয়াছে। তৃতীয় ঃ তাহাদের মধ্যে যেন পারস্পরিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ না হয়। ইহা মঞ্জুর হয় নাই।

মসজিদে সজ্‌দা বা মসজিদুল্ বাহীর ঃ ইহা 'বুস্তানে বাহীরী' এবং সদকার বাগান-সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। নবী করীম (দঃ) এখানে দুই রাকাআত নামায আদায় করিয়াছিলেন এবং খুব দীর্ঘ করিয়াছিলেন।

মসজিদে উবাই ঃ ইহা বাকী'-এর সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বাড়ী ছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এখানে গমন করিতেন এবং নামায আদায় করিতেন।

মসজিদে বনী হারাম ঃ ইহা 'মসজিদে ফাতাহ্'-এর দিকে যাওয়ার পথে 'সিলা' পর্বতের উপত্যকার ডান দিকে অবস্থিত। নবী করীম (দঃ) এখানেও নামায আদায় করিয়াছেন। ইহার নিকটে একটি গুহা রহিয়াছে। সেখানে নবী-করীম (দঃ)-এর উপরে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে এবং গাযওয়া-এ-খন্দকের সময় নবী করীম (দঃ) রাত্রে সেখানে আরাম ফরমাইয়াছেন। এই গুহারও যিয়ারত করা উচিত।

মসজিদে আবু বকর ঃ ইহা মসজিদে মুসাল্লার নিকট উত্তর দিকে অবস্থিত।

মসজিদে আলী ঃ ইহাও মসজিদে মুসাল্লার নিকটে অবস্থিত।

মসজিদে উম্মে ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঃ ইহা আওয়ালিয়ে মদীনায় মসজিদে বনী কুরায়যা হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহা হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর জন্মস্থান। নবী করীম (দঃ) এখানেও নামায আদায় করিয়াছেন।

মদীনার কূপসমূহ ঃ

মদীনা মুনাওয়ারায় বর্তমানে ২৪টি খাল বা নালা রহিয়াছে। কিন্তু পূর্বে এইসব খাল-নালা ছিল না। তখন মদীনাবাসীগণ কূপের পানি পান করিতেন। ইহাদের কোন কোনটির পানি ছিল মিষ্ট আবার কোন কোনটির লবণাক্ত। যেসব কূপ হইতে নবী করীম (দঃ) পানি পান করিয়াছেন এবং ওযূ ফরমাইয়াছেন, সেইগুলি যিয়ারত করা এবং তাবাররুক হিসাবে সেইগুলির পানি পান করা উচিত। পূর্বে এই ধরনের বহু কূপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সবগুলির অস্তিত্ব নাই। কাহারও কাহারও মতে ১৭টি কূপ ছিল। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টিই প্রসিদ্ধ ঃ

বীরে আরীস[১] **ঃ** ইহা মসজিদে কোবার সন্নিকটে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহার নীচের অংশে দুইটি নালা-মুখ খোলা ছিল। যাহা দিয়া পাহাড়ী ঝর্ণার পানি আগমন করিত। তৃতীয় মুখটি ছিল 'নাহরে যারকা' এর—যাহা কূপের মধ্যে পতিত হইয়া সামনের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ইহার পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও মিষ্ট ছিল। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তশ্‌রীফ আনয়ন করিয়া উহাতে পা ঝুলাইয়া পাড়ের উপর বসিয়া পড়িলেন। তারপর হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান (রাঃ) তশ্‌রীফ আনিলেন এবং হুযূর (দঃ) -এর অনুকরণে এমনিভাবে বসিয়া পড়িলেন। হুযূর (দঃ) উহার পানি পান করিলেন এবং উহা দ্বারা ওযূ করিলেন; আর থুথু মোবারকও উক্ত কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এই কূপকে 'বীরে খাতম'ও বলা হয়। কেননা, উহাতে খাতমে নুবুওয়ত অর্থাৎ, নুবুওয়তের অঙ্গুরীয়টি হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। হুযূর (দঃ) অনেক তালাশ করাইয়াছিলেন, কিন্তু পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে এই কূপটি শুকাইয়া গিয়াছে এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

বীরে গারাস ঃ ইহা 'কুরবান' নামক স্থানে মসজিদে কোবা হইতে প্রায় চার ফার্লং দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ইহার পানি দ্বারা হুযূর (দঃ) ওযূ করিয়াছেন এবং পানও করিয়াছেন। আর পবিত্র থুথু এবং মধুও উহাতে ঢালিয়াছেন।

বীরে বুদাআহ্[২] **ঃ** ইহা শামী দরজা দিয়া বাহির হইয়া দরজার নিকটবর্তী 'বাগে জামালুল-লাইন' নামক স্থানে অবস্থিত। ইহার মধ্যেও হুযূর (দঃ) তাঁহার থুথু মোবারক

টীকা

১. 'আরীস' শব্দটি 'জালীস'-এর মাত্রায় আসিয়াছে। ইহা ছিল জনৈক ইহুদীর নাম। সে এই কূপের মালিক অথবা নির্মাতা ছিল।

২. ইহা হয়তো ঐ কূপের নাম অথবা উহার মালিকের নাম।

নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বরকতের দো'আ করিয়াছিলেন। হুযূর (দঃ)-এর যামানায় কাহারও অসুখ হইলে লোকজন তাহাকে এই কূপের পানি দ্বারা গোসল করাইত। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সে সারিয়া উঠিত।

বী'রে বুস্‌সাঃ ইহা কোবার পথে বাকী'-এর সন্নিকটে অবস্থিত। একবার হুযূর (দঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং এই কূপে নিজের পবিত্র মস্তক ধৌত করিয়াছিলেন এবং গোসল ফরমাইয়াছিলেন। সেখানে দুইটি কূপ রহিয়াছে। একটি ছোট এবং অন্যটি বড়। এতদ্‌সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে যে, বী'রে বুস্‌সা কোনটি। বিশুদ্ধ মতে বড়টিই বী'রে বুস্‌সা। তবে উভয় কূপ হইতেই তাবাররুক হাসিল করা উত্তম।

বী'রে হা-অঃ ইহা বাবে মজিদীর সামনে উত্তর প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত। ইহা হযরত আবু তাল্‌হা (রাঃ)-এর বাগান ছিল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সেখানে তশ্‌রীফ লইয়া যাইতেন এবং ইহার পানি পান করিতেন। যখন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (অর্থাৎ "তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার পরহেযগারী অর্জন করিতে পারিবে না।") এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আবু তাল্‌হা (রাঃ) দরবারে রিসালতে (দঃ) আগমনপূর্বক নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বী'রে হা'অ-ই আমার সবচাইতে প্রিয় বস্তু। সুতরাং ইহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সদকা করিয়া দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা তাহা ব্যয় করিতে পারিবেন। হুযূর (দঃ) পরামর্শ দিলেন, ইহাকে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ওয়াক্‌ফ্ করিয়া দাও। কূপটি বর্গাকৃতিবিশিষ্ট। বর্তমানে সেখানে বাগান নাই। শুধুমাত্র খেজুরের দুইটি গাছ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই কূপটি বর্তমানে একটি বাড়ীর আঙ্গিনায় পড়িয়া গিয়াছে। যাহার পাশে কিছু খালি জমি পড়িয়া রহিয়াছে।

বী'রে আ'হ্‌নঃ ইহা আওয়ালিয়ে মদীনায় মসজিদে কোবা হইতে পূর্বদিকে 'মস্‌জিদে শাম্‌স'-এর নিকটে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহা হইতেও ওযূ করিয়াছেন। বর্তমানে ইহার পানি লবণাক্ত। একে 'বী'রুল্ ইয়াসীরাহ্'ও বলা হয়।

বী'রে রুমাহ্[২]ঃ ইহা মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর-পশ্চিম দিকে আকীক উপত্যকার প্রান্তদেশে জঙ্গলের মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পূর্বে জনৈক ইহুদীর মালিকানাধীন ছিল। ইহার পানি ছিল খুব স্বচ্ছ ও মিষ্ট। সেই ইহুদী উক্ত কূপের পানি বিক্রয় করিত। তখন মুসলমানদের দারুণ পানির কষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাহাবাগণকে উক্ত কূপটি ক্রয় করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে হযরত উসমান (রাঃ) উক্ত কূপের অর্ধেকাংশ নিজের মাল হইতে ১২ হাজার দিরহাম দ্বারা ক্রয় করিয়া

টীকা

১· উক্ত কূপটি 'আসকা' মনযিলের সামনের গলিতে অবস্থিত।

২· বর্তমানে উহাকে বীরে উসমান (রাঃ) বলা হয়।

মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন এবং ইহুদীকে বলিলেন, তুমি যদি বল তাহা হইলে আমি আমার অর্ধেকাংশকে বেড়া দিয়া দিব অথবা বার নির্দিষ্ট করিয়া দিব। ইহুদী বলিল, বার নির্দিষ্ট করাই ভাল; একদিন আপনার জন্য এবং এক দিন আমার জন্য। কিন্তু যখন ইহুদী লোকটি দেখিল যে, মুসলমানগণ একদিন দুই দিনের পানি তুলিয়া নেন এবং তাহার পানি বিক্রয় হয় না, তখন পেরেশান হইয়া হযরত উসমান (রাঃ)-কে বাকী অর্ধাংশও ক্রয় করিয়া লওয়ার জন্য অনুরোধ করে। সুতরাং হযরত উসমান (রাঃ) আট হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাকীটুকুও ক্রয় করিয়া নেন এবং গোটা কূপটিই ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন। উপরোক্ত সাতটি কূপই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এইগুলিকে 'আবয়ারে সাবআহ্' বলা হয়। এছাড়াও আরো কূপ রহিয়াছে—যেগুলির পানি হুযূর (দঃ) ব্যবহার করিয়াছেন। যেমনঃ (১) বী'রে আনা[১], (২) বী'রে আওয়াফ, (৩) বী'রে আনাস্, (৪) বী'রুল হাযারম, (৫) বী'রুস্-সুক্‌ইয়া, (৬) বী'রে আবি আইয়ুব, (৭) বী'রে উরওয়াহ্, (৮) বী'রে যারদান (যন্মধ্যে ইহুদী লুবাইদ হুযূর (দঃ)-এর উপরে যাদু করিয়া চুল চিরুনিতে বাঁধিয়া দাফন করিয়াছিল), (৯) বী'রুল কাওয়ীম, (১০) বী'রুস্ সুফ্‌ইয়া, (১১) বী'রে বাউঈতাহ্ এবং (১২) বী'রে ফাতেমা।

বাড়ী প্রত্যাবর্তনের আদব

যখন সরদারে দো-আলম, তাজ্‌দারে মদীনা, আকায়ে নাম্‌দার হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর যিয়ারত এবং মস্‌জিদ ও দর্শনীয় স্থানসমূহের যিয়ারত সম্পন্ন করিয়া লইবেন এবং বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা করিবেন তখন মস্‌জিদে নববীতে অথবা মিহ্‌রাবে নববীতে কিংবা উহার আশেপাশে যেখানে জায়গা পাইবেন দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। তারপর রওযা মোবারকে উপস্থিত হইয়া সালাম নিবেদন করিবেন এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য, হজ্জ ও যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য এবং নিরাপদে বাড়ী পৌঁছিবার জন্য দো'আ করিবেন এবং বলিবেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِىَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِى الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِنِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আর এই সময় যতদূর বেদনা ও কষ্টের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব তাহা ঘটাইবেন এবং অশ্রু বিসর্জনের চেষ্টা করিবেন। এই সময় অশ্রু নির্গত হওয়া এবং অন্তরে বেদনার

টীকা

১· বর্তমানে উহা বিদ্যমান নাই।

প্রভাব পড়া কবূলিয়তের নিদর্শন। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে পবিত্র দরবার হইতে বিচ্ছেদের জন্য আফ্‌সোস করিতে করিতে রওয়ানা হইবেন। আর যতটুকু সাধ্যে কুলায় মদীনার ফকীর-মিস্‌কীনদের মধ্যে সদ্‌কা করিবেন। এই সফরের দো'আসমূহ পড়িতে পড়িতে চলিবেন—যাহার বর্ণনা আদাবে সফরের মধ্যে কিতাবের শুরুতে করা হইয়াছে। খেজুর, নিরাময়ের মাটি, সাত কূপের পানি প্রভৃতি তাবাররুক হিসাবে সঙ্গে আনিবেন।

মদীনা মুনাওয়ারা হইতে জিদ্দা অভিমুখেঃ

মদীনা মুনাওয়ারায় উপমহাদেশগামী জাহাজের খোঁজ-খবর রাখিবেন এবং যে জাহাজে যাওয়ার ইচ্ছা হইবে উহা ছাড়ার দুই একদিন পূর্বে জিদ্দায় পৌঁছিয়া যাইবেন। যাহারা পূর্ব হইতে জাহাজযোগে রওয়ানা হওয়ার খোঁজ-খবর রাখেন না, তাহাদিগকে কোন কোন সময় দুই তিন সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষায় অতিবাহিত করিতে হয়। যদ্দরুন তাহাদিগকে সীমাহীন কষ্ট পোহাইতে হয়। এইজন্য প্রথম হইতে সফরের প্রস্তুতি করিলে আর কষ্ট পোহাইতে হয় না। বর্তমানে নিয়ম করা হইয়াছে, যে জাহাজে হজ্জে যাইবেন সেই জাহাজেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। জাহাজে আরোহণ করার সময় ধৈর্য ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেন নিজেকে কষ্ট পোহাইতে না হয় এবং অন্যকেও কষ্ট প্রদান করা না পড়ে।

বাড়ীর নিকটে পৌঁছাঃ

যখন নিজের শহর অথবা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইবে, তখন এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ এবং কোন লোকের মাধ্যমে নিজের আগমনী সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবেন। রাতের বেলা শহরে প্রবেশ করিবেন না; বরং সকালে অথবা বিকালে প্রবেশ করিবেন এবং শহরে প্রবেশ করিয়া মস্‌জিদে গমনপূর্বক দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। তবে শর্ত এই যে, উহা যেন মাক্‌রূহ ওয়াক্ত না হয়। যখন গৃহে প্রবেশ করিবেন, তখন এই দো'আ পাঠ করিবেনঃ تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়াও দুই রাকাআত নামায পাঠ করিবেন এবং আল্লাহ্ পাক যে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত এই সফর সম্পূর্ণ করাইয়াছেন এবং আপনাকে এই বিরাট সৌভাগ্য ও পরম নিয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার শুকরিয়া আদায় করিবেন।

হাজীগণকে অভ্যর্থনা করাঃ

হাজী সাহেবগণ যখন হজ্জব্রত পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করিবেন, তখন তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিবেন, সালাম ও মুসাফাহা করিবেন। তাহাদের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই নিজেদের জন্য দো'আ করাইবেন। হাজীগণের দো'আ কবূল হইয়া থাকে। সলফে সালেহীন্‌দের দস্তুর ছিল যে, তাঁহারা হাজীগণকে হজ্জে যাওয়ার সময় বেশ কিছু দূর

আগাইয়া দিতেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় অভ্যর্থনা করিয়া আনিতেন; আর তাঁহাদের মাধ্যমে দো'আ করাইতেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بَيْتَهٗ فَاِنَّهٗ مَغْفُوْرٌ لَّهٗ رواه احمد ﴿مشكوة﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা হাজীদের সহিত মোলাকাত করিবে, তখন তাহাদিগকে সালাম করিবে, তাহাদের সহিত করমর্দন করিবে এবং তাহা-দের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই নিজেদের জন্য দো'আ করাইয়া লইবে। কেননা, তাহাদের গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই রেওয়ায়ত দ্বারা হাজীগণের অভ্যর্থনা এবং তাহাদের মাধ্যমে দো'আ করানোর কথা প্রমাণিত হইতেছে এবং ইহা জায়েয হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতেছে না। কিন্তু অভ্যর্থনার মধ্যে আজকাল বেশ কিছু কুসংস্কার ঢুকিয়া পড়িয়াছে। যেমনঃ এক—অধিকাংশ হাজী নিজেরাই সীমাতিরিক্ত অভ্যর্থনার জন্য লালায়িত থাকেন এবং প্রথম হইতেই এই ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়, যেন বিপুলসংখ্যক লোক অভ্যর্থনায় অংশগ্রহণ করে—যাহাতে হাজী সাহেবের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করা হয় এবং বিশেষ নির্দেশও প্রদান করা হইয়া থাকে—যাহার উদ্দেশ্য শুধু লোক দেখানো ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ মাত্র। লোক দেখানো এবং অহংকারের কারণে যাবতীয় সওয়াবই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুই—অভ্যর্থনাকারীরা উৎসাহ এবং মহব্বতের আতিশয্যে অথবা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার দরুন এমনই আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, অন্যান্য লোকজনদের কষ্টের প্রতি তাহাদের মোটেই পরোয়া থাকে না। ফলে প্রচুর হট্টগোল সৃষ্টি হয়। ইহাতে কোন কোন লোকের চোট-যখম পর্যন্তও লাগিয়া যায়। জ্ঞাতব্য যে, এই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা বড় জোর মুস্তাহাব; আর মুসলমানকে কষ্ট প্রদান করা হারাম। একটি মুস্তাহাব কাজের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের জন্য কিছুতেই শোভন নহে। এমতাবস্থায় বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত কাজ করা উচিত। যেন মিছামিছি নিজেকে কষ্ট করিতে কিংবা অন্যকে কষ্ট দিয়া গুনাহ্গার হইতে না হয়। তিন—কোন কোন স্থানে মহিলারাও ষ্টেশনে গমন করিয়া অভ্যর্থনায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের গমন করা কিছুতেই জায়েয নহে। চতুর্থ—কোন কোন স্থানে হাজীগণের শোভাযাত্রা পর্যন্ত বাহির করা হয়। এমনকি এই উপলক্ষে বাদ্য-বাদনেরও সমাবেশ ঘটে। ইহাছাড়াও আরেকটি বিষয় অত্যন্ত বিবেচনাযোগ্য যে, কোন কোন সময় হাজী সাহেবগণের শারীরিক দুর্বলতা অথবা অসুস্থতার কারণে মোলাকাত এবং মুসাফাহার দরুন ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু লোকজন কিছুতেই তাহা বুঝিতে চাহে না। এমতাবস্থায় শুধু সমাবেশে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট। কেননা, এই সময় মুসাফাহা-মুআনাকা করা এবং অতঃপর বারংবার তাহা করিতে

থাকা ভীষণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যদিও হাজী সাহেব চক্ষু লজ্জার খাতিরে নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু অভ্যর্থনাকারীদের চিন্তা করা উচিত যে, এই কাজ তাহার সুখের কারণ, না কষ্টের কারণ।

হজ্জের ব্যাপারে গর্ব এবং প্রচারণা না করা উচিতঃ

হজ্জের সফর শুরু করার পূর্বে নিয়ত পবিত্র করিতে হইবে। যদি প্রসিদ্ধি অর্জন, লোক দেখানো এবং নিজেকে হাজী আখ্যায়িত করার জন্য হজ্জ করা হয়, তাহা হইলে মোটেই সওয়াব পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ লোকের এমনও অভ্যাস রহিয়াছে যে, যেখানেই বসেন নিজের হজ্জের কথা আলোচনায় টানিয়া আনেন এবং ঘটনাসমূহ বাড়াইয়া-চড়াইয়া বর্ণনা করেন। জনগণের মধ্যে তাহাদের হাজী হওয়ার সংবাদ ছড়ানোই হয় মূল উদ্দেশ্য। কখনও কখনও নিজের সফরের খরচের কথাও বর্ণনা করেন, আবার কখনও কখনও সদ্‌কা-খয়রাতের কথাও বলিয়া বেড়ান। অথচ এইসব বিষয়ই হজ্জের সওয়াব বিনষ্ট করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের নিন্দা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا অর্থাৎ, কাফেররা মাল খরচ করিয়া উহার কথা বেশ ফলাও করিয়া বলিয়া বেড়ায় "বলে, আমি অঢেল মাল খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।" অবশ্য যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে অথবা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বলাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অথবা আত্মম্ভরিতা ও লোক দেখানোর জন্য বর্ণনা করা খুবই খারাপ।

হজ্জের পর ভাল কাজের উত্তরোত্তর চেষ্টাঃ

হজ্জ মক্‌বূল হওয়ার লক্ষণ এই যে, হজ্জের পর ভাল কাজের চেষ্টা এবং পাবন্দী বৃদ্ধি পাইবে। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং হজ্জ পরবর্তী সময়ের অবস্থা হজ্জ পূর্ববর্তী সময়ের চাইতে ভাল হইয়া যাইবে। এইজন্য হজ্জের পর নিজের আমল-আখ্‌লাকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। এবাদত-বন্দেগীর খুব চেষ্টা রাখিতে হইবে। পাপ এবং দুষ্কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা এবং বিরত থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য।

সমাপ্তি এবং দো'আঃ

নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা দর্শন করিয়া উক্ত কিতাবখানা রচনায় মোটেও সাহস পাইতে-ছিলাম না। ইহা ছাড়া উর্দু ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ ছিল না যাহাতে সাধারণের বোধগম্য করিয়া হজ্জ ও যিয়ারতের মাসআলাসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এইজন্য অধম লেখক আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের উপরে ভরসা করিয়া মুহ্‌তারাম মাওলানা সাহেবের আদেশ পালনার্থে এবং নিজের জন্য পরকালের সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত কিতাব

রচনার কাজ আরম্ভ করিয়াছি। আল্লাহ্ পাকের হাজার হাজার শুকরিয়া যে, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অন্যান্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই কাজ সমাপ্ত করার তাওফীক দান করিয়াছেন। আমি মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট পূর্ণ আশা পোষণ করি যে, আমার এই নগণ্য রচনাকে তাঁহার অসীম অনুগ্রহে কবূল করিয়া হাজী ও যিয়ারতকারীগণের জন্য সফরের অবস্থায় উত্তম সঙ্গী ও সহায়ক করিবেন এবং আমার, প্রকাশক ও তাহার পরিবার -পরিজনের জন্য পরকালের সঞ্চয় হিসাবে কবূল করিবেন। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ—দো'আর সময় যেন তাহারা আমাদের সকলকে স্মরণ করেন—আল্লাহ্ পাক উহার জন্য আপনাদিগকে উত্তম প্রতিদান দান করিবেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اَللّٰهُمَّ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَاوَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আহ্‌কার **আবুল মুযাফ্‌ফার সাঈদ আহমদ**

১লা রবিউল-আউয়াল, ১৩৫৫ হিজ্‌রী

পরিশিষ্ট

হাজীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি

রাস্তা এবং সফরের ত্রুটিসমূহঃ

১। অনেককে দেখা যায়, সফরের অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে নামায তরক করিয়া বসিয়া থাকেন। কেহ কেহ নামায পড়েন বটে, কিন্তু ইহার প্রতি কোন যত্ন ও গুরুত্ব প্রদান করেন না। বরং সৎ সাহসের অভাব ও আলস্যজনিত কারণে কখনও কখনও ক্বাযা করিয়া ফেলেন এবং কখনও কখনও মাক্রূহ ওয়াক্তে পড়িয়া থাকেন। নামায তরক করা কঠিন গুনাহ্। যেসব লোক নামাযের চেষ্টা রাখেন না, তাহারা হজ্জের বরকতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকেন এবং তাহাদের হজ্জ মকবূল ও মাবরুর হয় না। পক্ষান্তরে হাজীগণের নামাযের প্রতি সর্বাধিক খেয়াল রাখা কর্তব্য। কারণ, তাঁহারা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে যাইতেছেন। সেখানে এই অবস্থায় গমন করা বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

২। কোন কোন মহিলা স্বামী এবং মাহ্রাম ছাড়াই হজ্জের সফরে রওয়ানা হইয়া পড়েন। মহিলাদের জন্য মাহ্রাম ব্যতীত হজ্জে গমন করা নাজায়েয এবং গুনাহ্। এরূপ মহিলারা রাস্তায় নানা প্রকার বিপদ ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া থাকেন এবং অনেক সময় সওয়ারীতে আরোহণ করিতে ও নামিতে বেগানা পুরুষদের গায়ে হাত্ লাগাইবার পর্যায় আসিয়া পড়ে, যাহা ফেতনা হইতে মুক্ত নহে। মহিলাদের সহিত যতক্ষণ মাহ্রাম না থাকিবেন ততক্ষণ যেন কদাচ হজ্জে গমন না করেন এবং এই মর্মে যেন ওসিয়ত করিয়া যান যে, যদি আমি হজ্জ সমাপন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পক্ষ হইতে যেন বদলী হজ্জ করানো হয়। মৃত্যুর পর ওসিয়তের শর্ত মোতাবেক ওয়ারিসদের যিম্মায় তাহার ওসিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব। ওয়ারিসরা যদি তাহার ওসিয়ত পূরণ না করে, তাহা হইলে তাহারা গুনাহ্গার হইবে। ওসিয়তকারিণী হজ্জ সমাপন না করার জওয়াবদিহি হইতে বাঁচিয়া যাইবেন। কিন্তু যদি ওসিয়ত না করেন, তাহা হইলে তাহাকে জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

৩। সফরের অবস্থায় অধিকাংশ মহিলা পর্দার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। অন্যান্য দেশের মহিলাদের দেখাদেখি পর্দানশীন মহিলারাও বে-পর্দা হইয়া যান এবং হজ্জের সফরে বে-পর্দা হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হন। স্বয়ং মহিলাগণকে এবং তাহাদের চাইতে তাহাদের অভিভাবকগণকে এই ব্যাপারে অধিকতর চেষ্টা ও গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন। কারণ, যুগ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অত্যন্ত নাযুক। শরীঅতসম্মত প্রয়োজনেও পর্দা বজায় রাখার চেষ্টা করা ওয়াজিব।

৪। হজ্জের সফরে লোকজন নিজেদের মধ্যে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিয়া থাকেন। এই মোবারক সফরে ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ অতি গর্হিত ও গুনাহর কাজ। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

অর্থাৎ, "হজ্জের মাসগুলি সুনির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে হজ্জ শুরু করিবে এবং উহা সমাপন করা নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করিয়া নিবে, সে যেন হজ্জ সমাপনকালে কোন সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়।"·রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿رضى﴾ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ ﴿بخارى و مسلم﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করিবে এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস বা অশ্লীল কথাবার্তা এবং কোন প্রকার গুনাহর কাজে লিপ্ত হইবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে।"

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা ঝগড়া-বিবাদ করেন, হজ্জের মাধ্যমে তাহাদের গুনাহ্ মাফ হয় না এবং তাহাদের হজ্জও মকবূল হয় না। এইজন্য হাজীগণকে নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের ও অন্যান্য লোকজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

ইহ্রামের ত্রুটিসমূহঃ

৫। কোন কোন লোক ইহ্রামের অবস্থায় সেলাইযুক্ত চাদর অথবা লেপ ব্যবহার করাকে সেলাইযুক্ত হওয়ার কারণে নাজায়েয মনে করেন এবং বলেন, ইহ্রামের অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা জায়েয নহে। ইহা অবশ্য ঠিক কথা যে, ইহ্রামের অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, সেলাইযুক্ত চাদর অথবা লেপ প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। ইহ্রামের অবস্থায় এমন সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ যাহা শরীরের মাপমত কাটিয়া সেলাই করা হইয়া থাকে। যেমনঃ কোর্তা, পায়জামা, আচকান, ওয়াস্কোট, গেঞ্জী, প্রভৃতি— ইহার অর্থ এই নহে যে, যে কাপড়েই সেলাই থাকিবে উহার ব্যবহারই নাজায়েয হইবে। অবশ্য ইহ্রামের কোন কাপড়েই সেলাই না থাকা উত্তম।

৬। ইহ্রামের নিয়ত করার পূর্বে যে নফল নামায পড়া হয়, উহা কেহ কেহ মস্তক অনাবৃত অবস্থায় পড়েন। বিনা ওযরে মস্তক অনাবৃত করিয়া নামায পড়া মাক্রূহ। এইজন্য ইহ্রামের নিয়ত করার পূর্বে মাথা আবৃত করিয়া নামায আদায় করা উচিত। অবশ্য ইহ্রামের নিয়ত করার পর মাথা আবৃত করিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ।

তাওয়াফের ত্রুটিসমূহঃ

৭। অধিকাংশ তাওয়াফ পরিচালক এবং সাধারণভাবে হাজী সাহেবগণ হাজারে আস্ওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাওয়াফের নিয়ত করিয়া থাকেন। এভাবে নিয়ত করা নিষিদ্ধ; বরং তাওয়াফের নিয়ত এইভাবে দাঁড়াইয়া করা উচিত যে, নিয়তকারীর ডান কাঁধ হাজারে আস্ওয়াদের বাম কিনারার সামনে থাকিবে। যদি কেহ এইভাবে দাঁড়াইয়া নিয়ত না করেন; বরং সেখান হইতে সামনে আগাইয়া নিয়ত করেন, তাহা হইলে কাহারও কাহারও মতে শেষ তাওয়াফের মধ্যে অতিরিক্ত এক চক্কর কাটিয়া তাওয়াফ সম্পন্ন করা মুস্তাহাব এবং কাহারও কাহারও মতে ওয়াজিব হইবে।

৮। তাওয়াফ পরিচালনাকারীগণ তাওয়াফের নিয়ত করাইবার সময় হাজারে আস্-ওয়াদের ঠিক বরাবর হওয়া এবং তাকবীর পাঠ করার পূর্বেই কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকেন এবং আধিকাংশ হাজী সাহেব তাহাদের দেখাদেখি এইভাবেই করিয়া বসেন। হাজারে আস্ওয়াদের সামনে আসা এবং তাকবীর বলার পূর্বে হাত উঠানো বেদ্আত। (বর্ণিত পদ্ধতিতে) হাজারে আস্ওয়াদকে সামনে রাখার পরই তাকবীরের সহিত হাত উঠানো উচিত। কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক হাজারে আস্ওয়াদকে সামনে রাখার সময় এইভাবে দরূদ পাঠ করেন— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيٍّ قَبْلَكَ এই শব্দসমূহের মধ্যে কুফুরীর আশংকা রহিয়াছে। কদাচ ইহা পাঠ করিবেন না। দরূদ শরীফের যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ তাহাই পাঠ করিবেন।

৯। হজ্জের সময় কোন কোন লোক হাজারে আস্ওয়াদের গায়ে সুগন্ধি মাখাইয়া দেয়, তখন মুহ্রিমদের জন্য ইস্তিলাম না করাই উচিত। কারণ, ইহাতে সুগন্ধির ব্যবহার হইবে এবং ইহ্রামরত লোকজনদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কোন কোন লোক ইহ্রামের অবস্থায় এই সময়ও চুম্বন প্রদান করিয়া থাকেন অথবা হাত লাগাইয়া থাকেন। তখন চুম্বন করা অথবা হাত লাগানো নিষিদ্ধ। তখন শুধু হাত দ্বারা ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট।

১০। তাওয়াফ করার সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করা মাক্রূহে তাহ্রীমী। অধিকাংশ লোকেরই এই দিকে খেয়াল থাকে না এবং তাওয়াফের সময় যেখানে ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করিয়া ফেলেন। অবশ্য হাজারে আস্ওয়াদের ইস্তিলামের সময় বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করা জায়েয। কিন্তু এই সময়ও উভয় পা নিজের জায়গায় স্থির রাখা উচিত এবং ইস্তিলামের পূর্বে যে জায়গায় পা রাখা ছিল, ইস্তিলামের পরে ঠিক সেই জায়গায়ই সোজাভাবে দাঁড়াইয়া তাওয়াফ সম্পূর্ণ করা উচিত। যদি ইস্তিলামের পর বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করার অবস্থায় পা নিজের জায়গা হইতে বায়তুল্লাহ্র দরজার দিকে সামান্য পরিমাণও সরিয়া যায়, তাহা হইলে মাক্রূহে তাহরীমী সংঘটিত হইবে। উহা কঠিন গুনাহর ব্যাপার। এমতাবস্থায় তাওয়াফ যদিও হানাফীগণের মতে বাতিল হইবে না, কিন্তু ওয়াজিব তরক করার কারণে উহা পুনরায় করা ওয়াজিব হইবে।

১১। হাজারে আস্ওয়াদের চারদিকে রৌপ্য লাগানো রহিয়াছে। অনেক অনভিজ্ঞ ইস্তিলামকারী এই রৌপ্যের উপরে হাত লাগাইয়া থাকেন। ইস্তিলামের সময় রৌপ্যের উপরে হাত লাগানো নিষিদ্ধ। এমনভাবে ইস্তিলাম করা উচিত যে, রৌপ্যের উপরে যেন হাত প্রভৃতি না লাগে।

১২। কোন কোন লোক তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হাজারে আস্ওয়াদ ছাড়াও বায়তুল্লাহ্র অন্যান্য স্থানে চুম্বন প্রদান করেন এবং জড়াইয়া ধরিয়া থাকেন। ইহা সুন্নতের পরিপন্থী। হাজারে আস্ওয়াদ হইতে তাওয়াফ শুরু করা সুন্নত। ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে শুরু করা বেদ্আত। এমনিতেই কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক প্রথমে হাজারে আস্ওয়াদকে চুম্বন প্রদান করেন এবং তারপর তাওয়াফের নিয়ত করেন। ইহাও সুন্নতের খেলাফ; বরং প্রথমে নিয়ত করিতে হইবে এবং অতঃপর চুম্বন করিতে হইবে।

১৩। কোন কোন মহিলা তাওয়াফ করার অবস্থায় তাওয়াফকারীর হাত ধরিয়া ফেলেন অথবা কেহ কেহ মাহ্রাম ছাড়াই এদিক-সেদিক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে চলিয়া যান। এইভাবে হাত ধরাধরি করিয়া তাওয়াফ করা না জায়েয। বেগানা পুরুষের গায়ে হাত লাগানো হারাম। নিজের মাহ্রামগণের সহিতই তাওয়াফ করা উচিত। বেগানা পুরুষদের সহিত এদিক-সেদিক গমন হইতে বিরত থাকা কর্তব্য। নতুবা কোন কোন সময় এমন দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়া যায়, যাহা মুখেও আনা যায় না।

১৪। কোন কোন মহিলা মাকামে ইব্রাহীম অথবা হাতীম প্রভৃতি জায়গায় নফল নামায পড়ার জন্য পুরুষদের সহিত ঠেলাঠেলি শুরু করিয়া দেন এবং উৎসাহের আতিশয্যে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। ইহা নিতান্ত গর্হিত কাজ। পুরুষগণের জন্যও মহিলাদের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত এবং কাজকর্মে তাহাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নহে। মহিলাগণকেও স্বয়ং সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাহাদের জন্য পুরুষদের ভিড়ের সময় ঐসব জায়গায় গমন করা উচিত নহে। শুধু মুস্তাহাবের জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং তাহাও ঠিক আল্লাহ্ তা'আলার খাস দরবারে—ইহা বড়ই লজ্জার কথা।

১৫। কোন কোন লোক তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানীতেও চুম্বন প্রদান করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক উহাতে শুধু হাত লাগানো উচিত, চুম্বন করা উচিত নহে।

অকুফে আরাফার ত্রুটিসমূহঃ

১৬। কোন কোন লোক জাবালে রহমতের উপরে আরোহণ করাকে সওয়াব বলিয়া মনে করেন। শরীঅতে ইহার কোন ভিত্তি নাই।

১৭। আরাফাতের ময়দানেও পুরুষ এবং মহিলাদের খুব বেশী মিশ্রণ ঘটিয়া যায়। এই মিশ্রণ হইতে উভয়কেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

১৮। কোন কোন লোক সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাতের সীমানা হইতে ভিড়ের ভয়ে বাহির হইয়া যান, অথচ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত হইতে বাহির হইলে দম ওয়াজিব হয়।

অকুফে মুযদালিফার ত্রুটিসমূহঃ

১৯। মুযদালিফায় এশার নামায পড়িয়া সুবহে সাদিক পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সুবহে সাদিকের পর সামান্য সময়ের জন্য হইলেও মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু সুন্নত প্রক্রিয়া এই যে, আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়িয়া অকুফ করিবেন এবং যখন সূর্যোদয়ের দুই রাকাআত পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তখন মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাইবেন। মুযদালিফায় অকুফের ওয়াক্ত সুবহে সাদিকের পর আরম্ভ হয় এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। কোন কোন লোক এই অকুফের প্রতি বড় একটা গুরুত্ব আরোপ করেন না। সুবহে সাদিকের পূর্বে অকুফের কোন মূল্য নাই। যদি কোন ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বেই মুযদালিফা হইতে বাহির হইয়া যান, তাহা হইলে দম ওয়াজিব হইবে।[১] অবশ্য যদি কোন মহিলা ভিড়ের ভয়ে পূর্বাহ্নে চলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে না। এমনিভাবে যদি কোন অসুস্থ, দুর্বল এবং শিশু আগে চলিয়া যায়, তাহা হইলেও দম ওয়াজিব হইবে না।

বদলী হজ্জ সমাপনকারীদের ত্রুটিসমূহঃ

২০। বদলী হজ্জের ব্যাপারে লোকজন অনেক ভুলত্রুটি ও গাফলতী করিয়া থাকেন এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকেন। কতিপয় ত্রুটি খুবই মারাত্মক, অথচ সেইগুলি ব্যাপকভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। যথাঃ কোন কোন বদলী হজ্জ পালনকারী তামাত্তো' পালন করেন। বদলী হজ্জকারীর জন্য হজ্জে তামাত্তো' জায়েয নহে; বরং তাহাদিগকে হজ্জে এফ্‌রাদই সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি তিনি হজ্জের আদেশদাতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জে তামাত্তো' করেন, তাহা হইলে আদেশদাতার হজ্জ আদায় হইবে না এবং বদলী হজ্জকারীর উপর টাকা-পয়সার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। আর যদি তাহার অনুমতিক্রমে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এমতাবস্থায় হজ্জ আদায় হইবে না। বদলী হজ্জকারীদিগকে এতদ্ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহ্‌রামের দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে আদেশদাতার হজ্জ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত নহে।

২১। বদলী হজ্জকারীর জন্য বদলী হজ্জের টাকা-পয়সা হইতে সদকা করা অথবা কাহাকেও দাওয়াত করা জায়েয নহে। অবশ্য যদি আদেশদাতা অনুমতি দিয়া থাকেন তাহা হইলে জায়েয। উত্তম এই যে, হজ্জের আদেশদাতার নিকট হইতে সাধারণ অনুমতি লইয়া লইবেন। তাহা হইলে সফর অবস্থায় অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। যদি

টীকা

১· শরহে লুবাব, ১১৮ পৃষ্ঠা।

তিনি সাধারণ অনুমতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে খুবই সাবধানতা সহকারে টাকা-পয়সা ব্যয় করিতে হইবে। বদলী হজ্জের বর্ণনায় মনোযোগ সহকারে মাসআলাসমূহ দেখিয়া লইয়া টাকা-পয়সা ব্যয় করা উচিত।

২২। যিনি বদলী হজ্জ করিবেন এবং যিনি করাইবেন উভয়কেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঠিকাদারীর নিয়মে যেন হজ্জ করানো না হয়। কেহ কেহ খরচপত্রের ঠিকা ও চুক্তি করিয়া নেন, এমন করা জায়েয নহে।

বিবিধঃ

২৩। মিনায় তিন জায়গায় এক পুরুষ পরিমাণ উঁচু খুঁটি তৈরী করিয়া চারিদিকে চিহ্ন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তিন জায়গাকে জামারাত অথবা জেমার বলা হয়। সাধারণভাবে মানুষ এই খুঁটিত্রয়কে জেমার মনে করিয়া থাকেন এবং এইগুলির উপরেই কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রকৃতপক্ষে জেমার বা কংকর নিক্ষেপ করার জায়গা হইতেছে খুঁটিসমূহের নীচে এবং চিহ্নের অভ্যন্তরস্থ ভূমিসমূহ। এইজন্য খুঁটিসমূহের উপরে কংকর নিক্ষেপ করা উচিত নহে; বরং ঐ স্থানেই কংকর নিক্ষেপ করিবেন যেখানে কংকরসমূহ জমা হয়। যদি কেহ খুঁটির উপরে নিক্ষেপ করেন; আর তাহা গড়াইয়া নীচে পড়ে, তাহা হইলে রামি শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি খুঁটির উপরে পড়িয়া সেখানেই স্থির থাকে এবং নীচে গড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে রামি শুদ্ধ হইবে না।

২৪। বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করা মুস্তাহাব; হজ্জের রুকন অথবা ওয়াজিব নহে। যদি সহজ উপায়ে উৎকোচ ব্যতিরেকে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলেই প্রবেশ করা উচিত। সাধারণভাবে চাবি রক্ষক কোন দক্ষিণা না লইয়া প্রবেশ করিতে দেয় না এবং তাহাকে কিছু দিয়া প্রবেশ করাই উৎকোচ। উক্ত পবিত্র ভূমিতে উৎকোচ দেওয়া এবং লওয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। সুতরাং উহা হইতে বিরত থাকার চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণভাবে লোকজন উৎকোচ প্রদান করিয়া প্রবেশ করেন এবং সওয়াবের বদলে গুনাহ্‌ই অর্জন করেন।

২৫। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের ভিতরে প্রবেশের ব্যাপারে এক বিরাট অনিষ্ট এই পরিলক্ষিত হয় যে, মহিলারাও প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং চাবি রক্ষক অথবা তাহার খাদেম মহিলাদের হাত ধরিয়া সিঁড়ির উপরে উঠাইয়া থাকে। ইহাছাড়াও বেগানা পুরুষদের সহিত একত্রিত হওয়ার পর্যায় আসিয়া যায়। অতএব শরীঅতসম্মতভাবে যদি প্রবেশ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে হাতীমের ভিতরে নামায পড়িয়া নিলেই চলিবে। হাতীমও বায়তুল্লাহ্‌-এরই অংশ। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মান্নত করিয়াছিলেন যে, যদি আল্লাহ্‌ পাক রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর জন্য পবিত্র মক্কা জয় করাইয়া দেন, তাহা হইলে বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে দুই রাকাআত নামায আদায় করিবেন। যখন আল্লাহ্‌ পাক মক্কা বিজয় করাইয়া দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আয়েশাকে হাতীমে প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, এখানেই নামায পড়িয়া নাও, হাতীমও বায়তুল্লাহ্‌রই অংশ। কেননা, কুরাইশদের

নিকট নির্মাণসামগ্রীর অভাব থাকায় এই পরিমাণ জায়গা তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু শুধু হাতীমের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া জায়েয নহে; বরং নামাযের মধ্যে বায়তুল্লাহ্-এর দিকে মুখ করা শর্ত।

২৬। বায়তুল্লাহর মাঝখানে একটি পেরেক তথা কিলক রহিয়াছে। সাধারণ লোকেরা উহাকে 'সুররাতুদ্-দুনইয়া' বা দুনিয়ার নাভি বলিয়া থাকে। তাহারা ইহার উপরে নিজেদের নাভি স্থাপন করে। সামনের দেওয়ালে একটি শিকল আছে। উহাকে 'উরওয়াতুল উস্‌তা' বলা হয়। এই সমস্তই একান্ত ভিত্তিহীন কথা। উহা হইতে বিরত থাকা কর্তব্য। যদি প্রবেশ করার সুযোগ আসিয়া যায়, তাহা হইলে প্রবেশ করার যাবতীয় আদব বজায় রাখা উচিত।[১]

২৭। যে পশু কোন আপরাধের বদলে যবেহ করা হইবে, উহা হইতে নিজে ভক্ষণ করা অথবা কোন মালদার ব্যক্তিকে খাওয়ানো জায়েয নহে। উহা ফকীরদের হক। কোন কোন লোক নিজেরাও খাইয়া ফেলেন। যদি কেহ ভুলক্রমে খাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে যতটুকু খাইয়াছেন উহার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

২৮। কোন কোন লোক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যবেহর[২] জায়গায় পাথরের উপরে পাথর রাখেন এবং মনে করেন যে, এর দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পাইবে। ইহা অত্যন্ত ভুল এবং ভিত্তিহীন ধারণা।

২৯। যমযম কূপের চতুর্দিকস্থ ভূমি মসজিদে হারামের অংশ।[৩] উহার হুকুম মসজিদের অনুরূপ। উহাতে থুথু কিংবা নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপণ, নাপাক লোকজনদের সেখানে গমন এবং বে-ওযূ লোকদের সেখানে ওযূ করা জায়েয নহে। তাবাররুকের জন্য সেখানে গায়ে পানি ঢালাতে কোন দোষ নাই। এই জায়গায় অধিকাংশ লোক খুবই অসতর্কভাবে চলাফেরা করেন, কফ ও থুথু ফেলেন, ওযূ করেন—এইসব অত্যন্ত বে-আদবী এবং পাপের কাজ।

৩০। মসজিদে হারামের ভিতরে যমযমের পানি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে। মসজিদে হারামে বহু লোক পানি পান করায়। পানি পান করানো খুবই ভাল কাজ। কিন্তু যাহারা পানি পান করায় তাহাদের অধিকাংশই শুধু এই কারণে পানি পান করায় যে, উহার বিনিময়ে কিছু অর্জন করিবে। বর্তমানে ইহা সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে, পানি পান করাইয়া বিনিময় দাবী করিয়া থাকে। এমনকি কেহ কেহ পয়সা না দিলে গাল-মন্দ পর্যন্ত করিয়া থাকে। পানকারীরাও পয়সা দিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং

টীকা

১· মাকামে ইবরাহীমকে লোকজন খোঁচায় এবং চুমা প্রদান করে। উহা মাক্‌রূহ। —হায়াতুল-কুলুব

২· জান্নাতুল মা'লা-এ লোকেরা দুই একটি পাথর চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দেয় এই মনে করিয়া যে, আমার কবর এইখানে হইবে। লোকেরাও হাজীগণকে ওসিয়ত করিয়া থাকে যে, আমার জন্যেও জান্নাতুল মা'লা-এ কবরের চিহ্ন রাখিয়া আসিবেন। এসব কিছু অজ্ঞানতাপ্রসূত।

৩· রদ্দুল মুহ্‌তার, ৬৯১ পৃষ্ঠা।

ইহা সম্পূর্ণ বাইয়ে তা'আতীর আকার ধারণ করিয়া ফেলিয়াছে। এই ধরনের লোকদিগকে পানি পান করানো এবং তাহাদের নিকট হইতে এইভাবে পানি পান করা না জায়েয। ইহাছাড়াও তাহাদের পানি পান করানোর মধ্যে আরো বহুবিধ অনিষ্ট বিদ্যমান। যাহা 'মাদখাল' গ্রন্থের রচয়িতা বর্ণনা করিয়াছেন। আমিও বিষয়টি এই গ্রন্থে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

৩১। কোন কোন লোকের উপরে হজ্জ ফরয নহে। অথচ উৎসাহের বশবর্তী হইয়া হজ্জে গমন করেন এবং যেহেতু আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা আর অন্তরের বলিষ্ঠতাও তাহাদের থাকে না, তাই মানুষের কাছে ভিক্ষা করিতে শুরু করিয়া দেন। এইভাবে নিজেও কষ্ট করেন এবং অন্যকেও কষ্ট দেন। এইভাবে ভিক্ষা করিয়া হজ্জ করা হারাম।

৩২। কোন কোন লোক ইহ্‌রামের অবস্থায় এমন চপ্পল বা জুতা ব্যবহার করেন যদ্দরুন পায়ের মধ্যবর্তী হাড়—যাহা নীচে হইতে উপরের দিকে উত্থিত হয়, উহা ঢাকা পড়িয়া যায়, এইরূপ চপ্পল বা জুতা—যাহাতে পায়ের এই হাড় ঢাকা পড়িয়া যায়, ইহ্‌রামের অবস্থায় পরিধান করা জায়েয নহে। সুতরাং হয় এই পরিমাণ অংশ কাটিয়া দিতে হইবে অথবা উহার মাঝে সামনের দিকে কাপড় প্রভৃতি ঢুকাইয়া নিতে হইবে। তাহা হইলে হাড় ঢাকা পড়িবে না, খোলা থাকিবে।

রওযা মোবারকে সালাম পাঠকারীদের ত্রুটিসমূহঃ

৩৩। কোন কোন লোক রওযা মোবারকের যিয়ারতের সময় রওযার জালিসমূহে হাত লাগাইয়া থাকে এবং উহাতে চুম্বন দান করে। এইসব করা না-জায়েয এবং সম্মানের পরিপন্থী। এমন ধরনের কাজ হুযূর পাক (দঃ)-এর পবিত্র দরবারে করা বে-আদবী। সেখানে বে-আদবী করা কঠিন গুনাহ্। কোন কোন অজ্ঞ লোক সজ্‌দা পর্যন্ত করিয়া ফেলেন। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অপর কাহাকেও সজ্‌দা করা শিরক। নবী করীম (দঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখিয়া সালাম পাঠ করা উচিত এবং খেয়াল রাখা কর্তব্য, যাহাতে কোন বে-আদবী সংঘটিত না হয়।

৩৪। অধিকাংশ যিয়ারতকারী অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া রওযা মোবারকের উপর সালাম পাঠ করেন এবং অত্যধিক হৈ-চৈ করিয়া থাকেন। ইহা আদবের খেলাফ। বেশী জোরে চিৎকার করাও ঠিক নহে। আবার খুব আস্তে সালাম পাঠ করাও উচিত নহে। বরং মধ্যম আওয়াজে সালাম পাঠ করা কর্তব্য।

৩৫। কোন কোন যিয়ারতকারী পবিত্র রওযা মোবারকে বসিয়া সায়হানী খেজুর ভক্ষণ করাকে সওয়াবের কাজ মনে করেন এবং নিজের চুল কাটিয়া ঝাড়-বাতির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহাছাড়াও এই ধরনের আরো বহুবিধ আজেবাজে কাজ করিয়া থাকেন। এইসবই একান্ত ভিত্তিহীন ও বে-আদবীর অন্তর্ভুক্ত।

যাহার উপর হজ্জ ফরয হইবে তাহাকে যথাশীঘ্র তাহা আদায় করার চেষ্টা করিতে হইবে। পার্থিব ব্যস্ততার কারণে বিলম্ব করা উচিত হইবে না। দুনিয়ার সামান্য কিছু অর্থের

কারণে দ্বীনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট করা এবং পরকালের জন্য সঞ্চয় না করা অতি বড় নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতির কারণ।

খোদা না করুক সেই নীচু মন হয় না কদাচ শাদ
দুনিয়ার লাগি অবহেলাভরে দ্বীন করে বরবাদ

রাসূলে মাকবূল (দঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ﴿ابو داود﴾

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা রাখে সে যেন উহা যথাশীঘ্র আদায় করে।" অন্য এক হাদীসে কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদান করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সেই সকল লোককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যাহারা হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও কোন ওযর ছাড়াই উহা তরক করিয়া থাকেন।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا ﴿رواه الدارمى﴾

অর্থাৎ, "হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন পীড়া হজ্জ পালনে বিরত রাখিবে না, অথচ সে হজ্জ সম্পন্ন না করিয়াই মৃত্যুবরণ করিবে, তাহা হইলে সে যেমন খুশী মৃত্যুবরণ করুক—ইচ্ছা হয় ইহুদী অবস্থায় মরুক, অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মরুক।" —দারেমী

যখন হজ্জ ফরয হইয়া যাইবে, তখন যথাসমম্ভব শীঘ্র তাহা আদায় করার চিন্তা করিতে হইবে। যাহাতে এই পরম নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিতে না হয়। জীবনের কোন ভরসা নাই। যদি যিয়ারতে মদীনার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে সেই জন্য হজ্জ পালনে বিলম্ব করিবেন না। যদি আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ফের অন্য কোন সময়ও এই দৌলত নসীব হইয়া যাইবে। মনে করুন—যদি যিয়ারত নসীব নাও হয় এবং আপনার দৃঢ় ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে যে, যদি আল্লাহ্ পাক সচ্ছলতা দান করেন, তাহা হইলে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হইবেন—তবে ইনশাআল্লাহ্ এই ইচ্ছার সওয়াবও কিছু কম নহে।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِاَدَاءِ الْمَنَاسِكِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى وَارْزُقْنَا الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَشَرِّفْنَا بِزِيَارَةِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অধম **সাঈদ আহমদ**
২০ রমযানুল মোবারক, ১৩৫৫ হিজরী

এক নজরে হজ্জ ও যিয়ারতের
দো'আসমূহ

১। তওবার দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আতুবু ইলাইকা মিন্হা লা-আরজিউ ইলাইহা আবাদা। আল্লাহুম্মা মাগ্ফিরাতুকা আওসাউ মিন্ যাম্বী ওয়ারাহ্মাতুকা আরজা ইন্দী মিন্ আমালী।"

২। ইস্তিখারার দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَ اَصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইল্মিকা ওয়াআস্তাক্দিরুকা বিক্বুদ্রাতিকা ওয়াআস্আলুকা মিন্ ফাযলিকাল্ আযীম। ফাইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু ওয়াতা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়াআন্তা আল্লামুল্ গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল্ আম্রা খাইরুল্লী ফী দ্বীনী ওয়াদুন্য়ায়া ওয়ামাআ'শী ওয়াআকিবাতি আম্রী ফাআক্দিরহু ওয়াইয়াস্সিরহু লী ছুম্মা বারিক্ লী ফীহী ওয়াইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল্ আম্রা শাররুল্ লী ফী দ্বীনী ওয়াদুন্য়ায়া ওয়ামাআশী ওয়াআ'কিবাতি আম্রী ফাআস্রিফ্হু আন্নী ওয়াআস্রিফ্নী আন্হু ওয়াআক্দির লিয়াল্ খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরযিনী বিহী।"

৩। হজ্জের সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নফল নামাযের পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ اَللّٰهُمَّ
اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوٰى لَنَا الْاَرْضَ وَ تُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ تَرْزُقَنَا فِى سَفَرِنَا
هٰذَا السَّلَامَةَ فِى الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَ الْبَدَنِ وَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَتُبَلِّغُنَا حَجَّ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ وَزِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا
وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ
وَقَضَاءً لِّفَرْضِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَشَوْقًا اِلٰى
لِقَائِكَ اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ ذَالِكَ وَ صَلِّ عَلٰى اَشْرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ
وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

"আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সা-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াআন্‌তাল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্‌লি ওয়াল্‌মাল্। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী মাসীরিনা হা-যাল্ বিররা ওয়াত্‌তাক্‌ওয়া ওয়ামিনাল্ আমালি মা তুহিব্বু ওয়াতারযা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা আন্ তাত্‌ওয়া লানাল্-আরযা ওয়াতুহাওয়্যিনা আলাইনাস্ সাফারা ওয়াতারযুক্বানা ফী সাফারিনা হা-যাস্ সালামাতা ফিল্ আক্বলি ওয়াদ্দীনি ওয়াল্ বাদানি ওয়াল্‌মালি ওয়ালওলাদি ওয়াতুবাল্লিগুনা হাজ্জা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াযিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহি আফ্‌যালুস্ সালাতি ওয়াস্‌সালাম্। আল্লাহুম্মা ইন্নী লাম্ আখ্‌রুজ্ আশারান্ ওয়ালা বাতারান্ ওয়ালা রিয়াআন্ ওয়ালা সুম্‌আতান্ বাল্ খারাজ্‌তু ইত্তিকাআ সাখাতিকা ওয়াবতিগাআ মারযাতিকা ওয়াক্বাযাআল্ লিফারযিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াশাওকান্ ইলা লিকাইকা। আল্লাহুম্মা ফাতাক্বাব্বাল্ যা-লিকা ওয়াসাল্লি আলা আশ্‌রাফি ইবাদিকা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলিহী ওয়াসাহ্‌বিহিত্ তাইয়্যিবীনাত্ তা-হিরীনা আজমাঈন্।"

৪। সফরের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ مَا اَهَمَّنِىْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ
بِهٖ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِى التَّقْوٰى وَ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ

"আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াবিকা ই'তাসাম্‌তু। আল্লাহুম্মা আক্‌ফিনী মা আহাম্মানী ওয়ামা লা আহ্‌তাম্মু বিহী। আল্লাহুম্মা যাওয়্যিদ্‌নিত্ তাক্‌ওয়া ওয়াগ্‌ফিরলী যাম্বী।"

৫। গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সময়ের দো'আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
التُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

"বিস্‌মিল্লাহি আমান্‌তু বিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিত্ তুক্‌লানু আলাল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন্ আন্ আদিল্লা আও উদাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজ্‌হালা আও য়ুজ্‌হালা আলাইয়্যা।"

৬। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হইতে বিদায় হওয়ার সময়ের দো'আঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَيَسَّرَ
لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ

"আস্‌তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়াআমানাতাকা ওয়াআখিরা আমালিকা ওয়াযাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ তাক্‌ওয়া ওয়াইয়াস্‌সারা লাকাল্ খায়রা হাইছু কুন্‌তা।"

৭। সওয়ার হওয়ার সময়ের দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ
وَ السَّلَامِ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

"আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিল্-ইস্‌লামি ওয়ামান্না আলাইনা বিমুহাম্মাদিন্ আলাইহি আফ্‌যালুস্ সালাতি ওয়াস্‌সালামি। সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্‌ক্বালিবূন্। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বারু আল্লাহু আক্‌বারু

আল্লাহু আক্‌বারু সুবহানাকা ইন্নী যালাম্‌তু নাফ্‌সী ফাগ্‌ফিরলী। ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।"

৮। কোন শহর দৃষ্টিগোচর হইলে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"আল্লাহুম্মা রাব্বাস্‌ সামাওয়াতিস্‌ সাবয়ি ওয়ামা আযলাল্‌না ওয়ারাব্বাল আরযীনাস্‌ সাবয়ি ওয়ামা আক্‌লাল্‌না ওয়ারাব্বাশ্‌ শায়াতীনি ওয়ামা আযলাল্‌না ওয়ারাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা ফাইন্না নাস্‌আলুকা খাইরা হা-যিহিল্‌ ক্বার্‌ইয়াতি ওয়াখাইরা আহ্‌লিহা ওয়ানাঊযু বিকা মিন্‌ শাররিহা ওয়াশাররি মা ফীহা।"

৯। কোন শহরে প্রবেশ করার পর প্রথমে اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا **তিনবার পাঠ করিয়া পরে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ**

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

"আল্লাহুম্মার যুক্‌না জানাহা ওয়াহাব্বিব্‌না ইলা আহ্‌লিহা ওয়াহাব্বিব্‌ সা-লিহী আহ্‌লিহা ইলাইনা।"

১০। কোন জায়গায় বিশ্রাম করার জন্য অবরতণ করিলে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ

"আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত্‌ তা-ম্মাতি কুল্লিহা মিন্‌ শাররি মা খালাক্বা ওয়াযারাআ ওয়াবারাআ। সালামুন্‌ আলা নূহিন্‌ ফিল্‌ আ-লামীন্‌।"

১১। কোন জায়গায় রাত হইয়া গেলে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ مِنْ شَرِّ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَ مِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ

"ইয়া আরযু রাব্বী ওয়ারাব্বুকিল্লাহু আঊযুবিল্লাহি মিন্‌ শার্‌রিকি ওয়াশার্‌রি মা খুলিক্বা ফীকি ওয়াশার্‌রি মা ইয়াদুব্বু আলাইকি ওয়াআঊযু বিল্লাহি মিন্‌ আসাদিন্‌ ওয়াআস্‌ওয়াদা ওয়ামিনাল্‌ হাইয়্যাতি ওয়াল্‌আক্‌রাবি ওয়ামিন্‌ শার্‌রি সা-কিনিল্‌ বালাদি ওয়ামিন্‌ ওয়ালিদিন্‌ ওয়ামা ওলাদা।"

১২। কোন জায়গায় প্রভাত হইলে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَ اَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

"সামিআ সা-মিউন্‌ বিহাম্‌দিল্লাহি ওয়াহুস্‌নি বালাইহি আলাইনা। রাব্বানা সা-হিবনা ওয়াআফ্‌যিল আলাইনা আ-ইযাম্বিল্লাহি মিনান্‌ নারি।"

১৩। জাহাজ ছাড়ার পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَّ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"বিস্‌মিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়ামুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর্‌ রাহীম। ওয়ামা কাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদ্‌রিহি ওয়াল্‌আরযু জামীআন্‌ ক্বাবযাতুহু ইয়াওমাল্‌ কিয়ামাতি ওয়াস্‌সামাওয়াতু মাত্‌ভিয়্যাতুম্‌ বিইয়ামীনিহি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আম্মা য়ুশ্‌রিকুন।"

১৪। হরম শরীফে প্রবেশ করার সময় এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَ دَمِيْ وَ عَظْمِيْ وَ بَشَرِيْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَاءِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ تُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যা হারামুকা ওয়াহারামু রাসূলিকা ফাহার্‌রিম লাহ্‌মী ওয়াদামী ওয়াআযমী ওয়াবাশারী আলান্‌ নারি। আল্লাহুমা আ-মিন্‌নী মিন্‌ আযাবিকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা ওয়াজ্‌আল্‌নী মিন্‌ আওলিয়াইকা ওয়াআহ্‌লি তা'আতিকা ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্‌ তাওয়্যাবুর্‌ রাহীম।"

১৫। ইহ্‌রামের নিয়তের পর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করিবেঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ـ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ ـ لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুল্‌কা, লা শারীকা লাকা"।

১৬। তাল্‌বিয়াহ্ পাঠের পর এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা রিযাকা ওয়াল্‌জান্নাতা ওয়াআঊযু বিকা মিন্ গাযাবিকা ওয়ান্‌নারি।"

১৭। মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশের সময় এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ جِئْتُ لِأُؤَدِّىَ فَرَضَكَ وَ اَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ اَلْتَمِسُ رِضَاكَ مُتَّبِعًا لِأَمْرِكَ رَاضِيًا بِقَضَائِكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِيْنَ مِنْ عِقَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِى الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَ تَحْفَظَنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَ تَجَاوَزَ عَنِّيْ بِمَغْفِرَتِكَ وَ تُعِيْنَنِيْ عَلٰى اَدَاءِ فَرَضِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِيْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বি ওয়াআনা আবদুকা জি'অতু লিউআদ্‌দিয়া ফারাযাকা ওয়াআত্‌লুবু রাহ্‌মাতাকা ওয়াআল্‌তামিসু রিযাকা মুত্‌তাবিআল্ লিআম্‌রিকা রা-যিয়াম্ বিকাযাইকা আস্‌আলুকা মাস্‌আলাতাল্ মুযতাররীনা ইলাইকাল্ মুশ্‌ফিকীনা মিন্ আযাবিকাল্ খা-ইফীনা মিন্ ইক্বাবিকা আন্ তাস্‌তাক্ববিলানিল ইয়াওমা বিআফ্‌ভিকা ওয়াতাহ্‌ফাযানী বিরাহ্‌মাতিকা ওয়াতাজাওয়া আন্‌নী বিমাগ্‌ফিরাতিকা ওয়াতুয়ীনানী আলা আদাই ফারাযিকা। আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা ওয়াআদ্‌খিল্‌নী ফী-হা ওয়া আয়িযনী মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।"

১৮। 'মাদআ' নামক স্থানে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

اَسْئَلُكَ مِمَّا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্-দুন্‌ইয়া হাসানাতান্ ওয়াফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতান্ ওয়াক্বিনা আযাবান্‌নারি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিম্মা সাআলাকা মিন্‌হু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াআঊযুবিকা মিন্ শাররি মাস্‌তা'আযা মিন্‌হু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

১৯। মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি রাব্বিগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।"

২০। বায়তুল্লাহ্ শরীফ সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

(ক) اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহু আকবারু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" তিন-বার বলার পর

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَ كَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ بِرًّا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"আল্লাহুম্মা যিদ্ হা-যাল্ বাইতা তাশ্‌রীফান্ ওয়াতা'যীমান্ ওয়াতাকরীমান্ ওয়া মাহাবাতান্ ওয়াযিদ্ মান্ শাররাফাহু ওয়াকাররামাহু মিম্মান্ হাজ্জাহু ওয়াঅতামারাহু তাশ্‌রীফান্ ওয়াতাক্‌রীমান্ ওয়াতা'যীমান্ ওয়াবিররান্। আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়ামিন্‌কাস্ সালামু ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিস্‌সালামি।"

(খ)

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَ الْفَقْرِ وَ مِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

"আঊযু বিরাব্বিল্ বাইতি মিনাদ্ দাইনি ওয়াল্‌ফাক্বরি ওয়ামিন্ যীক্বিস্ সাদ্‌রি ওয়াআ'যাবিল্ কাবরি।"

তাওয়াফের দো'আসমূহঃ

২১। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তাওয়াফের এই দো'আ পড়িবেঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আক্বারু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল্ হাম্দু ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

২২। তাওয়াফের নিয়ত করার পর মুখে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল্ হারামি ফাইয়াস্সিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বাল্হু মিন্নী।"

২৩। মুলতাযামের সামনে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

(ক)

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"আল্লাহুম্মা ঈমানাম্ বিকা ওয়াতাস্দীকাম্ বিকিতাবিকা ওয়াওয়াফাআম্ বিআহ্দিকা ওয়াইত্তিবাআল্ লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

(খ)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلٰوتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ رُسُلِكَ وَاَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَ اَوْلِيَائِكَ

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যাল্ বাইতিল্ আতীকি আ'তিক রিক্বাবানা মিনান্ নারি ওয়া আইযনা মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। ওয়াবারিক লানা ফীমা আ'তাইতানা- আল্লাহুম্মাজআল্না মিন্ আক্‌রামি ওফ্দিকা আলাইকা। আল্লাহুম্মা লাকাল্ হাম্দু আলা না'মাইকা ওয়াআফ্যালু সালাতিকা আলা সাইয়্যিদি আম্বিয়াইকা ওয়াজামিই রুসুলিকা ওয়াআস্ফিয়াইকা ওয়াআলা আ'লিহি ওয়াসাহবিহি ওয়াআওলিয়াইকা।

২৪। মাকামে ইবরাহীমের সামনে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা ইন্না হা-যাল্ বাইতা বাইতুকা, ওয়াল্ হারামা হারামুকা, ওয়াল্আম্না আম্নুকা, ওয়াহা-যা মাকামুল্ আ-ইযি বিকা মিনান্নারি, ফাআজিরনী মিনান্ নারি।"

২৫। রুকনে শামীর সামনে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَ الْوَلَدِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাশ্ শাক্কি, ওয়াশ্শিরকি, ওয়াশ্ শিক্বাকি, ওয়ান্নিফাকি, ওয়াসূ'ইল্ আখ্লাকি, ওয়াসূ'ইল্ মুনক্বালাবি ফিল্আহ্লি ওয়াল্মালি ওয়াল্ওয়ালাদি।"

২৬। মীযাবে রহমতের সামনে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَ اَسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا

"আল্লাহুম্মা! আযিল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা, ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা, ওয়ালা বাক্বিয়া ইল্লা ওয়াজ্হুকা, ওয়াআস্ক্বিনী মিন্ হাওযি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শার্বাতান্ হানীআতাল্ লা-আযমাউ বা'দাহা আবাদা।"

২৭। রুকনে ইয়ামানী হইতে বাহির হওয়ার পর এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতান্ ওয়াফিল্‌আ-খিরাতি হাসানাতান্ ওয়াক্বিনা আযাবান্ নারি।"

২৮। তাওয়াফের মধ্যে নিম্নের দো'আ দুইটিও পাঠ করার উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

(ক)

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহুম্মা ক্বান্‌নি'অনী বিমা রাযাক্‌তানী ওয়াবারিক্ লী ফীহি ওয়াখ্‌লুফ্ আলা কুল্লি গায়িবাতিল্ লী বিখাইরিন্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।"

(খ) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকার রা-হাতা ইন্‌দাল্ মাওতি ওয়াল্ আফ্‌ওয়া ইন্‌দাল্ হিসাবি।"

২৯। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আস্‌ওয়াদের মাঝখানে এই দো'আও পাঠ করা হুযূর (দঃ) হইতে প্রমাণিত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতান্ ওয়াফিল্ আখিরাতি হাসানাতান্ ওয়াক্বিনা আযাবান্ নারি।"

৩০। রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছিয়া নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করাও হুযূর (দঃ) হইতে প্রমাণিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল্ কুফ্‌রি ওয়াল্‌ফাক্বাতি ওয়ামাওয়াক্বিফিল্ খিযয়ী ফিদ্‌দুন্‌য়া ওয়াল্‌আখিরাতি।"

৩১। তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَ عَلَانِيَّتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু সিররী ওয়াআ'লানিয়াতী ফাক্ববাল্ মা'যিরাতী ওয়াতা'লামু হাজাতী ফা আ'তিনী সু'লী ওয়াতা'লামু মা ফী নাফ্‌সী ফাগ্‌ফিরলী যুনূবী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ঈমানান্ যুবাশিরু ক্বাল্‌বী ওয়াইয়াকীনান্ সা-দিকান্ হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা য়ুসীবুনী ইল্লা মা কাতাবতা লী ওয়ারিযাম্ বিমা ক্বাসাম্‌তা লী ইয়া আরহামার রা-হিমীন।"

৩২। যমযমের পানি পান করার পূর্বে এই দো'আ পাঠ করিতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইল্‌মান্ নাফিআন্ ওয়ারিযক্বান্ ওয়াসিআন্ ওয়াশিফাআম্ মিন্ কুল্লি দাইন্।"

৩৩। সাঈ করার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারাম হইতে বাহির হওয়ার পর এই দো'আ পড়িতে হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

"বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা ফাযলিকা।"

৩৪। সাফা পর্বতের নিকটে পৌঁছিয়া এই দো'আ পাঠ করিতে হয় ঃ

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন্ শাআ-ইরিল্লাহি।"

৩৫। সাফা পর্বতে আরোহণ করিয়া এই দো'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ
هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ
جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَسْئَلُكَ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى
تَوَفَّانِيْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى
اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَتْبَاعِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَشَائِخِيْ
وَلِلْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহু আক্‌বারু আল্লাহু আক্‌বারু আল্লাহু আক্‌বারু ওয়ালিল্লাহিল্ হাম্‌দু আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা হাদানা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আওয়াইনা আলহাম্‌দু লিল্লাহি আলা মা আল্‌হামানা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিহা-যা ওয়ামা কুন্না লিনাহ্‌তাদিয়া লাওলা আন্ হাদানাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু য়ুহ্‌য়ী ওয়ায়ুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল্ লা য়ামূতু বিইয়াদিহিল্ খায়রু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু সাদাকা ও'অদাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্ দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরূন্। আল্লাহুম্মা কামা হাদাইতানী লিল্ ইস্‌লামি আস্‌আলুকা আন্ লা তান্‌যি'আহু মিন্নী হাত্তা তাওয়াফ্‌ফানী ওয়াআনা মুস্‌লিমুন। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়াআত্‌বাইহি ইলা ইয়াওমিদ্ দ্বীনি। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমাশাইখী ওয়ালিল্ মুস্‌লিমীনা আজ্‌মাঈন, ওয়াসালামুন্ আলাল্ মুরসালীনা ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্।"

৩৬। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

"রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ আন্‌তাল্ আআ'য্‌যুল্ আক্‌রাম।"

৩৭। জাবালে রহমত দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ
عَلَيَّ وَاَعْطِنِيْ سُؤْلِيْ وَوَجِّهْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ سُبْحَانَ اللهِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াআলাইকা তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়াওয়াজ্‌হাকা আরাত্‌তু। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ওয়াআ'তিনী সু'লী ওয়াওয়াজ্‌জিহ্ লিয়াল্ খাইরা হাইছু তাওয়াজ্‌জাহ্‌তু সুবহানাল্লাহি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বারু।"

৩৮। অকুফে আরাফার সময় নিম্নোক্ত দো'আটি হুযূর (দঃ) হইতে প্রমাণিতঃ

لَآ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ وَ خَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ
صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ وَ اِلَيْكَ مَابِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ
لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ
الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কাল্লাযী তাকূলু ওয়াখাইরাম্ মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়ামাহ্‌ইয়ায়া ওয়ামামাতী ওয়াইলাইকা মাআবী ওয়ালাকা রাব্বী তুরাসী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন্ আযাবিল্ ক্বাবরি ওয়াওয়াস্‌ওয়াসাতিস্ সাদ্‌রি ওয়াশাতাতিল্ আম্‌রি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খাইরি মা তাজীউ বিহির্ রীহু ওয়াআঊযু বিকা মিন্ শাররি মা তাজীউ বিহির্ রীহু। আল্লাহুম্মাজ্‌আল্ ফী ক্বাল্‌বী নূরান্ ওয়াফী সাম্‌য়ী নূরান্ ওয়াফী বাসারী নূরান্ আল্লাহুম্মাশ্‌রাহ্‌লী সাদ্‌রী ওয়াইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী

ওয়াআউযু বিকা মিন্ ওয়াসাভিসিন্ ফিস্ সাদ্‌রি ওয়াশাতাতিল্ আম্‌রি ওয়াআযাবিল্ ক্বাবরি।

৩৯। রামি করার সময় এই দো'আটি পড়িতে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

"বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বারু রাগ্‌মাল্ লিশ্ শাইতানি ওয়ারিযাল্‌লির রাহ্‌মানি। আল্লাহুম্মাজ্-আল্‌হু হাজ্জাম্ মাবরূরান্ ওয়াযাম্বামমাগ্‌ফূরান্ ওয়াসা'ইয়াম্ মাশ্‌কূরা।"

৪০। কোরবানীর পূর্বে অথবা পরে এই দো'আটি পাঠ করিতে হয়ঃ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ هٰذَا النُّسُكَ وَاجْعَلْهُ قُرْبَانًا لِّوَجْهِكَ وَعَظِّمْ اَجْرِيْ عَلَيْهَا

"ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্‌আরযা হানীফান্ ওয়ামা আনা মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ইন্না সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়ামাহ্‌ইয়ায়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্। লা-শারীকা লাহু ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়াআনা আউয়ালুল্ মুস্‌লিমীন্। আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল্ মিন্নী হা-যান্ নুসুকা ওয়াজ্‌আল্‌হু কুরবানাল্ লিওয়াজ্‌হিকা ওয়াআ'যযিম্ আজ্‌রী আলাইহা।"

৪১। মাথা মুণ্ডানোর সময় এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ وَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّاَمْحُ بِهَا عَنِّيْ سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِيْ بِهَا دَرَجَةً اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ - اٰمِيْنَ

"আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা ওয়াআন্‌আ'মা আ'লাইনা। আল্লাহুম্মা হা-যিহি নাসিয়াতী বিইয়াদিকা ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্নী ওয়াগ্‌ফির লী যুনূবী। আল্লাহুম্মাক্‌তুব লী বিকুল্লি শা'রাতিন্ হাসানাতান্ ওয়াম্‌হু বিহা আন্নী সাইয়্যিআতান্ ওয়ারফা'লী

বিহা দারাজাতান্। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী ওয়ালিল্ মুহাল্লিক্বীনা ওয়াল্ মুক্বাস্‌সিরীনা ইয়া ওয়াসিআল্ মাগ্‌ফিরাতি আ'মীন।"

৪২। মাথা মুণ্ডানোর পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী ক্বাযা আন্না নুসুকানা। আল্লাহুম্মা যিদ্‌না ঈমানান্ ওয়াইয়াকীনান্।"

৪৩। তাওয়াফে বিদা' শেষে মসজিদে হারাম হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْعَوْدَ بَعْدَ الْعَوْدِ اَلْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ اِلٰى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ عِنْدَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اِنْ جَعَلْتَهٗ اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি হামদান্ কাসীরান্ তাইয়্যিবান্ মুবারাকান্ ফীহি। আল্লাহুম্মারযুক্বনীল্ আওদা বা'দাল্ আ'ওদি আল্‌মাররাতা বা'দাল্ মাররাতি ইলা বাইতিকাল্ হারামি ওয়াজ্‌আ'ল্‌নী মিনাল্ মাক্ববূলীনা ইন্দাকা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল্‌ইক্‌রামি। আল্লাহুম্মা লা তাজ্‌আল্‌হু আখিরাল্ আহ্‌দি মিন্ বাইতিকাল্ হারামি ইন্ জাআ'ল্‌তাহু আখিরাল্ আহ্‌দি ফাআউয়্যিযনী আন্‌হুল্ জান্নাতা ইয়া আরহামার্ রাহিমীনা। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খাল্‌ক্বিহি মুহাম্মাদিন্ ওয়াআলিহি ওয়াসাহ্‌বিহি আজ্‌মাঈন্।"

৪৪। কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"আস্‌সালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম্ মু'মিনীনা ওয়াইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বিকুম্ লাহিক্বূনা ওয়ানাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল্ আ'ফিয়াতা।"

৪৫। মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ اَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَ سُوْءِ الْحِسَابِ

"আল্লাহুম্মা হা-যা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ্‌আ'ল্‌হু লী ভিকায়াতাম্ মিনান্ নারি ওয়াআমানাম্ মিনাল্ আযাবি ওয়াসূ'ইল্ হিসাবি।"

৪৬। মদীনা নগরীর দরজায় প্রবেশ করার পর এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّارْزُقْنِيْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَ اَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اَنْقِذْنِيْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِيْهَا قَرَارًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا

"বিস্‌মিল্লাহি মা শা-আল্লাহু লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি রাব্বি আদ্‌খিল্‌নী মুদ্‌খালা সিদ্‌কিন্ ওয়াআখ্‌রিজ্‌নী মুখ্‌রাজা সিদ্‌কিন্ ওয়ারযুক্‌নী মিন্ যিয়ারাতি রাসূলিকা মা রাযাক্‌তা আওলিয়াআকা ওয়াআহ্‌লা তা'আতিকা ওয়াআন্‌কিযনী মিনান্ নারি ওয়াগ্‌ফির্‌লী ওয়ারহাম্‌নী ইয়া খাইরা মাস্‌উলীন্। আল্লাহুম্মাজ্‌আ'ল্ লানা ফীহা ক্বারারান্ ওয়ারিযক্বান্ হাসানান্।"

৪৭। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়াসাহ্‌বিহি ওয়াসাল্লিম্। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্ লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।"

৪৮। রওযা শরীফের পাশে দাঁড়াইয়া এই সালাম ও দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

(ক)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرًا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَا جَزٰى بِهٖ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَ اَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌কিল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাইরাতাল্লাহি মিন্ জামীই খাল্‌কিল্লাহি আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদা উল্‌দি আ-দামা আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ইয়া রাসূলাল্লাহি ইন্নী আশ্‌হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়ারাসূলুহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ক্বাদ্ বাল্লাগ্‌তার রিসালাতা ওয়াআদ্দাইতাল্ আমানাতা ওয়ানাসাহ্‌তাল্ উম্মাতা ওয়া-কাশাফ্‌তাল্ গুম্মাতা ফা জাযাকাল্লাহু আ'ন্না খাইরান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্না আফযালা ওয়াআক্‌মালা মা জাযা বিহী নাবিয়্যান্ আন্ উম্মাতিহী। আল্লাহুম্মা আ-তিহিল্ অছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াদ্‌দারাজাতার রাফীআতা ওয়াবআস্‌হুল্ মাক্বামাল্ মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়াআত্‌তাহু ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল্ মী'আদ্ ওয়াআন্‌যিল্‌হুল্ মান্‌যিলাল্ মুক্বাররাবা ইন্‌দাকা ইন্নাকা সুবহানাকা যুল্‌ফাযলিল্ আযীম্।"

(খ)

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِيْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَ سُنَّتِكَ

"ইয়া রাসূলাল্লাহি আস্‌আলুকাশ্ শাফাআ'তা ওয়াআতাওয়াস্ সালু বিকা ইলাল্লাহি ফী আন্ আমূতা মুস্‌লিমান্ আলা মিল্লাতিকা ওয়াসুন্নাতিকা।"

৪৯। রওযা মোবারকে সালাম নিবেদন করার পর এই দো'আ পাঠ করা উত্তমঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى سُبْحَانَهٗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَجِئْنَاكَ ظَالِمِيْنَ لِاَنْفُسِنَا مُسْتَغْفِرِيْنَ مِنْ ذُنُوْبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا وَاسْئَلْهُ اَنْ يُّمِيْتَنَا عَلٰى سُنَّتِكَ وَاَنْ يَّحْشُرَنَا فِيْ زُمْرَتِكَ

"ইয়া রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ক্বাদ্ কালাল্লাহু তা'আলা সুবহানাহু ওয়ালাও আন্নাহুম্ ইয্ যালামু আনফুসাহুম্ জা-উকা ফাস্তাগ্ফারুল্লাহা ওয়াস্তাগ্ফারা লাহুমুর-রাসূলা লা ওয়াজাদুল্লাহা তাওয়্যাবার্ রাহীমা। ফাজি'নাকা যালিমীনা লিআন্ফুসিনা মুস্তাগ্ফিরীনা মিন্ যুনূবিনা ফাশ্ফা' লানা ইলা রাব্বিনা ওয়াস্আল্হু আন্ যুমীতানা আলা সুন্নাতিকা ওয়াআন্ ইয়াহ্শুরানা ফী যুম্রাতিকা।"

৫০। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এইভাবে সালাম পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهٗ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهٗ فِى الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهٗ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়াসানিয়াহু ফিল্গারি ওয়ারাফীক্বাহু ফিল্ আস্ফারি ওয়াআমীনাহু আলাল্ আস্রারি আবা বাক্রিনিস্ সিদ্দীক্বি জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরা।"

৫১। হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এইভাবে সালাম পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِىْ اَعَزَّ اللهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَّمَيِّتًا جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল্ মু'মিনীনা উমারাল্ ফারূক্বিল্লাযী আআ'যযাল্লাহু বিহিল্ ইস্লামা ইমামাল্ মুসলিমীনা মারযিয়্যান্ হাইয়্যান্ ওয়া মাইয়্যিতান্ জাযাকাল্লাহু আ'ন্ উম্মাতি মুহাম্মাদিন্ খাইরান্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।"

৫২। হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর কবরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই-ভাবে সালাম পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِيْرَيْهِ جَزَاكُمَا اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ جِئْنَاكُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدْعُوَ لَنَا رَبَّنَا اَنْ يُّحْيِيَنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَسُنَّتِهٖ وَ يَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ اٰمِيْنَ

"আস্সালামু আলাইকুমা ইয়া যাজীআই রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়াওয়াযীরাইহি জাযাকুমাল্লাহু আহ্সানাল্ জাযাই জি'নাকুমা নাতাওয়াস্সালু বিকুমা ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা লি-ইয়াশ্ফাআ লানা ওয়াইয়াদউয়া লানা রাব্বানা আন্ যুহ্ইয়ানা আলা মিল্লাতিহি ওয়াসুন্নাতিহি ওয়াইয়াহ্শুরানা ফী যুম্রাতিহি ওয়াজামীআ'ল্ মুস্লিমীনা আমীন।"

৫৩। জান্নাতুল্ বাকী'তে প্রবেশ করিয়া এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"আস্সালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম্ মু'মিনীনা ফাইন্না ইন্শাআল্লাহু বিকুম্ লাহিকূনা। আল্লাহুম্মাগ্ফির লী আহ্লিল্ বাক্বীইল্ গারক্বাদি আল্লাহুম্মাগ্ফির লানা ওয়ালাহুম।"

৫৪। হযরত উসমান (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এইভাবে সালাম পাঠ করিতে হয়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَاالنُّوْرَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَامِعَ الْقُرْاٰنِ بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَبُوْرًا عَلَى الْاَكْدَارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيْدَ الدَّارِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

"আস্সালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল্ মুস্লিমীনা আস্সালামু আলাইকা ইয়া সালিসাল্ খোলাফাইর রাশিদীনা আস্সালামু আলাইকা ইয়া যান্নূরাইনি আস্সালামু আলাইকা ইয়া মুজাহ্হিযা জাইশিল্ উস্রাতি বিন্নাক্দি ওয়ালআইনি আস্সালামু আলাইকা ইয়া সা হিবাল্ হিজ্রাতাইনি আস্সালামু আলাইকা ইয়া জামিআ'ল্ কুরআনি বাইনাদ্ দুফ্ফাতাইনি আস্সালামু আলাইকা ইয়া সাবূরান্ আলাল্ আক্দারি আস্সালামু আলাইকা ইয়া শাহীদাদ্ দারি আস্সালামু আলাইকা ওয়ারাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।"

৫৫। রওযা মোবারকের বিদায়ী যিয়ারতের পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِىَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِىْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহুম্মা লা তাজ্আ'ল্ হা-যা আখিরাল্ আহ্দি নাবিয়্যিকা ওয়ামাস্জিদিহি ওয়াহারামিহি ওয়াইয়াস্সির লিয়াল্ আওদা ইলাইহি ওয়ালউকূফা লাদাইহি ওয়ারযুক্নীল্ আফওয়া ওয়াল্আ'ফিয়াতা ফীদ্দুন্য়া ওয়াল্ আখিরাতি ওয়ারুদ্দানা ইলা আহ্লিনা সালিমীনা গানিমীনা আমীনা বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।"

৫৬। নিজ শহর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"আ-ইবূনা তা-ইবূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূনা।"

৫৭। গৃহে প্রবেশ করার পর এই দো'আ পাঠ করিতে হয়ঃ

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

"তাওবান্ তাওবাল্ লি রাব্বিনা আওবাল্ লা-যুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্।"

—■ সমাপ্ত ■—